বুখারী শরীফ

দশম খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

দশম খণ্ড

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (দশম খণ্ড)
আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল বুখারী আল জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৫৫/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0951-7

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯৪

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৩
আষাঢ় ১৪১০
রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মেসার্স মডার্ন কম্পিউটার
২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), ঢাকা।

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
সেতু অফসেট প্রেস
৩৭, আর, এম, দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা - ১১০০।

মূল্য ঃ ২৪৮.০০ (দুইশত আটচল্লিশ) টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME) (Compilation of Hadith Sharif): by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Jufi (Rh.) in Arabic, translated under the supervision of the Editorial Board of Sihah Sittah and edited by the same board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003

Price : Tk 248.00; US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে—'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী।' মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ্' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দশম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	”
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	”
৫. মাওলানা রূহুল আমীন খান	”
৬. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	”
৭. মাওলানা ইমদাদুল হক	”
৮. জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা এ, কে, এম, মুমিনুল হক
২. মাওলানা আবুল কালাম
৩. মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মোঃ ইয়াহ্ইয়া
৪. মাওলানা মুহাম্মদ রূহল আমীন খান উজানবী

সূচিপত্র

হাউয অধ্যায়

তাক্দীর অধ্যায়

শপথ ও মানত অধ্যায়

শপথের কাফ্‌ফারা অধ্যায়

উত্তরাধিকার অধ্যায়

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

রক্তপণ অধ্যায়

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

কূটকৌশল অধ্যায়

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়

ফিত্‌না অধ্যায়

আহকাম অধ্যায়

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

জাহ্‌মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

বুখারী শরীফ

(দশম খণ্ড)

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

দোয়া অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

দোয়া অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

٢٦٧٩ بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৬৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র-এর ফযীলত

٥٩٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ -

৫৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্র করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের।

٥٩٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ ، فَاِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ ، تَنَادَوا هَلُمُّوا اِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِى ؟ قَالُوا يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِى؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِىْ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّلَكَ عِبَادَةً ، وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا ، قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنَ ؟ قَالَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَا رَاَوْهَا ، قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْاَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَارَاَوْهَا ، قَالَ

يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ فَيَقُوْلُ فَاشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৫৯৬৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্র যিক্রে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্র যিক্রে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে তিনিই বেশি জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন ঃ হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও বেশি আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তবে তারা কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহ্র কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কি হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।

٢٦٨٠. بَابُ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

২৬৮০ অনুচ্ছেদ ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলা

٥٩٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُوْ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ فِى

عَقَبَةٍ اَوْ قَالَ فِىْ ثَنِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا. رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ ، قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْيَا عَبْدَ اللّٰهِ اِلاَّ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-

৫৯৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র).... আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ একটি গিরিপথ দিয়ে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, একটি চূড়া হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এর উপরে উঠে জোরে বলল, 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। আবূ মূসা বলেন ঃ তখন রাসূল ﷺ তাঁর খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা, অথবা বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্। আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বাতলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বাতলে দিন। তিনি বললেন ঃ তা হলো 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'।

٢٦٨١ بَابُ لِلّٰهِ مِائَةُ اِسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

২৬৮১ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে

٥٩٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدَ اللّٰهِ مَنْ اَحْصَاهَا مَنْ حَفِظَهَا

৫৯৬৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে (এক কম একশ' নাম)। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'মান আহসাহা' অর্থ যে হিফাযত করল।

٢٦٨٢ بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

২৬৮২ অনুচ্ছেদ ঃ সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা

٥٩٦٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدُ اللّٰهِ اِذْ جَاءَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا اَلاَ تَجْلِسُ ؟ قَالَ لاَ ، وَلَكِنْ اَدْخُلُ فَاُخْرِجُ اِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَاِلاَّ جِئْتُ اَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُنِى مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا-

৫৯৬৯ উমর ইব্‌ন হাফস (র)........ শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর (ওয়ায শোনার) জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ইয়াযিদ ইব্‌ন মুয়াবিয়া (রা) এসে পড়লেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি বসবেন না? তিনি বললেন, না, বরং আমি ভেতরে প্রবেশ করব এবং আপনাদের কাছে আপনাদের সঙ্গীকে নিয়ে আসব। নতুবা আমি ফিরে এসে বসব। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে উপস্থিতির কথা অবহিত ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নিকট বেরিয়ে আসতে আমাকে বাধা দিচ্ছিল এ কথাটা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ায নসীহত করতে আমাদের অবকাশ দিতেন, যাতে আমাদের বিরক্তির কারণ না হয়।

كِتَابُ الرِّقَاقِ

কোমল হওয়া অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرِّقَاقِ

কোমল হওয়া অধ্যায়

٢٦٨٣ بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الاٰخِرَةِ

২৬৮৩ অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

٥٩٧٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ ابْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ قَالَ الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৫৯৭০ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি নিয়ামত এমন আছে, যে দু'টোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলো, সুস্থতা আর অবসর। আব্বাস আম্বরী (র).... সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) থেকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاُخِرَةِ فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ-

৫৯৭১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আয় আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার আর মুহাজিরদের কল্যাণ দান করুন।

٥٩٧٢ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِىُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَبَصُرَبِنَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الاٰخِرَةِ ، فَاغْفِرْ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

৫৯৭২ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মিক্‌দাম (র).... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খনন করছিলেন এবং আমরা মাটি সরাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের দেখছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ আয় আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মাফ করে দিন।

٢٦٨١ بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اِلٰى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

২৬৮৪ অনুচ্ছেদ ঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক..... ছলনাময় ভোগ (৫৭ ঃ ২০)

٥٩٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَلَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

৫৯৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র).......... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, জান্নাতের মধ্যে একটা চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় সকালের এক মুহূর্ত অথবা বিকালের এক মুহূর্ত দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম।

٢٦٨٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

২৬৮৫ অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ দুনিয়াতে তুমি একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক

٥٩٧٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ الْمُنْذِرِ الطُّفَاوِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ : اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرُ الصَّبَاحِ ، وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

৫৯৭৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন ঃ তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক। আর ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।

٢٦٨٦ بَابُ فِى الْاَمَلِ وَطُوْلِهِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ. ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ. وَقَالَ عَلِىٌّ اَرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَاَرْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ ، فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَاِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَّلاَ حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَّلاَ عَمَلٌ ، بِمُزَحْزِحِهِ بِمُبَاعِدِهِ

২৬৮৬ অনুচ্ছেদ ঃ আশা এবং এর দৈর্ঘ্য। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফল হলো আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (৩ ঃ ১৮) এদের ছেড়ে দাও— খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা এদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই তারা বুঝবে। (১৫ ঃ ৩) আলী (রা) বলেন, এ দুনিয়া পেছনের দিকে যাচ্ছে, আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে সন্তানাদি। সুতরাং তোমরা আখিরাতে আসক্ত হও। দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ, আজ আমলের সময়, হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব, আমল নেই

٥٩٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِى الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ فِى الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِىْ فِى الْوَسَطِ ، فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ ، وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِهِ ، وَهٰذَا الَّذِىْ هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَاِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا ، نَهَشَهُ هٰذَا ، وَاِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا ، نَهَشَهُ هٰذَا-

৫৯৭৫ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যা ভুজ অতিক্রম করে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে অতিক্রান্ত রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বিপত্তি। যদি সে এর একটা এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে দংশন করে। আর অন্যটাও যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।

٥٩٧٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خُطُوْطًا ، فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ-

৫৯৭৬ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার নবী ﷺ কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়।

٢٦٨٧ بَابَ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ فِى الْعُمُرِ لِقَوْلِهِ : اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ

২৬৮৭ অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তার বয়সের ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত, অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল..... (৩৫ ঃ ৩৭)

٥٩٧٧ حَدَّثَنِى عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ مَعْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَى امْرِىءٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً تَابَعَهُ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ-

৫৯৭৭ আবদুস্ সালাম ইব্‌ন মুতাহ্‌হার (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি।

٥٩٧٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًا فِىْ اِثْنَتَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الاَمَلِ . قَالَ اللَّيْثُ وحَدَّثَنِى يُوْنُسُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ وَاَبُوْ سَلَمَةَ-

৫৯৭৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। এর একটি হল দুনিয়ার মহব্বত, আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লায়ছ (র) ...... সাঈদ ও আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْبَرُ اِبْنُ اٰدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ ، وَطُوْلُ الْعُمُرِ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ-

৫৯৭৯ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দু'টি জিনিসও বৃদ্ধি পায়; ধন-সম্পদের মহব্বত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা।

٢٦٨٨ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِىْ يُبْتَغَى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ ، فِيْهِ سَعْدٌ

২৬৮৮ অনুচ্ছেদ ঃ যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাওয়া হয়। এ বিষয়ে সা'দ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস আছে

٥٩٨٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ مَحْمُوْدٌ اَنَّهٗ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِىْ دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْاَنْصَارِىَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِىْ سَالِمٍ قَالَ غَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوَافِىَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৫৯৮০ মুয়ায ইব্‌ন আসাদ (র).... মাহমুদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা তাঁর স্মরণ আছে। আর তিনি বলেন, তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তার স্মরণ আছে। তিনি বলেন, ইতবান ইব্‌ন মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকালে আমার এখানে এলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

٥٩٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهٗ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ اَحْتَسَبَهٗ اِلاَّ الْجَنَّةُ-

৫৯৮১ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই।

٢٦٨٩ بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيْهَا

২৬৮৯ অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা

٥٩٨٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِىْ بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِهِ فَوَافَتْهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُوْمِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَاَنَّهُ جَاءَ بِشَىْءٍ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ ، وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا ، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَتْهُمْ-

৫৯৮২ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....... আমর ইব্‌ন আওফ (রা), তিনি বনী আমর ইব্‌ন লুওয়াই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্‌কে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহ্‌রাইন পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহ্‌রাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের উপর আলা ইব্‌ন হায্‌রামী (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আসেন, আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে শরীক হন। সালাত শেষে তাঁরা তাঁর সামনে এলেন। তিনি তাঁদের দেখে হেসে বললেন ঃ আমি মনে করি তোমরা আবূ উবায়দা (রা)-এর আগমনের এবং তিনি যে মাল নিয়ে এসেছেন সে সংবাদ শুনেছ। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা রেখো, যা তোমাদের খুশী করবে। তবে, আল্লাহ্‌র কসম। আমি তোমাদের উপর দরিদ্রতার আশংকা করছি না বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর তোমরা যা নয় তা তোমাদের আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদের জন্য বিমুখ করেছিল।

٥٩٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ ، وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ الْاٰنَ ، وَاِنِّىْ قَدْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا-

৫৯৮৩ কুতায়বা (র)......... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এবং উহুদের শহীদানের উপর সালাত আদায় করলেন, যেমন তিনি মুর্দার উপর সালাত আদায় করে থাকেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আমি তোমাদের অগ্রণী। আমি তোমাদের সাক্ষী হব। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার 'হাওয্'কে এখন দেখছি। আমাকে তো যমীনের ধনাগারের চাবিসমূহ অথবা যমীনের চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের উপর এ আশংকা করছি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, তবে আমি আশংকা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদে আসক্ত হয়ে যাবে।

٥٩٨٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْل قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَكْثَرَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ قِيْلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْاَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِيْنِهِ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَعَ ذٰلِكَ قَالَ لاَ يَاْتِى الْخَيْرُ اِلاَّ بِالْخَيْرِ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ كُلَّ مَا اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرَةِ تَاْكُلُ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاَكَلَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ-

৫৯৮৪ ইসমাঈল (র)........ আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, ভাল কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ভাল একমাত্র ভালকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনদৌলত সবুজ শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্যি বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্যমুখী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং পুনঃ খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তদ্রূপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় না।

٥٩٨٥ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا اَدْرِى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَّشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ-

৫৯৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যমানার লোকেরা। তারপর এদের পরবর্তী যমানার লোকেরা। ইমরান (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই— তারপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা মানত মানবে তা পূরণ করবে না। তাদের দৈহিক হৃষ্টপুষ্টতা প্রকাশিত হবে।

٥٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِىْءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ اَيْمَانَهُمْ وَاَمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ-

৫৯৮৬ আবদান (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শ্রেষ্ঠ হল আমার যমানার লোক। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের কসমের পূর্বেই হবে, আর তাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের পূর্বেই হবে।

٦٩٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوٰى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِى بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْ لاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوْ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ اِنْ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَضَوْ اَوَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بِشَىْءٍ وَاَنَا اَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَالاَ نَجِدُ لَهٗ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ-

৫৯৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র)......কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব (রা) সাতবার তার পেটে উত্তপ্ত লোহার দাগ নেওয়ার পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবার অনেকেই (দুনিয়ার মোহে পতিত না হয়েই) চলে গিয়েছেন। অথচ দুনিয়া তাঁদের আখিরাতের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। আর আমরা দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যার জন্য মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

৫৯৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِىْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَاِنَّا اَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ-

৫৯৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র).....কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খাব্বাব (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটা দেয়াল তৈরি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমাদের যে সাথীরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, দুনিয়া তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা তাদের পর দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যেগুলোর জন্য আমরা মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

৫৯৮৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৫৯৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)........খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হিজরত করেছিলাম।

٢٦٩٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِلٰى قَوْلِهِ مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ السَّعِيْرِ جَمْعَهُ سُعُرٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْغُرُوْرُ الشَّيْطَانُ

২৬৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মানুষ! আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে......যেন জাহান্নামী হয় পর্যন্ত (৩৫ ঃ ৫-৬)।' ইমাম বুখারী বলেন, السعير -এর বহুবচন سُعُرٌ আর মুজাহিদ বলেন, اَلْغُرُوْرُ -এর মানে শয়তান।

৫৯৯০ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْقُرَشِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابْنَ اَبَانَ اَخْبَرَهُ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُوْرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّا فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّا وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْمَجْلِسِ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ هٰذَاالْوُضُوْءِ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَغْتَرُّوْا قَالَ اَبُوعَبْدِ اللّٰهِ هُوَ حُمْرَانَ بْنُ اَبَانٍ-

৫৯৯০ সা'দ ইব্ন হাফ্স (র)......ইব্ন আবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে অযূর পানি নিয়ে এলাম। তখন তিনি মাকায়িদ-এ বসা ছিলেন। তিনি উত্তমরূপে অযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ -কে এ স্থানেই দেখেছি, তিনি উত্তমরূপে অযূ করলেন, এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ অযূর মতো অযূ করবে, তারপর মসজিদে এসে দু'রাকাআত সালাত আদায়

করে সেখানে বসবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, নবী ﷺ আরও বলেন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হুমরান ইব্ন আবান।

٢٦٩١ بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِيْنَ

২৬৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নেক্কার লোকদের বিদায় গ্রহণ

٥٩٩١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ اَلاَوَّلُ فَالاَوَّلُ ، وَيَبْقٰى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً -

৫৯৯১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র)..... মিরদাস আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ নেক্কার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। আর থেকে যাবে নিকৃষ্টরা—যব অথবা খেজুরের মত লোকজন। আল্লাহ্ তা'আলা এদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না।

٢٦٩٢ بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ

২৬৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা (৮ ঃ ২৮)

٥٩٩٢ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ ، وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ-

৫৯৯২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইউসুফ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর (শাল), পশমী কাপড়ের (চাদর) গোলামরা ধ্বংস হোক। যাদের এসব দেয়া হলে সন্তুষ্ট থাকে আর দেয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়।

٥٩٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغٰى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ-

৫৯৯৩ আবূ আসিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দু'টি উপত্যকাপূর্ণ ধনসম্পদ থাকে তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া লোভী আদম সন্তানের পেট ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করবেন।

٥٩٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مُخْلَدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لابْنِ اٰدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالاً حَبَّ اَنَّ لَهُ اِلَيْهِ مِثْلَه وَلاَ يَمْلاَ عَيْنَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلاَ اَدْرِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَمْ لاَ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ-

৫৯৯৪ মুহাম্মদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ বনী আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধনসম্পদ থাকে, তা'হলে সে আরও ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের লোভী চোখ মাটি ছাড়া আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তওবা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করবেন। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, সুতরাং আমি জানি না—এটি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কিনা। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নুয্ যুবায়রকে বলতে শুনেছি—এটি মিম্বরের উপরের (বর্ণনা)।

٥٩٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ مَكَّةَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَقُوْلُ : يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ ابْنَ اٰدَمَ اُعْطِىَ وَادِيًا مُلِىَ مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ اُعْطِىَ ثَانِيًا اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِثًا وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ-

৫৯৯৫ আবূ নুয়াইম (র).....আব্বাস ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইব্‌নুয্ যুবায়র (রা)-কে মক্কায় মিম্বারের উপর তার খুত্‌বার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলছেন ঃ হে লোকেরা! নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন যে, যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা মাল দেয়া হয়, তথাপিও সে এ রকম দ্বিতীয়টার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকবে। আর তাকে এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয় আরও একটার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। মানুষের পেট মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন।

٥٩٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلاَ فَاهُ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ الكَعْبِ قَالَ كُنَّا نَرَى هٰذَا مِنَ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى نَزَلَتْ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ-

৫৯৯৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি আদম সন্তানের স্বর্ণপরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকার কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ছাড়া অন্য কিছুই ভরতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবূল করেন। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের ধারণা ছিল যে, সম্ভবত এ কুরআনেরই আয়াত। অবশেষে (সূরায়ে তাকাসুর) নাযিল হলো।

٢٦٩٣ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ اِلَى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ، قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اِلاَّ اَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ اَنْ اُنْفِقَهُ فِىْ حَقِّهِ-

২৬৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ মানুষের জন্য (দুনিয়াতে) মনোহর করে দেওয়া হয়েছে কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলোর মায়া-মহব্বতকে অর্থাৎ নারীকুল ও সন্তান-সন্ততি ...... এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। (৩ ঃ ১৪) উমর (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য যেসব জিনিস চিত্তাকর্ষক করে দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম। ইয়া আল্লাহ্! অবশ্যই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমি এগুলোকে যথাযথ খরচ করতে পারি

٥٩٩٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ، ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ، ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِىْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ ، وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى-

৫৯৯৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে মাল চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবারও চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন ঃ এই ধন-সম্পদ সুফ্য়ানের বর্ণনামতে নবী ﷺ বললেন ঃ হে হাকীম! অবশ্যই এই মাল শ্যামল-সবুজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, তার জন্য এটাকে বরকতময় করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লোভ সহকারে নেবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। বরং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায়, কিন্তু পেট ভরে না। আর (জেনে রেখো) উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।

٢٦٩٤ بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

২৬৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে

٥٩٩٨ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ ، قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ-

৫৯৯৮ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ লোকদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সবাই তার নিজের সম্পদকে সবচাইতে বেশি প্রিয় মনে করি। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর পিছনে যা ছেড়ে যাবে তা ওয়ারিছের মাল।

٢٦٩٥ بَابُ الْمُكْثِرُوْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا اِلٰى قَوْلِهٖ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

২৬৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে .... এবং তারা যা করে থাকে (১১ ঃ ১৫-১৬)

٥٩٩٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِى وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِىَ مَعَهُ اَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَمْشِى فِى ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَانِى ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ اَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِى اِجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَاَجْلَسَنِى فِى قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِى اِجْلِسْ هَاهُنَا حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكَ ، قَالَ فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى لاَ اَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّى فَاَطَالَ اللَّبْثَ ، ثُمَّ اِنِّى سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ سَرَقَ ، وَاِنْ زَنٰى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَرْجِعُ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ عَرَضَ لِى فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ ، قَالَ بَشِّرْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا

جِبْرِيْلُ وَاِنْ سَرَقَ ، وَاِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَاِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ. قَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ وَالْاَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهٰذَا وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ نَحْوَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وحَدِيْثُ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لاَيَصِحُّ اِنَّمَا اَوْرَدْنَاهُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَضْرِبُوْا عَلَى حَدِيْثِ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قُلْتُ لاَبِى عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مُرْسَلٌ اَيْضًا لاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا تَابَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ-

৫৯৯৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি একবার বের হলাম। তখন নবী ﷺ -কে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে কোন লোক ছিল না। আমি মনে করলাম, তাঁর সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপসন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি আবূ যার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন ঃ ওহে আবূ যার, এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর তিনি বললেন ঃ প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে, বামে, আগে ও পেছনে ব্যয় করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যতীত)। তারপর আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি এখানে বসে থাক। (এ কথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। এমন কি তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। আপনি এই প্রস্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি এই কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মাতদের সুসংবাদ দেবেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে জিবরাঈল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললামঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার আমি বললাম ঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি সে শরাবও পান করে। নযর (র) .... আবূদ্দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূদ্দারদা থেকে আবূ সালিহের বর্ণনা মুরসাল, যা সহীহ্ নয়। আমরা পরিচয়ের জন্য

এনেছি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তবে এ সুসংবাদ এ অবস্থায় দেওয়া হয়েছে, যদি সে তওবা করে আর মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে।

٢٦٩٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا

২৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আমার জন্য উহুদ সোনা হোক; আমি তা কামনা করি না

٦٠٠٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ اَبُو ذَرٍّ كُنْتُ اَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا اُحُدٌ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ مَا يَسُرُّنِي اَنَّ عِنْدِي مِثْلَ اُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا يَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ شَيْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ اَنْ اَقُوْلَ بِهِ فِي عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَارٰى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ ارْتَفَعَ ، فَتَخَوَّفْتُ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي لاَ تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَتَانِي ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ-

৬০০০ আল হাসন ইব্নুর রাবী' (র)..... যায়দ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রা) বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার কংকরময় প্রান্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে এল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি বললাম, লাব্বাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ আমার নিকট এ উহুদ পরিমাণ সোনা হোক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি আমি তা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন ঃ জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম লোক অতি অল্পই। তারপর আমাকে বললেন ঃ তুমি এখানে থাক। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করো। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন। এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, সম্ভবত তিনি কোন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছেই যেতে

চাইলাম। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো যে, তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কোথাও যেয়ো না। তাই আমি সেদিকে আর গেলাম না। ইতোমধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একটা শব্দ শুনে তো শংকিত হয়ে পড়ছিলাম। বাকী ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি শব্দ শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আ)। তিনি আমার কাছে এসে বললেন ঃ আপনার উম্মাতের কেউ যদি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে। তিনি বললেন ঃ যদিও সে যিনা করে এবং যদিও চুরি করে।

٦٠٠١ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ شُبَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ اَنْ لاَ تَمُرُّ عَلٰى ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّشَيْئًا اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ-

৬০০১ আহমাদ ইব্ন শাবীব (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমার জন্য উহুদের সমতুল্য স্বর্ণ যদি হয় আর এর কিয়দংশও তিনদিন অতীত হওয়ার পর আমার কাছে থাকবে না— তাতেই আমি সুখী হবো। তবে যদি ঋণ পরিশোধের জন্য হয় (তা ব্যতিক্রম)

٢٦٩٧ بَابُ اَلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ، وَقَوْلُهُ : اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّ مَانُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَّبَنِيْنَ ، اِلٰى قَوْلِهِ عَامِلُوْنَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَمْ يَعْمَلُوْهَا لاَ بُدَّ مِنْ اَنْ يَعْمَلُوْهَا-

২৬৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা কি ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যেসব ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করছি .... করে যাচ্ছে, পর্যন্ত

٦٠٠٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ-

৬০০২ আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য।

٢٦٩٨ بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ

২৬৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্রতার ফযীলত

٦٠٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اَلسَّاعِدِيْ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا

رَأْيُكَ فِيْ هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأْيُكَ فِيْ هَذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَيُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَيُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا-

৬০০৩ ইসমাঈল (র)....... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি তার কাছে বসা একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তো একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এমন মর্যাদাবান যে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য। আর কারো জন্য সুপারিশ করলে তা গ্রহণযোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো এক গরীব মুসলমান। এ এমন ব্যক্তি যে, যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে যদি কারো সুপারিশ করে, তবে তা কবূলও হবে না। এবং যদি সে কোন কথা বলে, তবে তা শোনার যোগ্য হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ দুনিয়া ভরা আগের ব্যক্তি থেকে এ ব্যক্তি উত্তম।

٦٠٠٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا-

৬০০৪ আল হুমায়দী (র)..... আবূ ওয়াহিল (র) বর্ণনা করেন। একবার আমরা খাব্বাব (রা)-এর সুশ্রূষায় গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ -এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছি; যার সাওয়াব আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ সাওয়াব দুনিয়াতে লাভ করার আগেই বিদায় নিয়েছেন। তন্মধ্যে মুস্‌আব ইব্‌ন উমায়র (রা), তিনি তো উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধু একখানা চাদর রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়তো। নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর কিছু 'ইয্‌খির' ঘাস বিছিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছেন, যাঁদের ফল পাকছে এবং তারা তা সরবরাহ করছেন।

٦٠٠٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ. تَابَعَهُ اَيُّوْبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَخْرُ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-

৬০০৫ আবুল ওয়ালীদ (র)....... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরীব এবং আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জাহান্নামী স্ত্রীলোক।

٦٠٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَاْكُلِ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى خَوَانٍ حَتّٰى مَاتَ ، وَمَا اَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ-

৬০০৬ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমৃত্যু টেবিলের উপর খাবার খাননি আর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত মসৃণ রুটি খেতে পাননি।

٦٠٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا فِىْ رَفِّىْ مِنْ شَىْءٍ يَّاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ ، اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِىْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ -

৬০০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করলেন যে, তখন কোন প্রাণী খেতে পারে আমার তাকের উপর এমন কিছু ছিল না। তবে আমার তাকে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে (পরিমাপ না করে) বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। একদা মেপে নিলাম, যদ্দরুন তা শেষ হয়ে যায়।

٢٦٩٩ بَابٌ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ ، وَتَخَلِّيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

২৬৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনযাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন

٦٠٠٨ حَدَّثَنِى اَبُوْ نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنْ كُنْتُ لاَعْتَمِدُ بِكَبِدِىْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لاَشُدُّ الْحَجَرَ عَلٰى بَطْنِىْ مِنَ الْجُوْعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلٰى طَرِيْقِهِمُ الَّذِىْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ ، فَمَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَسَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِنْ

كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَأَلْتُهُ اِلاَّ لِيُشْبِعَنِى فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّبِىْ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَانِىْ وَعَرَفَ مَا فِى نَفْسِىْ وَمَا فِى وَجْهِىْ ثُمَّ قَالَ اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ الْحَقُّ وَمَضٰى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَاْذَنَ فَاَذِنَ لِىْ فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِى قَدَحٍ ، فَقَالَ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ قَالُوْا اَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ اَوْ فُلاَنَةٌ قَالَ اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقُّ اِلٰى اَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِىْ ، قَالَ وَاَهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ الْاِسْلاَمِ لاَ يَاوُوْنَ عَلٰى اَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلٰى اَحَدٍ اِذَا اَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَاِذَا اَتَتْهُ هَدِيَّةٌ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ وَاَصَابَ مِنْهَا وَاَشْرَكَهُمْ فِيْهَا فَسَاءَنِىْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِىْ اَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ اَحَقُّ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً اَتَقَوَّى بِهَا فَاِذَا جَاءَ اَمَرَنِىْ فَكُنْتُ اَنَا اُعْطِيْهِمْ وَمَا عَسٰى اَنْ يَبْلُغَنِىْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ بُدٌّ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا ، فَاسْتَاْذَنُوْا فَاُذِنَ لَهُمْ وَاَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ يَا اَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ خُذْ فَاَعْطِهِمْ فَاَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ اُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبَ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَاُعْطِيْهِ ، وَالْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رَوِىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلٰى يَدِهٖ فَنَظَرَ اِلَىَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ يَااَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَقِيْتُ اَنَا وَاَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُوْلَ اشْرَبْ ، حَتّٰى قُلْتُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَاَرِنِىْ فَاَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَسَمّٰى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ-

৬০০৮ আবূ নূয়াইম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোন সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবী ﷺ ও সাহাবীগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবূ বকর (রা) যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাহলে আমাকে পরিতৃপ্ত করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছু করলেন না। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে

কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। এ সময়ও আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তার পরক্ষণে আবুল কাসিম ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচ্‌কি হাসলেন এবং আমার প্রাণে কি অস্থিরতা বিরাজমান এবং আমার চেহারার অবস্থা থেকে তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে ঢুকবার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি বললেন ঃ এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তুমি সুফ্‌ফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফ্‌ফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোন পরিবার ছিল না এবং তাদের কোন সম্পদ ছিল না এবং তাদের কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিল না। যখন কোন সাদাকা আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং এর থেকে নিজেও কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা এলো। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফ্‌ফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছুটা শক্তি পেতাম। এরপর যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমিই যেন তা তাঁদেরকে দেই, আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি আমি এরূপে দিতে দিতে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তারপর নবী ﷺ পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসলেন। আর বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ এখন তো আমি আর তুমি আছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঠিক বলছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমন কি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। (আমার পেটে) আর পান করার মত জায়গা আমি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ বলে বাকীটা পান করলেন।

٦٠٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ اِنِّىْ لاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَاَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ

الاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَاِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الْاِسْلاَمِ خِبْتُ اِذَنْ وَضَلَّ سَعِى -

৬০০৯ মুসাদ্দাদ (র)...... কায়স (র) বর্ণনা করেন, আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যুদ্ধকালীন নিজেদেরকে যে দুব্‌লাহ গাছের পাতা ও বাবলা ছাড়া খাবারের কিছুই ছিল না, অবস্থায় দেখেছি। কেউ কেউ বকরীর পায়খানার ন্যায় পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুক্‌নো। অথচ এখন আবার বনূ আসাদ (গোত্র) এসে ইসলামের উপর চলার জন্য আমাকে তিরস্কার করছে। এখন আমি যেন শংকিত আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

٦٠١٠ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ -

৬০১০ উসমান (র) .... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে লাগাতার তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি।

٦٠١١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ هُوَ الْاَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَااَكَلَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَكْلَتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ الاَّ اِحْدٰا هُمَا تَمْرٌ -

৬০১১ ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার একদিনে যখনই দুবেলা খানা খেয়েছেন একবেলা শুধু খুর্‌মা খেয়েছেন।

٦٠١٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيْفٍ -

৬০১২ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ রাজা (র)......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিছানা চামড়ার তৈরি ছিল এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের আঁশ।

٦٠١٣ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَاْتِىْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ فَقَالَ كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِىَّ ﷺ رَاَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ رَاٰى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ -

৬০১৩ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে এমন অবস্থায় যেতাম যে, তাঁর বাবুর্চি (মেহমান আপ্যায়নের জন্য) দণ্ডায়মান। আনাস (রা)

বলতেন, আপনারা খান। আমি জানি না যে, নবী ﷺ ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত একটা চাপাতি রুটিও চোখে দেখেছেন। আর তিনি কখনও একটি ভুনা ছাগল নিজ চোখে দেখেননি।

٦٠١٤ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَاْتِىْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا اِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ-

৬০১৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস অতিবাহিত হয়ে যেত আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার জন্য) আগুন প্রজ্বলিত করতাম না। তখন একমাত্র খুরমা আর পানি চলত। অবশ্য তবে যদি যৎসামান্য গোশ্ত আমাদের নিকট এসে যেত।

٦٠١٥ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ اِبْنَ اُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِىْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟ قَالَتْ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَسْقِيْنَاهُ-

৬০১৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল ওয়াইসী (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া (রা)-কে বললেন, বোন পুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের গৃহগুলোতে (রান্নার জন্য) আগুন জ্বালানো হতো না। আমি বললাম, আপনাদের জীবন ধারণের কি ছিল? তিনি বললেন, কালো দু'টি জিনিস। খেজুর আর পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসার সাহাবীর অনেকগুলো দুগ্ধবতী প্রাণী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা দিত। তখন আমরা তা পান করে নিতাম।

٦٠١٦ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا-

৬০১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।

٢٧٠٠ بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

২৭০০. অনুচ্ছেদ ঃ আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত করা

٦٠١٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اَلدَّائِمُ قُلْتُ فَاَىَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ-

৬০১৭ আবদান (র)........... মাসরূক (র) বর্ণনা করেন। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কাছে কি রকম আমল সবচাইতে প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতে কোন্ সময় উঠতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

٦٠١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

৬০১৮ কুতায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমল আমলকারী নিয়মিত করে, সে আমল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিল।

٦٠١٩ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا -

৬০১৯ আদাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের আমল নাজাত দেবে না। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকেও না? তিনি বললেন ঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি আমল কর, ঘনিষ্ঠ হও। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্র কাজ কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। আঁকড়ে ধর মধ্যমপন্থাকে, অবশ্যই সফলকাম হবে।

٦٠٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ-

৬০২০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যম পন্থায় নেক আমল করতে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের কাউকে তার আমল বেহেশ্তে নেবে না এবং আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়। তা অল্পই হোক না কেন।

٦٠٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ-

৬০২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র) .... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন ঃ যে আমল নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অল্প হোক। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যমত আমল করে যাও।

٦٠٢٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ كَانَ يُخَصُّ شَيْأً مِنَ الاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَطِيْعُ -

৬০২২ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আলকামা (র) বর্ণনা করেন। আমি মুসলিম-জননী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! নবী ﷺ -এর আমল কি রকম ছিল? তিনি কি কোন আমলের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, না। তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। নবী ﷺ যেমন সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তোমাদের কেউ কি সে সক্ষমতার অধিকারী?

٦٠٢٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا فَاِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ اَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللّٰهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ قَالَ اَظُنُّهُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَدِيْدًا سَدَادً صِدْقًا -

৬০২৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ .... আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা ঠিক ঠিকভাবে মধ্যম পন্থায় আমল করতে থাক। আর সুসংবাদ নাও। কিন্তু (জেনে রেখো) কারো আমল তাকে জান্নাতে নেবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন ঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে মাগ্‌ফিরাত ও রহমতে ঢেকে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এটিকে আমি ধারণা করছি আবূ নাযর.... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আফফান (র)....আয়েশা (রা)....নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা সঠিকভাবে আমল কর আর সুসংবাদ নাও। মুজাহিদ বলেছেন, سزاد يزيز অর্থ সত্য।

٦٠٢٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى لَنَا يَوْمًا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَاَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ اُرِيْتُ الْاٰنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِىْ قِبَلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَكَا يَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَرَّتَيْنِ -

৬০২৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল মুনযির (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর মিম্বরে উঠে মসজিদের কিবলার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যখন আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম, তখন এ প্রাচীরের সম্মুখে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হলো। আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ আর কোন দিন দেখিনি। এ শেষ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

٢٧٠١ بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَقَالَ سُفْيَانَ مَا فِى الْقُرَانِ اٰيَةٌ اَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوْا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ

২৭০১. অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনের মধ্যে আমার কাছে এই আয়াত থেকে কঠিন আর কিছুই নেই। তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন) তোমরা তা বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিতের উপর নেই

٦٠٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ فِىْ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْاَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَامَنْ مِنَ النَّارِ -

৬০২৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলা রহমত সৃষ্টির দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানব্বইটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহ্‌র কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে তাহলে সে জান্নাত লাভ থেকে নিরাশ হবে না। আর মু'মিন যদি আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তি সম্পর্কে জানে তা হলে সে জাহান্নাম থেকে বে-পরওয়া হবে না।

٢٧٠٢ بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ ، اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ-

২৭০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে। উমর (রা) বলেন, আমরা শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ করেছিলাম একমাত্র ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমেই

٦٠٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَسْاَلْهُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلاَّ اَعْطَاهُ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ لاَ اَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ وَاِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ-

৬০২৬ আবুল ইয়ামান (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণনা করেন। একবার আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক নবী ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যা চাইলেন, তিনি তা-ই দিলেন, এমন কি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর দু'হাত দিয়ে দান করার পর সবকিছু শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ আমার কাছে যা কিছু মালামাল থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে নিজেকে মুখাপেক্ষিতামুক্ত রাখতে চায়, আল্লাহ্ তাকে তাই রাখেন; আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে ব্যক্তি পরনির্ভর হতে চায় না, আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। সবর অপেক্ষা বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কস্মিনকালেও তোমাদেরকে দান করা হবে না।

٦٠٢٧ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَرِمَ اَوْتَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

৬০২৭ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......... যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত সালাত আদায় করতেন, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন ঃ আমি কি অত্যধিক কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

٢٧٠٣ بَابٌ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُثَيْمٍ مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ

২৭০৩. অনুচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

٦٠٢٨ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

৬০২৮ ইসহাক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা মানে না এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

٢٧٠٤ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيْلَ وَقَالَ

২৭০৪. অনুচ্ছেদ ঃ অনর্থক কথাবার্তা অপছন্দনীয়

٩٠٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيْرَةُ وَفُلاَنٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ اَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ ابْنِ شُعْبَةَ اِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَعَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০২৯ আলী ইব্ন মুসলিম (র) .... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর কাতিব্ ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-কে লিখলেন যে, আপনি আমার কাছে একটা হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাত থেকে ফিরার সময় বলতে শুনেছি। لااله الا الله........ وهو على كل شىء قدير (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং হাম্দ তাঁরই। তিনি সবার উপর শক্তিমান। আর তিনি নিষেধ করতেন অনর্থক কথাবার্তা, অধিক সাওয়াল, মালের অপচয়, উচিত বস্তুকে দেওয়া, অনুচিতকে চাওয়া, মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং কন্যাদেরকে জীবিত কবরস্থ করা থেকে। হুশায়ম (র).....আব্দুল মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াররাদ (রা)-কে আল মুগীরা.... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٧٠٥ بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

২৭০৫. অনুচ্ছেদ ঃ যবান সাবধান রাখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে

٦٠٣٠ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ وَقَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍ سَمِعَ اَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لِحَيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ-

৬০৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল মুকাদ্দামী (র)......... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্‌বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

٦٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمِتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ-

৬০৩১ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নয়তো নীরব থাকে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

٦٠٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِىِ قَالَ سَمِعَ اُذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلضِيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيْلَ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ -

৬০৩২ আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবূ শুরাইহ্ আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে, মেহমানদারী তিন দিন, সৌজন্যসহ। জিজ্ঞাসা করা হলো, সৌজন্য কি? তিনি বললেন ঃ এক দিন ও এক রাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

٦٠٣٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسٰى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ -

৬০৩৩ ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক-এর দূরত্বের চাইতে অধিক।

٦٠٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بَالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ-

৬০৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তার মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে-কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।

٢٧٠٦ بَابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

২৭০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কাঁদা

٦٠٣٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

৬০৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ছায়া দেবেন। এক জাতীয় ব্যক্তি হবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত করল।

٢٧٠٧ بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللّٰهِ

২৭০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র ভয়

٦٠٣٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِىءُ الظَّنَّ بِعَمَلِه فَقَالَ لاَهْلِه اِذَا اَنَا مُتُّ فَخُذُوْنِىْ فَذَرُّوْنِىْ فِى الْبَحْرِ فِىْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوْا بِه فَجَمَعَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِىْ اِلاَّ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ-

৬০৩৬ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার আমল সম্পর্কে তুচ্ছ ধারণা পোষণ করত। সে তার পরিবারের

লোকদেরকে বলল, যখন আমি মারা যাবো, তখন তোমরা আমাকে নিয়ে (জ্বালিয়ে দিবে) অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। তার পরিবারের লোকেরা সে অনুযায়ী কাজ করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই ভস্ম একত্রিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যা করলে, তা কেন করলে? সে বললো, একমাত্র আপনার ভীতিই আমাকে এটিতে বাধ্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٠٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنِ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيْمَنْ كَانَ سَلَفَ اَوْ قَبْلَكُمْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا يَعْنِىْ اَعْطَاهُ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيْهِ اَىَّ اَبٍ كُنْتُ ؟ قَالُوْا خَيْرًا ، قَالَ فَانَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا .فَسَرَّهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَاِنَّ يَقْدُمْ عَلَى اللّٰهِ يُعَذِّبُهُ فَانْظُرُوْا فَاذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ حَتّٰى اِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِىْ اَوْ قَالَ فَاسْهَكُوْنِىْ ثُمَّ اذَا كَانَ رِيْحُ عَاصِفُ فَاذْرُوْنِىْ فِيْهَا فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَرَبِّىْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ كُنْ فَاذَا رَجُلٌ قَائِمُ فَقَالَ اَىْ عَبْدِىْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ فَمَا تَلاَفَاهُ اَنْ رَحِمَهُ فَحَدَّثْتُ اَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فَاذْرُوْنِىْ فِى الْبَحْرِ اَوْ كَمَا حَدَّثَ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬০৩৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)........... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পূর্ব অথবা তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। যখন সে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো তখন সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম। সে বললো, যে আল্লাহ্‌র কাছে কোন সম্পদ সঞ্চয় রাখেনি, সে আল্লাহ্‌র কাছে হাযির হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই ভস্ম করে ফেলবে। অতঃপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা তাতে উড়িয়ে দেবে। এভাবে সে তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল। রাবী বলেন, আমার প্রতিপালকের কসম! তারা যথাযথ তাই করল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, অস্তিত্বে এসে যাও। হঠাৎ এক ব্যক্তিরূপে দণ্ডায়মান হলো। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি এমনটি কেন করলে? সে বললো, তা একমাত্র আপনার ভয়ে। তখন তিনি এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিলেন আপনার ভীতি অথবা আপনার থেকে সরে থাকার কারণে। আমি আবূ উসমানকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি সালমানকে শুনেছি, তিনি এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত করেছেন.... আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। অথবা তিনি যেমনটি বর্ণনা করেছেন। মু'আয (র).... উক্‌বা (র) বলেন ঃ আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে শুনেছি নবী (সা) থেকে।

٣٧.٨ بَابُ الاِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِيْ

২৭০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সব গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা

٦٠٣٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِى مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَاَدْلَجُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَجْتَاحَهُمْ -

৬০৩৮ মুহাম্মদ ইব্‌নুল আলা (র)............ আবূ মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ও আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো এমন ব্যক্তির মত, যে তার কওমের কাছে এসে বললো, আমি স্ব-চক্ষে শত্রু সেনাদলকে দেখেছি আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা সত্বর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একদল তার কথায় সাড়া দিয়ে শেষ রজনীতে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে বেঁচে গেল। এদিকে আরেক দল তাকে মিথ্যারোপ করে, যদ্দরুন তাদেরকে ভোর বেলায় শত্রুসেনা এসে সমূলে নিপাত করে দিল।

٦٠٣٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا-

৬০৩৯ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগলো। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরলো। তদ্রূপ আমি তোমাদের কোমরে ধরে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

٦٠٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ-

৬০৪০ আবূ নুয়াঈম (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান (প্রকৃত) সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির (প্রকৃত) সে, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে।

٢٧٠٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً

২৭০৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম

٦٠٤١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا-

৬০৪১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

٦٠٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا -

৬০৪২ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

٢٧١٠ بَابُ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

২৭১০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে

٦٠٤٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-

৬০৪৩ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে।

٢٧١١ بَابُ الْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ

২৭১১. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদ্রূপ

٦٠٤٤ حَدَّثَنِى مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ -

৬০৪৪ মূসা ইব্ন মাসঊদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চাইতেও বেশি কাছাকাছি আর জাহান্নামও তদ্রূপ।

٦٠٤٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلُ-

৬০৪৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বাধিক সত্য কবিতা যা জনৈক কবি বলেছেন ঃ "তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই অনর্থক।"

٢٧١٢ بَابٌ لِيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ اِلٰى مَنْ فَوْقَهُ

২৭১২. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চস্তর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়

٦٠٤٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ-

৬০৪৬ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।

٢٧١٣ بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ اَوْ سَيِّئَةٍ

২৭১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল ভাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের

٦٠٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْدُ اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ وَالْعُطَارِدِىُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَالِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً-

৬০৪৭ আবূ মা'মার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (হাদীসে কুদ্সী স্বরূপ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নেকী ও বদীসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর সে ইচ্ছা করল ভাল কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন।

٢٧١٤ بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ

২৭১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

٦٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ اِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُوْبِقَاتِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، يَعْنِيْ الْمُهْلِكَاتِ-

৬০৪৮ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) বলেন, তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নবী ﷺ -এর যমানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন অর্থাৎ المهلكات। ধ্বংসাত্মক।

٢٧١٥ بَابُ الاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

২৭১৫ অনুচ্ছেদ ঃ আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল, আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা

٦٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْحَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّمَا الاَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا-

৬০৪৯ আলী ইব্‌ন আইয়্যাস (র).......... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি অন্যান্য লোকের চাইতে ধনী ছিল। তিনি বললেন ঃ কেউ যদি জাহান্নামী লোক দেখতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল। সে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে আহত হয়ে গেল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল, সে তারই তরবারীর অগ্রভাগ বুকে লাগিয়ে উপুড় হয়ে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষস্থল ভেদ করে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জান্নাতী লোকের কাজ মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা মানুষের চোখে জাহান্নামীদের কাজ বলে মনে হয়। অথচ সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই মানুষের যাবতীয় আমল পরিণামের সাথে নির্ভরশীল।

٢٧١٦ بَابُ الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوْءِ

২৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে থাকা শান্তিদায়ক

٦٠٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِىُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ اَوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ يُوْنُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى مِثْلُ حَدِيْثِ اَبِى الْيَمَانُ اَىُّ النَّاسُ خَيْرُهُ-

৬০৫০ আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আর সে ব্যক্তি যে পর্বতের কোন গুহায় তার রবের ইবাদত করতে থাকে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়। যুবায়দী সুলায়মান (র) ও নো'মান (র) যুহরী (র) থেকে শুআইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। মা'মার (র)....... আবূ সায়ীদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস (র), ইব্‌ন মুসাফির (র) ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র) জনৈক সাহাবী কর্তৃক নবী (সা) থেকে অর্থাৎ আবুল ইয়ামানের হাদীসের ন্যায় "কোন ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম বর্ণনা করেছেন।"

٦٠٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ-

৬০৫১ আবূ নুয়াঈম (র) .... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। সে তা নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা ও বারি ভূমির অনুসরণ করবে, তাঁর দীনকে নিয়ে ফিত্‌না থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে।

٢٧١٧ بَابُ رَفْعِ الْاَمَانَةِ

২৭১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আমনতদারী উঠে যাওয়া

٦٠٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -

৬০৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমানত কেমন করে নষ্ট হয়ে যাবে, তিনি বললেন ঃ যখন অযোগ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

٦٠٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الاٰخَرَ ، حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقٰى اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ ،

وَلَقَدْ اَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِى اَيُّكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَىَّ الْاِسْلاَمُ وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيَهِ ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ اُبَايِعُ اِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا–

৬০৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)......... হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। নবী ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে অধোগামী হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমালে পর, তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার উপর এমন এক যমানা অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে বেচাকেনা করলাম, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতাম না। কারণ সে মুসলমান হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। আর সে নাস্‌রানী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া বেচাকেনা করি না।

٦٠٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا النَّاسُ كَالاِبِلِ الْمِائَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً–

৬০৫৪ আবুল ইয়ামান (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ শত উটের ন্যায়, যাদের মধ্য থেকে সাওয়ারীর উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।

٢٧١٨ بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

২৭১৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদেখানো ও শোনানো ইবাদত

٦٠٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَيْرَهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ–

৬০৫৫ মুসাদ্দাদ ও আবূ নুআয়ম (র)......... সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি নবী ﷺ বলেন। তিনি ব্যতীত আমি অন্য কাউকে 'নবী ﷺ বলেন' এরূপ বলতে শুনিনি। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে 'লোক-শোনানো দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ইবাদত করবে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে 'লোক দেখানো দেবেন'।

٢٧١٩ بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ

২৭১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রবৃত্তির সাথে আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে

٦٠٥٦ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ اِلاَّ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْهُ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ-

৬০৫৬ হুদ্বাহ ইব্ন খালিদ (র).......... মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সহযাত্রী হলাম। অথচ আমার ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান ছিল শুধু সাওয়ারীর গদির কাষ্ঠ-খণ্ড। তিনি বললেন ঃ হে মুয়ায! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন ঃ হে মুয়ায! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন ঃ হে মুয়ায ইব্ন জাবাল! আমিও আবার বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো যে, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর আরও কিছুক্ষণ পথ চলার আবার ডাকলেন, হে মুয়ায ইব্ন জাবাল! আমি বললাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ যদি বান্দা তা করে তখন আল্লাহ্র কাছে বান্দার প্রাপ্য কি হবে, তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ তখন বান্দার হক আল্লাহ্র কাছে হলো তাদেরকে আযাব না দেওয়া।

٢٧٢. بَابُ التَّوَاضُعِ

২৭২০. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াজু (বিনয়)

٦٠٥٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ نَاقَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ وَاَبُوْخَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، وَكَانَتْ لَاتُسْبَقُ ، فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالُوْا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّاَيَرْفَعَ شَىْءٌ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ-

৬০৫৭ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর 'আয্‌বা' নাম্নী একটি উট্‌নী ছিল। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যেত না। একবার একজন বেদুঈন তার একটি উটে সাওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে তা কঠোর মনে হল। তারা বলল যে, আয্‌বা'কে তো অতিক্রম করে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান হলো, দুনিয়ার কোন জিনিসকে উত্থিত করা হলে তাকে পতিতও করা হয়।

٦٠٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُبِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا ، وَاِنْ سَاَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ اَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِىْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ -

৬০৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি যা তার উপর ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু

সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি-না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।

٢٧٢١ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ، وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

২৭২১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ "আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু'টি অঙ্গুলীর ন্যায়।" (আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ) আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১৬ ঃ ৭৭)

٦٠٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا-

৬০৫৯ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র)...... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম। এ বলে তিনি আঙ্গুল দু'টিকে প্রসারিত করে ইশারা করেন।

٦٠٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَاَبِىْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ-

৬০৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম।

٦٠٦١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِىْ اِصْبَعَيْنِ تَابَعَهُ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ-

৬০৬১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার ও কিয়ামতের আবির্ভাব এ রকম। অর্থাৎ এ দু'টি আঙ্গুলের ন্যায়।

٦٠٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

مَغْرِبِهَا ، فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ ، فَذٰلِكَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيْهِ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اَكْلَتَهُ اِلٰى فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا–

৬০৬২ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সকলেই ঈমান নিয়ে আসবে। তখনকার সম্পর্কেই (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। কিয়ামত সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে, দু'ব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় অবশ্যই কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উট্‌নীর দুধ দোহন করে ফিরে আসার পর সে তা পান করার অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে) চৌবাচ্চা তৈরি করবে। কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোক্‌মা উঠাবে, কিন্তু সে তা খেতে পারবে না।

٢٧٢٢ بَابٌ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

২৭২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

٦٠٦٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ ، كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَوْ بَعْضُ اَزْوَاجِهِ ، اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ لَيْسَ ذَاكِ ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ ، فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، اِخْتَصَرَهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ –

৬০৬৩ হাজ্জাজ (র) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করেন না। তখন আয়েশা (রা) অথবা তাঁর অন্য কোন সহধর্মিণী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পসন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ বিষয়টা এরূপ নয়। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে, যখন মু'মিন বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয়। তখন তার সামনের সুসংবাদের চাইতে তার নিকট বেশি পসন্দনীয় কিছু থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পসন্দ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনের আযাবের সংবাদের চাইতে তার কাছে অধিক অপসন্দনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং সে (এ সময়) আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা অপসন্দ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন।

٦٠٦٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ–

৬০৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ..... আবূ মূসা আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মুলাকাতকে ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার মুলাকাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মুলাকাতকে ভালবাসে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার মুলাকাত ভালবাসেন না।

٦٠٦٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِىْ رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِىٌّ قَطُّ حَتّٰى يُرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نُزِلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِىْ غُشِىَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى قُلْتُ اِذَنْ لاَيَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ وَكَانَتْ تِلْكَ اٰخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى–

৬০৬৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).......... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্থাবস্থায় প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, কোন নবীরই (জান) কব্‌য করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর জান্নাতের ঠিকানা না দেখানো হয়, আর তাঁকে (জীবন অথবা মৃত্যুর) অধিকার না দেওয়া হয়। সুতরাং যখন নবী ﷺ -এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, এ সময় তাঁর মাথা আমার রানের উপর

ছিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বেহুঁশি থেকে সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর চোখ উপরের দিকে তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহুম্মার রাফীকাল আলা' (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পসন্দ করলাম)। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তখনই আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি এখন আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হচ্ছে সেই হাদীসের মর্ম, যা তিনি ইতিপূর্বে প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং এটাই ছিল তার শেষ কথা, যা তিনি বলেছেন ঃ اللهم الرفيق الاعلى—"আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম।"

٢٧٢٣ بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ-

২৭২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুযন্ত্রণা

٦٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ اَبَا عَمْرٍو وَذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اَوْ عُلْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِى الْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ-

৬০৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মায়মূন (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একপাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল (উমর সন্দেহ করতেন)। তিনি তাঁর উভয় হাত ঐ পানির মধ্যে দাখিল করতেন। এরপর নিজ মুখমণ্ডলে উভয় হাত দ্বারা মসেহ করতেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেন। আরও বলতেন ঃ নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে। এরপর দু'হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দরবারে পৌঁছিয়ে দিন। এ সময়ই তার (রূহ) কব্য করা হলো। আর হাত দু'টি ঢলে পড়ল।

٦٠٦٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ جُفَاةٌ يَاتُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ اِلَى اَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ اِنْ يَعِشْ هٰذَا لاَ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى يَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ : يَعْنِى مَوْتَهُمْ-

৬০৬৭ সাদাকা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাজের গ্রাম্য লোক নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতো কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন ঃ যদি এ ব্যক্তি কিছু দিন বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন যে, এ কিয়ামতের অর্থ হলো, তাদের মৃত্যু।

٦٠٦٨ حَدَّثَنَا اِسْمعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ-

৬০৬৮ ইসমাঈল (র) .... কাতাদা ইব্‌ন রিবঈ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন ঃ সে শান্তি প্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ মু'মিন বান্দা মরে যাওয়ার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্ত হয়।

٦٠٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَلْحَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ كَعْبٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ-

৬০৬৯ মুসাদ্দাদ (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি হয়ত মুস্তারীহ্ (নিজে শান্তিপ্রাপ্ত) হবে অথবা মুস্তারাহ মিনহু (লোকজন) তার থেকে শান্তি লাভ করবে। মু'মিন (দুনিয়ার ফিত্‌না যাতনা থেকে) শান্তি লাভ করে।

٦٠٧٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

৬০৭০ হুমায়দী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।

٦٠٧١ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً اِمَّا النَّارُ وَاِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ-

৬০৭১ আবূ নু'মান (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন কবরেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা। তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত।

٦٠٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَسُبُّوا الاَمْوَاتَ فَانَّهُمْ قَدْ اَفْضَوا اِلَى مَا قَدَّمُوا-

৬০৭২ আলী ইব্‌ন জা'দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালি দিও না। কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ফল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

٢٧٢٤ بَابُ نَفْخِ الصُّوْرِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلصُّوْرُ كَهَيْئَةِ الْبُوْقِ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النَّاقُوْرُ الصُّوْرُ ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى ، وَالرَّادِفَةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ

২৭২৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গায় ফুৎকার। মুজাহিদ বলেছেন, শিঙ্গা হচ্ছে ডংকা আকৃতির, 'যাযরাহ' মানে চিৎকার, এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'নাকুর' মানে শিঙ্গা, 'রাযিফা' প্রথম ফুৎকার 'রাদিফা' দ্বিতীয় ফুৎকার

٦٠٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ اَنَّهَا حَدَّثَاهُ اَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اُسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اَصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اَصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهُ الْيَهُوْدِىِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِى عَلَى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ فِى اَوَّلِ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِى اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِى اَوْكَانَ مِمَّنِ اَسْتَثْنَى اللّٰهُ-

৬০৭৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করল। একজন মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইহুদী বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মূসা (আ)-কে জগতবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাবী বলেন, এতে মুসলমান রাগান্বিত হয়ে গেল এবং ইহুদীর মুখমণ্ডলে একটি চপেটাঘাত করে বসল। এরপর ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে তার মাঝে এবং মুসলমানের

মাঝে যা ঘটেছিল এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, আর আমিই হব সেই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম হুঁশে আসবে। হুঁশ হয়েই আমি দেখতে পাব যে মূসা (আ) আরশে আযীমের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না মূসা (আ) কি সেই লোক যিনি বেহুঁশ হবেন আর আমার পূর্বেই প্রকৃতিস্থ হয়ে যাবেন। নাকি তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বেহুঁশ হয়ে যাওয়া থেকে সতন্ত্র রেখেছেন।

٦٠٧٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْعَقُ النَّاسُ حِيْنَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ قَامَ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ فَمَا اَدْرِى اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ ، رَوَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৭৪ আবুল ইয়ামান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামত হবে তখন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। আর আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে হুঁশ হয়ে দাঁড়াবে। আর আমি দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশে আযীমকে ধরে আছেন। মূলত আমি জানি না যে, তিনি বেহুঁশীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? এ হাদীস আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٢٥ بَابُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৭২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে মুষ্ঠিতে নেবেন। এ কথা নাফী' (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ-

৬০৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে আপন মুঠোয় আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন ঃ "আমিই বাদশাহ্, দুনিয়ার বাদশাহ্রা কোথায়?"

٦٠٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَكْفَأُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ نُزُلاً لاَهْلِ الْجَنَّةِ، فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلٰى قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ

خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ الاَ اُخْبِرُكَ بِاِدَامِهِمْ بَالاَمُ وَنُوْنٌ . قَالُوْا وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَاكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِ هِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا-

৬০৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতীদের মেহমানদারীর জন্য তাকে স্বহস্তে তুলে নেবেন। যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় তার রুটি হাতে তুলে নেয়। এমন সময় একজন ইহুদী এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বরকত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেই দিন) সমস্ত ভূ-মণ্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন (লোকটিও সেইরূপই বলল)। এবার নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন ঃ তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রুটির) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন ঃ তাদের তরকারী হবে বালাম এবং নুন। সাহাবাগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন ঃ ষাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরদা থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

٦٠٧٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ قَالَ سَهْلٌ اَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لاَحَدٍ -

৬০৭৭ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র)........ সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে সাদা গমের রুটি যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহ্ল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোন কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না।

٢٧٢٦ بَابُ كَيْفَ الْحَشْرُ

২৭২৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাশরের অবস্থা

٦٠٧٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ بَعِيْرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا-

৬০৭৮ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহণকারী। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থামবে আগুনও তাদের সাথে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে।

٦٠٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنْ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِى اَمْشَاهُ عَلَي الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى اَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

৬০৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র নবী। অধোবদন অবস্থায় কাফেরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে যে মহান সত্তা (মানুষকে) দু'পায়ের উপর হাঁটাতে পারেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন অধোবদন করে হাঁটাতে সক্ষম নন? তখন কাতাদা (রা) বললেন, আমাদের রবের ইয্যতের কসম! হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন।

٦٠٨٠ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً مَشَاةً غُرْلاً ، قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِمَّا يُعَدُّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৮০ আলী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসকে ঐ সমস্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, যা ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে স্বয়ং শুনেছেন।

٦٠٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً-

৬০৮১ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মুলাকাত করবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়।

٦٠٨٢ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ الْاٰيَةَ ، وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلاَئِقَ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِى فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِى فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا اِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ ، فَيُقَالُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ -

৬০৮২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়াত ঃ كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মাত থেকে কিছু লোককে আনা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বামওয়ালাদের (বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে প্রভু ! এরা তো আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি জান না তোমার পরে এরা কি করেছে। তখন আমি আরয করব, যেমন আরয করেছে নেক্কার বান্দা অর্থাৎ ঈসা (আ) আয়াত وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا.........الحَكِيْمُ পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদিন আমি ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম ...... الحكيم। পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এরপর জবাব দেওয়া হবে। এরা সর্বদাই দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপর বিদ্যমান ছিল।

٦٠٨٣ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِى صَغِيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكَ -

৬০৮৩ কায়স ইব্ন হাফস (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন ঃ এইরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।

٦٠٨٤ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى قُبَّةٍ ، فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِى اَهْلِ الشِّرْكِ اِلاَّ كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ-

৬০৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোন এক তাঁবুতে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্‌তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্‌তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জান। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে বেহেশ্‌তে কেবলমাত্র মুসলমানগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কাল ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম। অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ার ওপর কাল পশম।

٦٠٨٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَرَاىٰ ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هٰذَا اَبُوْكُمْ اٰدَمُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ كَمْ اُخْرِجُ ، فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ- فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا اُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعٌ هُوَ تِسْعُوْنَ فَمَاذَا يَبْقٰى مِنَّا ؟ قَالَ اِنَّ اُمَّتِى فِى الْاُمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ-

৬০৮৫ ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর বংশধরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি হচ্ছেন তোমাদের পিতা আদম (আ)। জবাবে তারা বলবে لَبَّيْكَوَسَعْدَيْكَ হাযির! হাযির! মোরা তব খিদমতে হাযির! এরপর তাঁকে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আ) বলবেন, প্রভু হে! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ প্রতি একশ' থেকে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতি একশ' থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর

আমাদের মাঝে বাকী থাকবে কি? তিনি ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ষাঁড়ের গায়ের শুভ্র পশমের ন্যায়।

٢٧٢٧ بَابُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ، أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ، اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

২৭২৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার (২২ ঃ ১)। কিয়ামত আসন্ন (৫৩ ঃ ৫৭)। কিয়ামত আসন্ন (৫৪ ঃ ১)

٦٠٨٦ حَدَّثَنِي يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا اٰدَمُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ، فَذَالِكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ- فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ ، قَالَ اَبْشِرُوا فَاِنَّ مِنْ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ اَلْفُ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ اِنِّي لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ اِنِّي لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْاُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ-

৬০৮৬ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামীদের (দেওয়ার জন্য) বের কর। আদম (আ) আরয করবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুত এটা হবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) ঃ আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। (সূরা হাজ্জঃ ২) এটা সাহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াযুয ও মাযুয থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জান। আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে তোমরা বেহেশতীদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুলিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু

আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে তোমরা বেহেশ্‌তীদের অর্ধেক হয়ে যাও। অন্য সব উম্মাতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ। অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।

٢٧٢٨ بَابٌ قَوْلِ اللّٰهِ اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ الْوُصْلاَتُ فِى الدُّنْيَا -

২৭২৮. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে? যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে। (৮৩ ঃ ৪, ৫, ৬) وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সেদিন দুনিয়ার সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে

٦٠٨٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عِيْسٰى ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِى رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ-

৬০৮৭ ইসমাঈল ইব্‌ন আবান (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সেই দিন মানুষ তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে। নবী ﷺ বলেন ঃ সবাই দণ্ডায়মান হবে ঘামের মাঝে কান পর্যন্ত ডুবে থাকা অবস্থায়।

٦٠٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ-

৬০৮৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

٢٧٢٩ بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِىَ الْحَاقَّةُ لاَنَّ فِيْهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقَّ الْاُمُوْرِ الْحَقَّةُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدٌ وَالْقَارِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالتَّغَابُنُ غَبْنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلَ النَّارِ-

২৭২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ। কিয়ামতের আরেক নাম الحاقة—যেহেতু সেই দিন বিনিময় পাওয়া যাবে এবং সমস্ত কাজের বদলা পাওয়া যাবে الحاقة الحاقة এবং -এর একই অর্থ। অনুরূপভাবে القارعة الغاشية الصاخة কিয়ামতের নাম। التغابن-এর অর্থ জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে বিস্মৃত করে দেবে

٦٠٨٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ-

৬০৮৯ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

٦٠٩٠ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ-

৬০৯০ ইসমাঈল (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মাজলুম) ভাই-এর গোনাহ্ এনে তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

٦٠٩١ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَاصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا -

৬০৯১ আয়াতে কারীমা وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ-এর তাৎপর্যে সাল্ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে খালাস পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের আটকানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর জান, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানকে চেনার তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে অধিক চিনবে।

٢٧٣٠. بَابُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

২৭৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আযাব দেয়া হবে

٦٠٩٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا قَالَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ-

৬০৯২ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)......... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি এরূপ বলেন নি "অচিরেই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে," তিনি বলেন, তা তো হবে শুধু পেশ করা মাত্র।

٦٠٩٣ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَاَيُّوْبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬০৯৩ আমর ইব্‌ন আলী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। ইব্‌ন জুরাইজ, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইম, আইউব ও সালিহ্ ইব্‌ন রুস্তম, ইব্‌ন আবূ মুলাইকা আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত রূপ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন।

٦٠٩٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اَبِى صَغِيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هَلَكَ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَّا يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عُذِّبَ-

৬০৯৪ ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যারই হিসাব গ্রহণ করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। [আয়েশা (রা) বলেন] আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি, যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তা পেশ করা বৈ কিছুই নয়। আর কিয়ামতের দিন আমাদের মাঝে যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে নিঃসন্দেহে আযাব দেওয়া হবে।

٦٠٩٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ اَرَاَيْتَ اَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا اَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ اَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ -

৬০৯৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরকে হাযির করা হবে আর তখন তাকে বলা হবে, তোমার যদি পৃথিবী ভরা স্বর্ণ থাকত তাহলে কি তার বিনিময়ে তুমি আযাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে, হাঁ চাইতাম। এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে সহজতর বস্তুটি (তৌহীদ) চাওয়া হয়েছিল।

٦٠٩٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانِى ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَيَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ -

৬০৯৬ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন। আর সেদিন বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর বান্দা নযর করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় তার সামনের দিকে নযর ফেরাবে তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজকে রক্ষা করে।

٦٠٩٧ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّقُوْا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوْا النَّارَ ، ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثَلاَثًا ، حَتَّى ظَنَنَّا اَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৬০৯৭ আ'মাশ (র) ...... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার বললেন ঃ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি তিনবার এইরূপ করলেন। এমন কি আমরা মনে করতে লাগলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন। এরপর আবার বললেন ঃ তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তবে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ গ্রহণ কর)।

٢٧٣١ بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

২৭৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে

٦٠٩٨ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ح وَحَدَّثَنِى اُسَيْدُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ ، فَاَخَذَ النَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْاُمَّةُ ، وَالنَّبِىُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِىُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِىُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ ، وَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ كَبِيْرٌ، قُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ هٰؤُلَاءِ اُمَّتِى ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ ، فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ كَبِيْرٌ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَهٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قُدَّامَهُمْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانُوْا لاَيَكْتَوُوْنَ وَلاَيَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ اِلَيْهِ عُكَّاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اٰخَرَ قَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ–

৬০৯৮ ইমরান ইব্‌ন মায়সারাহ্‌ ও উসায়দ ইব্‌ন যায়িদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের আমার সমীপে পেশ করা হয়। কোন নবী তাঁর অনেক উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবী কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত। কোন নবীর সঙ্গে পাঁচজন আবার কোন নবী একা একা যাচ্ছেন। নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। আমি বললাম ঃ হে জিব্‌রাঈল! ওরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। তবে আপনি ঊর্ধ্বলোকে নজর করুন! আমি নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। ওরা আপনার উম্মত। আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক। তাদের কোন হিসাব হবে না, হবে না তাদের কোন আযাব। আমি বললাম, তা কেন! তিনি বললেন, তারা কোন দাগ লাগাত না, ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হত না এবং কুযাত্রা মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করত। তখন উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান নবী করীম ﷺ -এর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ্‌! তুমি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্‌ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন ঃ উক্কাশা তো দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

٦٠٩٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِيْئُ وَجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنَ الاَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

৬০৯৯ মুআয ইব্‌ন আসাদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এতদশ্রবণে উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ উক্কাশা তো উক্ত দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

٦١٠٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْسَبْعُمِائَةَ اَلْفٍ شَكَّ فِى اَحَدِهِمَا مُتَمَاسِكِيْنَ اَخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُهُمْ وَاٰخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوْهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ-

৬১০০ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র)....... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী (আবূ হাযিম)-এর এ দুসংখ্যার মাঝে সন্দেহ রয়েছে। তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

٦١٠١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا اَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ خُلُوْدٌ-

৬১০১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দেবে যে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। হে জান্নাতের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন।

٦١٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَمَوْتَ وَلاَهْلِ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَمَوْتَ-

৬১০২ আবুল ইয়ামন (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে, এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই।

٢٦٣٢ بَابٌ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ ، عَدْنٌ خُلْدٍ ، عَدَنْتُ بِاَرْضٍ اَقَمْتُ ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ فِى مَعْدِنِ صِدْقٍ فِى مَنْبِتِ صِدْقٍ

২৭৩২. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বর্ণনা। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে তা হল মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ গুর্দা। عَدْنٌ অর্থ সর্বদা থাকা, عدنت بارض অর্থ আমি অবস্থান করেছি। এরই থেকে مَعْدِنٌ এসেছে। فِى مَعْدِنِ صِدْقٍ—যেখান থেকে সততা বের হয়

٦١٠٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৬১০৩ উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র) .... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র আবার জাহান্নামে উঁকি দিতে দেখতে পেলাম এর অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

٦١٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬১০৪ মুসাদ্দাদ (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, (এরপর দেখতে পেলাম যে) তথায় যারা প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশই নিঃস্ব। আর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এরপর আমি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন (দেখতে পেলাম যে) এখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

٦١٠٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ يَا اَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمْ-

৬১০৫ মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র)......... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ্ করে দেয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! (এখন আর কোন) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামীদের বিষণ্ণতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

٦١٠٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَنَرْضَى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَاَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا -

৬১০৬ মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখ্‌লুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চাইতেও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, প্রভু হে! এর চাইতেও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।

٦١٠٧ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍوقَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ فَجَاءَتْ

اُمُّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى ، فَاِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرْ وَاَحْتَسِبْ وَاِنْ تَكَ الْاُخْرَى تَرَ مَااَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ اَوَهَبِلْتِ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهُ فِى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ-

৬১০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারিসা (রা) শহীদ হলেন। আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়; আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেলে! জান্নাত কি একটা না কি? জান্নাত তো অনেক। আর সে হারিসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মাঝে।

٦١٠٨ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَى الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ. وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِى عَيَّاشٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا-

৬১০৮ মু'আয ইব্ন আসাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে। ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। রাবী আবূ হাযিম বলেন, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশ (র)-এর সমীপে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ থেকে আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) আমার কাছে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

٦١٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَوْسَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لاَيَدْرِى اَبُو

حَازِمٍ اَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ اَخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَيَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ-

৬১০৯ কুতায়বা (র) .... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবূ হাযিম জানেন না যে, নবী ﷺ উক্ত দু'টি সংখ্যার মাঝে কোন্‌টি বলেছেন। (তিনি এই মর্মে আরও বলেন যে) তারা একে অপরের হাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

٦١١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ الْغُرَفَ فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاؤُوْنَ الْكَوْكَبَ فِى السَّمَاءِ قَالَ اَبِى فَحَدَّثْتُ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِى عَيَّاشٍ فَقَالَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ كَمَا تَرَاؤُوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِى الْاُفُقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ-

৬১১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র).......... সাহল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতের মাঝে তাদের কামরাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন আকাশের মাঝে তোমরা তারকাসমূহ দেখতে পাও। (সনদান্তর্ভুক্ত) রাবী আবদুল আযীয বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশকে বলেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আবূ সাঈদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমি শুনেছি। এবং এতে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন "যেরূপ অস্তমান তারকাকে আকাশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তোমরা দেখে থাক।"

٦١١١ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِى قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهِ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِى صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لاَ تُشْرِكَ بِى شَيْئًا فَاَبَيْتَهُ اِلاَّ اَنْ تُشْرِكَ بِىْ

৬১১১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আযাব প্রাপ্ত লোককে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত কিছু আছে তার তুল্য কোন সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে নিজকে (আযাব থেকে) মুক্ত করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও সহজতর বস্তুর প্রত্যাশা করেছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে বর্তমান ছিলে। আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর তুমি তা অস্বীকার করলে আর আমার সাথে অংশী স্থাপন করলে।

٦١١٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَاَنَّهُمُ الثَّعَارِيْرُ ، قُلْتُ مَا الثَّعَارِيْرُ ؟ قَالَ الضَّغَابِيْسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، اَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ نَعَمْ-

৬১১২ আবূ নু'মান (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যেমন তারা সা'আরীর। (রাবী জাবির বলেন) আমি বললাম সা'আরীর কি? তিনি বললেন ঃ সা'আরীর মানে যাগাবীস (শৃগালের বাচ্চাসমূহ)। বের হওয়ার সময় তাদের মুখ থাকবে ভাঙ্গা (দাঁত পড়া)। (সনদান্তর্ভুক্ত রাবী হাম্মাদ বলেন) আমি আবূ মুহাম্মদ আমর ইব্ন দীনারকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি কি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শাফাআতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি বললেন, হাঁ।

٦١١٣ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَسَمِّيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ-

৬১১৩ হুদ্বা ইব্ন খালিদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আযাবে চর্ম বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করবে।

٦١١٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ وَقَدِ امْتُحِشُوْا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِى نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ اَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْلِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَمْ تَرَوا اَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً-

৬১১৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যার অন্তকরণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে বের কর। কয়লার মত হয়ে তারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসবে। এরপর নহরে হায়াত (সঞ্জীবনী প্রস্রবণ)-এর মাঝে তাদেরকে অবগাহিত করা হবে। এতে তারা এমন সজীব হয়ে উঠবে যেমন নদী তীরে জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে। নবী ﷺ আরও বললেন ঃ তোমরা কি দেখ নাই বীজকাটা উদ্ভিদ কি সুন্দর হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে?

٦١١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ-

৬১১৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচে হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে প্রজ্বলিত অঙ্গার, তাতে তার মগয উথ্লাতে থাকবে।

٦١١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمْ -

৬১১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে দু'টি প্রজ্বলিত অঙ্গার। এতে তার মগয টগবগ করতে থাকবে। যেমন ডেক বা কলসী উথ্লায়।

٦١١٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

৬১১৭ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একদা) জাহান্নামের আলোচনা করলেন। এরপর তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং এর থেকে পানাহ চাইলেন। পুনঃ তিনি জাহান্নামের আলোচনা করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এর থেকে পানাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজকে রক্ষা কর এক টুক্রা খেজুরের বিনিময়ে হলেও। আর যে তাও পারবে না সে যেন ভাল কথার বিনিময়ে হলেও আত্মরক্ষা করে।

٦١١٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ اَبُوْطَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِى ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَغْلِى مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ-

৬১১৮ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন; যখন তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিব সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ সম্ভবত কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত তাঁকে উপকার প্রদান করবে। আর তখন তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে যা টাখ্নু পর্যন্ত পৌঁছে রাখা হবে যাতে তাঁর মগজ মূল।

٦١١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ، اِئْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ، اِئْتُوا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِى اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِيْلاً فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ اِئْتُوا مُوْسٰى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ اِئْتُوْا عِيْسٰى فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، اِئْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَاتُوْنِىْ فَاسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّى فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُقَالُ لِىْ اَرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَرْفَعُ رَاسِىْ ، فَاَحْمَدُ رَبِّى بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِىْ ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا ثُمَّ اَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ حَتّٰى مَابَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُوْلُ عِنْدَ هٰذَا اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْخُلُوْدُ–

৬১১৯ মুসাদ্দাদ (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফাআত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফাআত করুন। তখন তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে চলে যাও—যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে চলে যাও, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ্তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন ঃ

তোমারা ঈসা (আ)-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ ত'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর; তোমাকে দেওয়া হবে। বল; তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফাআত কর; তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজ্দায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুতাবিক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। কাতাদা (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।

٦١٢٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ-

৬১২০ মুসাদ্দাদ (র)....... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোককে মুহাম্মদ ﷺ -এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে।

٦١٢١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جُعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ حَارِثَةَ اَتَتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَائِبٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِى ، فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ لَمْ اَبْكِ عَلَيْهِ وَ الاَّ سَوْفَ تَرَى مَا اَصْنَعُ ، فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ اَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اَمْ جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ ، وَاِنَّهُ لَفِى الْفِرْدَوْسِ الاَعْلٰى ، وَقَالَ غَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ اَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةٌ مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

৬১২১ কুতায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদরের যুদ্ধে হারিসা (রা) অদৃশ্য তীরের আঘাতে শাহাদাতবরণ করলে তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার অন্তরে হারিসার স্নেহ-মমতা যে কত গভীর তা তো আপনি জানেন। অতএব সে যদি জান্নাত লাভ করে তবে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করব না। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তবে আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন আমি কি করি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তো নির্বোধ। জান্নাত কি একটি, না কি অনেক? আর সে তো সবচেয়ে উন্নতমানের জান্নাত ফিরদাউসে রয়েছে। তিনি আরও বললেন ঃ এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহ্র রাস্তায় চলা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তৎ মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর নাসীফ (ওড়না) দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

٦١٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدْخُلُ اَحَدٌ الْجَنَّةَ اِلاَّ اُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ اَسَاءَ لِيَزْدَادُ شُكْرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ اِلاَّ اُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً-

৬১২২ আবুল ইয়ামান (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, স্বীয় জাহান্নামের ঠিকানাটা তাকে দেখানো হবে। যদি সে গুনাহ করত (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এ জন্য) যেন সে বেশি বেশি শোকর আদায় করে। আর যে কোন লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে তার জান্নাতের ঠিকানাটা দেখানো হবে। যদি সে নেক কাজ করত। (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এজন্য) যেন এতে তার আফসোস হয়।

٦١٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ اَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لاَ يَسْأَلُنِى اَحَدٌ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ-

৬১২৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফাআত দ্বারা কোন্ লোকটি? তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম যে তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক আগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর থেকে বলে لا اله الا الله

٦١٢٤ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّى لاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَئ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلاَئ ، فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَئ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَئ فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُوْلُ تَسْخَرُ مِنِّى اَوْ تَضْحَكُ مِنِّى وَاَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً–

৬১২৪ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি-ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।

٦١٢٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ هَلْ نَفَعْتَ اَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ–

৬১২৫ মুসাদ্দাদ (র).....আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবূ তালিবকে কিছু উপকার করতে পেরেছেন?

٢٧٣٣ بَابُ الصِّرَاطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ

২৭৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সিরাত হল জাহান্নামের পুল

٦١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا وَحَدَّثَنِى مَحْمُوْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اُنَاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابُ ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ-

وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا ، فَيَاتِيْهِمُ اللّٰهُ فِى غَيْرِ الصُّوْرَةِ الَّتِى يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَاتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا اَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاتِيْهِمُ اللّٰهُ فِى الصُّوْرَةِ الَّتِى يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبِعُوْنَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَبِهِ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ اَمَا رَاَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهَا لاَيَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِ جَ مِنَ النَّارِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِعَلاَمَةِ اٰثَارِ السُّجُوْدِ ، وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوْا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقٰى رَجُلُ مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ قَدْ قَشَبَنِى رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِى ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِى عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ لَعَلَّكَ اَنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسْاَلَنِى غَيْرَهُ ، فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيُصْرَفُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَارَبِّ قَرِّبْنِى اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُوْلُ اَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لاَ

تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللّٰهَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ أَلاَّ يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيْهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُوْلِ فِيْهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيْهَا قِيْلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمَانِيُّ فَيَقُوْلُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلِ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً قَالَ وَأَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ–

৬১২৬ আবুল ইয়ামান ও মাহমূদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তোমরা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলাকে ঐরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদত করেছিলে সে তার সাথে চলে যাও। অতএব সূর্যের ইবাদতকারী সূর্যের সাথে, চন্দ্রের ইবাদতকারী চন্দ্রের সাথে এবং মূর্তিপূজারী মূর্তির সাথে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে যে আকৃতিতে জানত, তার ব্যতিক্রম আকৃতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা তোমা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব। আমাদের প্রভু যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে জানত সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে (হাঁ) আপনি আমাদের প্রভু। তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুসরণ করবে। এরপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দু'য়া হবে اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের মাঝে সা'দান নামক (এক প্রকার তিক্ত কাঁটাদার গাছ) গাছের কাঁটার ন্যায় কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ কাঁটাগুলি সা'দানে

কাঁটার মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের আমল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এমন হবে যে তারা তাদের আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতিপয় লোক এমন হবে যে তাদের আমল হবে সরিষা তুল্য নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কার্য সম্পাদন করবেন এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ করবেন। সিজ্দার চিহ্ন থেকে ফেরেশ্তারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের ঐ সিজ্দার স্থানগুলিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং ফেরেশ্তারা তাদেরকে এমতাবস্থায় বের করবে যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মত। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল হায়াত' সঞ্জীবনী পানি। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা আবর্জনায় যেরূপ উদ্ভিদ জন্মায়, পরে এগুলো যেরূপ সজীব হয় তারাও সেরূপ সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু ! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর জ্বলন্ত অঙ্গার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে আর তুমি অন্যটির প্রার্থনা করবে? লোকটি বলবে, না। আল্লাহ্, তোমার ইয্যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। সুতরাং তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান ! তুমি কতই না গাদ্দার? সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ সম্ভবত আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে প্রার্থনা করবে। লোকটি বলবে, না, তোমার ইয্যতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এই মর্মে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। সে যখন জান্নাতের মধ্যস্থিত নিয়ামতগুলি দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বল নাই যে তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতইনা গাদ্দার। লোকটি বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্ট জীবের মাঝে সবচে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে প্রার্থনা করতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হেসে ফেলবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন হেসে ফেলবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চাও। সে (বিভিন্ন) আরযু করবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এগুলি তোমার এবং এর সমপরিমাণও তোমার। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী। রাবী বলেন যে, এ সময় আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনার মাঝে আবূ সাঈদ খুদরীর নিকট কোনরূপ পরিবর্তন ধরা পড়েনি। এমন কি তিনি যখন هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তখন আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি, তিনি هٰذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ —'এটি তোমার এবং এর দশ গুণ' বলেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি مِثْلُهُ مَعَهُ স্মরণ রেখেছি।

كِتَابُ الْحَوْضِ

হাউয অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحَوْضِ

হাউয অধ্যায়

٢٧٣٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

২৭৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হাউযের কাছে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করতে থাকবে

٦١٢٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ح وَحَدَّثَنِى عَمْرُوْبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُوْنِى فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِى فَيُقَالُ اِنَّكَ لَاتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ . وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১২৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে পৌঁছব। অন্য সনদে আমর ইব্‌ন আলী (র) ......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে গিয়ে পৌঁছব। আর (ঐ সময়) তোমাদের কতিপয় লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি আরয করব, প্রভু হে! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কি কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না। আসিম আবূ ওয়াঈল থেকে তার অনুসরণ করেছে। এবং হুসাইন হুযায়ফা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦١٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَامَكُمْ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَذْرُحَ -

৬১২৮ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের সামনে আমার হাউয এর দূরত্ব হবে এতটুকু যতটুকু দূরত্ব জারবা ও আযরুহ্ নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে।

٦١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُوْ بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيْدٍ إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدُ النَّهْرُ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ-

৬১২৯ আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কাউসার হচ্ছে-'আল খায়রুল কাসীর' বা অধিক কল্যাণ, যা আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ -কে দান করেছেন। রাবী আবূ বিশ্‌র বলেন, আমি সাঈদকে বললাম যে, লোকেরা তো মনে করে সেটি জান্নাতের একটা ঝর্ণা। তখন সাঈদ বললেন, এটা ঐ ঝর্ণা যা জান্নাতের মাঝে রয়েছে। তাতে আছে এমন কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেছেন।

٦١٣٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَّشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا-

৬১৩০ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, তার ঘ্রাণ মিশ্‌ক-এর চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

٦١٣١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِىْ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الْأَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ-

৬১৩১ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।

٦١٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ

الْمُجَوَّف، قُلْتُ مَا هٰذَا يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَاِذَا طِيْبُهُ اَوْطِيْنُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ شَكَّ هُدْبَةُ-

৬১৩২ আবুল ওয়ালীদ ও হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে এলে দেখি যে তার দু'টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা ঐ কাউসার যা আপনার প্রভু আপনাকে প্রদান করেছেন। তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশ্‌ক এর সুগন্ধি। হুদ্‌বা (র) সন্দেহ করেছেন।

٦١٣٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِىْ الْحَوْضَ حَتّٰى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِىْ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ-

৬১৩৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার সামনে আমার উম্মতের কতিপয় লোক হাউযের কাছে আসবে। তাদেরকে আমি চিনে নিব। আমার সামনে থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে।

٦١٣٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِىْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ. قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ فَسَمِعَنِى النُّعْمَانُ بْنُ اَبِىْ عَيَّاشٍ فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيْدُ فِيْهَا فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ ، فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُحْقًا بُعْدًا سَحِيْقٌ بَعِيْدٌ سَحْقَةٌ، وَاَسْحَقَهُ اَبْعَدَهُ.
وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدِ الْحَبَطِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَىَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِىْ فَيُحَلَّوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَعِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى-ح وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَجْلُوْنَ وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلَّؤُنَ وَقَالَ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬১৩৪ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র) ...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। বারী আবূ হাযিম বলেন, নুমান ইব্ন আবূ আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমিও কি সাহ্ল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অধিক শুনেছি। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসূল ﷺ বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকুক। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سحقا অর্থ দূরত্ব سحيق অর্থ দূর, سحقة و اسحقة অর্থ তাকে দূর করে দিয়েছে।

আহমাদ ইব্ন শাবীব ইব্ন সাঈদ হাবাতী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত থেকে একদল লোক কিয়ামতের দিন আমার সামনে (হাউযে কাউসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউয থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিশ্চয় এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। শু'আইব (র) যুহ্রী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে فَيُحْلَوْنَ বর্ণিত। উকায়ল فَيُحَاَوْنَ বলেছেন। যুবায়দী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦١٣٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِي فَيُحَلَّوْنَ عَنْهُ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِي فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَعِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ اَرْتَدُّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى

৬১৩৫ আহ্মদ ইব্ন সালিহ্ (র)......... সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব (র) নবী ﷺ -এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাউযে কাউসারে উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা আমার উম্মত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল।

٦١٣٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ اِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ ، فَقُلْتُ اَيْنَ ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ ، قُلْتُ وَمَا شَاْنُهُمْ قَالَ اِنَّهُمْ اَرْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلَى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ اِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ ،

قُلْتُ اَيْنَ ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالَ اِنَّهُمْ اَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى فَلاَ اُرَاهُ يَخْلُصُ فِيْهِمْ اِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ-

৬১৩৬ ইব্রাহীম ইব্নুল মুনযির (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি (হাশরের ময়দানে) দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ দেখতে পাব একটি দল এবং আমি যখন তাদেরকে চিনে ফেলব, একটি লোক বেরিয়ে আসবে। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে এবং সে বলবে, আপনি আসুন। আমি বলব, কোথায়? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিশ্চয় এরা আপনার ইন্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদ দিকে সরে গিয়েছিল। এরপর হঠাৎ আরেকটি দল দেখতে পাব। আমি তাদেরকে চিনে ফেলব। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসবে। সে বলবে, আসুন! আমি বলব কোথায়? সে বলবে আল্লাহ্র কসম, জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিশ্চয়ই এরা আপনার ইন্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদপানে ফিরে গিয়েছিল। আমি মনে করি এরা রাখাল ছাড়া উটের মতো কম পরিমাণে নাজাত পাবে।

٦١٣٧ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ-

৬১৩৭ ইব্রাহীম ইব্নুল মুনযির (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের ওপরে অবিস্থত।

٦١٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

৬১৩৮ আবদান (র) ...... জুনদব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব।

٦١٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىَ الاٰنَ، وَاِنِّىْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا-

৬১৩৯ আমর ইব্ন খালিদ (র) ...... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সালাতে জানাযার অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিম্বরে ফিরে এসে বললেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য হাউযের ধারে আগে পৌঁছব। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহ্র কসম! আমি এ মুহূর্তে আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্ব

ভাণ্ডারের কুঞ্জি প্রদান করা হয়েছে। অথবা (বলেছেন) বিশ্বের কুঞ্জি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।

٦١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَصَنْعَاءُ. وَزَادَ ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ اَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْاَوَانِيَّ قَالَ لاَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ يُرَى فِيْهِ الْاٰنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ-

৬১৪০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... হারিসা ইব্‌ন ওহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে হাউযে কাউসারের আলোচনা করতে শুনেছি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ হাউযে কাউসার মদীনা এবং সান‘আ নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতো। ইব্‌ন আবূ আদ্দী (র) ...... হারিসা (রা) (কিঞ্চিত) অধিক বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে 'হাউযে কাউসারের দূরত্ব মদীনা ও সান‘আর দূরত্ব তূল্য' কথাটুকু শুনেছেন। তখন মুসতাওরিদ তাঁকে বললেন যে, 'আল আওয়ানী' যে বলেছেন তা কি তুমি শুননি? তিনি বললেন, না। মুসতাওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির ন্যায় পরিলক্ষিত হবে।

٦١٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ حَتّٰى اَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ مِنِّيْ وَمِنْ اُمَّتِيْ ، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَاعَمِلُوْا بَعْدَكَ ، وَاللّٰهِ مَا بَرِحُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ ، فَكَانَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ تَرْجِعُوْنَ عَلَى الْعَقِبِ-

৬১৪১ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র)........ আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি হাউযের ধারে থাকব। তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল। তখন ইব্‌ন আবূ মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ্, দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিত্‌নায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আবূ আবদুল্লা বুখারী (র) বলেন, اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ অর্থ হল تَرْجِعُوْنَ عَلَى الْعَقِبِ অর্থাৎ তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে।

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাক্‌দীর অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাক্দীর অধ্যায়

٦١٤٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَانِى سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِى بَطَنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَالِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ، فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اَوِ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ ، قَالَ اٰدَمُ اِلاَّ ذِرَاعٌ–

৬১৪২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র বিন্দুরূপে জমা থাক। তারপর ঐরূপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং এরপর ঐরূপ চল্লিশ দিন মাংস পিণ্ডাকারে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য—এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে তখন কেবলমাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্দীর তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি বেহেশ্তীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র

এক গজ বা দু'গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্‌দীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন যে, আদম তার বর্ণনায় শুধুমাত্র ذراع (এক গজ) বলেছেন।

٦١٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ يَارَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ-

৬১৪৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি বীর্য। হে প্রভু! এটি রক্তপিণ্ড। হে প্রভু! এটি মাংসপিণ্ড। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রভু। এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগ্য হবে, না ভাগ্যবান? তার জীবিকা কি পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কি হবে? তখন (আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্দেশ দেন) তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

٢٧٣٥ بَابُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ وَقَوْلِهِ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهَا سَابِقُوْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ-

২৭৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইলম-এর ওপর (মুতাবিক) কলম শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ জানেন বিধায় তাকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ যার সম্মুখীন তুমি হবে (তোমার যা ঘটবে) তা লিপিবদ্ধ করার পর কলম শুকিয়ে গেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, لها سابقون—তাদের উপর নেকবখ্‌তি প্রবল হয়ে গেছে

٦١٤٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُعْرَفُ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ ؟ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ-

৬১৪৪ আদম (র) ...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

٢٧٣٦ بَابُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ

২৭৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত

٦١٤٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ-

৬১৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা (জীবিত থাকলে) কি আমল করত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٦١٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ-

৬১৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٦١٤٧ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ وَيُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُوْنَ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَجِدُوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا اَنْتُمْ تَجْدَعُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ مَنْ يَّمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ-

৬১৪৭ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তবে স্বভাবধর্মের (ইসলাম) ওপরই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা (পরবর্তীতে) তাকে ইহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়। যেমন কোন চতুষ্পদ প্রাণী যখন বাচ্চা প্রদান করে তখন কি কানকাটা (ত্রুটিযুক্ত) দেখতে পাও? যতক্ষণ তোমরা তার কানকেটে ত্রুটিযুক্ত করে দাও। তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নাবালিগ অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٢٧٣٧ بَابُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا

২৭৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত

٦١٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لاَتَسْأَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّ لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا-

৬১৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী নিজে বিয়ে করার জন্য যেন তার বোনের (অপর নারীর) তালাক না চায়। কেননা, তার জন্য (তাকদীরে) যা নির্ধারিত আছে তাই সে পাবে।

٦١٤٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ اَنَّ ابْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهَا لِلَّهِ مَا اَخَذَ وَلِلَّهِ مَا اَعْطَى كُلٌّ بِاَجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ-

৬১৪৯ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সা'দ ইব্‌ন উবাদা, উবাই ইব্‌ন কাব ও মু'আয ইব্‌ন জাবালও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক কন্যা কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক এই খবর নিয়ে এলো যে, তাঁর পুত্র সন্তান মরণাপন্ন। তখন তিনি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র জন্যই—যা তিনি গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র জন্যই— যা তিনি দান করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাকে যেন সে (সন্তান হারানকে) পুণ্য মনে করে।

٦١٥٠ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِزٍ الْجُمَحِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ اَنْ تَخْرُجَ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ-

৬১৫০ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আনসার গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো বাঁদীদের সাথে মিলিত হই অথচ মালকে মুহাব্বত করি। সুতরাং 'আযল' করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এ কাজ কর? তোমাদের জন্য এটা করা আর না করা উভয়ই সমান। কেননা, যে কোন জীবন যা পয়দা হওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা লিখে দিয়েছেন তা পয়দা হবেই।

٦١٥١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ اِنْ كُنْتُ لاَرَى الشَّيْئَ قَدْ نَسِيْتُ فَاَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ اِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاٰهُ فَعَرَفَهُ-

৬১৫১ মূসা ইব্‌ন মাসউদ (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলি স্মরণ রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গিয়েছে। আমি ভুলে যাওয়া কোন কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে যেমন, কোন ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।

٦١٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَلاَ نَتَّكِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لاَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، ثُمَّ قَرَاَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الْاٰيَةَ-

৬১৫২ আবদান (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি। যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তা হলে (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন ঃ না, বরং আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ (যার জন্য তাকে সৃষ্টি) করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الاية

٢٨٣٨ بَابٌ اَلْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيْمِ

২৭৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার ওপর নির্ভর করে

٦١٥٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ ، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَاَثْبَتَتْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الَّذِى تُحَدِّثُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَرْتَابُ ، فَبَيْنَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ اِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ اَلَمَ الْجِرَاحِ فَاَهْوَى بِيَدِهِ اِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَاَذِّنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ–

৬১৫৩ হিব্বান ইব্ন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীগণের মাঝ থেকে ইসলামের দাবি করছিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, এই লোকটি জাহান্নামী। যখন যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি প্রবল বেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে সে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হলো। তবু সে অটল রইল। সাহাবীগণের মাঝ থেকে একজন নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহান্নামী হবে বলে আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন সে তো প্রবল বেগে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং তাতে সে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সাবধান, সে জাহান্নামী! এতে কতিপয় মুসলমানের মনে সন্দেহের ভাব হল। আর লোকটি ঐ অবস্থায়ই ছিল। হঠাৎ করে সে যখমের যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল আর অমনিই সে স্বীয় হাতটি তীরের থলের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং একটি তীর বের করে আপন বক্ষে বিঁধিয়ে দিল। এতদৃষ্টে কয়েকজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দৌড়িয়ে যেয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন। অমুক ব্যক্তি তো আত্মহত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বিলাল! উঠে দাঁড়াও এবং এই মর্মে ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে কেবলমাত্র মু'মিনগণই প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্গার বান্দাকে দিয়েও এই দীনের সাহায্য করে থাকেন।

٦١٥٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَعْظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هٰذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْرِعًا، فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ

النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَيْهِ ، وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لاَ يَمُوْتُ عَلَى ذٰلِكَ ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ،وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ-

৬১৫৪ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন তাঁদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম ﷺ তার দিকে নযর করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নযর করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করল। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এমন কি সে (এক পর্যায়ে) যখম হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। সে তার তরবারীর তীক্ষ্ণ দিকটি তার বুকের উপর দাবিয়ে দিল। এমন কি দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারী বক্ষ ভেদ করল। (এতদৃষ্টে) লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সত্যিই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।" অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক তীব্র আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা ছিল এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। যখন সে আঘাতপ্রাপ্ত হল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। নবী (সা) একথা শুনে বললেন ঃ নিশ্চয় কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করেন মূলত সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতী লোকের আমল করেন মূলত সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার পারিণামের উপর।

٢٧٣٩ بَابُ اِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ اِلَى الْقَدَرِ

২৭৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বান্দার মানতকে তাক্‌দীরে হাওলা করে দেওয়া

٦١٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৬১৫৫ আবূ নু'আঈম (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন, মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়।

٦١٥٦ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَاتِ ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ اَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৬১৫৬ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মানত মানব সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাক্‌দীরে নির্ধারণ নেই অথচ সে যে মানতটি করে তাও আমি তাক্‌দীরে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যেন এর দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (মাল) বের করে নেই।

٢٧٤٠. بَابُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

২৭৪০. অনুচ্ছেদ ঃ 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' প্রসঙ্গে

٦١٥٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ اَبُوْ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ اَبِى مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لاَنَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ نَعْلُوْ شَرَفًا وَلاَنَهْبِطُ فِى وَادٍ اِلاَّ رَفَعْنَا اَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ فَدَنَا مِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ، ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَلاَ اُعَلِمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ–

৬১৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করতাম, কোন উঁচুতে থাকতাম এবং কোন উপত্যকা অতিক্রম করতাম তখনই উচ্চস্বরে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতাম। রাবী বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। তোমরা কোন বধির বা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না— তোমরা তো ডাকছ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী এক সত্তাকে। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিব না, যা কিনা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম? তা হচ্ছে--لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

٢٧٣٨ بَابُ اَلْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ عَاصِمٌ مَانِعٌ قَالَ مُجَاهِدُ سُدًى عَنِ الْحَقِّ يَتَرَدَّدُوْنَ فِى الضَّلاَلَةِ دَسَّهَا اَغْوٰبِهَا

২৭৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন। عاصم অর্থ প্রতিরোধকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, سدى عن الحق গোমরাহীতে বিমত্ত হওয়া, دسها তাকে গোমরাহ করেছে

٦١٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْسَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ نِ الْخُدْرِىّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيْفَةٌ اِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ–

৬১৫৮ আবদান (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে কোন লোককেই খলীফা বানানো হয় তার জন্য দু'টি গুপ্তচর থাকে। একটা তো তাকে সৎকর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে উৎসাহিত করে। আরেকটা তাকে মন্দ কর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে প্ররোচিত করে। আর নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন।

٢٧٤٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ وَقَوْلُهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ اٰمَنَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنْصُوْرُبْنُ النُّعْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمٌ بِالْحَبْشِيَّةِ وَجَبَ

২৭৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না (২১ ঃ ৯৫)। আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না (১১ ঃ ৩৬)। আল্লাহ্র বাণী ঃ তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের (৭১ ঃ ২৭)। মানসুর ইব্ন নো'মান...... ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাব্শী ভাষায় حرم অর্থ জরুরী হওয়া

٦١٥٩ حَدَّثَنِى مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ . وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬১৫৯ মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে ছোট গুনাহ্ সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে যথাযথ উপমা আমি দেখি না। (নবী ﷺ বলেছেন) আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিস্সা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধদের প্রতি) নযর করা এবং জিহ্বার যিনা হল (যিনা সম্পর্কে) বলা। মন তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে, লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শাবাবা (র)ও .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٤٣ بَابُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

২৭৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৭ ঃ ৬০)

٦١٦٠. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ الاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ-

৬১৬০ হুমাইদী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وما جعلنا الرؤيا التى........الاية (আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন ঃ তা হচ্ছে চোখের দেখা। যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রজনীতে তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, কুরআন মজীদে উল্লিখিত والشجرة الملعونة দ্বারা যাক্কূম বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে।

٦٧٤٤ بَابٌ تَحَاجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى

২৭৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সামনে কথা কাটাকাটি করেন

٦١٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُوعَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوْسٰى ، فَقَالَ مُوْسٰى يَاٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ اٰدَمُ يَا مُوْسٰى اَصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِي عَلَى اَمْرٍ قَدَّرَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِي بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ ادَمُ مُوْسٰى ثَلاَثًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১৬১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম ও মূসা (আ) (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মূসা (আ) বলেন, হে আদম, আপনি তে আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম (আ) মূসা (আ) কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর এই বিতর্কে জয়ী হলেন। উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার বলেছেন। সুফিয়ানও ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٤٥ بَابٌ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَى اللّٰهُ

২৭৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই

٦١٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ اَبِى لُبَابَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَىَّ مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَلْفَ الصَّلاَةِ فَاَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَلْفَ الصَّلاَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَبْدَةُ اَنَّ وَرَّادًا اَخْبَرَهُ بِهٰذَا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ اِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذٰلِكَ الْقَوْلِ-

৬১৬২ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র).......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়ার্‌রাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, নবী ﷺ সালাতের পর যা পাঠ করতেন এ সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ আমার কাছে লিখে পাঠাও। তখন মুগীরা (রা) আমাকে তা লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ -কে সালাতের পরে বলতে শুনেছি لا اله الا الله وحده الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, অংশীদারবিহীন। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা রদকারী কেউ নেই। আর তুমি যা রদ কর তার কোন দানকারীও নেই। তুমি ব্যতীত প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাও কোন ফল বয়ে আনবে না! ইব্ন জুরায়জ আবদা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ার্‌রাদ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন। এরপর আমি মুআবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়েছি। তখন আমি তাঁকে শুনেছি তিনি মানুষকে এ দোয়া পড়তে হুকুম দিচ্ছেন।

٢٧٤٢ بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২৭৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গহীন গর্ত ও মন্দ তাক্দীর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায়। এবং (মহান আল্লাহ্‌র) বাণী ঃ বল, আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে

٦١٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ-

৬১৬৩ মুসাদ্দাদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা ভয়াবহ বিপদ, হতভাগ্যের অতল গহবর, মন্দ তাক্দীর এবং শত্রুর আনন্দ প্রকাশ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

٢٧٤٧ بَابٌ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

২৭৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান

٦١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُوْ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَثِيْرًا مِمَّا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ-

৬১৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় এইরূপ শপথ করতেন ঃ শপথ অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী (আল্লাহ্‌র)।

٦١٦٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاِبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَاءْ فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ ، قَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِى فَاضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيْقُهُ ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِى قَتْلِهِ-

৬১৬৫ আলী ইব্ন হাফ্স ও বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র).......... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইব্ন সাইয়্যাদকে একদা বললেন ঃ আমি (একটি কথা আমার অন্তঃকরণে) তোমার জন্য গোপন রেখেছি। সে বললো, তা হচ্ছে (কল্পনার) ধূম্রজাল মাত্র। নবী ﷺ বললেন ঃ চুপ কর, তুমি তো তোমার তাক্দীরকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। এতদ্শ্রবণে উমর (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তার মুণ্ডপাত করে দেই। তিনি বললেন ঃ রাখ একে, এ যদি তাই হয় তবে তুমি তার ওপর (এ কাজে) সক্ষম হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

٦٧٤٨ بَابٌ قُلْ لَنْ يُّصِيْبَانَا اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا قَضَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِفَاتِنِيْنَ مُضِلِّيْنَ اِلاَّ مَنْ كَتَبَ اللّٰهُ اَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيْمَ - قَدَّرَفَهَدَى قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَهَدَى الْاَنْعَامَ لِمَرَاتِهَا

২৭৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ বল, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না। كتب - নির্দিষ্ট করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, بفاتنين - যারা পথভ্রষ্ট হয়, হ্যাঁ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, সে জাহান্নামে যাবে। قدر فهدى - বদ্বখ্তি এবং নেকবখ্তি নির্দিষ্ট করেছেন। জন্তুকে চারণভূমি পর্যন্ত পৌঁছানো

٦١٦٦ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ،

فَجَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُوْنُ فِى بَلْدَةٍ يَكُوْنُ فِيْهِ وَيَمْكُثُ فِيْهِ لاَيَخْرُجُ مِنَ الْبَلْدَةِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ-

৬১৬৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)..........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক আযাব। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তার ওপরই প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটা মুসলমানের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন। প্লেগাক্রান্ত শহরে কোন বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে সেখানেই অবস্থান করে, তা থেকে বের না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যা ভাগ্যে লিখেছেন তা ব্যতীত কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে সে শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।

٢٧٤٩ بَابُ قَوْلِهِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ-

২৭৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না (৭ ঃ ৪৩)। (আরও ইরশাদ হল) ঃ আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (৪৯ ঃ ৫৭)

٦١٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ ، وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا ، عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا-

৬১৬৭ আবূ নু'মান (র)........ বারআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন এবং বলছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি আমাদেরকে হেদায়েত না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না। সাওম পালন করতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং (প্রভু হে) আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন আর শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। তারাই আমাদের উপর ফিত্‌না (যুদ্ধ) চাপিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু আমরা তা চাইনি।

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

শপথ ও মানত অধ্যায়

بِسْــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْــــمِ

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

শপথ ও মানত অধ্যায়

بَابُ قَوْلَ اللّٰهِ لَايُؤَاخِذُ كُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ اِلٰى قَوْلِهِ تَشْكُرُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দৃঢ় কর....... তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পর্যন্ত

٦١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَّمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِىْ يَمِيْنٍ قَطُّ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ ، وَقَالَ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا الاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَّكَفَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ.

৬১৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) কখনও কসম ভঙ্গ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা কসমের কাফ্‌ফারা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলতেন, আমি যেকোন ব্যাপারে কসম করি। এরপর যদি এর চেয়ে উত্তমটি দেখতে পাই তবে উত্তমটিই করি এবং আমার কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই।

٦١٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْاَلِ الاِمَارَةَ فَانَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ ، فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ–

৬১৬৯ আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইব্‌ন ফায্‌ল (র)....... আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও; তবে স্বীয় কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমটি অবলম্বন কর।

٦١٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ نَلْبَثَ ثُمَّ اُتِىَ بِثَلاَثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا اَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللّٰهِ لاَ يُبَارَكُ لَنَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوْا بِنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِى وَاَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِى-

৬১৭০ আবূ নু'মান (র)........আবূ বুরদা (রা)-এর পিতা আবূ মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একদল লোকের সঙ্গে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম একটি বাহন সংগ্রহ করার জন্য। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর আমার কাছে এমন কোন জন্তু নেই যার উপর আরোহণ করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর নবী ﷺ-এর কাছে অতীব সুন্দর তিনটি উষ্ট্রী আনা হল। তিনি সেগুলোর উপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। এরপর আমরা যখন চলতে লাগলাম তখন বললাম অথবা আমাদের মাঝে কেউ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে বরকত প্রদান করবেন না। কেননা, আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর কাছে বাহন চাইতে এলাম তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করলেন। এরপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। চল আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই এবং তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা আরোহণ করিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মুতাবিক কোন কসম করি আর তা ব্যতীত অন্যটির মাঝে যদি মঙ্গল দেখি তখন কসমের জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই। আর যেটা মঙ্গলকর সেটাই করে নেই এবং স্বীয় কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই।

٦١٧١ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ

السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لاَنْ يَلَجَّ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِى اَهْلِهِ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ يُعْطِى كَفَّارَتَهُ الَّتِى افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ–

৬১৭১ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী আর কিয়ামতের দিন হব অগ্রগামী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহ্‌র নিকট সে গুনাহ্‌গার হবে ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয় যা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

٦١٧٢ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَلَجَّ فِى اَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا لَيْسَ تُغْنِى الْكَفَّارَةُ–

৬১৭২ ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর উপর অটল থাকে সে সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌গার, যা কাফ্‌ফারা দূর করে না।

٢٧٤٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَيْمُ اللّٰهِ

২৭৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আল্লাহ্‌র কসম

٦١٧٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِى اِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى اِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلاِمَارَةِ ، وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ ، وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ–

৬১৭৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন আর তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন উসামা ইব্‌ন যায়িদকে। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনামুখর হচ্ছ। ইতিপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। আর মানুষের মাঝে সে আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি ছিল। তারপরে নিশ্চয়ই এ উসামা অন্য সকল মানুষের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

٢٧٥١ بَابُ كَيْفَ كَانَ يَمِيْنُ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ سَعْدٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ وَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ هَا اللّٰهِ اِذًا يُقَالُ وَاللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَتَاللّٰهِ

২৭৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কসম কিরূপ ছিল? সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ'! আবূ কাতাদা বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ এর নিকট لاها الله বলেছেন; যেখানে بالله و والله বা تالله বলা যেত

٦١٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ-

৬১৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কসম ছিল مقلب القلوب বলা। অর্থাৎ অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহ্র) কসম।

٦١٧٥ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৬১৭৫ মূসা (র)........ জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়সারের (রূম সম্রাট) পতনের পরে আর কোন কায়সার হবে না। কিসরা (পারস্যের বাদশাহ্) এর যখন পতন হল তখনও তিনি বললেন ঃ এরপর আর কোন কিস্রা হবে না। কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই এদের দু'জনের অগাধ সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা খরচ করবে।

٦١٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৬১৭৬ আবুল ইয়ামান (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিস্রা যখন ধ্বংস হবে তারপরে আর কোন কিস্রা হবে না। আর কায়সার যখন ধ্বংস হবে তখন আর কোন কায়সার হবে না। কসম ঐ সত্তার। যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ! এদের ধন-সম্পদ অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে।

٦١٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا-

৬১৭৭ মুহাম্মদ (র)......... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হে উম্মাতে মুহাম্মদী ﷺ আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।

٦١٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِلاَّ نَفْسِى ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَاِنَّهُ اٰلاٰنَ وَاللّٰهِ لاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاٰنَ يَا عُمَرُ –

৬১৭৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরেছিলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ না, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহ্র কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী ﷺ বললেন ঃ হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।

٦١٧٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُ هُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَل يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاذَنْ لِى اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ ، قَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ زَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِى ، ثُمَّ اِنِّى سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِىَّ اَنْ يَاتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ ، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا–

৬১৭৯ ইসমাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, একদা দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী ﷺ-এর কাছে এলো। তন্মধ্যে একজন বলল, আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। দু'জনের মাঝে (অপেক্ষাকৃত) বুদ্ধিমান দ্বিতীয় লোকটি বলল, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার

অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির নিকট চাকর হিসাবে ছিল। (মালিক বলেন, عسيف শব্দের অর্থ চাকর) আমার পুত্র এর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা বলেছে যে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। সুতরাং আমি একশ' বক্‌রী ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া প্রদান করেছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর হবে। আর রজম হবে এর স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মাঝে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক মীমাংসা করে দেব। তোমার বক্‌রী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করলেন। আর উনায়স আসলামীকে হুকুম করা হল অপর লোকটির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল, সুতরাং তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করল।

٦١٨٠ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِبْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَاَسَدٍ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ-

৬১৮০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না বংশ যদি তামীম, আমির ইব্‌ন সাসা'আ, গাতফান ও আসাদ বংশ থেকে উত্তম হয় তা হলে তোমাদের কেমন মনে হয়? তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, তখন তিনি বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তারা এদের চেয়ে উত্তম!

٦١٨١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ اَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِى فَقَالَ لَهُ اَفَلاَ قَعَدْتَ فِى بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ فَنَظَرْتَ اَيُهْدٰى لَكَ اَمْ لاَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَاتِيْنَا فَيَقُوْلُ هٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِى اَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ ؟ فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهُ خُوَارٌ ، وَاِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعِرُ ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، فَقَالَ اَبُو

حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ حَتّٰى اِنَّا لَنَنْظُرُ اِلٰى عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ ، قَالَ اَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلُوْهُ-

৬১৮১ আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সে কাজ শেষ করে তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তা হলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কি না তা দেখতে পেতে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন ঃ রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠালাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারী রাজস্ব আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে তার বাবা-মার ঘরে বসে রইল না কেন? তা হলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ, তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তা হলে কিয়ামতের দিন সে ঐ বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসবে। সে বস্তুটি যদি উট হয় তা হলে উট আওয়ায করতে থাকবে। যদি গরু হয় তবে হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। আর যদি বক্‌রী হয় তবে বক্‌রী আওয়ায করতে থাকবে। আমি পৌঁছিয়ে দিলাম। রাবী আবূ হুমায়দ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্ত মুবারক এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আবূ হুমায়দ বলেন, এ কথাগুলো যায়িদ ইব্‌ন সাবিতও আমার সঙ্গে শুনেছে নবী ﷺ থেকে। সুতরাং তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

٦١٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً-

৬১৮২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ...... আবূ হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তা হলে তোমরা অবশ্যই অধিক ক্রন্দন করতে আর অল্প হাসতে।

٦١٨٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قُلْتُ مَا شَانِى اَتُرٰى فِىَّ شَىْءٌ ؟ مَاشَأْنِى فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ اَنْ اَسْكُتَ ، وَتَغَشَّانِى مَا شَاءَ اللّٰهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا-

৬১৮৩ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে বলছিলেন ঃ কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কি? আমার মাঝে কি কিছু (ত্রুটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণের জন্য আল্লাহ্ চাইলেন আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম। এরপর আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। ঐ সমস্ত লোক কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তিনি বললেন ঃ এরা হল ঐ সকল লোক যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে হাঁ, ঐ সমস্ত লোক স্বতন্ত্র যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।

٦١٨٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ طُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَاَيْمُ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ-

৬১৮৪ আবুল ইয়ামান (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা সুলায়মান (আ) বললেনঃ আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব, যারা প্রত্যেকেই একটি করে সন্তান জন্ম দেবে, যারা হবে অশ্বারোহী; জিহাদ করবে আল্লাহ্র রাস্তায়। তাঁর সঙ্গী বলল, ইন্‌শা আল্লাহ্ (বলুন)। তিনি ইন্‌শা আল্লাহ্ বললেন না। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্ত্রীই গর্ভবতী হলেন, তাও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। তিনি যদি ইন্‌শা আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত।

٦١٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُوْنَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِيْنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْهَا ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ-

৬১৮৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)....... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য একদা রেশমের এক টুক্‌রা বস্ত্র হাদিয়া পাঠানো হল। লোকেরা তার সৌন্দর্য ও মসৃণতা দেখে অবাক হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতে নিয়ে দেখছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছ? তাঁরা

উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম। যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই জান্নাতে সা'দের রুমাল এর চেয়েও উত্তম হবে। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তবে শুবা এবং ইসরাঈল আবূ ইসহাক থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাতে والذى نفسى بيده কথাটি বলেননি।

٦١٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ اَخْبَاءٍ اَوْخِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَذِلُّوا مِنْ اَهْلِ اَخْبَائِكَ اَوْ خِبَائِكَ شَكَّ يَحْيَى ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ اَهْلُ اَخْبَاءٍ اَوْ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَعِزُّوا مِنْ اَهْلِ اَخْبَائِكَ اَوْ خِبَائِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَيْضًا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ ؟ قَالَ لاَ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ-

৬১৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দা বিন্ত উতবা ইব্ন রাবীআ' (একদা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এমন এক সময় ছিল যখন ভূ-পৃষ্ঠে যারা তাঁবুতে বাস করছে তাদের মাঝে আপনার অনুসারী যারা তারা লাঞ্ছিত হোক এটা আমি খুবই পছন্দ করতাম। (এখানে বর্ণনার মাঝে তিনি اخباء বলেছেন, না خباء বলেছেন এ সম্পর্কে রাবী ইয়াহ্ইয়ার সন্দেহ রয়েছে।) কিন্তু আজ আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় কিছুই নেই যে, তাঁবুতে বসবাসকারীদের মাঝে আপনার অনুসারীরা সম্মানিত হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ। এ মর্যাদা আরও বর্ধিত হোক। হিন্দা বললো, আবূ সুফিয়ান নিশ্চয়ই একজন কৃপণ লোক। তার মাল থেকে (তার পরিজনকে) কিছু খাওয়ালে এতে কি আমার কোন অন্যায় হবে? তিনি বললেন ঃ না। তবে তা (শরীয়তসম্মত) পন্থায় হতে হবে।

٦١٨٧ حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُضِيْفٌ ظَهْرَهُ اِلَى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ يَمَانٍ اِذْ قَالَ لاَصْحَابِهِ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلَى قَالَ اَفَلَمْ تَرْضَوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلَى قَالَ فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ-

৬১৮৭ আহ্মাদ ইব্ন উসমান (র)..........আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময় ইয়ামানী চামড়ার কোন এক তাঁবুতে তাঁর পৃষ্ঠ মুবারক হেলান দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এতে কি তোমরা

খুশি আছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্‌তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি নও! তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি কামনা করি তোমরা বেহেশ্‌তীদের অর্ধেক হবে।

٦١٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنْ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلا يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ–

৬১৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে قل هو الله احد পাঠ করতে শুনলেন। তিনি তা বারংবার পাঠ করছিলেন। প্রভাত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। আর উক্ত ব্যক্তি যেন উক্ত সূরার তিলাওয়াতকে কম গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এ সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

٦١٨٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَتِمُّوْا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنِّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى اِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَاِذَا مَا سَجَدْتُمْ–

৬১৮৯ ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা রুকু' ও সিজ্‌দা পূর্ণভাবে আদায় কর। ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যখন রুকূ এবং সিজ্‌দা কর তখন আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই।

٦١٩٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ مَعَهَا اَوْلَادٌ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ–

৬১৯০ ইসহাক (র)..........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক নারী নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল; সঙ্গে ছিল তার সন্তান-সন্ততি। নবী ﷺ বললেন ঃ ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন।

٢٧٥٢ بَابٌ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ

২৭৫২. অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা পিতা-পিতামহের কসম করবে না

٦١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ فِىْ رَكْبٍ يَحْلُفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاَبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ-

৬১৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে কোন বাহনের উপর আরোহণ অবস্থায় পেলেন। তিনি তখন তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তিনি বললেন ঃ সাবধান। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে নতুবা চুপ থাকে।

٦١٩٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاَبَائِكُمْ ، قَالَ عُمَرُ فَوَ اللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِرًا وَلاَ اثِرًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَوْ اَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ يَأْثُرُ عِلْمًا . تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِىُّ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ عُمَرَ-

৬১৯২ সাঈদ ইব্ন ওফায়র (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পিতা-পিতামহের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করিনি। মুজাহিদ (র) বলেছেন, او اثرة من علم يأثر علما দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানগত বিষয় নকল করা। অনুরূপ উকায়ল, 'যুবায়দী ও ইসহাক কালবী (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন উয়ায়নাহ..... ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ উমর (রা)-কে বলেছেন।

٦١٩٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوْا بِاَبَائِكُمْ -

৬১৯৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)........... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহগণের নামে কসম করো না।

٦١٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمُ التَّمِيْمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاِخَاءٌ

فَكُنَّا عِنْدَ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِى ، فَدَعَاهُ اِلَى الطَّعَامِ ، فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَهُ ، فَقَالَ قُمْ فَلاُحَدِّثْنَكَ عَنْ ذَاكَ ، اِنِّىْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ ، فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لاَتُفْلِحُ اَبَدًا ، فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَالَهُ اِنَّا اَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ لاَ تَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا ، قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاللّٰهِ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا -

৬১৯৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের গোত্র জারাম এবং আশ'আরী গোত্রের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমরা (একদা) আবূ মূসা আশ'আরীর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার পেশ করা হল, যার মাঝে ছিল মুরগীর গোশত। তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক লাল রঙের ব্যক্তি তাঁর কাছে ছিল। সে দেখতে গোলামদের মত। তিনি তাকে খাবারে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। তখন সে লোকটি বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু খেতে দেখেছি যার কারণে আমি একে ঘৃণা করছি। তাই আমি কসম করেছি যে, মুরগী আর খাব না। তিনি বললেন, ওঠ, আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে একখানা হাদীস বলব। একদা আমি কতিপয় আশ'আরীর সঙ্গে বাহন সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর বাহনযোগ্য এমন কিছুই আমার কাছে নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গনীমতের কিছু উষ্ট্র এল। তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন ঃ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? এরপর আমাদের জন্য পাঁচটি উৎকৃষ্ট মানের সুদর্শন উট দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। আমরা যখন চলে গেলাম, তখন চিন্তা করলাম আমরা এ কি করলাম? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো কসম করেছিলেন আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে। আর তাঁর কাছে কোন বাহন তো ছিলও না। কিন্তু এরপর তিনি তো আমাদেরকে আরোহণের জন্য বাহন দিলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কসমের কথা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহ্র কসম! এ বাহন আমাদের কোন কল্যাণে আসবে না। সুতরাং আমরা তাঁর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আমাদেরকে আপনি আরোহণ করাবেন এ উদ্দেশ্যে আমরা তো আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি কসম করেছিলেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন বাহন দিবেন না। আর আপনার কাছে এমন কোন কিছু ছিলও না, যাতে আমাদেরকে আরোহণ করাতে পারেন। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা করিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি যখন কোন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে যদি অধিক মঙ্গল দেখতে পাই, তা হলে যা মঙ্গল তাই বাস্তবায়িত করি এবং আমি কসম ভঙ্গ করি।

٢٧٥٣ بَابٌ لاَ يُحْلَفُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى وَلاَ بِالطَّوَاغِيْتِ

২৭৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ লাত, উয্‌যা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যায় না

٦١٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلْفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ-

৬১৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি কসম করে এবং বলে, 'লাত ও উয্‌যার কসম', তখন সে যেন বলে لا اله الا الله আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে 'এস জুয়া খেলি' তখন এর জন্য তার সাদাকা করা উচিত।

٢٧٥٤ بَابٌ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْئِ وَاِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

২৭৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাঁকে কসম দেয়া হয়নি

٦١٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِى بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ، ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتِمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ-

৬১৯৬ কুতায়বা (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈয়ার করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকেরাও (এরূপ) করল। এরপর তিনি মিম্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম। এবং তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ আংটি আর কোনদিন পরিধান করব না! তখন লোকেরাও আপন আপন আংটিগুলো খুলে ফেলল।

٢٧٥٥ بَابٌ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوٰى الْاِسْلاَمِ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ اِلَى الْكُفْرِ

২৭৫৫ অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি লাত ও উয্‌যার কসম করে তবে সে যেন বলে لا اله الا الله এতে কুফ্‌রীর দিকে তার সম্পর্ক বোঝায় না

٦١٩٧ حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

৬১৯৭ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)......... সাবিত ইব্‌ন যিহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করলে সেটা ঐ রকমই হবে, যে রকম সে বলল। তিনি (আরও বলেন) কোন ব্যক্তি যে কোন জিনিসের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে ঐ জিনিস দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে লা'নত করা তার হত্যা তুল্য। আবার কোন মু'মিনকে কুফ্‌রীর অপবাদ দেওয়াও তার হত্যা তুল্য।

٢٧٥٦ بَابٌ لاَ يَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ ، وَهَلْ يَقُوْلُ اَنَا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ

২৭৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ "যা আল্লাহ্ চান ও তুমি যা চাও" বলবে না। "আমি আল্লাহ্র সাথে এরপর তোমার সাথে" এরূপ বলা যাবে কি

٦١٩٨ قَالَ عَمْرُوابْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ ثَلاَثَةً فِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَاَتَى الاَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فَلاَ بَلاَغَ لِى اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ-

৬১৯৮ আমর ইব্‌ন আসিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং একজন ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। ফেরেশ্‌তা কুষ্ঠরোগীর কাছে এল। সে বলল, আমার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া, অতঃপর তুমি ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন।

٢٧٥٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِى بِالَّذِىْ اَخْطَأْتُ فِى الرُّؤْيَا ، قَالَ لاَ تُقْسِمْ

২৭৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আমি স্বপ্নের তাবীর করতে যে ভুল করেছি তা আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কসম করো না

٦١٩٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَث عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ-

৬১৯৯ কাবীসা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).........বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কসম পূর্ণ করতে হুকুম করেছেন।

٦٢٠٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اُسَامَةَ اَنَّ ابْنَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسَامَةُ وَسَعْدُ وَاَبِى وَاُبَىٌّ اِنَّ ابْنِى قَدِ احْتُضِرَ فَاَشْهَدْنَا فَارْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعْطَى وَكُلَّ شَئٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ، فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ اِلَيْهِ فَاَقْعَدَهُ فِى حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِىِّ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّٰهُ فِى قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ-

৬২০০ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (রা).........উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উসামা ইব্‌ন যায়িদ, সা'দ ও উবাই (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর জনৈক কন্যা তাঁর কাছে এ মর্মে খবর পাঠালেন যে, আমার পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। সুতরাং তিনি যেন আমাদের কাছে তশরীফ আনেন। তিনি উত্তরে সালামের সাথে এ কথা বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন আর যা নিয়ে নেন সব কিছুই তো আল্লাহ্‌র জন্য। আর সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট নির্ধারিত আছে। অতঃপর তোমার জন্য ধৈর্য ধারণ করা এবং পুণ্য মনে করা উচিত। এরপর তাঁর কন্যা কসম দিয়ে আবার খবর পাঠালেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। (সেখানে পৌঁছে) তিনি যখন বসলেন, সন্তানটি তাঁর সামনে আনা হল। তিনি তাকে নিজের কোলে নিয়ে বসালেন, আর শিশুটির শ্বাস নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তখন সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তার মনের ভিতরে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো কেবলমাত্র তাঁর দয়ার্দ্র বান্দাদের ওপরই দয়া করে থাকেন।

٦٢٠١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسَّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ-

৬২০১ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে (সে যদি ধৈর্য ধারণ করে) তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, হ্যাঁ, কসম পূর্ণ করার জন্য (জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত) অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগে।

٦٢٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ ، وَاَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ-

৬২০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হবে দুনিয়াতে দুর্বল, মাজলুম। তারা যদি কোন কথায় আল্লাহ্‌র ওপর কসম করে ফেলে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারা হবে অবাধ্য, ঝগড়াটে ও অহংকারী।

٢٧٥٨ بَابٌ اِذَا قَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَوْ شَهِدْتُ بِاللّٰهِ

২৭৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যখন বলে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে, আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি

٦٢٠٣ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِىْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ، قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ اَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَّا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ اَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ-

৬২০৩ সা'দ ইব্‌ন হাফ্স (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একদা প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। এরপরে এমন লোক (পৃথিবীতে) আসবে যে তাদের সাক্ষী কসমের উপর অগ্রগামী হবে, আর কসম সাক্ষীর উপর অগ্রগামী হবে। রাবী ইবরাহীম বলেন যে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের সাথীরা সাক্ষী এবং অঙ্গীকারের সাথে কসম করতে নিষেধ করতেন।

٢٧٥٩ بَابُ عَهْدِ اللّٰهِ

২৭৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা

٦٢٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَوْ قَالَ اَخِيْهِ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ

تَصْدِيْقَهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً قَالَ سُلَيْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ ، فَمَرَّ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ ؟ قَالُوْا لَهُ ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ نَزَلَتْ فِىَّ وَفِىْ صَاحِبٍ لِىْ فِىْ بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا-

৬২০৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করার জন্য অথবা বলেছেন ঃ তার ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার মুলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। এ কথারই প্রত্যয়নে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (পরকালে তাদের কোন অংশ নেই)। বারী সুলায়মান তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, আশ'আছ ইব্ন কায়স্ (রা) যখন পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করেন, আবদুল্লাহ্ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? উত্তরে লোকেরা তাঁকে কিছু বলল। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, এ আয়াত তো আমার আর আমার এক সঙ্গীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমাদের দু' জনের মাঝে একটি কূপের ব্যাপারে ঝগড়া ছিল।

٢٧٦٠. بَابُ الْحِلْفُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلاَمِهِ

২৭৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইয্‌যত, গুণাবলি ও কলেমাসমূহের কসম করা

٦٢٠٥ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْقٰى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ لاَوَعِزَّتِكَ لاَ اَسْئَلُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعِزَّتِكَ لاَ غِنٰى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ-

৬২০৫ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ (আল্লাহ্) আমি তোমার ইয্‌যতের আশ্রয় চাই। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে। সে তখন আরয করবে, হে প্রভু! আমার চেহারাটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। তোমার ইয্‌যতের কসম। এ ছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাইব না। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, এ পুরস্কার তোমার আর এরূপ দশ গুণ। আবূ আইউব (রা) বলেন, তোমার ইয্‌যতের কসম! তোমার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই।

٦٢٠٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةُ-

৬২০৬ আদাম (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম সর্বদাই বলতে থাকবে— আরও কি আছে? এমন কি রাব্বুল ইয্‌যত তাতে তাঁর (কুদরতী) পা রাখবেন। 'বাস, বাস'

জাহান্নাম বলবে, তোমার ইয্যতের কসম! সেদিন তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। শু'বা, কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٦١ بَابُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ

২৭৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির لَعَمْرُ اللّٰهِ বলা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন لَعَمْرُكَ মানে لَعَيْشُكَ অর্থাৎ তোমার জীবনের কসম

৬২.৭ حَدَّثَنَا الْاُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ وَكُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ فَقَامَ اُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِبْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ-

৬২০৭ ওয়াইসী ও হাজ্জাজ (র)...... ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অপবাদ রটনাকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই অপবাদ করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পূত-পবিত্র বলে প্রকাশ করে দিলেন। রাবী বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই হাদীসের এক একটি অংশ আমার কাছে বর্ণনা করলেন। নবী করীম ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) দাঁড়ালেন এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদা সম্পর্কে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমরা তাকে হত্যা করব।

٢٧٦٢ بَابُ لاَ يُوَاخِذُ كُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

২৭৬২. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল (২ ঃ ২২৫)

৬২.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ لاَ يُوَاخِذُ كُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِى اَيْمَانِكُمْ قَالَتْ فِىْ اُنْزِلَتْ فِىْ قَوْلِهِ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ-

৬২০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لا يؤاخذكم الله আয়াতখানা لا والله (না, আল্লাহ্‌র কসম) এবং بلى والله (হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম) এ জাতীয় কথা বলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

٢٧٦٣ بَابُ اِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِى الْاَيْمَانِ . وَقَوْلُ اللّٰهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لاَ تُوَاخِذْنِى بِمَا نَسِيْتُ

২৭৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই (৩৩ ঃ ৫); এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না (১৮ ঃ ৭৩)

٦٢٠٩ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لاُمَّتِى عَمَّا وَسْوَسَتْ اَوْ حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمْ-

৬২০৯ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আর আবূ হুরায়রা (রা) অত্র হাদীস মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (নবী ﷺ বলেছেন) ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের সে সমস্ত ওয়াস্‌ওয়াসা মাফ করে দিয়েছেন যা তাদের মনে উদয় হয় বা যে সব কথা মনে মনে বলে থাকে; যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে বা সে সম্পর্কে কারও কাছে কিছু বলে।

٦٢١٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْهَيْثَمِ اَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عِيْسٰى ابْنُ طَلْحَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ اِذْ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهٰؤُلاَءِ الثَّلاَثِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ-

৬২১০ উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুত্‌বা দিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ধারণা করলাম যে, অমুক অমুক রুক্‌নের পূর্বে অমুক অমুক রুক্‌ন হবে। এরপর অপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক আমলের পূর্বে অমুক আমল হবে, (অর্থাৎ তারা যবেহ্, হলক্ ও তাওয়াফ) এই তিনটি কাজ সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ করতে পার, কোন দোষ নেই। ঐ দিন যে সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন ঃ করতে পার কোন দোষ নেই।

٦٢١١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ لاَ حَرَجَ ،

قَالَ اٰخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ ، قَالَ اٰخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ لاَ حَرَجَ-

৬২১১ আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে আরয করল যে, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, আমি তো যবেহ্ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। অপর ব্যক্তি বলল, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ্ করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই।

٦٢١٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ اَرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ فَاَعْلِمْنِىْ ، قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ ، فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاَقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا-

৬২১২ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। আর নবী করীম ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি বললেন ঃ ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তখন সে ফিরে গেল এবং সালাত আদায় করল। পুনরায় এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তৃতীয়বার লোকটি বলল, দয়া করে আমাকে অবহিত করে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ যখন তুমি সালাতে দণ্ডায়মান হবে তখন খুব ভালভাবে অযূ করে নেবে। এরপর কিব্‌লামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এরপর কুরআন মজীদ থেকে যা তোমার জন্য সহজ তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে। এরপর মাথা উত্তোলন করবে। এমনকি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। এরপর (সিজ্‌দা থেকে) মাথা উত্তোলন করবে; এমন কি সোজা হয়ে এবং ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় সিজ্‌দা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সিজ্‌দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে। এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত সালাতেই এরূপ করবে।

٦٢١٣ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ هَزِيْمَةً تُعْرَفُ فِيْهِمْ ، فَصَرَخَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ ، فَقَالَ اَبِىْ اَبِىْ ، فَوَاللّٰهِ مَا انْحَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ–

৬২১৩ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা প্রকাশ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। ইব্‌লিস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা পিছনের দিকে ফির। এতে সামনের লোকগুলো পিছনের দিকে ফিরল। তারপর পিছনের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামন (রা) অকস্মাৎ তাঁর পিতাকে দেখে মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এ তো আমার পিতা, আমার পিতা। আল্লাহ্‌র কসম! তারা ফিরল না। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! মৃত্যু পর্যন্ত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুটি মানসপটে বিদ্যমান ছিল।

٦٢١٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَوْفٌ عَنْ خِلاَسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ–

৬২১৪ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সায়িম ভুলক্রমে কিছু আহার করে সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহ্ই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

٦٢١٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ ، فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَسَلَّمَ–

৬২১৫ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। প্রথম দু'রাকাআতের পর না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবেই সালাত আদায় করতে থাকলেন। সালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিল। তিনি আল্লাহু আকবর বলে সালামের পূর্বে সিজ্‌দা করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। আবার আল্লাহু আকবর বলে সিজ্‌দা করলেন। এরপর আবার মাথা উত্তোলন করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

٦٢١٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُوْرٌ لاَ اَدْرِى اِبْرَاهِيْمُ وَهِمَ اَمْ عَلْقَمَةُ ، قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ ، فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرِى ، زَادَ فِى صَلاَتِهِ اَمْ نَقَصَ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ–

৬২১৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদা তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে কিছু অধিক করলেন অথবা কিছু কম করলেন। মানসূর বলেন, এই কম-বেশির ব্যাপারে সন্দেহ ইব্‌রাহীমের না আলকামার তা আমার জানা নেই। রাবী বলেন, আরয করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ সালাতের মাঝে কি কিছু কমিয়ে দেয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ কি হয়েছে ? সাহাবাগণ বললেন, আপনি এভাবে এভাবে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দু'টি সিজ্‌দা করেন। এরপর বললেন, এ দু'টি সিজ্‌দা ঐ ব্যক্তির জন্য যার স্মরণ নেই যে, সালাতে সে কি বেশি কিছু করেছে, না কম করেছে। এমন অবস্থায় সে চিন্তা করবে (প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে)। আর যা বাকি থাকবে তা পুরা করে নেবে! এরপর দু'টি সিজ্‌দা আদায় করবে।

٦٢١٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى قَوْلِهِ لاَ تُوَاخِذْنِى بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِى مِنْ اَمْرِى عُسْرًا قَالَ كَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا. قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ كَتَبَ اِلَىَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يَذْبَحُوْا قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ لِيَاْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِى عَنَاقُ جَذَعٍ عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِى هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيْثِ الشَّعْبِىِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَيَقِفُ فِى هٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُوْلُ لاَاَدْرِى اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ اَمْ لاَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ –

৬২১৭ আল হুমায়দী (র).......উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না) সম্পর্কে শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মূসা (আ)-এর প্রথমবারের (প্রশ্ন উত্থাপনটা) ভুলবশত হয়েছিল। আবূ আবদুল্লাহ্ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার...... শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, বারাআ ইব্‌ন আযিব (র)-এর নিকট কয়েকজন অতিথি ছিল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে তাঁদের জন্য সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে কিছু যবেহ্ করতে হুকুম করলেন, যেন ফিরে এসেই তাঁরা আহার করতে পারেন। তখন পরিবারের লোকেরা সালাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (কুরবানীর পশু) যবেহ্ করলেন। নবী ﷺ-এর কাছে লোকেরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করল। তিনি পুনরায় যবেহ্ করার জন্য হুকুম করলেন। বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে এমন একটি বক্‌রীর বাচ্চা আছে যা দু'টি বড় বক্‌রীর গোশতের চেয়েও উত্তম। ইব্‌ন আউন শাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করতে গিয়ে এ স্থানটিতে থেমে যেতেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করতেন এবং এ স্থানে থেমে যেতেন। আর বলতেন, আমার জানা নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য তদ্রূপ অনুমতি আছে কিনা ? আইউব ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٢١٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ عِيْدٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ-

৬২১৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)........জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (এক ঈদের দিন) নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (সালাত শেষে) খুত্‌বা প্রদান করলেন। এরপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি (সালাতের পূর্বেই) যবেহ্ করে ফেলেছে তার উচিত যেন তার পরিবর্তে আরেকটি যবেহ্ করে নেয়। আর যে এখনও যবেহ্ করেনি সে যেন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ্ করে।

٢٧٦٤ بَابُ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ : وَلاَ تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا اِلَى عَذَابٌ عَظِيْمٌ دَخَلاً مَكْرًا وَخِيَانَةً-

২৭৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা কসম। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (১৬ ঃ ৯৪) পর্যন্ত। دخلا দ্বারা প্রবঞ্চনা ও খিয়ানত উদ্দেশ্য

٦٢١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ-

৬২১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্‌সমূহের (অন্যতম) হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

٢٧٦٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلَى قَوْمِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، وَقَوْلِهِ وَلاَ تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ اَلاٰيَةُ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً الاٰيَةُ وَقَوْلُهُ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوْا الاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا اَلاٰيَةُ

২৭৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি পর্যন্ত (৩ ঃ ৭৭)। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে অযুহাত করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২২৪) এবং আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ ঃ ৯৫)। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না (১৬ ঃ ৯১) আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٦٢٢٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ ، فَدَخَلَ الاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالُوْا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَتْ لِى بِئْرٌ فِى اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ ، قُلْتُ اِذَا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ-

৬২২০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তার মুলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ কথার সমর্থনে আয়াত ان الذين يشترون ....الاية নাযিল করেন। এরপর আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা) প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আবূ আবদুর রাহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? লোকেরা বলল, এরূপ এরূপ। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। আমার চাচাতো ভাই-এর জমিতে আমার একটি কূপ ছিল। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম।

তিনি বললেন ঃ তুমি প্রমাণ উপস্থাপন কর অথবা সে কসম করুক! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কথার উপরে সে তো কসম খেয়েই ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

٢٧٦٦ بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِى الْمَعْصِيَةِ الْيَمِيْنِ وَفِى الْغَضَبِ

২৭৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের কসম ও রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা

٦٢٢١ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ اَرْسَلَنِى اَصْحَابِى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَسْاَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ عَلَى شَىْءٍ وَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ انْطَلِقْ اِلَى اَصْحَابِكَ فَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ اَوْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ-

৬২২১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার সাথীগণ (একদা) নবী ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করল তাঁর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে কোন কিছুই আরোহণের জন্য দিতে পারব না। তখন আমি তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। এরপর যখন আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সঙ্গীদের কাছে চলে যাও এবং বল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের আরোহণের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন।

٦٢٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الاَيْلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا كُلٌّ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالاِفْكِ الْعَشْرَ الاٰيَاتِ كُلَّهَا فِى بَرَاءَتِى ، قَالَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلاَ يَاْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى الاٰيَةَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِى فَرَجَعَ اِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَنْزِعُهَا عَنْهُ اَبَدًا-

৬২২২ আবদুল আযীয ও হাজ্জাজ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস্ ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে নবী ﷺ -এর

সহধর্মিণী আয়েশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ বর্ণনাকারীরা যা বলেছিল তা শুনতে পেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে তাঁর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই আমার নিকট উল্লিখিত ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা إن الذين جاؤا بالافك থেকে দশখানা আয়াত আমার নিষ্কলুষতা প্রকাশ করণার্থে নাযিল করেছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মিসতাহ্ ইব্‌ন সালামার ভরণ-পোষণ করতেন। অপবাদ প্রদানের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! মিসতাহ্ যখন আয়েশার ব্যাপারে অপবাদ রটিয়েছে; এরপর আমি আর তার জন্য কখনও কিছু খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ .... الاية এ-আয়াত নাযিল করেন। আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিন এটা আমি নিশ্চয়ই পছন্দ করি। তিনি পুনরায় মিসতাহের ভরণ-পোষণের জন্য ঐ খরচ দেওয়া শুরু করলেন, যা তিনি পূর্বে তাকে দিতেন এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার খরচ দেওয়া আর কখনও বন্ধ করব না।

٦٢٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِى مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ، ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَارَى غَيْرَ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا-

৬২২৩ আবূ মা'মার (র)......... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে (বাহন চাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলাম। যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন কিছুর ওপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই; তাহলে যেটা মঙ্গলকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করে ফেলি।

٢٧٦٧ بَابٌ اِذَا قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلّٰى اَوْ قَرَاَ اَوْ سَبَّحَ اَوْ كَبَّرَ اَوْ حَمِدَ اَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفْضَلُ الْكَلاَمِ اَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ- وَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى هِرَقْلَ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِمَةُ التَّقْوَى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ-

২৭৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল অথবা কুরআন পাঠ করল অথবা সুবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহু আকবার বা আলহামদুলিল্লাহ্ অথবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল। তবে তার কসম তার নিয়ত হিসেবেই আরোপিত

হবে। নবী ﷺ বলেছেনঃ সর্বোত্তম কথা চারটিঃ সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং ওয়াল্লাহু আকবার। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াসের কাছে এ মর্মে লিখেছিলেন ঃ হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। মুজাহিদ (র) বলেন, كلمة التقوى 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

٦٢٢٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ-

৬২২৪ আবুল ইয়ামান (র)........সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে তশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ আপনি لا اله الا الله কলেমাটি বলুন। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার ব্যাপারে এর মাধ্যমে সুপারিশ করব।

٦٢٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ-

৬২২৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি কলেমা এমন যা জিহ্বাতে অতি হাল্‌কা অথচ মীযানে ভারী আর রাহমানের নিকট খুব পছন্দনীয়; তা হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

٦٢٢٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ اُخْرٰى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ اُخْرٰى مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ-

৬২২৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কলেমা বললেন। আর আমি বললাম, অন্যটি। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আমি অপরটি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

٢٧٦٨ بَابُ مَنْ حَلَفَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى اَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

২৭৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস যদি হয় ঊনত্রিশ দিনে

٦٢٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ-

৬২২৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের ব্যাপারে ঈলা (কসম) করলেন। আর তখন তাঁর কদম মুবারক মচকে গিয়েছিল। তিনি তখন ঊনত্রিশ দিন কুঠরীতে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি নেমে এলেন (স্ত্রীগণের কাছে ফিরে এলেন)। লোকেরা তখন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো এক মাসের ঈলা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ মাস তো কখনও ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

٢٧٦٩ بَابٌ اِنْ حَلَفَ اَلاَّ يَشْرَبَ نَبِيْذًا فَشَرِبَ طِلاَءً اَوْ سَكَرًا اَوْ عَصِيْرًا لَمْ يَحْنَثْ فِى قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِاَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ.

২৭৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অতঃপর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে তবে কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হবে না, যেহেতু তাদের নিকট এগুলো নাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়

٦٢٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ ابْنَ اَبِى حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِىَّ ﷺ لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتِ الْعُرُوْسُ خَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْهُ قَالَ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِى تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اِيَّاهُ-

৬২২৮ আলী (র) ......সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ উসায়দ (রা) বিবাহ করলেন। তার (ওলীমায়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলেন। আর তখন তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রী তাঁদের খেদমত করছিলেন। সাহল (রা) তার কাওমের লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান সে মহিলা নবী ﷺ-কে কি পান করিয়েছিল ? সে রাত্রিবেলা একটি পাত্রে তাঁর জন্য খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। এমনিভাবে সকাল হল। আর সেগুলিই সে তাঁকে পান করাল।

٦٢٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَتْ شَنًّا-

৬২২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের একটি বক্‌রী মরে গেল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত করে নিলাম! এরপর থেকে তাতে সর্বদাই আমরা নাবীয প্রস্তুত করতাম। এমন কি তা পুরাতন হয়ে গেল।

٢٧٧. بَابُ اِذَا حَلَفَ اَنْ لاَ يَأْتَدِمَ فَاَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُوْنُ مِنَ الْاُدْمِ

২৭৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায়। আর কোন্ জিনিস তরকারীর অন্তর্ভুক্ত

٦٢٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُوْمٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهٰذَا-

৬২৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তরকারী মিশ্রিত গমের রুটি একাধারে তিনদিন পর্যন্ত খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এভাবে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইব্‌ন কাসীর (র)--আবিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই হাদীসটি আয়েশা (রা)-কে বলেছেন।

٦٢٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَبُو طَلْحَةَ لاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُو طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتْ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُو طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُو طَلْحَةَ حَتّٰى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّى يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ ، قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ، ثُمَّ خَرَجُوْا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ

لَهُمْ فَاكَلَ حَتّٰى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَاكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَحَتّٰى شَبِعُوْا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً–

৬২৩১ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুর্বল আওয়াজ শুনতে পেলাম, যার মাঝে আমি ক্ষুধার আভাষ পেলাম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। এরপর তাঁর ওড়নাটি নিলেন এবং এর কিছু অংশে রুটিগুলি পেঁচিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে পেলাম। এবং কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গে রয়েছে। আমি তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, উঠ, (আবূ তালহার কাছে যাও)। তখন তাঁরা আবূ তালহার নিকট চললেন। আমি তাদের আগে আগে যেতে লাগলাম। অবশেষে আবূ তালহার কাছে এসে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন আবূ তালহা (রা) বলল, হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাদের কাছে তশরীফ এনেছেন অথচ আমাদের নিকট তো এমন কোন খাদ্যই নেই যা তাদের খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। আবূ তালহা (রা) বেরিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ তালহা (রা) উভয়ই সামনাসামনি হলেন এবং উভয়ই একত্রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মে সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ঐ রুটিগুলি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ রুটিগুলি ছিড়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন রুটিগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করা হল। উম্মে সুলায়ম (রা) তার ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি নিংড়ে বের করলেন এবং তাতে মিশ্রিত করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ দশজন লোককে অনুমতি দাও। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তারা সকলেই আহার করলেন, এমন কি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থকে বের হলেন। এরপর তিনি আবার বললেন ঃ (আরও) দশজনকে অনুমতি দাও। তখন তাদরেকে অনুমতি দেয়া হলো। এভাবে তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর আবারো তিনি বললেন ঃ আরো দশজনকে আসতে দাও। দলের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর বা আশি জন।

٢٧٧١ بَابُ النِّيَّةِ فِى الْاَيْمَانِ

২৭৭১. অনুচ্ছেদ ঃ কসমের মধ্যে নিয়ত করা

٦٢٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ

بِالنِّيَّةِ ، وَاِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ–

৬২৩২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে যা সে নিয়্যাত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়াকে হাসিলের জন্য হবে অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

٢٧٧٢ بَابُ اِذَا اَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

২৭৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওবার লক্ষ্যে দান করে

٦٢٣٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنُ مَالِكٍ فِى حَدِيْثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا فَقَالَ فِى اٰخِرِ حَدِيْثِهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ–

৬২৩৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর জনৈক পুত্র তাঁকে ধরে নিয়ে চলতেন। আবদুর রাহমান বলেন, আমি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'যে তিনজন তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছে।' সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে কা'ব ইব্‌ন মালিককে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলেন, আমার তওবা এটাই যে আমার সমগ্র মাল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে দান করে দিয়ে আমি মুক্ত হব। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

٢٧٧٣ بَابُ اِذَا حَرَّمَ طَعَامًا وَقَوْلُهُ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَقَوْلُهُ لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

২৭৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয়। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য কেন তা হারাম

করছেন ? (৬৬ ঃ ১) এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ঐ সমস্ত পবিত্র বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন

٦٢٣٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّي اَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ اَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اِلَى قَوْلِهِ اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً . وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تُخْبِرِى بِذٰلِكَ اَحَدًا-

৬২৩৪ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সময় যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং হাফসা (রা) পরস্পরে পরামর্শ করলাম যে, নবী ﷺ আমাদের দু'জনের মধ্যে যার কাছেই আগে আসবেন তখন আমরা তাঁকে এ কথাটি বলব যে, আপনার মুখ থেকে তো মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? এরপর তিনি কোন একজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাঁকে ঐ কথাটা বললেন। তখন নবী ﷺ জবাব দিলেন, না বরং আমি যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের কাছে মধু পান করেছি। এরপরে আর কখনও এ কাজটি করব না। তখনই এ আয়াত নাযিল হল ঃ يا يها النبى لم تحرم الى قوله ان تتوبا الى الله "তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর" এখানে সম্বোধন আয়েশা ও হাফসা (রা)-এর প্রতি। আর از ا سر النبى - নবী যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে কথাকে গোপন করেন। এ আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা بل شربت عسلا বরং আমি মধু পান করেছি-এর প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে নাযিল হয়েছে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি কসম করে ফেলেছি এ কাজটি আমি আর কখনও করব না। তুমি এ ব্যাপারটি কারও কাছে প্রকাশ করো না।

٢٧٧٤ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ

২৭৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মানত পুরা করা এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের দ্বারা মানত পুরা করা হয়ে থাকে

٦٢٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৬২৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ্ (র) ..... সাঈদ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? নবী ﷺ তো বলেছেন ঃ মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে আনতে পারে না এবং পিছিয়েও দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মানতের দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (কিছু মাল) বের করা হয়।

٦٢٣٦ حَدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৬২৩৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এতে কিছুই রদ হয় না, কিন্তু কৃপণ থেকে মাল বের করা হয়।

٦٢٣٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَاْتِى ابْنَ ادَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيَهُ النَّذْرِ اِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ-

৬২৩৭ আবূল ইয়ামান (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানত মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা আমি তাক্দীরে নির্ধারিত করিনি। বরং মানতটি তাক্দীরের মাঝেই ঢেলে দেয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণের কাছ থেকে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা পূর্বে তাকে দেওয়া হয়নি।

٢٧٧٥ بَابُ اِثْمِ مَنْ لاَ يَفِى بِالنَّذْرِ

২৭৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহর কাজ

٦٢٣٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ اَدْرِى ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِىْءُ قَوْمٌ يَنْذُرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ-

৬২৩৮ মুসাদ্দাদ (র) .... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম, এরপর তাদের পরবর্তী যমানার লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। ইমরান (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর যমানা বলার পর

দু'বার বলেছেন না কি তিনবার তা আমার স্মরণ নেই। এরপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে যারা মানত করবে অথচ তা পূর্ণ করবে না। তারা খেয়ানত করবে তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বলা হবে না। আর তাদের মাঝে হৃষ্টপুষ্টতা প্রকাশিত হবে।

٢٧٧٦ بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ

২৭৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা। (এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী) যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২৭০)

٦٢٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ-

৬২৩৯ আবূ নুয়াঈম (র) .... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে তাহলে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে এরূপ মানত করে, সে আল্লাহ্‌র না ফরমানী করবে তাহলে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

٢٧٧٧ بَابُ اِذَا نَذَرَ اَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمَ اِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَسْلَمَ

২৭৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে

٦٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ-

৬২৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) একদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জাহিলী যুগে মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত ইতি'কাফ করব। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মানত পুরা করে নাও।

٢٧٧٨ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ، وَاَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَاَةً جَعَلَتْ اُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ ، فَقَالَ صَلِّي عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

২৭৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়। ইব্‌ন উমর (রা) এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছেন যার মাতা কুবার মসজিদে নামায আদায় করবে বলে মানত করেছিল। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে নামায আদায় করে নিতে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন

٦٢٤١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى

النَّبِىَّ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ-

৬২৪১ আবুল ইয়ামান (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ মর্মে জানিয়েছেন যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা আনসারী (রা) নবী ﷺ -এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মাতার কোন এক মানত সম্পর্কে, যা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। আর পরবর্তীতে এটাই সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হল।

٦٢٤٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ اُخْتِى نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ وَاِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاقْضِ اللّٰهَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ-

৬২৪২ আদম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল যে, আমার বোন হজ্জ করবে বলে মানত করেছিল। আর সে মারা গিয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁর ওপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পূরণ করতে না? লোকটি বলল, হাঁ। তিনি বললেন ঃ সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার হককে আদায় করে দাও। কেননা, আল্লাহ্‌র হক আদায় করাটা তো অধিক কর্তব্য।

٢٨٨٩ بَابُ النَّذْرِ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ-

২৭৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্‌র কাজের এবং ঐ বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই

٦٢٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ-

৬২৪৩ আবূ আসিম (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মানত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

٦٢٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَرَاٰهُ يَمْشِىْ بَيْنَ ابْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ-

৬২৪৪ মুসাদ্দাদ (র)........ আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এ ব্যক্তিটি যে নিজের জানকে আযাবের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চয় এতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আর তিনি লোকটিকে দেখলেন যে, সে তার দু'টি পুত্রের মাঝে ভর করে হাঁটছে। ফাযারীও অত্র হাদীসটি..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٢٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاى رَجُلاً يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ-

৬২৪৫ আবূ আসিম (র).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। লোকটি একটি রশির অথবা অন্য কিছুর সাহায্যে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছে। তিনি সে রশিটি কেটে ফেললেন।

٦٢٤٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ يَقُوْدُ اِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِى اَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ، ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ-

৬২৪৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কা'বার তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি অন্য আরেকজনকে নাকে রশি লাগিয়ে টানছিল (আর সে তাওয়াফ করছিল) এতদৃষ্টে নবী ﷺ স্বহস্তে তার রশিটি কেটে ফেললেন এবং হুকুম করলেন, যেন তাকে হাতে টেনে নিয়ে যায়।

٦٢٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوْا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬২৪৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুত্‌বা প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল যে, এ লোকটির নাম আবূ ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়াতে যাবে না, কারও সঙ্গে কথা বলবে না এবং সাওম পালন করবে। নবী ﷺ বললেন ঃ লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়, বসে এবং তার সাওম সমাপ্ত করে। আবদুল ওয়াহ্‌হাব, আইউব ও ইকরামার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨. بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَصُوْمَ اَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ اَوِ الْفِطْرَ

২৭৮০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা ঈদুল ফিত্‌রের দিন পড়ে যায়

٦٢٤٨ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ اَبِى حُرَّةَ الاَسْلَمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ اَنْ لاَ يَاْتِىَ عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى وَلاَ يَرٰى صِيَامَهُمَا-

৬২৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র মুকাদ্দমী (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি মানত করেছিল যে সে সাওম পালন থেকে কোন দিনই বিরত থাকবে না। আর তার মাঝে কুরবানী বা ঈদুল ফিত্‌রের দিন এসে পড়ল। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। তিনি ঈদুল ফিত্‌রের এবং কুরবানীর দিন সাওম পালন করতেন না। আর তিনি ঐ দিনগুলোর সাওম পালন করা জায়েযও মনে করতেন না।

٦٢٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ نَذَرْتُ اَنْ اَصُوْمَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ اَوْ اَرْبَعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ اَمَرَ اللّٰهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِيْنَا اَنْ نَصُوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَاَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِ-

৬২৪৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ...... যিয়াদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আমি মানত করেছিলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সাওম পালন করব। কিন্তু এর মাঝে কুরবানীর দিন পড়ে গেল। (এখন এর কি হুকুম হবে ?) তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানত পুরা করার হুকুম করেছেন; এদিকে কুরবানীর দিনে সাওম পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি এরূপই উত্তর দিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না।

٢٧٨١ بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِى الاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ الاَرْضُ وَالْغَنَمُ الزُّرُوْعُ وَالاَمْتِعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ ، قَالَ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَصَدَّقْتَ بِهَا ، وَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَحَبُّ اَمْوَالِى اِلَى بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ

২৭৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বকরী, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয় কি ? এবং ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর কাছে একদা উমর (রা) আরয করলেন যে, আমি এরূপ একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন মাল কখনও আমি পাইনি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি চাও তবে মূল মালটিকে রেখে দিয়ে (তার থেকে অর্জিত লাভটুকু) দান করে দিতে পার। আবূ তালহা (রা) নবী ﷺ -এর কাছে আরয করলেন যে, আমার নিকট বায়রুহা নামক আমার বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়, যার দেয়ালটি হচ্ছে মসজিদে নববীর সম্মুখে।

৬২৫০. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلٰى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً اِلاَّ الاَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ ، فَاَهْدٰى رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ الضُّبَيْبِ ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى وَادِى الْقُرٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرٰى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَالِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكَ مِنْ نَارٍ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ -

৬২৫০ ইসমাঈল (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের দিন বের হলাম। আমরা মাল, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য গণীমত হিসাবে পাইনি। বনী যুবায়র গোত্রের রিফাআ ইব্‌ন যায়িদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একটি গোলাম হাদিয়া দিলেন, যার নাম ছিল মিদআম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াদি উল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলেন, তখন মিদআম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সওয়ারীর হাওদা থেকে লাগেজপত্রগুলি নামাচ্ছিলেন। তখন অকস্মাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে বিদ্ধ হল এবং তাতে সে মারা গেল। লোকেরা বলল, এ লোকটির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কখনও না, কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল থেকে বণ্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে নিয়ে গিয়েছিল তার গায়ে তা লেলিহান শিখা হয়ে জ্বলবে। এ কথাটি যখন লোকেরা শুনতে পেল, তখন এক ব্যক্তি একটি বা দু'টি ফিতা নিয়ে নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে হাযির হল। তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে জাহান্নামের একটি ফিতা বা জাহান্নামের দু'টি ফিতা।

كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْاَيْمَانِ

শপথের কাফ্ফারা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْاَيْمَانِ

শপথের কাফ্‌ফারা অধ্যায়

وَقَوْلِ اللّٰهِ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ وَمَا اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ نَزَلَتْ : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِى الْقُرْاٰنِ اَوْ اَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِىُّ ﷺ كَعْبًا فِى الْفِدْيَةِ-

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এরপর এর কাফ্‌ফারা দশজন দরিদ্রকে (মধ্যম ধরনের) আহার্য দান (৫ ঃ ৮৯)। যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে হুকুম দিয়েছিলেন তা হচ্ছে ঃ ফিদ্‌ইয়া-এর মধ্যে সাওম, সাদকা অথবা কুরবানী করা। ইব্‌ন আব্বাস, আতা ও ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মাজীদে যেখানে او او (অথবা, অথবা) শব্দ আছে কুরআনের অনুসারীদের জন্য সেখানে ইখ্‌তিয়ার রয়েছে। নবী ﷺ কা'ব (রা)-কে ফিদ্‌ইয়া আদায়ের ব্যাপারে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছিলেন।

٦٢٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَتَيْتُهُ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اُدْنُ فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ. وَاَخْبَرَنِى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ ، وَالْمَسَاكِيْنُ سِتَّةٌ-

৬২৫১ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন ঃ কাছে এসো। আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাকে কি তোমার উকুন যন্ত্রণা দিচ্ছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ সাওম অথবা সাদাকা অথবা কুরবানী করে ফিদ্‌ইয়া আদায় কর। ইব্‌ন আউন আইউব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সাওম হচ্ছে তিন দিন, কুরবানী হল একটি বক্‌রী আর মিস্‌কীনের সংখ্যা হল ছয়।

٢٧٨٢ بَابُ قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَمَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِىِّ وَالْفَقِيْرِ

২৭৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের সহায় আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৬৬ ঃ ২) আর ধনী ও দরিদ্র কখন কার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়

٦٢٥٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى اَهْلِىْ فِى رَمَضَانَ ، قَالَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ اِجْلِسْ فَجَلَسَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قَالَ اَطْعِمْهُ عِيَالَكَ-

৬২৫২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কি অবস্থা ? লোকটি বলল, রমযানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে (দিনের বেলা) সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তা হলে কি তুমি ষাটজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম হবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ বস। লোকটি বসল। তারপর নবী ﷺ -এর কাছে এক 'আরক' আনা হলো যাতে ছিল খেজুর। আর 'আরক' হচ্ছে বড় ধরনের পরিমাপ পাত্র। তিনি বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। লোকটি বলল, এটা কি আমার চাইতে অধিকতর অভাবীকে প্রদান করব ? তখন নবী ﷺ হেসে ফেললেন ঃ এমন কি তাঁর মাড়ির দন্ত মুবারক পর্যন্ত দেখা গেল। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

٢٧٨٣ بَابُ مَنْ اَعَانَ الْمُعْسِرَ فِى الْكَفَّارَةِ

২৭৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কাফ্‌ফারা আদায়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে

٦٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِى فِى رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لاَ ، فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ

سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاطْعِمْهُ اَهْلَكَ-

৬২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবূব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার ? লোকটি বলল, রমযানে (দিনের বেলা) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেলেছি ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে সক্ষম? সে বলল, না। তবে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে পারবে ? লোকটি বলল, না। রাবী বলেন, এমন সময় এক আনসার ব্যক্তি একটি 'আরক' নিয়ে উপস্থিত হল। আর আরক হচ্ছে পরিমাপ পাত্র; তার মাঝে খেজুর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চেয়ে যে অভাবী তাকে কি দান করব ? সে আরও বলল, কসম ঐ মহান সত্তার, যিনি আপনাকে হকের (দীনের) সাথে প্রেরণ করেছেন; মদীনার দু'উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাও এগুলি তোমার পরিজনকে নিয়ে আহার করাও।

٢٧٨٤ بَابٌ يُعْطِى فِى الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ قَرِيْبًا كَانَ اَوْ بَعِيْدًا

২৭৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ দশজন মিস্কীনকে কাফ্ফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাত্মীয় হোক বা দূরের হোক

٦٢٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَاتِىْ فِى رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا اَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَاطْعِمْهُ اَهْلَكَ-

৬২৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কি অবস্থা ? লোকটি বলল, রমযানে (দিনের বেলায়) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ একটি গোলাম আযাদ করার মত কি তোমার কাছে কিছু আছে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে আহার করাতে পারবে? সে বলল, আমার কাছে এখন কিছু নেই। এমন সময় নবী ﷺ-এর কাছে একটি 'আরক' আনা হল,

যাতে খেজুর ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ এটা নিয়ে নাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে যে অধিকতর অভাবী তাকে কি দেব ? সে আরও বলল, এখানকার দু'টি উপত্যকার মাঝে আমাদের চেয়ে অভাবী তো আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে আহার করাও।

٢٧٨٥ بَابُ صَاعِ الْمَدِيْنَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذٰلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

২৭৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা শরীফের সা' ও নবী ﷺ -এর মুদ্দ এবং এর বরকত। আর মদীনাবাসীগণ এর থেকে যুগযুগান্তর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছেন

৬২৫৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيْدَ فِيْهِ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ-

৬২৫৫ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যামানায় সা' ছিল তোমাদের এখনকার মুদ্দের হিসাবে এক মুদ্দ ও এক মুদ্দের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ। এরপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর যামানায় তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

৬২৫৬ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ ابْنُ الْوَلِيْدِ الْجَارُوْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدِّ الْاَوَّلِ ، وَفِى كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا اَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلاَ نَرٰى الْفَضْلَ اِلاَّ فِى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِى مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ اَمِيْرٌ فَضَرَبَ مُدًّا اَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِاَيِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُوْنَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفَلاَ تَرٰى اَنَّ الاَمْرَ اِنَّمَا يَعُوْدُ اِلٰى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ -

৬২৫৬ মুনযির ইব্নুল ওয়ালীদ জারূদী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) রমযানের ফিত্রা আদায় করতেন নবী ﷺ -এর মুদ্দ অর্থাৎ প্রথম মুদ্দ-এর মাধ্যমে। আর কসমের কাফ্ফারাতেও তিনি নবী ﷺ -এর মুদ্দ ব্যবহার করতেন। আবূ কুতায়বা বলেন, মালিক (র) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের মুদ্দ তোমাদের মুদ্দ অপেক্ষা বড়। আর আমরা নবী ﷺ -এর মুদ্দের মাঝেই আধিক্য দেখি। রাবী বলেন, আমাকে মালিক (র) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে কোন বাদ্শাহ্ এসে যদি নবী ﷺ -এর মুদ্দ থেকে তোমাদের মুদ্দকে ছোট করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা কিসের মাধ্যমে (ওযন করে) মানুষদেরকে দিতে? আমি বললাম, নবী ﷺ -এর মুদ্দ দিয়েই প্রদান করতাম। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ না যে, পরিমাপের ব্যাপারটা এভাবেই নবী করীম ﷺ এর মুদ্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

٦٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ-

৬২৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাদের (উম্মাতের) কায়ল (মাপে), সা' ও মুদ্দের মাঝে বরকত প্রদান কর।

٢٧٨٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ، وَاَىُّ الرِّقَابِ اَزْكٰى

২৭৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা উত্তম

٦٢٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ-

৬২৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করবে আল্লাহ্ তা'আলা সে গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন। এমন কি তার গুপ্তাঙ্গকেও গোলামের গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে মুক্ত করবেন।

٢٧٨٧ بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِى الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِىءُ اُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ

২৭৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা। এবং তাউস বলেছেন, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুদাব্বার আযাদ করা চলবে

٦٢٥٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ-

৬২৫৯ আবূ নু'মান (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বীর বানালো। ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিল না। খবরটি নবী ﷺ-এর কাছে

পৌঁছল। তিনি বললেন ঃ গোলামটিকে আমার কাছ থেকে কে ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। সনদস্থিত রাবী আমর (রা) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে গোলামটি ছিল কিব্‌তী আর (আযাদ করার) প্রথম বছরেই সে মারা গিয়েছিল।

٢٧٨٨ بَابُ اِذَا اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخَرَ اَوْ اَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَلاَؤُهُ

২৭৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ দুজনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্বাধিকারী) কে পাবে?

٦٢٦٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬২৬০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বাবীরা নাম্নী বাঁদীকে ক্রয় করতে চাইলে তার মালিকগণ তার উপর ওয়ালা-এর শর্তারোপ করল। আয়েশা (রা) ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তাকে তুমি ক্রয় করে নাও। কেননা ওয়ালা (স্বত্বাধিকার) হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে দেয়।

٢٧٨٩ بَابُ الاَسْتِثْنَاءِ فِى الاَيْمَانِ

২৭৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা

٦٢٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الاَشْعَرِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاُتِىَ بِشَائِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ لاَ يَحْمِلُنَا فَحَمَلْنَا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ- .

৬২৬১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......... আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য এলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। কারণ, এমন কিছু আমার নিকট

নেই যা বাহন হিসাবে তোমাদেরকে দিতে পারি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ চাইলেন আমরা অবস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু উট আনা হল। তখন তিনি আমাদেরকে তিনটি উট দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা যখন রওনা করলাম, তখন পরস্পরে বলতে লাগলাম যে, আল্লাহ্ তো আমাদের বরকত দেবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য যখন এলাম তখন তিনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে কসম করলেন। এরপরও আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। আবূ মূসা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোন বিষয়ে কসম করি আর তার বিপরীতটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। আর যেটি কল্যাণকর সেটিই বাস্তবায়িত করি।

٦٢٦٢ - حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ اِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِيْنِى وَاَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ-

৬২৬২ আবূ নু'মান (র)...... হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিন্তু আমি আমার কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি। অথবা বলেছেন ঃ যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি এবং এর কাফ্ফারা আদায় করে দেই।

٦٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى الْمَلَكَ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَنَسِىَ ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ اِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ ، فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ اَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِى حَاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اسْتَثْنَى قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ-

৬২৬৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) একদা বলেছিলেন যে, অবশ্যই আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তার সাথী (রাবী সুফিয়ান সাথী দ্বারা ফেরেশতা বুঝিয়েছেন) বলল, আপনি ইন্শাআল্লাহ্ বলুন। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। তবে একজন ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভ থেকেই কোন সন্তান পয়দা হল না; তাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আবূ হুরায়রা (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনি কসমের মাঝে যদি ইনশা আল্লাহ্ বলতেন তাহলে তাঁর কসমও ভঙ্গ হত না আবার উদ্দেশ্যও সাধিত হত। একবার আবূ হুরায়রা (রা) এরূপ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনি যদি 'ইস্তিসনা' করতেন (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলতেন)। আবূ যিনাদ আ'রাজের মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٩. بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

২৭৯০. অনুচ্ছেদ ঃ কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা

٦٢٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِي مُوْسٰى ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ اِخَاءٌ وَمَعْرُوْفٌ ، قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ قَالَ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اُدْنُ فَاِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهُ قَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَلاَّ اَطْعَمَهُ اَبَدًا قَالَ اُدْنُ اُخْبِرْكَ عَنْ ذٰلِكَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ اَيُّوْبُ اَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا اَحْمِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَقَالَ اَيْنَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْعَرِيُّوْنَ اَيْنَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَتَيْنَا فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ، قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِي اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ لاَنُفْلِحُ اَبَدًا اِرْجِعُوْا بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِيْنَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا اَوْ فَعَرَفْنَا اَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِيْنَكَ ، قَالَ انْطَلِقُوْا فَاِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللّٰهُ اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ-

৬২৬৪ আলী ইব্ন হুজ্‌র (র)......... যাহ্‌দাম জারমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট ছিলাম। আমাদের এবং জার্‌ম গোত্রের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাবী বলেন, তার জন্য খানা পেশ করা হল, তাতে ছিল মুরগীর গোশ্‌ত। তাদের দলের মাঝে বনী তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। যার গায়ের রং ছিল লাল যেন দেখতে গোলাম। রাবী বলেন, লোকটি খানার কাছেও গেল না। আবূ মূসা আশ'আরী তাকে বললেন, কাছে এসো (খানাতে শরীক হও)। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এর গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি একে (মুরগী) কিছু খেতে

দেখেছি; ফলে আমি এটিকে ঘৃণা করছি। এবং সে থেকে কসম করেছি যে, কখনও আর এটি খাব না। আবূ মূসা (রা) বলেন, কাছে এসো; আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। একদা আমরা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য আসলাম। তখন তিনি যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আইয়্যুব বলেন, আমার মনে হয় তিনি তখন রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিব না। আর আমার কাছে বাহনযোগ্য কোন কিছুই নেই। রাবী বলেন, আমরা তখন প্রস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হল। তিনি বললেন ঃ ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? তখন আমরা ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ পাঁচটি আকর্ষণীয় উট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা উটগুলো নিয়ে রওনা হলাম। এমন সময় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম। আর তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু এরপরে আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর কসম ভুলে গিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্কে তাঁর কসমকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে তো আমরা কখনও কৃতকার্য হতে পারব না। চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে ফিরে যাই এবং তাঁর কসম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম, আপনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার বাহন দিয়েছিলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম বা বুঝতে পারলাম, আপনি হয়ত কসম ভুলে গিয়েছেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা চলে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই তো তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আমি যখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় কোন বিষয়ে কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন যেটার মধ্যে মঙ্গল আছে সেটি বাস্তবায়িত করি এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ, আইউব, আবূ কিলাবা এবং কাসিম ইব্ন আসিম কুলায়বী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসে ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছেন।

٦٢٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهٰذَا-

৬২৬৫ কুতায়বা (র)...... যাহদাম (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ بِهٰذَا-

৬২৬৬ আবূ মা'মার.....যাহদাম (রা) থেকেও উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ

وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ. تَابَعَهُ اَشْهَلُ ابْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُوْرٍ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيْعُ-

৬২৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আবদুর রাহ্‌মান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি নেতৃত্ব চাইও না। কেননা, চাওয়া ব্যতীত যদি তোমাকে তা দেওয়া হয় তবে তোমাকে তাতে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তা তোমার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ এর ভাল মন্দের দায়িত্ব তোমারই থাকবে)। তুমি যখন কোন কিছুতে কসম কর আর কল্যাণ তার অন্যটির মাঝে দেখতে পাও, তখন যেটার মাঝে কল্যাণ সেটাই বাস্তবায়িত কর। আর তোমার কৃত কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দাও। আশহাল ইব্‌ন হাতিম, ইব্‌ন আউন থেকে এবং উস্‌মান ইব্‌ন আমর-এর অনুসরণ করেছেন এবং ইউনুস, সিমাক ইব্‌ন আতিয়্যা, সিমাক ইব্‌ন হারব্, হুমায়দ, কাতাদা, মানসুর, হিশাম ও রাবী' উক্ত বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আউন-এর অনুসরণ করেছেন।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

উত্তরাধিকার অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

উত্তরাধিকার অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِى اَوْلَادِكُمْ اَلْاٰيَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন.... দুই আয়াত পর্যন্ত

৬২৬৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَعَادَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَاَتَانِى وَقَدْ أُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَىَّ وَضُوْءَهُ فَاَفَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِى مَالِى كَيْفَ اَقْضِىْ فِى مَالِى فَلَمْ يُجِبْنِى بِشَىْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ-

৬২৬৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)........জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আমার শুশ্রূষা করলেন। তাঁরা উভয়েই পদব্রজে আসলেন এবং আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অযূ করলেন এবং আমার উপর অযূর পানি ঢেলে দিলেন। আমি হুঁশে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব? তখন তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল।

٢٧٩١ بَابُ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوْا قَبْلَ الظَّانِّيْنَ يَعْنِى الَّذِيْنَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِالظَّنِّ

২৭৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। উক্বা ইব্ন আমির (রা) বলেন, যারা ধারণাপ্রসূত কথা বলে তাদের এ ধরনের কথা বলার পূর্বেই তোমরা (উত্তরাধিকার বিদ্যা) শিখে নাও

٦٢٦٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ

الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا-

৬২৬৯ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধারণা করা পরিহার কর, কেননা, ধারণা করা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা। কারও দোষ তালাশ করো না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। আল্লাহ্‌র বান্দা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।

٢٧٩٢ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً

২৭৯২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই হবে সাদাকাস্বরূপ

٦٢٧٠ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُمَا ، يُوْمَئِذٍ يَطْلُبَانِ اَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاَ اَدَعُ اَمْرًا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهِ اِلاَّ صَنَعْتُهُ ، قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى مَاتَتْ-

৬২৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আয়েশা (রা থেকে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রেখে যাওয়া সম্পত্তির) উত্তরাধিকারিত্ব চাওয়ার জন্য একদা ফাতিমা ও আব্বাস (রা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ সময় ফাদাক ভূখণ্ডের এবং খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা রেখে যাব তা সবই হবে সাদাকা। এ মাল থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার ভোগ করবেন। আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত করব। রাবী বলেন, এরপর থেকে ফাতিমা (রা) তাঁকে পরিহার করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নাই।

٦٢٧١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَنَا لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ-

৬২৭১ ইসমাঈল ইব্‌ন আবান (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাস্বরূপ।

৬২৭২ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَلِى مِنْ حَدِيْثِهِ ذٰلِكَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِى عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هٰذَا قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، قَا لاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّى اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى هٰذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ اِلٰى قَدِيْرٌ ، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَااَحْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَةٍ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ ، فَتَوَفِّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَوَفِّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا مَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِى وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ ، جِئْتَنِى تَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ وَاَتَانِىْ هٰذَا يَسْاَلُنِى نَصِيْبَ امْرَاتِهِ مِنْ اَبِيْهَا ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ لاَ اَقْضِىْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا فَادْ فَعَاهَا اِلَىَّ فَاِنِّىْ اَكْفِيْكُمَاهَا-

৬২৭২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতঈম আমাকে (মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান)-এর পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন আউস (রা)-এর কাছে চলে গেলাম এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন যে, আমি উমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। এরপর সে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং এর মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর (রা) বললেন, আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলি যার হুকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে; আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না, আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দ্বারা নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। দলের লোকেরা বলল, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। এরপর তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে মুখ করে বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন আমি এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে বর্ণনা রাখছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদ)-এর ব্যাপারে তাঁর রাসূলকে বিশেষত্ব প্রদান করেছেন, যা আর অন্য কাউকে করেননি। তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন ঃ ما افاء الله على رسوله থেকে قدير পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শোনালেন। এবং বললেন, এটা তো ছিল বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার কসম! তিনি আপনাদের ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ মাল সংরক্ষণ করেননি। আর আপনাদের ব্যতীত অন্য কাউকে এতে প্রাধান্য দেননি। এ মাল তো আপনাদেরই তিনি দিয়ে গিয়েছেন এবং আপনাদের মাঝেই বণ্টন করেছেন। পরিশেষে এ মালটুকু অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের বছরের ভরণ-পোষণের জন্য এ থেকে খরচ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহ্র মাল হিসেবে (তাঁর রাস্তায়) খরচ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গোটা জীবদ্দশায়ই এরূপ করে গিয়েছেন। আমি আপনাদের আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ কথাগুলো কি আপনারা জানেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি এ কথাগুলো জানেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ -এর ওলী। এরপর তিনি উক্ত মাল হস্তগত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেভাবে তা ব্যবহার করেছিলেন তিনিও তা সেভাবে ব্যবহার করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-এর ওফাত দান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ্র রাসূলের ওলীর ওলী। আমি এ মাল হস্তগত করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) এ মালের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন দু'বছর যাবত আমি এ মালের ব্যাপারে সেই নীতিই অবলম্বন করে আসছি। এরপর আপনারা আমার কাছে আসলেন আর আপনাদের উভয়ের বক্তব্যও এক এবং ব্যাপারটিও অনুরূপ। (হে আব্বাস (রা)) আপনি তো আপনার ভাতিজার থেকে প্রাপ্য অংশ আমার কাছ চাইছেন। আর আলী (রা) আমার কাছে তাঁর স্ত্রীর অংশ যা তাঁর

পিতা থেকে প্রাপ্য আমার কাছে তলব করছেন। সুতরাং আমি বলছি, আপনারা যদি এটা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি। এরপর কি আপনারা অন্য কোন ফায়সালা আমার কাছে চাইবেন? ঐ আল্লাহ্‌র কসম! যাঁর হুকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি যে ফায়সালা প্রদান করলাম কিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া আর অন্য কোন ফায়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এ ধনসম্পদের শৃংখলা বিধানে অক্ষম হন তবে তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন, আমি তার শৃংখলা বিধান করব।

٦٢٧٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمُؤْنَةِ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ-

৬২৭৩ ইসমাঈল (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দীনার বণ্টনযোগ্য নয়। আমার সহধর্মিণীগণের এবং আমার কর্মচারীবৃন্দের খরচ ব্যতীত যতটুকু থাকবে তা হবে সাদাকাতুল্য।

٦٢٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ اِلَى اَبِى بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ-

৬২৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আপন আপন উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য উসমান (রা)-কে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এরূপ বলেননি, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই? আমরা যা রেখে যাব সবই হবে সাদাকাতুল্য।

٢٧٩٣ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ

২৭৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার-পরিজনের হবে

٦٢٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

৬২৭৫ আবদান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর সে যদি ঋণ পুরা করার

মত কোন সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে মারা যায় তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

٢٧٩٤ بَابُ مِيْرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اِذَا تَرَكَ رَجُلٌ اَوِ امْرَاَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَاِنْ كَانَتَا ثِنْتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَاِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتٰى فَرِيْضَتَهُ وَمَا بَقِىَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

২৯৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের উত্তরাধিকার। যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী যদি কন্যা সন্তান রেখে যায় তাহলে সে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি উক্ত কন্যা বা কন্যাসমূহের সঙ্গে পুরুষ থাকে তাহলে প্রথমে অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্ত দেয়ার পর বাকি অংশ দুই নারী সমান এক পুরুষ ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে

٦٢٧٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৭৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মীরাস তার হক্‌দারদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

٦٧٩٥ بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

২৭৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার

٦٢٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِى النَّبِىَّ ﷺ يَعُوْدُنِى ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِى مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَتِى اَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِىْ فَقَالَ لاَ قَالَ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا اِلَى فِى امْرَاتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِى ؟ فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِىْ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ ، وَلٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرِبْنِ لُؤَىَّ-

৬২৭৭ হুমায়দী (র).... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কাতে একদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং এতে আমি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। নবী ﷺ সেবা শুশ্রূষা করার জন্য আমার কাছে তশরীফ আনলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া, রাসূলাল্লাহ্! আমার তো অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি দু'তৃতীয়াংশ মাল দান করে দেব? তিনি বললেন, না। (রাবী বলেন) আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক দান করে দেব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ কি দান করে দেব? তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ তো অনেক। তুমি তোমার সন্তানকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাবে আর সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে—এর চেয়ে তাকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াটাই তো উত্তম। তুমি (পরিবার-পরিজনের জন্য) যাই খরচ করবে তার প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে। এমন কি ঐ লোকমাটিরও প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আমার হিজরতকৃত স্থান থেকে পশ্চাতে থেকে যাব? তিনি বললেন ঃ আমার পশ্চাতে থেকে গিয়ে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে আমলই করবে তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সম্ভবত তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। এমন কি তোমার দ্বারা বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বেচারা সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা)-এর জন্য আফসোস। মক্কাতেই হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। সে জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সুফিয়ান (রা) বলেন, সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা) বনূ আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রের লোক ছিলেন।

٦٢٧٨ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَشَيْبَانُ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْاَسْوَدَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا اَوْ اَمِيْرًا. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَاُخْتَهُ فَاَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْاُخْتَ النِّصْفَ-

৬২৭৮ মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র)..... আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) আমাদের নিকট মু'আল্লিম অথবা আমীর হিসাবে ইয়ামানে এলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটি এক কন্যা ও একটি ভগ্নি রেখে মারা গিয়েছে। তখন তিনি কন্যাটিকে সম্পত্তির অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক প্রদান করলেন।

٦٧٩٦ بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْاِبْنِ اِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُ قَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْاَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَاُنْثَاهُمْ كَاُنْثَاهُمْ يَرِثُوْنَ كَمَا يَرِثُوْنَ وَيَحْجُبُوْنَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الْاِبْنِ مَعَ الْاِبْنِ

২৭৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার। যায়িদ (রা) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতই, যখন তাকে ছাড়া আর কোন সন্তান না থাকে। নাতিগণ পুত্রদের মত আর নাতনীগণ কন্যাদের মত। পুত্রদের মত নাতনীগণও উত্তরাধিকারী হয়, আবার পুত্রগণ যেরূপ অন্যদেরকে মাহরূম করে নাতিগণও সেরূপ অন্যদেরকে মাহরূম করে। আর নাতিগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয় না

٦٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৭৯ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রাপ্যাংশ (মিরাস) তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম-পুরুষের জন্য।

٦٧٩٧ بَابَ مِيْرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

২৭৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার

٦٢٨٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ ، يَقُوْلُ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَاُخْتٍ ، فَقَالَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ وَاَتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِىْ ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِى مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اَقْضِىْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ فَاَتَيْنَا اَبَا مُوْسٰى فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، فَقَالَ لاَ تَسْاَلُوْنِىْ مَادَامَ هٰذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ-

৬২৮০ আদাম (র).....হুযায়ল ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ মূসা (রা)-কে কন্যা, পুত্র পক্ষের নাতনী এবং ভগ্নির উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তিনিও হয়ত আমার মত উত্তর দেবেন। সুতরাং ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবূ মূসা (রা) যা বলেছেন সে সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হল। তিনি বললেন, আমি তো গোমরা হয়ে যাব, হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ঐ ফায়সালাই করব, নবী ﷺ যে ফায়সালা প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর নাতনী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'তৃতীয়াংশ পুরু হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ থাকবে ভগ্নির জন্য। এরপর আমরা আবূ মূসা (রা)-এর কাছে আসলাম এবং ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যা বললেন, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ যতদিন এ অভিজ্ঞ আলিম (জ্ঞানতাপস) তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

٦٧٩٨ بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْاَبِ وَالْاِخْوَةِ ، وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ اَبٌ ، وَقَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَابَنِىْ اٰدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

، وَلَمْ يَذْكَرْ اَنْ اَحَدًا خَالَفَ اَبَا بَكْرٍ فِىْ زَمَانِهِ وَاَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ مُتَوَافِرُوْنَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِىْ ابْنُ ابْنِى دُوْنَ اِخْوَتِىْ وَلاَ اَرِثُ اَنَا ابْنَ ابْنِىْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيِّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدٍ اَقَاوِيْلُ مُخْتَلِفَةٌ

২৭৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার। আবূ বকর সিদ্দীক (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন যে, দাদা পিতার মতই। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এরূপ পড়েছেন يَابَنِى اٰدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ বস্তুত এরকম কেউই বলেননি যে, আবূ বকর (রা)-এর যামানায় কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অথচ সে সময়ে নবী করীম ﷺ -এর অনেক সাহাবী বিদ্যমান ছিল। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার নাতি আমার উত্তরাধিকারী হবে, আমার ভাই নয়। তবে আমি আমার নাতির উত্তরাধিকারী হব না। তবে উমর, আলী ইব্‌ন মাসউদ এবং যায়িদ (রা) থেকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়

٦٢٨١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৮১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ প্রাপ্যাংশ তার হকদারকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

٦٢٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَّا الَّذِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ وَلٰكِنَّ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ اَوْ قَالَ خَيْرٌ فَاِنَّهُ اَنْزَلَهُ اَبًا اَوْ قَالَ قَضَاهُ اَبًا-

৬২৮২ আবূ মা'মার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমি যদি এ উম্মাত থেকে কাউকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানাতাম তবে তাকে [আবূ বকর (রা)]-কে বানাতাম। কিন্তু ইসলামী বন্ধুত্বই হচ্ছে সর্বোত্তম।" افضل শব্দ বলেছেন না কি خير এতে রাবীর সন্দেহ আছে। তিনি দাদাকে পিতার মর্যাদা দিয়েছেন انزله ابا অথবা قضاه ابا বলেছেন।

٢٧٩٩ بَابُ مِيْرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৭৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার

٦٢٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ-

৬২৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথমে) মাল ছিল সন্তানাদির আর ওসিয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তা'আলা তা রহিত করে দিয়ে এর চেয়ে উত্তমটি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষের জন্য নারীদের দু'জনের সমতুল্য অংশ নির্ধারণ করেছেন। আর পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করেছেন (সন্তান থাকা অবস্থায়) এক-অষ্টমাংশ এবং (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক আর (সন্তান থাকলে) এক-চতুর্থাংশ।

٢٨٠٠ بَابُ مِيْرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৮০০. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার

٦٢٨٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا-

৬২৮৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী লিহ্য়ান গোত্রের জনৈক মহিলার একটি ভ্রূণপাত সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা দিলেন, তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তার পুত্রগণ ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত (গোলাম বা বাঁদী) তার আসাবার জন্য।

٢٨٠١ بَابُ مِيْرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

২৮০১. অনুচ্ছেদ ঃ কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হয়

٦٢٨٥ حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النِّصْفُ لِلْاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬২৮৫ বিশ্র ইব্ন খালিদ (র)........ আল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইব্ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় আমাদের মাঝে এ ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, কন্যা পাবে সম্পত্তির অর্ধেক আর ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। এরপর সনদস্থিত রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি (আল আসওয়াদ) আমাদের এ ব্যাপারে মীমাংসা করেছিলেন। তবে على عهد رسول الله (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায়) কথাটি উল্লেখ করেনি।

٦٢٨٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ وَمَابَقِىَ فَلِلْاُخْتِ–

৬২৮৬ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র)....... হুযায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, আমি এতে ঐ ফায়সালাই করব যা নবী ﷺ করেছিলেন। অথবা তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, (তা হচ্ছে,) কন্যার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক আর পুত্র পক্ষের নাতনীদের জন্য ষষ্ঠাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ভগ্নির জন্য।

٢٨.٢ بَابُ مِيْرَاثِ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ

২৮০২. অনুচ্ছেদ ঃ ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার

٦٢٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّا وَنَضَحَ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِىْ اَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ–

৬২৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন নবী ﷺ আমার নিকট তশরীফ আনলেন। এসে অযূর পানি চাইলেন এবং অযূ করলেন। তারপর অযূর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে আমার উপর ঢেলে দিলেন। তখন আমি প্রকৃতিস্থ হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভগ্নিগণ আছে। ঐ সময় উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত নাযিল হয়।

٦٨.٣ بَابُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ الاية

২৮০৩. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٦٢٨٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ–

৬২৮৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র).... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার আখেরী আয়াত ঃ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة الاية

٢٨.٤ بَابُ ابْنَىْ عَمٍّ اَحَدُهُمَا اَخٌ لِاُمٍّ وَالْاٰخَرُ زَوْجٌ وَقَالَ عَلِىٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْاَخِ مِنَ الْاُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ–

২৮০৪. অনুচ্ছেদ ঃ (কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয়। আলী (রা) বলেন, স্বামীর জন্য অংশ হচ্ছে অর্ধেক আর মা শরীক ভাই-এর জন্য হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ। এরপর অবশিষ্টাংশ দু'এর মাঝে আধাআধি হারে দিতে হবে

৬২৮৯ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ اَوْ ضَيَاعًا فَاَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَ لَهُ-

৬২৮৯ মাহমুদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তার ধন-সম্পদ তার আসাবাগণ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি বোঝা অথবা সন্তানাদি (ঋণ) রেখে মারা যায় আমিই হব তার অভিভাবক। সুতরাং আমার কাছেই যেন তা চাওয়া হয়।

৬২৯০ حَدَّثَنِى اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ-

৬২৯০ উমাইয়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (রা)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রাপ্যাংশ তার হকদারের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার মালিক হবে তার নিকটতম পুরুষ ব্যক্তি।

٢٨٠٥ بَابُ ذَوِى الْاَرْحَامِ

২৮০৫. পরিচ্ছেদ ঃ যাবিল আরহাম

৬২৯১ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لاَبِى اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ اِدْرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِىُّ الْاَنْصَارِىُّ دُوْنَ ذَوِى رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِىْ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلْنَا مَوَالِىَ ، قَالَ نَسَخَتْهَا : وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ-

৬২৯১ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ وَالَّذِيْنَ الْاٰيَةَ-এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী ﷺ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন, সে

প্রেক্ষিতে আনসারগণের সাথে যাদের যাবিল আরহাম-এর সম্পর্ক ছিল তা বাদ দিয়ে মুহাজিরগণ আনসারগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতেন। এরপর যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ الآيَةَ -এর আয়াত নাযিল হয়, তখন وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ আয়াতের বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

٢٨.٢ بَابُ مِيْرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ

২৮০৬. অনুচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার

٦٢٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَاَتَهُ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَانْتَقَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ-

৬২৯২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র)......... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর যামানায় তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন করেছিল। এবং তার সন্তানটিকেও অস্বীকার করল। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনের মাঝে (বিবাহ) বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং সন্তানটি মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

٢٨.٧ بَابُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ اَوْ اَمَةً

২৮০৭. অনুচ্ছেদ ঃ শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির

٦٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ اِلَى اَخِيْهِ سَعْدٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى ، فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ ، قَالَ ابْنُ اَخِى عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ اَخِى وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِى مِنْهُ لِمَا رَاَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ-

৬২৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উতবা তার ভাই সা'দকে ওসীয়্যত করল যে, যামাআ নামক বাঁদীর সন্তানটি আমার। তাই তুমি তাকে তোমার হস্তগত করে নাও। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ তাকে হস্তগত করলেন এবং বললেন যে, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার ভাই এর সম্পর্কে ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন। তখন আবদ ইব্ন যামআ দাঁড়িয়ে বললো, এ তো আমার ভাই। কেননা, এ হচ্ছে আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। এবং সে আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। উভয়েই তাঁদের মুকদ্দমা নবী ﷺ -এর কাছে পেশ করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবদ ইব্ন যা'মআ, এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা, সন্তান সে-ই পেয়ে থাকে যার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নেয়। আর ব্যভিচারকারীর জন্য হল পাথর। এরপর তিনি সাওদা বিন্ত যামআকে বললেন ঃ তুমি এ ছেলে থেকে পর্দা

পালন করবে। কেননা, তিনি তার মাঝে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং সাওদা (রা) সে ছেলেটিকে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত আর দেখেননি।

٦٢٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ-

৬২৯৪ মুসাদ্দাদ....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সন্তান হল শয্যাধিপতির।

٢٨٠٨ بَابُ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَمِيْرَاثُ اللَّقِيْطِ وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيْطُ حُرٌّ

২৮০৮. অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার। উমর (রা) বলেন, লাকীত (কুড়িয়ে পাওয়া) ব্যক্তি আযাদ

٦٢٩٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِىَ لَهَا ، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَاَيْتُهُ عَبْدًا-

৬২৯৫ হাফ্স ইব্ন উমর (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারীরা (নাম্নী বাঁদী)-কে ক্রয় করতে চাইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করতে পার। কেননা, অভিভাবকত্ব তো ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করে। বারীরাকে একদা একটি বক্রী সাদাকা দেওয়া হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটি তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। হাকাম বলেন, বারীরার স্বামী একজন আযাদ ব্যক্তি ছিল। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, হাকামের বর্ণনা সনদ হিসাবে মুরসাল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাকে (বারীরার স্বামীকে) গোলামরূপে দেখেছি।

٦٢٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬২৯৬ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).......... ইব্ন উমর (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে।

٢٨٠٩ بَابُ مِيْرَاثِ السَّائِبَةِ

২৮০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সায়বার উত্তরাধিকার

٦٢٩٧ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُوْنَ ، وَاِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَ-

৬২৯৭ কাবীসা ইব্‌ন উক্‌বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে ইসলাম (মুসলমানগণ) সায়বা বানায় না। তবে জাহেলী যামানার লোকেরা সায়বা বানাত।

٦٢٩٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ لِتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَ هَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ لاُعْتِقَهَا وَاِنَّ اَهْلَهَا يَشْتَرِطُوْنَ وَلاَءَ هَا فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ اَوْ قَالَ اَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَاَعْتَقَتْهَا قَالَ وَخُيِّرَتْ نَفْسَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ اُعْطِيْتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْاَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ الْاَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ، وَقَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَاَيْتُهُ عَبْدًا اَصَحُّ-

৬২৯৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বারীরা বাঁদীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাইলেন। আর তার মনিব তার ওয়ালার (অভিভাবকত্বের) শর্ত করল (নিজেদের জন্য)। তখন আয়েশা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বারীরাকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাই। অথচ তার মনিবরা তার ওয়ালার শর্ত করছে। তিনি বললেন ঃ তাকে (ক্রয় করে) আযাদ কর। কেননা, অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি আযাদ করে। অথবা তিনি বললেন ঃ তার মূল্য দিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন তিনি তাকে ক্রয় করলেন এবং আযাদ করে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাকে তার (স্বামীর সাথে) যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হল। সে নিজেকে ইখতিয়ার করল এবং বলল, আমাকে যদি এরূপ এরূপ কিছু দেওয়াও হয় তবুও আমি তার সাথী হব না। আসওয়াদ (র) বলেন, তার স্বামী আযাদ ছিল। আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন, আসওয়াদ-এর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য 'আমি (বারীরার স্বামীকে) তাকে গোলামরূপে দেখেছি' বিশুদ্ধতর।

٢٨١٠ بَابُ اِثْمِ مَنْ تَبَرَّاَ مِنْ مَوَالِيْهِ

২৮১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ্

٦٢٩٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ غَيْرَ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ فَاَخْرَجَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَاَسْنَانِ الْاِبِلِ قَالَ وَفِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلَى كَذَا ، فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا ، اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ

وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسَ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ-

৬২৯৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... ইবরাহীম তামীমীয় পিতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, কিতাবুল্লাহ্‌ ব্যতীত আমাদের আর কোন কিতাব তো নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি তা বের করলেন। দেখা গেল যে, তাতে যখম ও উটের বয়স সংক্রান্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে। বারী বলেন, তাতে আরও লিপিবদ্ধ ছিল যে, আইর থেকে নিয়ে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী মদীনার হারাম। এখানে যে (ধর্মীয় ব্যাপারে) বিদআত করবে বা বিদআতকারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ্‌র ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কোন ফরয আমল এবং কোন নফল কবূল করবেন না। যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে তার উপর আল্লাহ্‌, ফেরেশ্‌তা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোন ফরয বা নফল কিয়ামতের দিন কবূল করা হবে না। সমস্ত মুসলমানের জিম্মাই এক, একজন সাধারণ মুসলমানও এর চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আশ্রয় প্রদানকে বাচনাল করে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয ও নফল কবূল করা হবে না।

٦٣٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ-

৬৩০০ আবূ নুয়াঈম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অভিভাবকত্ব বিক্রয় এবং হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

٢٨١١ بَابٌ اِذَا اَسْلَمَ عَلٰى يَدَيْهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَيَرَى لَهُ وِلاَيَةً ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ، وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ وَاخْتَلَفُوْا فِىْ صِحَّةِ هٰذَا الْخَبَرِ

২৮১১. অনুচ্ছেদ ঃ কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হাসান (রা) তার জন্য এতে ওয়ালার স্বীকৃতি দিতেন না। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে। তামীমে দারী (রা) থেকে মারফু' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ওয়ালা তার আযাদকারীর কাছে অন্যান্য মানুষের তুলনায় তার মৃত্যু ও জীবন যাপনের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটে। তবে এ খবরের সত্যতার ব্যাপারে অন্যেরা মতানৈক্য করেছেন

٦٣٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلَى اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬৩০১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আযাদ করার জন্য একটি বাঁদী ক্রয় করতে চাইলেন। তখন তার মনিবরা তাঁকে বলল যে, আমরা এ বাঁদী আপনার কাছে এ শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, ওয়ালা হবে আমাদের জন্য। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তোমার জন্য কোন বাধা নয়। কারণ, ওয়ালা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে।

٦٣٠٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَاَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِىْ كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا-

৬৩০২ মুহাম্মদ (রা) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা বাঁদীকে আমি ক্রয় করলাম। তখন তার মালিকেরা তার ওয়ালার শর্ত করল। এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ -এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য প্রদান করে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিলেন। তখন সে বলল, সে যদি আমাকে এরূপ এরূপ মালও দেয় তবুও আমি তার সাথে রাত যাপন করব না। এবং সে নিজেকেই ইখ্‌তিয়ার করল।

٢٨١٢ بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ

২৮১২. অনুচ্ছেদ ঃ নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে

٦٣٠٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُمْ يَشْتَرِطُوْنَ الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ-

৬৩০৩ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বারীরা বাঁদীকে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। তিনি নবী ﷺ এর কাছে বললেন যে, তারা (মালিকেরা) ওয়ালার শর্ত করছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। কেননা, ওয়ালা তো হচ্ছে ঐ ব্যক্তির, যে আযাদ করে।

٦٣٠٤ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِىَ النِّعْمَةَ-

৬৩০৪ ইব্‌ন সালাম (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ওয়ালা হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য (মূল্য) প্রদান করে। আর সে নিয়ামতের অধিকারী হয়।

٢٨١٣ بَابٌ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْاُخْتِ مِنْهُمْ

২৮১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ কাওমের অন্তর্ভুক্ত

٦٣٠٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ كَمَا قَالَ-

৬৩০৫ আদাম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের (আযাদকৃত) গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা এ জাতীয় কোন কথা বলেছেন।

٦٣٠٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ اَوْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-

৬৩০৬ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের বোনের পুত্র সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে مِنْهُمْ বলেছেন অথবা مِنْ اَنْفُسِهِمْ বলেছেন।

٢٨١٤ بَابُ مِيْرَاثُ الْاَسِيْرِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الْاَسِيْرَ فِىْ اَيْدِى الْعَدُوِّ وَيَقُوْلُ هُوَ اَحْوَجُ اِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَجِزْ وَصِيَّةَ الْاَسِيْرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِىْ مَالِهِ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِيْنِهِ فَاِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيْهِ مَا شَاءَ

২৮১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীর উত্তরাধিকার। শুরায়হ্ (রা) শত্রুদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করতেন এবং বলতেন এ বন্দী লোক উত্তরাধিকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলেন, বন্দী ব্যক্তির ওসিয়ত, তাকে আযাদ কর এবং তার মালের ব্যবহারকে জায়েয মনে কর, যতক্ষণ না সে আপন ধর্ম থেকে ফিরে যায়। কেননা, এ হচ্ছে তারই মাল। সে এতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে

٦٣٠٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا-

৬৩০৭ আবুল ওয়ালীদ (র) ......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ঋণ রেখে (মারা) যায় তা (আদায় করা) আমার যিম্মায়।

٢٨١٥ بَابُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَاِذَا اَسْلَمَ قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ الْمِيْرَاثُ فَلاَ مِيْرَاثَ لَهُ

২৮১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না

٦٣٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ-

৬৩০৮ আবূ আসিম (র) ...... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না।

٢٨١٦ بَابُ مِيْرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبُ النَّصْرَانِيِّ وَاِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

২৮১৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ

٢٨١٧ بَابُ مَنِ ادَّعَى اَخًا اَوْ ابْنَ اَخٍ

২৮১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে

٦٣٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاءِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِيْ غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِيْ عُتْبَةَ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّه اُبْنُهُ انْظُرْ اِلٰى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِه فَرَاى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاَحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ-

৬৩০৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও আবদু ইব্ন যামআ একটি ছেলের ব্যাপারে পরস্পরে কথা কাটাকাটি করেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ছেলেটি আমার ভাই উত্বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস-এর পুত্র। তিনি আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলেটি তাঁর পুত্র। আপনি তার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। আবদ ইব্ন যামআ বললো, এ আমার ভাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার পিতার ঔরসে তার কোন বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ তার আকৃতির দিকে নযর করলেন এবং উত্বার আকৃতির সাথে তার আকৃতির প্রকাশ্য মিল দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবদ। এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা সন্তান যথাযথ শয্যাপতির আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। আর হে সাওদা বিন্ত যামআ! তুমি তার থেকে পর্দা কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপরে সে কখনও সাওদার সাথে দেখা দেয়নি।

٢٨١٨ بَابُ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ

২৮১৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা

٦٣١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لاَبِىْ بَكْرَةَ فَقَالَ وَاَنَا سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৩১০ মুসাদ্দাদ (র) ...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি আবূ বকর (রা)-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার কান দু'টি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তাকে সংরক্ষণ করেছে।

٦٣١١ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ-

৬৩১১ আসবাগ ইব্ন ফারাজ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কেননা, যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অস্বীকার করে) এটি কুফ্রী।

٢٨١٩ بَابُ اِذَا ادَّعَتِ الْمَرْاَةُ ابْنًا

২৮১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান

٦٣١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَتِ امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهٖ لِلْكُبْرٰى ، فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهٖ لِلصُّغْرٰى ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلاَّ الْمُدْيَةَ-

৬৩১২. আবুল ইয়ামান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জন মহিলার সঙ্গে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। বাঘ এসে (একদিন) তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার অপর সঙ্গিনীকে বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অপরজন বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তারা উভয়ে দাউদ (আ)-এর কাছে তাদের মুকাদ্দমা দায়ের করল। তিনি বড় মহিলাটির সপক্ষে ফায়সালা প্রদান করলেন। এরপর তারা বের হয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছে গেল এবং উভয়েই তাঁকে তাদের ঘটনা অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি ছুরি দাও, আমি একে দু'টুকরা করে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, আপনি এরূপ করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন। এ ছেলেটি তারই। তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ছুরি অর্থে سكين শব্দটি সে দিনই শুনেছি। পূর্বে তো আমরা একে مدية বলতাম।

٢٨٢٠. بَابُ الْقَائِفِ

২৮২০. অনুচ্ছেদ ঃ চিহ্ন ধরে অনুসরণ

٦٣١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ قَالَ اَلَمْ تَرٰى اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ انِفًا اِلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ-

৬৩১৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন এত প্রফুল্ল অবস্থায় যে, তাঁর চেহারার চিহ্নগুলি চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখনি যে, মুজাযযিয (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্ঘাটনকারী) যায়িদ ইব্ন হারিসা এবং উসামা ইব্ন যায়িদ-এর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। এরপর সে বলেছে, এদের দু'জনের কদম একে অপর থেকে।

٦٣١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزُ الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَاى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ-

৬৩১৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন ঃ হে আয়েশা! (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্‌ঘাটনকারী) মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি? এসেই সে উসামা এবং যায়িদ-এর দিকে নযর করেছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাগুলো একে অপর থেকে।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

بَابُ مَا يَحْذَرُ مِنَ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) থেকে ভীতি প্রদর্শন

٢٨٢١ بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُنْزَعُ عَنْهُ نُوْرُ الْاِيْمَانِ فِى الزِّنَا

২৮২১. অনুচ্ছেদ ঃ যিনা ও শরাব পান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ব্যভিচারের কারণে ঈমানের নূর দূর হয়ে যায়

٦٣١٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ اِلاَّ النُّهْبَةَ-

৬৩১৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন শরাব পানকারী শরাব পান করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মু'মিন থাকে না।

ইব্‌ন শিহাব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে النهبة। শব্দটি নেই।

٢٨٢٢ بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

২৮২২. অনুচ্ছেদ ঃ শরাবপায়ীকে প্রহার করা

٦٣١٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ح وحَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ-

৬৩১৬ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস ও হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

٢٨٢٣ بَابُ مَنْ اَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِى الْبَيْتِ

২৮২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়

٦٣١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيْءَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْهُ قَالَ فَضَرَبُوْهُ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ-

৬৩১৭ কুতায়বা (র) ...... উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে শরাবপায়ী হিসাবে আনা হল। তখন নবী ﷺ ঘরে যারা ছিল তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। রাবী বলেন, তারা তাকে প্রহার করল, যারা তাকে জুতা মেরেছিল তাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম।

٢٨٢٤ بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ

২৮২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা

٦٣١٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِنُعَيْمَانَ اَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَاَمَرَ مَنْ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَّضْرِبُوْهُ فَضَرَبُوْهُ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ فَكُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبَهُ-

৬৩১৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ...... উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হল নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। এটা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। তখন ঘরের ভিতরে যারা ছিল তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। সুতরাং তারা একে বেত্রাঘাত করল এবং জুতা মারল। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٦٣١٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ۔

৬৩১৯ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর (রা) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

٦٣٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ اَنَسٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوْهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ ، قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا ، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ۔

৬৩২০ কুতায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, সে শরাব পান করেছিল। তিনি বললেন ঃ একে তোমরা প্রহার কর। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ হল তাকে হাত দিয়ে প্রহারকারী, কেউ হল জুতা দিয়ে প্রহারকারী, আর কেউ হল কাপড় দিয়ে প্রহারকারী। যখন সে প্রত্যাবর্তন করল। কেউ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ এরূপ বলো না, শয়তানকে এর বিরুদ্ধে সাহায্য করো না।

٦٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيْدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَا كُنْتُ لاُقِيْمَ حَدًّا عَلٰى اَحَدٍ فَيَمُوْتُ فَاَجِدَ فِىْ نَفْسِى اِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ۔

৬৩২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র)........ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায় তবে মনে কোন দুঃখ আসে না। কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত। সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি।

٦٣٢٢ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِمْرَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ اِلَيْهِ بِاَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَاَرْدِيَتِنَا حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ اِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ اَرْبَعِيْنَ حَتّٰى اِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ۔

৬৩২২ মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ....সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যমানায় ও আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোন মদ্যপায়ীকে আনা হত তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে, জুতা দিয়ে এবং আমাদের চাদর দিয়ে তাদের প্রহার করতাম। এমনিভাবে যখন উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ সময় হল তখন তিনি চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন। আর এ সব মদ্যপ যখন সীমালংঘন করেছে এবং অনাচার করা শুরু করে দিয়েছে তখন আশিটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

٢٨٢٥ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَاِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

২৮২৫. অনুচ্ছেদ ঃ শরাব পানকারীকে লা'নত করা মাকরূহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়

٦٣٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِى هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ فَاُتِىَ بِهِ يَوْمًا فَاَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ مَا اَكْثَرَ مَا يُؤْتٰى بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَلْعَنُوْهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ-

৬৩২৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর যমানায় এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ আর লকব ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাসাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল! তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে লা'নত করো না। আল্লাহ্‌র কসম। আমি তাকে জানি যে, সে অবশ্যই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

٦٣٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِسَكْرَانَ فَقَامَ يَضْرِبُهُ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ اَخْزَاهُ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى اَخِيْكُمْ-

৬৩২৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-এর নিকট একটি মাতাল লোককে আনা হল। তিনি তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমাদের

মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করেছিল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, এর কি হল, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

٢٨٢٦ بَابُ السَّارِقِ حِيْنَ يَسْرِقُ

২৮২৬. অনুচ্ছেদ ঃ চোর যখন চুরি করে

٦٣٢٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ–

৬৩২৫ আমর ইব্ন আলী (র).......... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না, যখন কিনা সে মু'মিন। এবং চোর চুরি করে না যখন কিনা সে মু'মিন।

٢٨٢٧ بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ اِذَا لَمْ يُسَمَّ

২৮২৭. অনুচ্ছেদ ঃ চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা

٦٣٢٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ الْاَعْمَشُ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ–

৬৩২৬ আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াছ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায় এবং সে একটি রশি চুরি করে। এর জন্য তার হাত কাটা যায়। আমাশ (র) বলেন, ডিম দ্বারা লোহার টুক্রা এবং রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের রশিকে বোঝানো হয়েছে।

٢٨٢٨ بَابُ الْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ

২৮২৮. অনুচ্ছেদ ঃ হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহ্র) কাফ্ফারা হয়ে যায়

٦٣٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُوْنِيْ عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ وَهُوَ

كَفَّارَتُهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

৬৩২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ -এর নিকট কোন এক মজলিসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পুরা তিলাওয়াত করেন ঃ "তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি (বায়'আতের শর্তসমূহ) পুরা করে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে। আর যে ব্যক্তি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর তার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর যদি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে এটা তাঁর ইখ্তিয়ার। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।"

٢٨٢٩ بَابُ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى اِلاَّ فِىْ حَدٍّ اَوْ حَقٍّ

২৮২৯. অনুচ্ছেদ ঃ শরীয়তের কোন হদ্দ (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মু'মিনের পিঠ সংরক্ষিত

٦٣٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ اَىُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالَ اَلاَ شَهْرُنَا هٰذَا قَالَ اَلاَ اَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوْا اَلاَّ بَلَدُنَا هٰذَا قَالَ اَلاَّ اَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا اَلاَ يَوْمُنَا هٰذَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا كُلَّ ذٰلِكَ يُجِيْبُوْنَهُ اَلاَ نَعَمْ قَالَ وَيْحَكُمْ اَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوْنَ بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৩২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে বললেন ঃ (হে লোক সকল!) কোন্ মাসকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি ? তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা কোন্ শহরকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? সকলেই বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি ? তিনি বললেন ঃ ওহে! কোন্ দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরীয়তের হক ব্যতীত এমন পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমন পবিত্র তোমাদের এ মাসে এ শহরের মাঝে আজকের এ দিনটিকে। ওহে! আমি কি পৌঁছিয়েছি ? এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন। আর প্রত্যেক বারেই লোকেরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٢٨٣٠ بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَالْاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللّٰهِ

২৮৩০. অনুচ্ছেদ ঃ শরীয়তের হদসমূহ (শাস্তি) কায়েম করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া

٦٣٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَاثَمْ فَاِذَا كَانَ الْاِثْمُ كَانَ اَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللّٰهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ يُؤْتَى اِلَيْهِ قَطُّ حَتّٰى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ-

৬৩২৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে যখনই (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) দু'টি কাজের মধ্যে ইখ্তিয়ার প্রদান করা হত, তখন তিনি তন্মধ্যে সহজতরটিকে বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহ্র কাজ হত। যদি তা গুনাহ্র কাজ হত তবে তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্র হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। তা হয়ে থাকলে প্রতিশোধ নিতেন।

٢٨٣١ بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ

২৮৩১. অনুচ্ছেদ ঃ আশরাফ-আত্রাফ(উঁচু-নিচ) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়েম করা

٦٣٣٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اِمْرَاَةٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيْعِ وَيَتْرُكُوْنَ عَلَى الشَّرِيْفِ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

৬৩৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)............ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রা) জনৈকা মহিলার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আত্রাফ (নিম্নশ্রেণীর) লোকদের উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٢٨٣٢ بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحَدِّ اِذَا رُفِعَ اِلَى السُّلْطَانِ

২৮৩২. অনুচ্ছেদ ঃ বাদশাহ্র কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচীন

٦٣٣١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّتْهُمُ الْمَرْاَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِىْ سَرَقَتْ ، قَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ الاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحُدُوْدَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا-

৬৩৩১ সাঈদ ইব্ন সুলায়মান (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুত্‌বা প্রদান করলেন এবং বললেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোন্ দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দেবে।

٢٨٣٣ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا وَفِىْ كَمْ نُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلِىٌّ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِىْ اِمْرَاَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ الاَّ ذٰلِكَ

২৮৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর (৫ ঃ ৩৮)। কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আলী (রা) কব্জি পর্যন্ত কর্তন করেছিলেন। আর কাতাদা (রা) এক নারী সম্পর্কে বলেছেন যে চুরি করেছিল, এতে তার বাম হাত কর্তন করা হয়েছিল। (কাতাদা বলেন) এ ছাড়া আর অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি

٦٣٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ-

৬৩৩২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) ইব্ন আখী যুহরী (র) ও মা'মার (র)..... যুহরী (র) থেকে ইবরাহীম ইব্ন সা'দ (র) এর অনুসরণে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٣٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَاءِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ-

৬৩৩৩ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়ায়স (র) ...... আয়েশা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করায় হাত কাটা হবে।

٦٣٣٤ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ-

৬৩৩৪ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র)...... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক দীনারের চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

٦٣٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ فِى ثَمَنِ مَجَنٍّ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ-

৬৩৩৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢালের সমমূল্যের জিনিস চুরি করা ছাড়া হাত কাটা হত না।

٦٣٣٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

৬৩৩৬ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

٦٣٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ اَدْنٰى مِنْ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ .

৬৩৩৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রত্যেকটির মূল্য আছে, এর চেয়ে কমে চুরি করলে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায়) হাত কাটা হত না।

٦٣٣٨ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ اَدْنٰى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ اَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً -

৬৩৩৮ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চোরের হাত কাটা হত না। যদি সে একটি চামড়ার ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রতিটির মূল্যমান এর চেয়ে কমে কিছু চুরি করত। উকি (র) ও ইব্ন ইদ্রিস (র) উরওয়া (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٣٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ-

৬৩৩৯ ইসমাঈল (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٣٤٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ، تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قِيْمَتُهُ-

৬৩৪০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ...... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٣٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ-

৬৩৪১ মুসাদ্দাদ (র)......... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٣٤٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ-

৬৩৪২ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিন দিরহাম মূল্যমানের ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কর্তন করেছেন।

٦٣٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ-

৬৩৪৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হয় চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে বা একটি রশি চুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে।

٢٨٣٤ بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

২৮৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ চোরের তওবা

٦٣٤٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاءِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَاَةٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَاْتِى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا-

৬৩৪৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক মহিলার হাত কর্তন করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, সে মহিলাটি এরপরও আসত। আর আমি তার প্রয়োজনকে নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থাপন করতাম। মহিলাটি তওবা করেছিল এবং তার তওবা সুন্দর হয়েছে।

٦٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ فَقَالَ اُبَايِعُكُمْ عَلٰى اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ ، فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُوْرٌ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ ، فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَحْدُوْدٍ اِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ-

৬৩৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ...... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের এ মর্মে বায়'আত করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না, সামনে বা পিছনে কোন অপবাদ করবে না, বিধিসম্মত কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে আপন অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়িত করবে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট। আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়াতে যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহ্‌র কাফ্ফারা এবং গুনাহ্‌র পবিত্রতা। আর যার (দোষ) আল্লাহ্ তা'আলা গোপন রেখেছেন তার মুয়ামিলা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে। (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, চোর যদি হাত কেটে দেয়ার পর তাওবা করে তবে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে শরীয়তের শাস্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য যখন সে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।

كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَلْاٰيَةُ

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি- আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٦٣٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ وَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا فَارْتَدُّوْا وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوْا فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوا-

৬৩৪৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। তাই তিনি তাদেরকে সাদাকার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুগ্ধপান করার আদেশ করলেন। তারা তা-ই করল। ফলে সুস্থ হয়ে গেল। অবশেষে তারা দীন ত্যাগ করে উটপালের রাখালদেরকে হত্যা করে সেগুলো নিয়ে চলল। এদিকে তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে (ধরে) আনা হল। আর তাদের হাত-পা কাটলেন ও লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দিলেন না। অবশেষে তারা মারা গেল।

٢٨٣٥ بَابُ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمُحَارِبِيْنَ مِنْ اَهْلِ الرِّدَّةِ حَتّٰى هَلَكُوْا

২৮৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল

٦٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ اَبُوْ يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوا-

৬৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্‌ত (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উরাইনা গোত্রীয় লোকদের (হাত, পা) কাটলেন, অথচ তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল।

٢٨٣٦ بَابُ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّوْنَ الْمُحَارِبُوْنَ حَتّٰى مَاتُوْا

২৮৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল

٦٢٤٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ كَانُوْا فِى الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ اِلاَّ اَنْ تَلْحَقُوْا بِاِبِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَوْهَا فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا فَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ الصَّرِيْخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ اِلاَّ اُتِىَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ اُلْقُوْا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا سُقُوْا حَتّٰى مَاتُوْا. قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ-

৬৩৪৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্‌ল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট আসল। তারা সুফ্‌ফায় অবস্থান করত। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য দুধ তালাশ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ ছাড়া কিছু পাচ্ছি না যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটপালের কাছে যাবে। তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ ও মোটা তাজা হয়ে উঠল ও রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। নবী ﷺ -এর কাছে সংবাদ পৌছলে তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র প্রখর হবার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তা গরম করে তদ্দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। অথচ লোহা গরম করে দাগ

লাগাননি। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল কিন্তু পান করানো হল না। অবশেষে তারা মারা গেল। আবূ কিলাবা (র) বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

٢٨٣٧ بَابُ سَمَّرَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِيْنَ

২৮৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন

٦٣٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ عُكْلٍ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوْا حَتَّى إِذَا بَرِؤُا وَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوْا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِى إِثْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيْءَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأُلْقُوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ هُؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৬৩৪৯ কুতায়বা (র)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যে উক্ল গোত্রের একদল (অথবা তিনি বলেন উরাইনা গোত্রের—আমার জানামতে তিনি উক্ল গোত্রেরই বলেছেন) মদীনায় এলো, তখন নবী ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন যেন তারা সে সব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। ভোরে নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করলেন, তাদের হাত-পা কাটা হল। লৌহশলাকা দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। এরপর প্রখর রৌদ্র তাপে ফেলে রাখা হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান করানো হল না। আবূ কিলাবা (র) বলেন, ঐ লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফ্‌রী করেছিল আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

٢٨٣٨ بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

২৮৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযীলত

٦٤٥٠ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ

فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهُ -

৬৩৫০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাত প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া হবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্; ২. আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত যুবক; ৩. এমন যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়; ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদে আটকে থাকে; ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে; ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী রমণী নিজের দিকে আহ্বান করল; আর সে বলল, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি; ৭. এমন ব্যক্তি যে সাদকা করল আর এমন গোপনে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি করে।

٦٣٥١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ -

৬৩৫১ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ও খলীফা........... সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ আমার জন্য তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নেবে আমি তার জন্য বেহেশতের দায়িত্ব নেব।

٢٨٣٩ بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ قَوْلُ اللّٰهِ : وَلاَ يَزْنُوْنَ ، وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً

২৮৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীদের পাপ। আল্লাহ্র বাণী ঃ আর তারা ব্যভিচার করে না (২৫ ঃ ৬৮) এবং তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ (১৭ ঃ ৩২)

٦٣٥٢ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لاَيُحَدِّثُكُمُوْهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِلْخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ -

৬৩৫২ দাঊদ ইব্ন শাবীব (র).... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আনাস (রা) বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন এক হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পরে তোমাদেরকে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের মধ্যে হল এই যে, ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, মদ পান করা হবে, ব্যাপকভাবে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কমবে, নারীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, পঞ্চাশ জন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে একজন পুরুষ।

٦٣٥٣ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزْنِى الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَيَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيْمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ اَخْرَجَهَا فَاِنْ تَابَ عَادَ اِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ -

৬৩৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন হিসেবে বহাল থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কোন চোর চুরি করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ পান করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ হত্যা করে না। ইকরামা (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার থেকে ঈমান কিভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তিনি বললেন ঃ এভাবে। আর অঙ্গুলীগুলি পরস্পর জড়ালেন, এরপর অঙ্গুলীগুলি বের করলেন। যদি সে তাওবা করে তবে পূর্ববৎ এভাবে ফিরে আসে। এ বলে অঙ্গুলীগুলি পুনরায় পরস্পর জড়ালেন।

٦٣٥٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَيَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ -

৬৩৫৪ আদম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে মু'মিন থাকে না। তবে তারপরও তওবা অবারিত।

٦٣٥٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ ؟ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ

اَجْلُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِى بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ، قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِثْلَهُ ، قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِى وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ وَوَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ -

৬৩৫৫ আমর ইব্ন আলী (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত যিনা করা। ইয়াহ্ইয়া (র)—আবদুল্লাহ্ (রা) আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর (র)—আবূ মায়সারা (র) বলেন—এটিকে ছেড়ে দাও, এটিকে ছেড়ে দাও।

٢٨٤٠ بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنٰى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِى

২৮৪০. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতকে রজম করা। হাসান (র) বলেন, যে স্বীয় বোনের সহিত যিনা করে তার উপর যিনার হদ প্রয়োগ হবে

٦٣٥٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৩৫৬ আদাম (র)....... শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) জুম'আর দিন জনৈকা মহিলাকে যখন রজম করেন তখন বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী রজম করলাম।

٦٣٥٧ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ اَبِى اَوْفٰى هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ اَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ لاَ اَدْرِى-

৬৩৫৭ ইসহাক (র)..... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রজম করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।

٦٣٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدْ زَنٰى فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ-

৬৩৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। এসে বলল, সে যিনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে রজম করা হলো। আর সে বিবাহিত ছিল।

٢٨٤١ بَابٌ لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُوْنُ وَالْمَجْنُوْنَةُ وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ : اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ-

২৮৪১. অনুচ্ছেদ ঃ পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না। আলী (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত, বালক থেকে সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে?

٦٣٥٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَاَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ-

৬৩৫৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার পুনরাবৃত্তি করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামীর দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম করো। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা তাকে জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হার্‌রা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।

٢٨٤٢ بَابٌ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

২৮৪২. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীর জন্য পাথর

٦٣٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَاسَوْدَةُ وَزَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ-

৬৩৬০ আবুল ওয়ালীদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ও ইব্‌ন যাম্‌আ (রা) ঝগড়া করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আব্‌দ ইব্‌ন যামআ! এ সন্তান তোমারই। সন্তান শয্যাধিপতির। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। কুতায়বা (র) লায়স (র) থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটি বেশি বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

٦٣٦١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ-

৬৩৬১ আদাম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিছানা যার সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

٢٨٤٣ بَابُ الرَّجْمِ فِى الْبَلاَطِ

২৮৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ সমতল স্থানে রজম করা

٦٣٦٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَاخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَهُوْدِىٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ اَحْدَثَا جَمِيْعًا ، فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُوْنَ فِى كِتَابِكُمْ قَالُوْا اِنَّ اَحْبَارَنَا اَحْدَثُوْا تَحْمِيْمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اُدْعُهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِالتَّوْرَاةِ فَاُتِىَ بِهَا فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ ، فَاِذَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ وَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاَطِ فَرَاَيْتُ الْيَهُوْدِىَّ اَجْنَأَ عَلَيْهَا-

৬৩৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান (র).... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এক ইহুদী পুরুষ ও এক ইহুদী নারীকে হাযির করা হল। তারা উভয়েই যিনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কিতাবে কি পাচ্ছ? তারা বলল, আমাদের পাদ্রীরা চেহারা কালো করার ও উভয়কে গাধার পিঠে বিপরীতমুখী বসিয়ে প্রদক্ষিণ করানোর রীতি চালু করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ। তাদেরকে তাওরাত নিয়ে আসতে বলুন। এরপর তা নিয়ে আসা হল। তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজের হাত রেখে দিল এবং এর অগ্র-পশ্চাৎ পড়তে লাগল। তখন ইব্‌ন সালাম (রা) তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। (হাত উঠাতে দেখা গেল) তার হাতের

নিচে রয়েছে রজমের আয়াত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, উভয়কে রজম করা হল। ইব্‌ন উমর বলেন, তাদের উভয়কে সমতল স্থানে রজম করা হয়েছে। তখন ইহুদী পুরুষটাকে দেখেছি ইহুদী নারীটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

٢٨٤٤ بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

২৮৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহ্ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা

٦٣٦٣ حَدَّثَنِى مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ جَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ، قَالَ اَحْصِنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلّٰى ، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَاُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلّٰى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَصَلّٰى عَلَيْهِ سُئِلَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى عَلَيْهِ يُصَحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فَقِيْلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٌ قَالَ لاَ-

৬৩৬৩ মাহ্‌মুদ (র)......... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তখন নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কি পাগল? সে বলল, না। তিনি তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে ঈদগাহে রজম করা হল। পাথর যখন তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তখন সে পালাতে লাগল। তারপর তাকে ধরা হল ও রজম করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। নবী ﷺ তার সম্বন্ধে ভালো মন্তব্য করলেন ও তার সালাতে জানাযা আদায় করলেন। ইউনুস ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) যুহরী (র) থেকে فصلى عليه বাক্যটি বলেননি। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে- صلى عليه বর্ণনাটি কি বিশুদ্ধ? তিনি বললেন, এটিকে মা'মার বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো-- এটিকে মা'মার ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছে কি? তিনি বললেন, না।

٢٨٤٥ بَابُ مَنْ اَصَابَ ذَنْبًا دُوْنَ الْحَدِّ فَاَخْبَرَ الْاِمَامَ فَلاَ عُقُوْبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ اِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءُ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِى جَامَعَ فِى رَمَضَانَ ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْىِ ، وَفِيْهِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

২৮৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে এমন কোন অপরাধ করল যা হদ-এর আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল। তবে তওবার পর তার উপর কোন শাস্তি প্রয়োগ হবে না, যখন সে ফতোয়া জানার জন্য আসে। আতা (র) বলেন, নবী ﷺ এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, শাস্তি দেননি ঐ

ব্যক্তিকে, যে রমযানে স্ত্রী সংগম করেছে এবং উমর (রা) শাস্তি দেননি হরিণ শিকারীকে। এ ব্যাপারে আবূ উসমান (র) ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা রয়েছে

٦٣٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَاَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ احْتَرَقْتُ ، قَالَ مِمَّنْ ذَاكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَاَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قَالَ مَاعِنْدِي شَيْئٌ فَجَلَسَ وَاَتَاهُ اِنْسَانٌ يَسُوْقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ اَدْرِي مَا هُوَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَالَ هَا اَنَا ذَا ، قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ عَلَى اَحْوَجَ مِنِّيْ مَا لاَهْلِي طَعَامٌ ؟ قَالَ فَكُلُوْهُ-

৬৩৬৪ কুতায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রমযানে আপন স্ত্রীর সহিত যৌন সংযোগ করে ফেললো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

লায়স (র)-এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে মসজিদে আসল। তখন সে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তা কার সাথে? সে বলল, আমি রমযানের মধ্যে আমার স্ত্রীর সাথে সংগম করে ফেলেছি। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি সাদকা কর। সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এল। আর তার সাথে ছিল খাদ্যদ্রব্য। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, নবী ﷺ-এর কাছে কি আসল? অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহার্যও নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে তা তোমরাই খেয়ে নাও।

٢٨٤٦ بَابُ اِذَا اَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْاِمَامِ اَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

২৮৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?

٦٣٦٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِي كِتَابَ اللّٰهِ ، قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْ قَالَ حَدَّكَ–

৬৩৬৫ আবদুল কুদ্দুস ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঘটনা আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস (রা) বলেন। তখন সালাতের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল। যখন নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি আমার সহিত সালাত আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বললেন ঃ তোমার শাস্তি (মাফ করে দিয়েছেন)।

٢٨٤٧ بَابٌ هَلْ يَقُوْلُ الْاِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْ غَمَزْتَ

২৮৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বীকারোক্তিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ?

٦٣٦٦ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اَنِكْتَهَا لاَ يَكْنِي ، قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ بِرَجْمِهِ–

৬৩৬৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়িয ইব্ন মালিক নবী ﷺ-এর নিকট এল তখন তাকে বললেন সম্ভবত তুমি চুম্বন খেয়েছ অথবা ইশারা করেছ অথবা (কু দৃষ্টিতে) তাকিয়েছ? সে বলল, না, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তার সাথে তুমি সঙ্গম করেছ? কথাটি অস্পষ্ট করে বলেননি। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

٢٨٤٨ بَابُ سُؤَالِ الْاِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ اَحْصَنْتَ

২৮৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন 'তুমি কি বিবাহিত'?

٦٣٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِي سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انِّى زَنَيْتُ يُرِيْدُ نَفْسَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ عَنْهُ قِبَلَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انِّى زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ–

৬৩৬৭ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। এসে তাঁকে ডাক দিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি যিনা করেছি, সে নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছে। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ঐদিকেই সরে দাঁড়াল, যে দিকটি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্মুখে করলেন, এবং বলল হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর সে এদিকেই এল যে দিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যখন স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডাকলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মধ্যে পাগলামী আছে কি? সে বলল, না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং রজম করো। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এ হাদীস এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তাকে ঈদগাহে বা জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করেছি। পাথরের আঘাত যখন তাকে ব্যাকুল করে তুলল, তখন সে দ্রুত দৌড়াতে লাগল। অবশেষে আমরা হার্‌রা নামক স্থানে তার নাগাল পাই এবং তাকে রজম করি।

٢٨٤٩ بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

২৮৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ যিনার স্বীকারোক্তি

٦٣٦٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِى الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ الاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأْذَنْ لِى ؟ قَالَ قُلْ ، قَالَ اِنَّ اَبْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَاَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ

وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَاةِ هٰذَا ، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ ، فَقَالَ اَشُكُّ فِيْهَا مِنَ الزُّهْرِىِّ ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا ، وَرُبَّمَا سَكَتُّ–

৬৩৬৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে (আল্লাহ্‌র) কসম দিয়ে বলছি। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব মত ফায়সালা করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়াল। আর সে তার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। তাই সে বলল, আপনি আমাদের ফায়সালা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী-ই করে দিন। আর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন ঃ বল। সে বলল, আমার ছেলে ঐ ব্যক্তির অধীনে চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। আমি একশ' ছাগল ও একজন গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপোস করে নেই। তারপর আমি আলিমদের অনেককে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম হলো তার স্ত্রীর শাস্তি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি কিতাবুল্লাহ্ অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। একশ' ছাগল ও গোলাম তোমার কাছে ফেরত যাবে। আর তোমার ছেলের উপর একশত কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে রজম করবে। পরদিন প্রত্যূষে তিনি তার কাছে গেলেন। আর সে স্বীকার করল। ফলে তাকে রজম করলেন।

আমি সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ব্যক্তি কি এ কথা বলেনি যে, "লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার ছেলের ওপর রজম হবে। তখন তিনি বললেন, যুহ্‌রী (র) থেকে এ কথা শুনেছি কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই কখনো এ কথা বর্ণনা করি। আর কখনো চুপ থাকি।

٦٣٦٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ اَلاَ وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ اَحْصَنَ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَمْلُ اَوِ الاِعْتِرَافُ ، قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ اَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ–

৬৩৬৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুন তারা পথভ্রষ্ট হবে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে

তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। সুফিয়ান (র) বলেন, অনুরূপই আমি স্মরণ রেখেছি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রজম করেছেন, আর আমরাও তারপরে রজম করেছি।

٢٨٥٠ بَابُ رَجْمُ الْحُبْلٰى مِنَ الزِّنَا اِذَا اَحْصَنَتْ

২৮৫০. অনুচ্ছেদ ঃ যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা

٦٣٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا اَنَا فِى مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا اِذْ رَجَعَ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً اَتَى اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِى فُلاَنٍ يَقُوْلُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَوَ اللّٰهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ اَبِى بَكْرٍ اِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ اِنِّى اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَقَائِمُ الْعَشِيَّةَ فِى النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَغْصِبُوْهُمْ اُمُوْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رُعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَ هُمْ وَاِنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ يَغْلِبُوْنَ عَلَى قُرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِى النَّاسِ وَاَنَا اَخْشٰى اَنْ تَقُوْمَ فَتَقُوْلَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَاَلاَّ يَحُوْهَا وَاَلاَّ يَضَعُوْهَا مَوَاضِعِهَا فَاَمْهِلْ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُوْلَ مَا قُلْتُ مُتَمَكِّنًا فَيَعِى اَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ فَيَضَعُوْهَا مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ اَمَا وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَقُوْمَنَّ بِذٰلِكَ اَوَّلَ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فِى عَقِبِ ذِى الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى اَجِدَ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا اِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِى رُكْبَتَهُ فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَاَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ فَاَنْكَرَ عَلَىَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ اَنْ يَقُوْلَ مَالَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُوْنَ قَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّى قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِى اَنْ

اَقُوْلَهَا ، لاَ اَدْرِىْ لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَىْ اَجَلِىْ ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِىَ اَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ اُحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَكْذِبَ عَلَىَّ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَاْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشٰى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَاللّٰهِ مَانَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَالرَّجْمُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى اِذَا اُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ ، ثُمَّ اِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيْمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَنْ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّهُ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَوْ اِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَلاَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا اُطْرِىَ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اِنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَيَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرَؤٌ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ اَبِى بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ اَلاَ وَاِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْاَعْنَاقُ اِلَيْهِ مِثْلُ اَبِى بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اَنَّ الْاَنْصَارَ خَالَفُوْنَا وَاجْتَمَعُوْا بِاَسْرِهِمْ فِى سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِىٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى اَبِى بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لاَبِىْ بَكْرٍ يَا اَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى اِخْوَانِنَا هٰؤُلاَءِ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرَا مَا تَمَالاَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالاَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيْدُ اِخْوَانَنَا هٰؤُلاَءِ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالاَ لاَ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تَقْرَبُوْهُمُ اقْضُوْا اَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَنَاْتِيَنَّهُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَاهُمْ فِى سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ، فَاِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا هٰذَا سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ مَالَهُ لَهُمْ ؟ قَالُوْا يُوْعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيْلاً تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ ، فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ وَكَتِيْبَةُ الْاِسْلاَمِ ، وَاَنْتُمْ

مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَاذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَخْتَزِلُوْنَا مِنْ اَصْلِنَا وَاَنْ يَحْضُنُوْنَا مِنَ الْاَمْرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ اَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً اَعْجَبَتْنِى اُرِيْدُ اَنْ اُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَكُنْتُ اُدَارِىْ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُغْضِبَهُ ، فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ اَحْلَمَ مِنِّى وَاَوْقَرَ وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ اَعْجَبَتْنِى فِىْ تَزْوِيْرِى اِلاَّ قَالَ فِى بَدِيْهَتِهِ مِثْلَهَا اَوْ اَفْضَلَ مِنْهَا حَتّٰى سَكَتَ ، فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَاَنْتُمْ لَهُ اَهْلٌ ، وَلَنْ يُعْرَفَ هٰذَا الْاَمْرُ اِلاَّ لِهٰذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ اَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ اَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوْا اَيُّهُمَا شِئْتُمْ ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ وَبِيَدِ اَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ اَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللّٰهِ اَنْ اُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى لاَ يُقَرِّبُنِى ذٰلِكَ مِنْ اِثْمٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَاَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَللّٰهُمَّ اِلاَّ اَنْ تُسَوِّلَ اِلَىَّ نَفْسِىْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ اَجِدُهُ الْاٰنَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ ، مِنَّا اَمِيْرٌ ، وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ ، حَتّٰى فَرِقْتُ مِنَ الْاِخْتِلاَفِ ، فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَدَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْاَنْصَارُ ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللّٰهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَالَ عُمَرُ وَاِنَّا وَاللّٰهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا مِنْ اَمْرٍ اَقْوٰى مِنْ مُبَايَعَةِ اَبِى بَكْرٍ خَشِيْنَا اِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ اَنْ يُبَايِعُوْا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَاِمَّا تَابَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضٰى وَاِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُوْنُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ–

৬৩৭০ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে পড়াতাম। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) অন্যতম ছিলেন। একদা আমি তাঁর মিনাস্থ বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে তাঁর সর্বশেষ হজ্জে রয়েছেন। ইত্যবসরে আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি? যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমর মারা যান

তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়‘আত করব। আল্লাহ্র কসম! আবূ বকরের বায়‘আত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। তাঁরপর বললেন, ইনশা আল্লাহ্ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ঐসব লোকের থেকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়। আবদুর রহমান (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমনটা যেন না করেন। কেননা, হজ্জের মওসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্রিত করে। আর এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবেন তখন তা সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আর তারা তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর যথাযথ স্থানে রাখতেও পারবে না। সুতরাং মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হল হিজরত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে তথায় জ্ঞানী ও সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নেবে ও যথাস্থানে ব্যবহার করবে। তখন উমর (রা) বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি মদীনা পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এ কাজটি নিয়ে ভাষণের জন্য দাঁড়াব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন জুম‘আর দিন এল সূর্য অস্তগমনোন্মুখের সাথে সাথে আমি মসজিদে গমন করলাম। পৌঁছে দেখলাম, সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা) মিম্বরের গোড়ায় বসে আছেন, আমিও তার পার্শ্বে এমনভাবে বসলাম যেন আমার হাঁটু তার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম তখন সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইলকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন যা তিনি খলীফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোন কথা বলবেন, যা এর পূর্বে বলেননি। এরপর উমর (রা) মিম্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়ায্যিনগণ আযান থেকে ফারিগ হয়ে গেলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবা'দ! আজ আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়তবা কথাটি আমার মৃত্যুর নিকটবর্তী মুহূর্তে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করে সংরক্ষণ করবে সে যেন কথাগুলো ঐসব স্থানে পৌঁছিয়ে দেয় যেথায় তার সওয়ারী পৌঁছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করতে আশংকাবোধ করছে আমি তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, অনুধাবন করেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ রজম করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র কিতাবে রজমের আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয বর্জনের দরুন পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর রজম অবধারিত, যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর যিনা করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহ্র কিতাবে এও পড়তাম যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও

না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। অথবা বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য কুফরী, যে স্বীয় বাবা-দাদা থেকে বিমুখ হবে জেনে রেখো! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইব্ন মরিয়ামের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহ্র কসম! যদি উমর মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় পতিত না হয় যে আবূ বকর-এর বায়আত আকস্মিক ঘটনা ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এরূপ ছিল। তবে আল্লাহ্ আকস্মিক বায়আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীসমূহের ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে-- এমন স্থান পর্যন্তদের মধ্যে আবূ বকরের ন্যায় কে আছে? যে কেউ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ-কে ওফাত দান করেন, তখন আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সবাই বনী সাঈদার চত্বরে সমবেত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলী, যুবাইর ও তাঁদের সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে মুহাজিরগণ আবূ বকরের কাছে সমবেত হলেন। তখন আমি আবূ বকরকে বললাম, হে আবূ বকর! আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঐ আনসার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমাদের সাথে তাদের দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। তারা উভয়েই ঐ বিষয়ের আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ঐ আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তারা বললেন, না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশেষে বনী সাঈদার চত্বরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ব্যক্তি কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইব্ন উবাদা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার কি হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরাক্রান্ত। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবা'দ। আমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি নগণ্য দল মাত্র; যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন তখন আমি কিছু বলার মনস্থ করলাম। আর আমি পূর্ব থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভাল লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম যে, আবূ বকর (রা)-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা প্রশমিত করতে মনস্থ করলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি থাম। আমি তাঁকে রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবূ বকর (রা) কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহ্র কসম! তিনি এমন কোন কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ বরং তার

চেয়েও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা উল্লেখ করেছ বস্তুত তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দু'জনের থেকে যে-কোন একজনকে তোমাদের জন্য মনোনয়ন করলাম। তাই তোমাদের ইচ্ছা যে-কোন একজনের হাতে বায়আত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ্ (রা)-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ছাড়া যত কথা বলেছেন কোনটাকে অপছন্দ করিনি। আল্লাহ্র কসম! আবূ বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান রয়েছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোন গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ্! হয়ত আমার আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের থেকে হবে এক আমীর আর তোমাদের থেকে হবে এক আমীর। এ পর্যায়ে অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শংকিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবূ বকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বায়আত করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। আর আমরা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইব্ন উবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ সা'দ ইব্ন উবাদাকে হত্যা করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা সে সময়কার জরুরী বিষয়াদির মধ্যে আবূ বকরের বায়আতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল যে, যদি বায়আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে, আর এ জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাই তাহলে তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বায়আত করে নিতে পারে। তারপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হত, ফলে তা মারাত্মক ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

٢٨٥١ بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ اِلَى قَوْمٍ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : رَافَةٌ اِقَامَةُ الْحَدِّ

২৮৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে। (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে...... বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিবাহ করা অবৈধ পর্যন্ত। (২৪ ঃ ২-৩) ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন, رافة হদ প্রয়োগ (সহানুভূতি প্রদর্শন) করা

٦٣٧١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ

يَاْمُرُ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ-

৬৩৭১ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে নির্দেশ দিতে শুনেছি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে একশ' কশাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যিনা করেছে। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) নির্বাসিত করতেন। তারপর সর্বদাই এ সুন্নাত চালু রয়েছে।

٦٣٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْىِ عَامٍ بِاِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ-

৬৩৭২ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে যিনা করেছে অথচ সে অবিবাহিত 'হদ' প্রয়োগসহ এক বছরের জন্য নির্বাসনের ফায়সালা করেছেন।

٢٨٥٢ بَابُ نَفْىِ اَهْلِ الْمَعَاصِى وَالْمُخَنَّثِيْنَ

২৮৫২. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্‌গার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা

٦٣٧٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ ، وَاَخْرَجَ فُلاَنًا ، وَاَخْرَجَ فُلاَنًا-

৬৩৭৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লা'নত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন ঃ তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।

٢٨٥٣ بَابُ مَنْ اَمَرَ غَيْرَ الْاِمَامِ بِاِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

২৮৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা

٦٣٧٤ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اَقْضِ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِكِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاتِهِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ

عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا أَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ ، فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا–

৬৩৭৪ আসিম ইব্‌ন আলী (র)..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এল। এ সময় তিনি ছিলেন উপবিষ্ট। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করে দিন। এরপর তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, এ সত্যই বলেছে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কিতাব মুতাবিক আমাদের ফায়সালা করে দিন। আমার ছেলে তার অধীনে চাকর ছিল, সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। তখন লোকেরা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের উপর রজমের হুকুম হবে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একজন দাসীর বিনিময়ে আপোস করে নেই। এরপর আমি আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁরা বললেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। তা শুনে তিনি বললেন, কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দেব। ঐ ছাগল ও দাসীটি তোমার কাছে ফেরত যাবে এবং তোমার ছেলের ওপর অর্পিত হবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে ঐ মহিলার কাছে যাও এবং তাকে রজম কর। উনাইস সকালে গেলেন ও তাকে রজম করলেন।

٢٨٥٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ زَوَانِى وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ أَخِلَّاءَ –

২৮৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে কারো সাধ্বী, বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে........ আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪ ঃ ২৫) غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ -- زَوَانِىْ অর্থ (ব্যভিচারিণী) ولا متخذات اخدان অর্থ أَخِلَّاءُ (বন্ধু)

٢٨٥٥ بَابٌ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

২৮৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যখন যিনা করে

٦٣٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ–

৬৩৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ

সে যদি যিনা করে তাকে তোমরা কশাঘাত করবে। পুনঃ যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। তারপরও যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। এরপর তাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলবে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, (বিক্রির কথা) তৃতীয়বারের পর না চতুর্থবারের পর।

٢٨٥٦ بَابُ لاَ يُثَرِّبُ عَلَى الاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

২৮৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না

٦٣٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا زَنَتِ الاَمَةُ فَتَبَيَّنَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَيُثَرِّبْ ، ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ . تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৩৭৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে কশাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। পুনরায় যদি যিনা করে তাহলেও যেন কশাঘাত করে, তিরস্কার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) সাঈদ.... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে লায়স (র) এর অনুসরণ করেছেন।

٢٨٥٧ بَابُ اَحْكَامِ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَاِحْصَانِهِمْ اِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوْا اِلَى الاِمَامِ

২৮৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মিরা যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান (বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান

٦٣٧٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ اَقَبْلَ النُّوْرِ اَمْ بَعْدُ؟ قَالَ لاَ اَدْرِى . تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْمُحَارِبِىُّ وَعَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالاَوَّلُ اَصَحُّ -

৬৩৭৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... শায়বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আউফা (রা)-কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ রজম করেছেন। আমি বললাম, সূরায়ে নূরের (এ সম্পর্কীয় আয়াত নাযিলের) আগে না পরে? তিনি বললেন, তা আমি অবগত নই। আলী ইব্ন মুসহির, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ মুহারিবী ও আবিদা ইব্ন হুমায়দ (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে আবদুল ওয়াহিদ এর অনুসরণ করেছেন।

٦٣٧٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَاَةً زَنَيَا ،

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَانِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ اِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَاَتَوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا ، فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ ، فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا ، فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَا عَلَى الْمَرْاَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ -

৬৩৭৮ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাচ্ছ? তারা বলল, তাদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে অবশ্যই রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এল এবং তা খুলল। আর তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে তার আগপিছ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত সত্যই বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে রজম করা হল। আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির ওপর উপুড় হয়ে আছে। সে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

٢٨٥٨ بَابٌ اِذَا رَمَى امْرَاَتَهُ اَوِ امْرَاَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ اَنْ يَبْعَثَ اِلَيْهَا فَيَسْاَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ -

২৮৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী বা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয় তখন বিচারকের জন্য কি জরুরী নয় যে, তার কাছে পাঠিয়ে তাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

٦٣٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اِنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، وَقَالَ الاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأْذَنْ لِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفُ الاَجِيْرُ ، فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ ، فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِىْ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِىْ ثُمَّ

اِنِّى سَأَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِىَّ اَنْ يَأْتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا –

৬৩৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাদের বিবাদ নিয়ে এল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। অপরজন বলল, আর সে ছিল উভয়ের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ, হাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী আমাদের বিচার করে দিন। আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। মালিক (রাবী) (র) বলেন, 'আসীফ' অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের ওপর হবে রজম। আমি এর বিনিময়ে তাকে একশ' ছাগল ও আমার একজন দাসী দিয়ে দেই। তারপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর ওপর-ই প্রযোজ্য হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জেনে রেখ! কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে এবং তার ছেলেকে একশ' কশাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আস্লামী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে তাহলে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

٢٨٥٩ بَابُ مَنْ اَدَّبَ اَهْلَهُ اَوْ غَيْرَهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ ، وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا صَلَّى فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ ، وَفَعَلَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ

২৮৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে। আবূ সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ নামায আদায় করে, আর কোন ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার ইচ্ছে করে, তাহলে সে যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি বাধা না মানে তাহলে যেন তার সাথে লড়াই করে। আবূ সাঈদ (রা) এরূপ করেছেন

٦٣٨٠. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاْسَهُ عَلَى فَخِذِىْ فَقَالَ حَبَسْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِىْ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ وَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ–

৬৩৮০ ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় মাথা মুবারক আমার উরুর ওপর রেখে আছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও লোকদেরকে আটকে রেখেছ, এদিকে তাদের পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন ও স্বীয় হাত দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া থেকে বিরত রাখছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

٦٣٨١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِىْ لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِىْ قِلَادَةٍ فَبِىْ الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَوْجَعَنِىْ نَحْوَهُ لِكَذَاوَكَذَا.

৬৩৮১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) এলেন ও আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারলেন এবং বললেন, তুমি লোকদেরকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থানের দরুন মৃত সদৃশ ছিলাম। অথচ তা আমাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে। সামনে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। لكذ — وكذ সমার্থ।

٢٨٦٠. بَابُ مَنْ رَاٰى مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلاً فَقَتَلَهُ

২৮৬০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর সহিত পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে

٦٣٨٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِىْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ-

৬৩৮২ মূসা (র)......... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পরপুরুষকে দেখি তাহলে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যাদাবোধে বিস্মিত হচ্ছ? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মসম্মানের অধিকারী।

٢٨٦١ بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّعْرِيْضِ

২৮৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা

٦٣٨٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَأَتِىْ وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ

اَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنّٰى كَانَ ذٰلِكَ قَالَ اُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ.

৬৩৮৩ ইসমাঈল (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর রং কি? সে বলল, লাল। তিনি বললেনঃ সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা কোথা থেকে হল? সে বলল, আমার ধারণা যে, কোন শিরা (বংশমূল) একে টেনে এনেছে। তিনি বললেন, তাহলে হয়ত তোমার এ পুত্র একে কোন শিরা (বংশমূল) টেনে এনেছে।

٢٨٦٢ بَابٌ كَمِ التَّعْزِيْرُ وَالْاَدَبُ

২৮৬২. অনুচ্ছেদ ঃ শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু

٦٣٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ-

৬৩৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেনঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কশাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

٦٣٨٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ عُقُوْبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ اِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ-

৬৩৮৫ আমর ইব্‌ন আলী (র)........ আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন যিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ প্রহারের বেশি কোন শাস্তি নেই।

٦٣٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بُرْدَةَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَجْلِدُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ اَسْوَاطٍ اِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ-

৬৩৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)......... আবূ বুর্দা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্যত্র দশ কশাঘাতের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

٦٣٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِيْنِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوْا تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৩৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাগাতার সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো লাগাতার সিয়াম পালন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমন অবস্থায় যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। যখন তারা লাগাতার সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকল না তখন তিনি একদিন তাদের সাথে লাগাতার (দিনের পর দিন) সিয়াম পালন করতে থাকলেন। এরপর যখন তারা নতুন চাঁদ দেখল তখন তিনি বললেন ঃ যদি তা আরো দেরি হতো তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিতাম। কথাটি যেন শাসন স্বরূপ বললেন, যখন তারা বিরত রইল না। শুআয়ব, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইউনুস (র) যুহরী (র) থেকে উকায়ল (র) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٨٨ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ-

৬৩৮৮ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে প্রহার করা হত যখন তারা অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত। তারা তা যেন তাদের স্থানে বিক্রি না করে যে পর্যন্ত না তারা তা আপন বিক্রয়স্থলে ওঠায়।

٦٣٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ-

৬৩৮৯ আবদান (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের জন্য তার উপর আপতিত বিষয়ের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র অলংঘনীয় সীমালঙ্ঘন করা হয়। এমন হলে তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

٢٨٦٣ بَابَ مَنْ اَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ التَلَطُّغَ وَالتُّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

২৮৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা ও অন্যের কলংকিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায়

٦٣٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا اِنْ اَمْسَكْتُهَا قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ اِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِيْ يُكْرَهُ-

৬৩৯০ আলী (র) ...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'জন লি'আনকারীর ব্যাপারে দেখেছি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। আমি তখন পনের বছরের যুবক ছিলাম। এরপর তার স্বামী বলল, আমি যদি তাকে রেখে দেই তাহলে তার উপর আমি মিথ্যা আরোপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যুহ্রী (র) থেকে তা স্মরণ রেখেছি যে, যদি সে এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সে সত্যবাদী। আর যদি এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় যেন টিকটিকির ন্যায় লাল, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আমি যুহ্রী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সে সন্তানটি ঘৃণ্য আকৃতির জন্ম নেয়।

٦٣٩١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَاَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ-

৬৩৯১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) দু'জন লি'আনকারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাদ্দাদ (র) বললেন, এ কি সে মহিলা যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি কোন মহিলাকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম ......? তিনি বললেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

٦٣٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ وَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ اَهْلِهِ رَجُلاً قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا اِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ اِلَى

النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا. قَلِيْلَ اللَّحْمِ. سَبِطَ الشَّعْرِ. وَكَانَ الَّذِىْ ادَّعٰى عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ اٰدَمَ خَدِلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِىْ ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ هِىَ الَّتِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِى الْاِسْلاَمِ السُّوْءَ-

৬৩৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর নিকট লি'আনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন আসিম ইব্ন আদী (রা) তার সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। তখন তার স্বগোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর কাছে অন্য এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম (রা) বলেন, আমি আমার এ উক্তির দরুনই এ পরীক্ষায় পড়েছি। এরপর তিনি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। আর সে তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানাল যার সাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছে। এ ব্যক্তিটি গৌর বর্ণ, হাল্‌কা-পাতলা, সোজা চুলবিশিষ্ট ছিল। আর যে ব্যক্তি সম্বন্ধে দাবি করেছে যে, সে তাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে সে ছিল মেটে বর্ণের, মোটা গোড়ালী, স্থূল গোশ্‌তবিশিষ্ট। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! স্পষ্ট করে দিন। ফলে সে মহিলাটি ঐ ব্যক্তি সদৃশ সন্তান জন্ম দিল যার কথা তার স্বামী উল্লেখ করেছিল যে, তাকে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে। তখন নবী ﷺ উভয়ের মধ্যে লি'আন কার্যকর করলেন। তখন এক ব্যক্তি এ মজলিসেই ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, এটা কি সে মহিলা যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি আমি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম তাহলে একে রজম করতাম? তিনি বলেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে ইসলামে থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

٢٨٦٤ بَابُ رَمْىِ الْمُحْصَنَاتِ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ اَلْاٰيَةَ-

২৮৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা। আর যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত কর..... ক্ষমাশীল দয়ালু পর্যন্ত। (২৪ ঃ ৪-৫) যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ ঃ ২৩)

٦٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ. وَاَكْلُ الرِّبَا. وَاَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ. وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ–

৬৩৯৩ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধ্বী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

٢٨٦٥ بَابُ قَذْفِ الْعَبِيْدِ

২৮৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা

٦٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ–

৬৩৯৪ মুসাদ্দাদ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল। অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে। কিয়ামত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।

٢٨٦٦ بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْاِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

২৮৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হদ প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি? উমর (রা) এমনটা করেছেন

٦٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأذَنْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا فِىْ اَهْلِ هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِىْ جَلْدَ مِائَةٍ

وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَاِنَّ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ . اَلْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ . وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَيَا اُنَيْسُ اُغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَسَلْهَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا-

৬৩৯৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে ছিল তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির পরিবারে মজুর ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার থেকে আপোস করে নেই। তারপর ক'জন আলিমকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের ওপর একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। একশ' (ছাগল) আর গোলাম তোমার কাছে ফেরত হবে। আর তোমার ছেলের উপর আসবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যূষে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

كِتَابُ الدِّيَاتِ

রক্তপণ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

রক্তপণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللّٰهِ :.وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (৪ ঃ ৯৩)

٦٣٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِى حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا-

৬৩৯৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত কর অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তারপর হলো, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তারপর হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। অতঃপর আল্লাহ্‌ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করলেন ঃ এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্‌ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে (২৫ ঃ ৬৮)।

٦٣٩٧ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا-

৬৩৯৭ আলী (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়।

٦٣٩٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ -

৬৩৯৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াকূব (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধ্বংস থেকে লিপ্ত ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ব্যতীত (বৈধতাবিহীন) হারাম রক্ত প্রবাহিত (অবৈধভাবে হত্যা) করা।

٦٣٩٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ -

৬৩৯৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে যে বিষয়ের ফায়সালা করা হবে তা হলো হত্যা।

٦٤٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِىٍّ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِىَّ حَلِيْفَ بَنِىْ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَقِيْتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِىْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَقْتُلُهُ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْتُلْهُ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ طَرَحَ اِحْدٰى يَدَىَّ. ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا اَاَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ اِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِىْ اِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَاَظْهَرَ اِيْمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذٰلِكَ كُنْتَ اَنْتَ تُخْفِىْ اِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ -

৬৪০০ আবদান (র) .... বনী যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ্ ইব্‌ন আম্‌র কিন্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে হাযির ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জনৈক কাফেরের সাথে আমার মুকাবিলা হল এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাঁধল। সে তরবারী দ্বারা আমার হাতে আঘাত করল এবং তা কেটে ফেলল। এরপর সে কোন বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিল। আর বলল আমি আল্লাহ্‌র জন্য মুসলমান হয়ে গেলাম। এ কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করবে না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো আমার এক হাত কেটে দিয়েছে। আর কেটে ফেলার পরই এ কথা বলেছে, এতে কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করবে না। (এ অবস্থায়) তুমি যদি তাকে হত্যা কর তা হলে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে স্থলে ছিলে সে সে স্থলে এসে যাবে। আর সে উক্ত কালিমা উচ্চারণ করার পূর্বে যে স্থলে ছিল তুমি সে স্থলে চলে যাবে। হাবীব ইব্‌ন আবূ আমরা (র) সাঈদ (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ মিকদাদ্‌ (রা)-কে বলেছেন ঃ উক্ত মু'মিন ব্যক্তি যখন কাফের সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করছিল তখন সে আপন ঈমান গোপন রেখেছিল। এরপর সে তার ঈমান প্রকাশ করল আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে। তুমিও তো এর পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে আপন ঈমান গোপন রেখেছিলে।

٢٨٦٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْيَاهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا اِلاَّ بِحَقٍّ حَيَّ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيْعًا

২৮৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে (৫ ঃ ৩২)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে প্রাণ সংহার নিষিদ্ধ মনে করে তার থেকে গোটা মানব জাতির প্রাণ রক্ষা পেল

[٦٤٠١] حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا -

[৬৪০১] কাবীসা (রা) ...... আবদুল্লাহ্‌ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন মানব সন্তানকে হত্যা করা হলে আদাম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীল) উপর অপরাধের কিছু অংশ অবশ্যই বর্তায়।

[٦٤٠٢] حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

[৬৪০২] আবুল ওয়ালীদ (র) .... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে কুফ্‌রমুখী হয়ে যেয়ো না যে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে।

[٦٤٠٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حُجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৪০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে বলেছেন, লোকদেরকে নীরব কর, তোমরা আমার পরে কুফ্‌রমুখী হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে। আবূ বকর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. اَوْ قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. اَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ-

৬৪০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন, মিথ্যা কসম করা। শু'বা (র) তাতে সন্দেহ পোষণ করেন। এবং মুয়ায (র) বলেন, শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মিথ্যা কসম করা আর মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন প্রাণ সংহার করা।

٦٤٠٥ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ سَمِعَ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَوْلُ الزُّوْرِ. اَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ –

৬৪০৫ ইসহাক ইব্‌ন মনসূর (র) ও আমর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্‌সমূহের মধ্যে সবচাইতে বড় গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, প্রাণ সংহার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া আর মিথ্যা বলা, অথবা বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

٦٤٠٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْاَنْصَارِىُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِىْ حَتّٰى قَتَلْتُهُ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِىْ يَا

أُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اِنِّى لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

৬৪০৬ আমর ইব্ন যুরারা (র) .... উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের হারাকা শাখার বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ গোত্রের কাছে এলাম এবং তাদেরকে পরাস্ত করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমি ও আনসারদের এক ব্যক্তি তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি বলেন, আনসারী ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি বলেন, আমাকে তিনি বললেন ঃ হে উসামা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ আহা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও হত্যা করলে? তিনি বলেন, তিনি বারবার কথাটি আমাকে বলতে থাকলেন। এমন কি আমি আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, যদি আমি ঐ দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম।

٦٤٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُرِيْدُ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اِنِّىْ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَايَعْنَهُ عَلٰى اَلاَّ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَزْنِى وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ -

৬৪০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলাম যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। আমরা তাঁর হাতে এ শর্তে বায়আত করেছি যে, আমরা আল্লাহ্র সাথে কিছুকে শরীক করব না, যিনা করব না, চুরি করব না, এমন প্রাণ সংহার করব না যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, আমরা লুণ্ঠন করব না, নাফরমানী করব না। যদি আমরা ওগুলো যথাযথ পালন করি তবে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি এর মধ্য থেকে কোন একটা করে ফেলি তাহলে তার ফায়সালা আল্লাহ্র কাছে সমর্পিত।

٦٤٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৪০৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَيُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ. فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ. فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ ارْجِعْ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ انَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ-

৬৪০৯ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুবারক (র)...... আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে (আলী (রা)-কে সাহায্য) করার জন্য যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সাথে আবূ বাকরা (রা)-এর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বোধগম্য। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার সে কেমন? তিনি বললেন ঃ সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।

٢٨٦٨ بَابُ قَوْلِهِ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلاٰيَةِ

২৮৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে ...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ১৭৮)

٢٨٦٩ بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتّٰى يُقِرَّ وَالْاِقْرَارِ فِى الْحُدُوْدِ

২৮৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ (ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ডবিধির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি

٦٤١٠ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا ؟ فُلاَنٌ اَوْ فُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّٰى اَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَاْسُهُ بِالْحِجَارَةِ -

৬৪১০ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কে তোমার

সাথে এ আচরণ করেছে? অমুক অথবা অমুক? শেষ পর্যন্ত ইহুদীটির নাম বলা হল। তাকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে তা স্বীকার করল। সুতরাং প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে তার মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হল।

٢٨٧٠ بَابٌ اِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ اَوْ بِعَصًا

২৮৭০. অনুচ্ছেদ ঃ পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা

٦٤١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا اَوْضَاحٌ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيْءَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَاْسَهَا فَاَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَاْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَخَفَضَتْ رَاْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ -

৬৪১১ মুহাম্মদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রৌপ্যালংকার পরিহিতা জনৈকা বালিকা মদীনায় বের হল। রাবী বলেন, তখন জনৈক ইহুদী তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। রাবী বলেন, তাকে মুমূর্ষাবস্থায় নবী ﷺ-এর কাছে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে আবার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে তৃতীয়বার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা নিচু করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্তর নিক্ষেপকারীকে ডেকে আনলেন এবং তাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করালেন।

٢٨٧١ بَابٌ قَوْلِ اللّٰهِ : اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْاٰيَةِ

২৮৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রাণের বদলে প্রাণ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ ঃ ৪৫)

٦٤١٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ دَمُ اَمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ : اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ. وَالْمَفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ -

৬৪১২ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর আপন দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

٢٨٧٢ بَابٌ مَنْ اَقَادَ بِحَجَرٍ

২৮৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল

٦٤١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلٰى اَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيْءَ بِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَاَشَارَتْ بِرَاسِهَا اَنْ لاَّ. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لاَّ. ثُمَّ سَاَلَهَا الثَّالِثَةَ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ -

৬৪১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকাকে তার রৌপ্যালংকারের লোভে হত্যা করল। সে তাকে পাথর দ্বারা হত্যা করল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে নবী ﷺ এর কাছে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, না। তারপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে (হত্যাকারীকে) দু'টি পাথর দ্বারা হত্যা করলেন।

٢٨٧٣ بَابٌ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

২৮৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখ্‌তিয়ার লাভ করে

٦٤١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ لَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَّ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ اَلاَّ وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اَلاَّ وَاِنَّهَا سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ مُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا يُوْدٰى وَاِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ اُكْتُبْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لاَبِىْ شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِىْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِلاَّ الاِذْخِرَ . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ فِى الْفِيْلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ اَبِى نُعَيْمٍ الْمَقْتَلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اِمَّا اَنْ يُقَادَ اَهْلُ الْقَتِيْلِ -

৬৪১৪ আবূ নু'আয়ম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। খুযা'আ গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুযা'আ গোত্রের লোকেরা জাহিলী যুগের স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনী লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ মক্কা থেকে হস্তীদলকে রুখেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসূল ও মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি, আর আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রেখো! আমার ক্ষেত্রে তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাঁটা উপড়ানো যাবে না, তার বৃক্ষ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত তুলে নেওয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু'প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখ্তিয়ার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ গ্রহণ করা হবে, নতুবা কিসাস নেওয়া হবে। এ সময় ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যাকে আবূ শাহ্ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আবূ শাহ্কে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। আর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইয্খির ব্যতীত। কেননা, আমরা তা আমাদের ঘরে, আমাদের কবরে ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয্খির ব্যতীত। উবায়দুল্লাহ্ (র) শায়বান (র) থেকে اَلْفِيْلُ (হস্তী)-এর ব্যাপারে হারব ইব্ন শাদ্দাদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ আবূ নু'আয়ম (র) থেকে اَلْمَقْتَلُ শব্দ নকল করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ (র) وَاَمَّا اَنْ يُقَادُ – এর পরে اَهْلُ الْقَتِيْلِ শব্দও বর্ণনা করেছেন।

٦٤١٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ. فَقَالَ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى. اِلَى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالْعَفْوُ اَنْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ. قَالَ وَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ اَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوْفٍ وَيُؤَدِّىَ بِاِحْسَانٍ -

৬৪১৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে কিসাসের বিধান বলবত ছিল। তাদের মধ্যে রক্তপণের বিধান ছিল না। তবে আল্লাহ্ এ উম্মতকে বললেন ঃ নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে ...... কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে পর্যন্ত (২ ঃ ১৭৮)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ক্ষমা প্রদর্শনের অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, আর প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত দাবি ও সদয়ভাবে দীয়ত আদায় করা।

٢٨٧٤ بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

২৮৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা

٦٤١٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلاَثَةٌ : مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ. وَمُبْتَغٍ فِى الاِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ –

৬৪১৬ আবুল ইয়ামান (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে জাহিলী যুগের প্রথা তালাশ করে। যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবি করে।

٢٨٧٥ بَابُ الْعَفْوِ فِى الْخَطَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ

২৮৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা

٦٤١٧ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُصْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ زَكَرِيَّاءَ الْوَاسِطِىْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَرَخَ اِبْلِيْسُ يَوْمَ اُحُدٍ فِى النَّاسِ يَاعِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ عَلَى اُخْرَاهُمْ حَتّٰى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَبِى اَبِىْ فَقَتَلُوْهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتّٰى لَحِقُوْا بِالطَّائِفِ –

৬৪১৭ ফার্‌ওয়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হারব (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন ইব্‌লীস লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! পিছনের দলের ওপর আক্রমণ কর। ফলে তাদের সম্মুখভাগ পশ্চাতভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন কি তারা ইয়ামানকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। রাবী বলেন, মুশরিকদের একটি দল পরাজিত হয়ে তায়েফ চলে গিয়েছিল।

٢٨٧٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَأً اَلاٰ يَةَ

২৮৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির অন্য মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৪ ঃ ৯২)

٢٨٧٧ بَابُ اِذَا اَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

২৮৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে

٦٤١٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا اَفُلَانٌ اَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاَوْمَاَتْ بِرَاْسِهَا فَجِىْءَ بِالْيَهُوْدِىِّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَاْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ -

৬৪১৮ ইস্‌হাক (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে? অমুক? না অমুক? অবশেষে ইহুদী লোকটির নাম উল্লেখ করা হল। তখন সে তার মাথা দিয়ে (হ্যাঁ-সূচক) ইশারা করল। তখন ইহুদী লোকটিকে আনা হল এবং সে স্বীকার করল। ফলে নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ করলেন, তাই তার মাথা একটি পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হল এবং হাম্মাম (র) বলেন, দু'টি পাথর দিয়ে।

٢٨٧٨ بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْاَةِ

২৮৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা

٦٤١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَتَلَ يَهُوْدِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلٰى اَوْضَاحٍ لَهَا -

৬৪১৯ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন ইহুদীকে একজন বালিকার বদলে হত্যা করেছেন। সে রৌপ্যালংকারের লোভে ওকে হত্যা করেছিল।

٢٨٧٩ بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِى الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ اَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْاَةِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْاَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِىْ كُلِّ عَمَدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاِبْرَاهِيْمُ وَاَبُو الزِّنَادِ عَنْ اَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ اُخْتُ الرُّبَيِّعِ اِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْقِصَاصُ

২৮৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস। আলিমগণ বলেন, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর উমর (রা) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক হত্যা বা আহত করার ক্ষেত্রে নারীর বদলে পুরুষকে কিসাসের বিধানানুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। ইহাই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র), ইবরাহীম (র) এবং আবূয যিনাদ (র)-এর অভিমত তাদের আসহাব থেকে। রুবায়-এর বোন কোন এক ব্যক্তিকে আহত করলে নবী ﷺ বলেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান হল 'কিসাস'

٦٤٢٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ

مَرْضِهِ فَقَالَ لاَ تَلُدُّونِيْ ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيْضِ الدَّوَاءَ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ -

৬৪২০ আমর ইব্‌ন আলী (র)......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর অসুখের সময় তাঁর মুখের এক কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি বলেন, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ সেবন অপছন্দ করেই থাকে। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এলো, তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেউ থাকে না, যার মুখের কিনারায় জোরপূর্বক ঔষধ ঢেলে দেয়া না হয় শুধুমাত্র আব্বাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের কাছে হাযির ছিল না।

٢٨٨٠ بَابُ مَنْ اَخَذَ حَقَّهُ اَوِ اقْتَصَّ دُوْنَ السُّلْطَانِ

২৮৮০. অনুচ্ছেদ ঃ হাকিমের কাছে মোকাদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা

٦٤٢١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ الاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ . وَبِاِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِكَ اَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

৬৪২১ আবুল ইয়ামান (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা হচ্ছি (পৃথিবীতে) সর্বশেষ ও (আখিরাতে) সর্বপ্রথম। উক্ত হাদীসের সূত্রে এও বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ্ হবে না।

٦٤٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّدَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِشْقَصًا ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -

৬৪২২ মুসাদ্দাদ (র)....... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর ঘরে উঁকি মারল। নবী ﷺ তার প্রতি চাকু নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে (এ হাদীস)-কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)।

٢٨٨١ بَابُ اِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ اَوْ قُتِلَ

২৮৮১. অনুচ্ছেদ ঃ (জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে

٦٤٢٣ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ

فَرَجَعَتْ أُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ ، قَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ -

৬৪২৩ ইস্‌হাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেল তখন ইব্‌লীস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! পিছনের দলের উপর আক্রমণ কর। তখন সম্মুখবর্তীরা পশ্চাতবর্তীদের উপর আক্রমণ করল ও পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। তখন হুযায়ফা (রা) তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে তাঁর বাবা ইয়ামান আক্রান্ত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! (এ তো) আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তারা তাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হল না। হুযায়ফা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (র) বলেন, এ কারণে হুযায়ফা (রা)-এর অন্তরে আল্লাহ্‌র সাথে মিলন না হওয়া পর্যন্ত এই স্মৃতি জাগরূক ছিল।

٢٨٨٢ بَابُ اِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ

২৮৮২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই

٦٤٢٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْيَاتِكَ فَحَدَابِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوْا عَامِرٌ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ . فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلاَّ اَمْتَعْتَنَا بِهِ فَاُصِيْبَ صَبِيْحَةَ لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا اِنَّ لَهُ لاَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، وَاَىُّ قَتْلٍ يَزِيْدُهُ عَلَيْهِ -

৬৪২৪ মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........ সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! তোমরা আমাদেরকে উট চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনাল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ চালকটি কে? তারা বলল, আমির। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে তার থেকে দীর্ঘকাল উপকৃত হবার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন লোকেরা বলতে লাগল তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকট এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারণা, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যে এমনটা বলেছে মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমিরের জন্য দ্বিগুণ

পুরস্কার। কারণ সে (সৎ কাজে) অতিশয় যত্নবান, (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) মুজাহিদ। অন্য কোন প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরস্কারের অধিকারী করতে পারে।

٢٨٨٣ بَابُ اِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

২৮৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে

٦٤٢٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعُضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعُضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَكَ -

৬৪২৫ আদাম (র) ...... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা পেশ করল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে? যেমন উট কামড়ে থাকে! তোমার জন্য কোন রক্তপণ নেই।

٦٤٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ فِى غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ -

৬৪২৬ আবূ আসিম (র) ...... ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন একটি যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে; ফলে তার দাঁত উপড়ে যায়। তখন নবী ﷺ (দাঁতের) দীয়তকে বাতিল করে দিলেন।

٢٨٨٤ بَابُ السِّنُّ بِالسِّنِّ

২৮৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁতের বদলে দাঁত

٦٤٢٧ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقِصَاصِ -

৬৪২৭ আনসারী (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাযারের কন্যা একটি বালিকাকে থাপ্পড় মেরে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন।

٢٨٨٥ بَابُ دِيَةِ الْاَصَابِعِ

২৮৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুলের রক্তপণ

٦٤٢٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ -

৬৪২৮ আদাম (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (দীয়তের ব্যাপারে) এটি এবং ওটি সমান। অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি।

٦٤٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ نَحْوَهُ-

৬৪২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٢٨٨٦ بَابٌ اِذَا اَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ اَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِىْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ اَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِىٌّ ثُمَّ جَاءَ بِاٰخَرَ قَالاَ اَخْطَانَا فَاَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَاُخِذَا بِدِيَةِ الاَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لِىْ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيْلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهَا اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ وَقَالَ مُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ اِنَّ اَرْبَعَةً قَتَلُوْا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ وَاَقَادَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِىٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ ، وَاَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ ، وَاَقَادَ عَلِىٌّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَسْوَاطٍ ، وَاَقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُشٍ-

২৮৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি? মুতার্‌রিফ (র) শাবী (র) থেকে এমন দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন যারা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, সে চুরি করেছে। তখন আলী (রা) তার হাত কেটে ফেললেন। তারপর তারা অপর একজনকে নিয়ে এসে বলল, আমরা ভুল করে বসেছি। তখন তিনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিলেন এবং প্রথম ব্যক্তির দীয়ত (রক্তপণ) গ্রহণ করলেন। আর বললেন, যদি আমি জানতাম যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছ, তাহলে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলতাম। আবূ আব্‌দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আমাকে ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন উমর (রা) বললেন, যদি গোটা সান্‌'আবাসী এতে অংশ নিত তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। মুগীরা ইব্‌ন হাকীম (র) আপন পিতা হাকীম থেকে বর্ণনা করেন যে, চারজন লোক একটি বালককে হত্যা করেছিল। তখন উমর (রা) অনুরূপ কথা বলেছিলেন। আবূ বকর ও ইব্‌ন যুবায়র, আলী ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুকাররিন (রা) থাপ্পড়ের ক্ষেত্রে কিসাসের নির্দেশ দেন। উমর (রা) ছড়ি দিয়ে প্রহারের ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ দেন। আর আলী (রা) তিনটি বেত্রাঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন এবং শুরায়হ্ (র) একটি বেত্রাঘাত ও নখের আঁচড়ের জন্য কিসাস কার্যকর করেন

٦٤٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَ تَلُدُّوْنِىْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِىْ قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْقٰى مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلاَّ الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ۔

৬৪৩০ মুসাদ্দাদ (র)......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর অসুখের সময় তাঁর মুখের কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। আর তিনি আমাদের দিকে ইশারা করতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিও না। আমরা মনে করলাম যে, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা-ই এর কারণ। যখন তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন, তখন বললেন ঃ আমাকে (জোরপূর্বক) ঔষধ সেবন করাতে কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা ভাবই এর কারণ বলে আমরা মনে করেছি। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে যেন এমন কেউ না থাকে যার মুখে জোরপূর্বক ঔষধ ঢালা হয় আর আমি দেখতে থাকব শুধু আব্বাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের সাথে ছিল না।

٢٨٨٧ بَابُ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْاَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ ، وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْبِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ وَكَانَ اَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِىْ قَتِيْلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ السَّمَّانِيْنَ اِنْ وَجَدَ اَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَاِلاَّ فَلاَ تَظْلِمُ النَّاسَ فَاِنَّ هٰذَا لاَ يُقْضٰى فِيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'কাসামাহ' (শপথ)। আশ্‌আছ ইব্‌ন কায়স (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি দু'জন সাক্ষী পেশ করবে, নতুবা তার কসম! ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, মু'আবিয়া (রা) কাসামা অনুযায়ী কিসাস গ্রহণ করতেন না। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর তরফ থেকে নিযুক্ত বসরার গভর্নর আদী ইব্‌ন আরতাত (র)-এর কাছে একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পত্র লিখেন, যাকে তেল ব্যবসায়ীদের বাড়ির কাছে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, যদি তার আত্মীয়-স্বজনরা প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে দণ্ড প্রদান করবে নতুবা লোকদের ওপর যুল্‌ম করবে না। কেননা, তা এমন ব্যাপার, যার কিয়ামত পর্যন্ত ফায়সালা করা যায় না

٦٤٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا وَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً وَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وُجِدَ فِيْهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوْا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

انْطَلَقْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيْلاً فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالُوْا مَالَنَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ ، قَالُوْا لاَنَرْضٰى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ–

৬৪৩১ আবূ নু'আয়ম (র) সাহ্ল ইব্ন আবূ হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার গোত্রের একদল লোক খায়বার গমন করল ও তথায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে না হত্যা করেছি, না হত্যাকারীকে জানি। এরপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। আর আমাদের একজনকে তথায় নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে ওরা কসম করে নেবে। তারা বলল, ইহুদীদের কসমে আমাদের আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ' উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।

٦٤٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الاَسَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ رَجَاءٍ مِنْ اٰلِ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَبْرَزَ سَرِيْرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ، فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الْقَسَامَةِ ؟ قَالُوْا نَقُوْلُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ اَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، قَالَ لِىْ مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِىْ لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْدَكَ رُؤُسُ الاَجْنَادِ وَاَشْرَافُ الْعَرَبِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ اَنَّهُ قَدْ زَنٰى لَمْ يَرَوْهُ اَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ بِحِمْصَ اَنَّهُ سَرَقَ اَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَوَاللّٰهِ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ فِىْ ثَلاَثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيْرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ ، اَوْ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ ، اَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، وَارْتَدَّ عَنِ الاِسْلاَمِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ ، اَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِى السَّرَقِ وَسَمَّرَ الاَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلٰى

الْاِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوْا الْاَرْضَ فَسَقِمَتْ اَجْسَامُهُ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ اَفَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِىْ اِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلٰى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْامِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَطَرَدُوْا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُدْرِكُوْا فَجِيْءَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهِمْ وَسَمِرَتْ اَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ حَتّٰى مَاتُوْا ، قُلْتُ وَاَىُّ شَىْءٍ اَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ اِرْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا وَسَرَقُوْا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، فَقُلْتُ اَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيْثِى يَا عَنْبَسَةُ فَقَالَ لاَ، وَلٰكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ ، وَاللّٰهِ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِىْ هٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوْا عِنْدَهُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ فَقُتِلَ ، فَخَرَجُوْا بَعْدَهُ ، فَاِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى الدَّمِ ، فَرَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبُنَا الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فَاِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِى الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّوْنَ اَوْ لِمَنْ تُرَوْنَ قَتَلَهُ فَقَالُوْا نُرَى اَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَتْهُ فَاَرْسَلَ اِلَى الْيَهُوْدِ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ أَاَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هٰذَا ؟ قَالُوْا لاَ ، قَالَ اَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِيْنَ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا قَتَلُوْهُ فَقَالُوْا مَا يُبَالُوْنَ يَقْتُلُوْنَا اَجْمَعِيْنَ ، ثُمَّ يَنْفِلُوْنَ قَالَ اَفَتَسْتَحِقُّوْنَ الدِّيَةَ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ، قَالُوْا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوْا خَلِيْعًا لَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ اَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَاَخَذُوْا الْيَمَانِىْ فَرَفَعُوْهُ اِلٰى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوْا قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ اِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوْهُ ، فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوْهُ قَالَ فَاَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ رَجُلاً ، فَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ ، فَسَأَلُوْهُ اَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِيْنَهُ مِنْهُمْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاَدْخَلُوْا مَكَانَهُ رَجُلاً اٰخَرَ ، فَدَفَعَهُ اِلٰى اَخِى الْمَقْتُوْلِ ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ ، قَالُوْا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُوْنَ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا ، حَتّٰى اِذَا

كَانُوْا بِنَخْلَةَ ، اَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ ، فَدَخَلُوْا فِى غَارٍ فِى الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِيْنَ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا فَمَاتُوْا جَمِيْعًا وَاَفْلَتَ الْقَرِيْنَانِ فَاتْبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ اَخِى الْمَقْتُوْلِ ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ اَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَاَمَرَ بِالْخَمْسِيْنَ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا فَمُحُوا مِنَ الدِّيْوَانِ وَسَيَّرَهُمْ اِلَى الشَّامِ-

৬৪৩২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর সিংহাসন জনসাধারণকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের করলেন। এরপর লোকদেরকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি প্রদান করলেন। তারা প্রবেশ করল। তারপর বললেন, তোমরা কাসামা (কসম) সম্বন্ধে কি মত পোষণ কর? তারা বলল, আমাদের মতে কাসামার ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা বিধেয়। খলীফাগণ এর ভিত্তিতে কিসাস কার্যকর করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ কিলাবা। তুমি কি বল? তিনি আমাকে লোকদের সামনে দাঁড় করালেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কাছে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও আরব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, বলুন তো! যদি তাদের থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি দামেশ্‌কের একজন বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে সে যিনা করেছে, অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে আপনি তাকে রজম করবেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, বলুন তো! যদি তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন হিম্‌স নিবাসী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে চুরি করেছে। অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে কি আপনি তার হাত কাটবেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন কারণের কোন একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেননি। (যথা) ঃ (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা যে ব্যক্তি বিয়ের পর যিনা করে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ইসলাম থেকে ফিরে মুরতাদ হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলল, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কি বর্ণনা করেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুরির ব্যাপারে হাত কেটেছেন, লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু ফুঁড়ে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রেখেছেন। তখন আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে আনাস (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আমাকে আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, উক্‌ল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সাথে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করবে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তারা তথায় গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। এরপর উত্তপ্ত রৌদ্রে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা মারা গেল। আমি বললাম, তারা যা করেছে এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে? তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ্ হল, হত্যা করল, চুরি করল। তখন আম্‌বাসা ইব্‌ন সা'ঈদ বললেন, আল্লাহ্‌র

কসম! আজকের ন্যায় আমি আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, হে আম্‌বাসা! তাহলে তুমি আমার বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করছ কি? তিনি বললেন, না। তুমি হাদীসটি যথাযথ বর্ণনা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! এ লোকগুলো কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন এ শায়খ (বুযর্গ) তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটা নিয়ম রয়েছে। আনসারদের একটি দল তাঁর কাছে প্রবেশ করল। তারা তাঁর কাছে আলোচনা করছিল। ইতিমধ্যে তাদের সামনে তাদের এক লোক বেরিয়ে গেল এবং নিহত হল। অতঃপর তারা বের হল। তখন তারা তাদের সঙ্গীকে দেখতে পেল যে, রক্তের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের সঙ্গী যে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল এবং সে আমাদের সামনেই বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখন তাকে রক্তের মাঝে নড়াচড়া করতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কাদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা? তারা বলল, আমরা মনে করি, ইহুদীরা তাকে হত্যা করেছে। তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ওকে হত্যা করেছ? তারা বলল, না। তিনি আনসারদের বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত আছ যে, ইহুদীদের পঞ্চাশ জন লোক কসম করে বলবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। আনসাররা বলল, তারা এতে কোন পরওয়া করবে না, তারা আমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলার পরও কসম করে নিতে পারবে। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা কি এজন্য প্রস্তুত আছ যে, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজনের কসমের মাধ্যমে তোমরা দীয়াতের অধিকারী হবে? তারা বলল, আমরা কসম করব না। তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দীয়াত প্রদান করে দেন। (রাবী আবূ কালাবা বলেন) আমি বললাম, হুযায়ল গোত্র জাহিলী যুগে তাদের গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এক রাতে সে ব্যক্তি বাহ্‌হা নামক স্থানে ইয়ামনের এক পরিবারের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু সে পরিবারের এক ব্যক্তি তা টের পেয়ে যায়। এবং তার প্রতি তরবারী নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর হুযায়ল গোত্রের লোকেরা এসে ইয়ামনী ব্যক্তিটিকে ধরে ফেলে এবং (হজ্জের) মৌসুমে উমর (রা)-এর কাছে তাকে নিয়ে পেশ করে। আর বলে সে আমাদের এক সাথীকে হত্যা করেছে। ইয়ামনী লোকটি বলল, তারা কিন্তু ওকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হুযায়ল গোত্রের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ মর্মে কসম করবে যে তারা ওকে সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে ঊনপঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করে নিল, অতঃপর তাদের একজন সিরিয়া থেকে এলো, তারা তাকে কসম করতে বলল। কিন্তু সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কসম থেকে তাদের সাথে আপোস করে নিল। তখন তারা তার স্থলে অপর একজনকে যোগ করে নিল। তারা তাকে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের কাছে পেশ করল। তারা উভয়ই করমর্দন করল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি, যারা কসম করেছে, চললাম। যখন তারা নাখ্‌লা নামক স্থানে পৌছল, তাদের উপর বৃষ্টি নেমে এল। তখন তারা পাহাড়ের এক গুহায় প্রবেশ করল। কিন্তু গুহা ঐ পঞ্চাশজন কসমকারীর উপর ভেঙ্গে পড়ল? এতে তারা সকলেই মারা গেল। তবে করমর্দনকারী দু'জন বেঁচে গেল। কিন্তু একটি পাথর তাদের উভয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত হল এবং নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পা ভেঙ্গে ফেলল। আর সে এক বছর জীবিত থাকার পর মারা গেল। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (এক সময়) কাসামার ভিত্তিতে এক ব্যক্তির কিসাস গ্রহণ করেন। এরপর আপন কৃতকর্মের উপর তিনি লজ্জিত হন এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন যারা কসম করেছিল, তাদেরকে রেজিস্ট্রার থেকে খারিজ করে দিয়ে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন।

٢٨٨٨ بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ

২৮৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল, এতে ঐ ব্যক্তির জন্য দিয়াত নেই

٦٤٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ فِى حَجِرِ فِى بَعْضِ حُجَرِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ بِمَشْقَصٍ اَوْ مَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ -

৬৪৩৩ আবূ নু'মান (রা) .... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কোন একটি হুজরার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে একটি তীক্ষ্ণ প্রশস্ত ছুরি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার অগোচরে তাকে খোঁচা দেয়ার সুযোগ তালাশ করতে লাগলেন।

٦٤٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ فِى جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْتَظِرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ -

৬৪৩৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন গৃহের দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট চিরুনি সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি স্বীয় মাথা চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখলেন তখন বললেন ঃ যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ চোখের দরুন-ই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।

٦٤٣٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ اِمْرًا اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحُ -

৬৪৩৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

٢٨٨٩ بَابُ الْعَاقِلَةِ

২৮৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে

٦٤٣٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مَا لَيْسَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ مَا فِى الْقُرْاٰنِ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطٰى رَجُلٌ فِى كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَلاَّ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

৬৪৩৬ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) .... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা কুরআনে নেই এমন কিছু আপনাদের নিকট আছে কি? একবার তিনি বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই...... তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই। তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজের টুক্‌রায় কি রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তপণ ও মুক্তিপণের বিধান। আর (এ নীতি) কোন কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

٦٨٩. بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْاَةِ

২৮৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার ভ্রূণ

٦٤٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ -

৬৪৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিলার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা দিলেন।

٦٤٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى اِمْلاَصِ الْمَرْاَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ قَضٰى النَّبِىُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِهِ -

৬৪৩৮ মূসা ইব্ন ইস্‌মাঈল (র)..... উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদের গর্ভপাত সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন মুগীরা (রা) বললেন, নবী ﷺ এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। এ সময় মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এ ফায়সালা করতে দেখেছেন।

٦٤٣٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى فِى السِّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ قَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا اَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا -

৬৪৩৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) ...... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী ﷺ -কে ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে ফায়সালা দিতে কে শুনেছে? তখন মুগীরা (রা) বললেন, আমি তাঁকে অনুরূপ ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার সাক্ষী নিয়ে এসো। এ সময় মুহাম্মদ ইব্‌ন মাস্‌লামা (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছেন।

٦٤٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى اِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ -

৬৪৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাহাবীগণের সাথে গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে অনুরূপ পরামর্শ করেছেন।

٢٨٩١ بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ

২৮৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার ভ্রূণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়

٦٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِى لِحَيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ، ثُمَّ اِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا ، وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا -

৬৪৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনি লিহ্‌য়ানের জনৈকা মহিলার ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেন। তারপর দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলার মৃত্যু হল, যার সম্পর্কে নবী ﷺ ঐ ফায়সালা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনঃ ফায়সালা প্রদান করলেন যে, তার ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ছেলে সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত আদায় করবে তার আসাবা।

٦٤٤٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضٰى اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى دِيَةَ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا -

৬৪৪২ আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়াকালে একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং একজন অপর জনের গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা নবী ﷺ -এর কাছে বিচার নিয়ে এল। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ভ্রূণের দিয়াত হলো একটি গোলাম অথবা বাঁদী আর এ ফায়সালাও দিলেন যে, নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিণীর আসাবার উপর আসবে।

২৮৯২ بَابُ مَنْ اِسْتَعَارَ عَبْدًا اَوْ صَبِيًّا ، وَيُذْكَرُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ اِلٰى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ ابْعَثْ اِلَىَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ صُوْفًا وَلَا تَبْعَثْ اِلَىَّ حُرًّا

২৮৯২. অনুচ্ছেদ ঃ যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়। বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রা) একটি পাঠশালার শিক্ষকের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আমার কাছে কয়েকজন বালক পাঠিয়ে দিন, যারা পশমের জট ছাড়াবে। তবে কোন আযাদ (বালক) পাঠাবেন না

٦٤٤٣ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَ اللّٰهِ مَا قَالَ لِى لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا ، وَلَا لِشَىْءٍ لَمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا -

৬৪৪৩ আম্র ইব্ন যুরারা (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ তাল্‌হা (রা) আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আনাস একজন হুঁশিয়ার ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রা) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করনি?

٢٨٩٣ بَابُ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

২৮৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত

٦٤٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

৬৪৪৪ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন পশু কাউকে আহত করলে, কূপে বা খনিতে পতিত হয়ে কেউ নিহত বা আহত হলে তাতে কোন দণ্ড বা রক্তপণ নেই। আর কেউ গুপ্তধন প্রাপ্ত হলে তার প্রতি এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব।

٢٨٩٤ بَابُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ لاَ يُضَمَّنُ مِنَ النَّفْحَةِ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لاَ يُضَمَّنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ-

২৮৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ পশু আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। ইব্নে সীরীন (র) বলেন, তাদের সময়ে পশুর লাথির আঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফায়সালা দিতেন না। এবং লাগাম টানার দরুন কোন ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতিপূরণের ফায়সালা দিতেন। হাম্মাদ (র) বলেন, লাথির আঘাতের দরুন দায়ী করা যাবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি পশুটিকে খোঁচা মারে। শুরায়হ্ (র) বলেন, প্রতিশোধমূলক আঘাতের দরুন পশুকে দায়ী করা যাবে না। যেমন কেউ কোন পশুকে আঘাত করল, তখন পশুটিও তাকে পা দিয়ে আঘাত করল। হাকাম (র) ও হাম্মাদ (র) বলেন, যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি গাধাকে হাঁকিয়ে নেয়, যে গাধার উপর কোন মহিলা বসা থাকে আর মহিলাটি গাধা থেকে পড়ে যায়, তাহলে তার উপর কিছু বর্তিবে না। শা'বী (র) বলেন, যদি কেউ কোন পশু চালায় এবং তাকে ক্লান্ত করে ফেলে, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে। আর যদি ধীরে ধীরে চালায় তাহলে বর্তিবে না।

٦٤٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

৬৪৪৫ মুসলিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশু আহত করলে, খনি বা কূপে পতিত হয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া ওয়াজিব।

٢٨٩٥ بَابُ اِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًا بِغَيْرِ جُرْمٍ-

২৮৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যিম্মীকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ

٦٤٤٦ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا-

৬৪৪৬ কায়স ইব্ন হাফ্স (র).......... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত কাউকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত শুঁকতে পারবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে অনুভূত হবে।

٢٨٩٤ بَابُ لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

২৮৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

٦٤٤٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْاٰنِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَ لاَّ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ-

৬৪৪৭ সাদাকা ইবনুল ফযল (র) .... আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন, দিয়াতের বিধান, বন্দী-মুক্তির বিধান এবং (এ বিধান যে) কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

٢٨٩٧ بَابُ اِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُوْدِيًا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٤٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ-

৬৪৪৮ আবূ নু'আয়ম (র)........আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।

٦٤٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِيْ وَجْهِيْ قَالَ اُدْعُوْهُ

فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِي مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِى اَفَاقَ قَبْلِى اَمْ جُزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ-

৬৪৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী, যার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা হয়েছিল, নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার জনৈক আন্‌সারী সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তোমরা তাকে ডেকে আন। তারা তাকে ডেকে আনল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কেন চড় মারলে? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এক ইহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, ঐ সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানবমণ্ডলীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তখন আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরেও কি? অতঃপর আমার ভীষণ রাগ এসে গেল। ফলে আমি তাকে চড় মেরে ফেলি। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কেননা সকল মানুষই কিয়ামতের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তখন আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে হুঁশ ফিরে পাবে। কিন্তু আমি তখন মূসা (আ)-কে এমন অবস্থায় পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিসমূহ থেকে একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি বুঝতে পারব না যে, তিনি আমার আগে হুঁশ ফিরে পেলেন, না তূর পর্বতে বেহুঁশ হওয়ার বিনিময় দেয়া হয়েছে যে (এখন বেহুঁশই হননি)?

كِتَابُ اِسْتِتَابَةِ الْمُعَانِدِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ وَقِتَالِهِمْ

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اِسْتِتَابَةِ الْمُعَانِدِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ وَقِتَالِهِمْ

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

٢٨٩٨ اِثْمُ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَلَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

২৮৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে তার গুনাহ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ নিশ্চয়ই শির্ক চরম জুল্ম। (৩১ ঃ ১৩) তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত (৩৯ ঃ ৬৫)

٦٤٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ بِذٰلِكَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

৬৪৫০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি ..... (৬ ঃ ৮২), তখন তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের কাছে গুরুতর মনে হলো। তারা বললেন, আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুল্ম দ্বারা কলুষিত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা অবশ্যই এমনটা নয়, তোমরা কি লুকমানের কথার প্রতি লক্ষ্য করনি? শিরকই চরম জুল্ম (সীমালংঘন)। (৩১ ঃ ১৩)

٦٤٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ثَلاَثًا اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ-

৬৪৫১ মুসাদ্দাদ ...... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন, মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায় যদি তিনি নিরব হয়ে যেতেন।

٦٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قَالَ الَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ-

৬৪৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কবীরা গুনাহ্সমূহ কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা। সে বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তারপর পিতা-মাতার অবাধ্যতা। সে বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তারপর মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মিথ্যা কসম কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি (কসম দ্বারা) মুসলমানের ধন সম্পদ হরণ করে নেয়। অথচ সে এ কসমের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

٦٤٥٣ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ فِى الاِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِى الاِسْلاَمِ أُخِذَ بِالاَوَّلِ وَالاٰخِرِ-

৬৪৫৩ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)........ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।

٢٨٩٩ بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ ، وَقَالَ اللّٰهُ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ اِلَى قَوْلِهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ، وَقَوْلِهِ اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ

اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ ، وَقَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاَ وَقَالَ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ وَقَالَ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ لاَ جَرَمَ يَقُوْلُ حَقًّا اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِهَا فَتَنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَقَالَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

২৮৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম। ইব্‌ন উমর (রা) যুহ্‌রী ও ইব্‌রাহীম (র) বলেন, ধর্মত্যাগী নারীকে হত্যা করা হবে এবং তার থেকে তওবা আহবান করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ঈমান আনার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে সৎ পথের নির্দেশ দেবেন...... এরাই তারা যারা পথভ্রষ্ট পর্যন্ত। (৩ ঃ ৮৬-৯০)

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের পর আবার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করবে (৩ ঃ ১০০) আল্লাহ্ বলেন, যারা ঈমান আনে, পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে আবার কুফরী করে, এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না (৪ ঃ ১৩৭)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে (৫ ঃ ৫৪)। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখে তাদের উপর আপতিত হয় আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। তা এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়। (১৬ ঃ ১০৬, ১০৭)। অবশ্যই তারা আখিরাতে لاجرم -অর্থ حقا নিশ্চয়ই যারা নির্যাতিত হবার পর দেশ ত্যাগ করে পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে। তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১৬ ঃ ১১০)। আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় ও কাফেররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে (২ ঃ ২১৭)

٦٤٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اُتِىَ عَلِىٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَاَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ

أُحْرِقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَتُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ-

৬৪৫৪ আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইব্ন ফায্ল (র) .... ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।

٦٤٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعِى رَجُلاَنِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ ، اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِى وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَطْلَعَانِىْ عَلٰى مَا فِى اَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ اَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ اَنْتَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ اَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَلْقٰى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ قَالَ مَاهٰذَا ؟ قَالَ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ اجْلِسْ، قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَاَمَرَبِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ تَذَاكَرَ قِيَامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَمَّا اَنَا فَاَقُوْمُ وَاَنَامُ ، وَاَرْجُوْ فِى نَوْمَتِى مَا اَرْجُوْ فِى قَوْمَتِى-

৬৪৫৫ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। আমার সাথে আশআরী গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিস্ওয়াক করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তারা তাদের অন্তরে কি আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে মিস্ওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিয়োগ

দিব না বা দেই না যে নিজেই তা চায়। বরং হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স! তুমি ইয়ামনে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে পাঠালেন। যখন তিনি তথায় পৌঁছলেন, তখন আবূ মূসা (রা) তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকটি কে? আবূ মূসা (রা) বললেন, সে প্রথমে ইহুদী ছিল এবং মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইহুদী হয়ে গিয়েছে। আবূ মূসা (রা) বললেন, বসুন। মু'আয (রা) বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়ই কিয়ামুল্ লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু ইবাদতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রাবস্থায় ঐ আশা রাখি যা ইবাদত অবস্থায় রাখি।

٢٩٠٠ بَابُ قَتْلِ مَنْ اَبِىْ قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوْا اِلَى الرِّدَّةِ

২৯০০. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা

٦٤٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاهِ ، فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ-

৬৪৫৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ -এর ওফাত হল এবং আবূ বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন উমর (রা) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহ্র দায়িত্বে। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা,

যাকাত হল মালের হক। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর (রা)-এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক [আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত]।

٢٩٠١ بَابٌ اِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : اَلسَّامُ عَلَيْكَ -

২৯০১. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন যিম্মী বা অন্য কেউ নবী ﷺ -কে বাক্‌চাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না, যেমন তার কথা 'আস্‌সামু আলাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)

٦٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُوْ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرَّ يَهُوْدِيٌّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ ، قَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لاَ ، اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

৬৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। আর বলল, আস্‌সামু আলাইকা। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলাইকা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? সে বলেছে, 'আস্‌সামু আলাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন ঃ না। বরং যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরও)।

٦٤٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ ، قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ، قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৬৪৫৮ আবূ নু'আয়ম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী নবী ﷺ -এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইল (প্রবেশ করতে গিয়ে) তারা বলল 'আস্‌সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। তখন আমি বললাম, বরং তোদের উপর মৃত্যু ও লা'নত পতিত হোক। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ্ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ আমিও তো বলেছি ওয়া-আলাইকুম (এবং তোমাদের উপরও)।

٦٤٥٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمُوْا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ سَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ–

৬৪৫৯ মুসাদ্দাদ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইহুদীরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম করে তারা কিন্তু 'সামু আলা'ইকুম' বলে। তাই তোমরা বলবে, আলাইকা--তোমার উপর।

٢٩.٢ بَابٌ

২৯০২. অনুচ্ছেদ

٦٤٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

৬৪৬০ উমর ইব্‌ন হাফস (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন লক্ষ্য করছিলাম যে, নবী ﷺ কোন এক নবীর কথা বর্ণনা করছেন। যাকে তাঁর সম্প্রদায় প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন ও বলছেন ঃ হে রব! তুমি আমার কাওমকে মাফ করে দাও। কেননা, তারা বুঝতে পারছে না।

٢٩.٣ بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ ، وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللّٰهِ ، وَقَالَ اِنَّهُمْ اِنْطَلَقُوْا اِلَى اٰيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ–

২৯০৩. অনুচ্ছেদ ঃ খারিজী সম্প্রদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন-তাদেরকে কী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত। (৯ ঃ ১১৫) ইব্‌ন উমর (রা) তাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তিনি বলেছেন, তারা এমন কিছু আয়াতকে মু'মিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে যা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ

٦٤٦١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ عَلِىٌّ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

حَدِيْثًا ، فَوَ اللّٰهِ لاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ ، وَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ ، حُدَّاثُ الْاَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْاَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ ، حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِى قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

৬৪৬১ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) ...... সুয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহ্‌র কসম! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে।

٦٤٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا اَتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَسَاَلاَهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ اَسَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ اَدْرِى مَا الْحَرُوْرِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَخْرُجُ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ اَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمُرُوْقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِى اِلَى سَهْمِهِ اِلَى نَصْلِهِ اِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِى الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَىْءٌ–

৬৪৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ সালামা ও আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে এলেন। তারা তাঁকে 'হারূরিয়্যা' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হারূরিয়্যা কি তা আমি জানি না। তবে নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি। উম্মতের মধ্যে বের হবে। তার থেকে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে কথাটি বলেননি। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারী তীরের প্রতি, তার অগ্রভাগের প্রতি, তীরের মুখে বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করে, তীরের ছিলার বেলায়ও সন্দেহ হয় যে তাতে কিছু রক্ত লেগে রইল কি না।

٦٤٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُوْرِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

৬৪৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারুরিয়্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারা ইসলাম থেকে এরূপ বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়।

٢٩٠٤ بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَاَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

২৯০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে লোকেরা তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে

٦٤٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيْمِىُّ فَقَالَ اَعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِى فَاَضْرِبُ عُنُقَهُ ، قَالَ دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى رِصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى نَضِيِّهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اِحْدٰى يَدَيْهِ اَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْاَةِ اَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهُ جِىْءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِى نَعَتَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ-

৬৪৬৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).........আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন কিছু বণ্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুলখুওয়ায়সিরা তামীমী এল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি তা হলে আর কে ইন্সাফ করবে? উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাথীবৃন্দ রয়েছে। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা

দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের পরে লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কালে তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায়। অথবা বলেছেন, বাড়তি গোশতের টুক্‌রার ন্যায়। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব হবে। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন নবী ﷺ প্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ঃ ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদ্‌কা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে (৯ ঃ ৫৮)।

٦٤٦٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاَهْوٰى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ–

৬৪৬৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... ইউসায়ের ইব্‌ন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়েফ (রা)- কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নবী ﷺ-কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কাওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

٢٩٠٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوٰهُمَا وَاحِدَةٌ

২৯০৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ কস্মিনকালেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন

٦٤٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ–

৬৪৬৬ আলী (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এমন দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, যাদের দাবি হবে অভিন্ন।

٢٩٠٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَاوِّلِيْنَ

২৯০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে

٦٤٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا

سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِى حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ ، فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ اَوْ بِرِدَائِى فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ ؟ قَالَ اَقْرَانِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَانِى هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَا سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا ، وَاَنْتَ اَقْرَاْتَنِى سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اِقْرَا يَا هِشَامُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَا يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ–

৬৪৬৭ আবূ আবদুল্লাহ্ (র) .... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তার পড়ার প্রতি কর্ণপাত করলাম, (আমি লক্ষ্য করলাম) যে, তিনি এর অনেকগুলো অক্ষর এমন পদ্ধতিতে পড়ছেন, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পড়াননি। ফলে আমি তাকে সালাতের মাঝেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে তার চাদর দিয়ে অথবা বললেন আমার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম, তোমাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন যা তোমাকে পড়তে শুনেছি। তারপর আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান এরূপ অক্ষর দিয়ে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। আর আপনি তো আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। (আর বললেন) হে হিশাম! তুমি পড় তো। হিশাম তার কাছে এভাবেই পড়লেন, যেভাবে তাকে তা পড়তে আমি শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তুমিও পড়। আমি পড়লাম। তখন তিনি বললেন ঃ এভাবেও নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর বললেন ঃ এ কুরআন সাত (রকমে কিরাআতের দিক দিয়ে) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাই যে পদ্ধতিতেই সহজ হবে সে পদ্ধতিতেই তোমরা তা পড়বে।

٦٤٦٨ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِى عَلِى يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

৬৪৬৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইয়াহ্ইয়া (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ ঃ ৮২), তখন তা নবী ﷺ-এর সাহাবাদের জন্য গুরুতর মনে হল। তারা বলল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করে না? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা যেভাবে ধারণা করছ তা তেমন নয়। বরং এটা হচ্ছে তদ্রূপ যেমন লুকমান (আ) তার পুত্রকে বলেছিলেন ঃ হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করো না। শির্‌ক তো চরম জুল্‌ম (সীমালংঘন) (৩১ ঃ ১৩)

٦٤٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ غَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ تَقُوْلُوْهُ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُ لاَ يُوَافِىْ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৬৪৬৯ আবদান (র) ...... ইতবান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যূষে আমার কাছে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইব্ন দুখ্‌শুন কোথায়? আমাদের এক ব্যক্তি বলল, সে তো মুনাফিক; সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এ কথা বলনি যে, সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যে কোন বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ কথা নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

٦٤٧٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلاَنٍ قَالَ تَنَازَعَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ اَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِحِبَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِى جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ يَعْنِى عَلِيًّا، قَالَ مَا هُوَ لاَ اَبَالَكَ ، قَالَ شَىْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ ، قَالَ مَا هُوَ ؟ قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَاَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ حَاخٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ فَاِنَّ فِيْهَا

اِمْرَاةً مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَأْتُوْنِى بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلَى اَفْرَاسِنَا حَتّٰى اَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسِيْرُ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا وَقَدْ كَانَ كَتَبَ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِى مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِى كِتَابٌ فَاَنَخْنَا بِهَا بَعِيْرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِى رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبِى مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَلَفَ عَلِىٌّ وَالَّذِى يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لاُجَرِّدَنَّكِ فَاَهْوَتْ اِلَى حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَتِ الصَّحِيْفَةَ فَاَتَوْا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِى فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِى اَنْ لاَ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلَكِنِّى اَرَدْتُ اَنْ يَكُوْنَ لِى عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ اَهْلِى وَمَالِى وَلَيْسَ مِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ اِلاَّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُوْلُوْا لَهُ اِلاَّ خَيْرًا قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِى فَلاَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ اَوَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ اَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَبُو عَبْدُ اللّٰهِ خَاخٍ اَصَحُّ وَلَكِنَّ كَذَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ حَاجٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَحَاجٍ تَصْحِيْفٌ وَهُوَ تَوْضَعَ وَهُشَيْمٌ يَقُوْلُ خَاخٍ-

৬৪৭০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... জনৈক রাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক কারণে আবূ আবদুর রহমান ও হিব্বান ইব্ন আতিয়্যার মাঝে ঝগড়া বাঁধে। আবূ আবদুর রহমান হিব্বানকে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, কোন্ বিষয়টি আপনার সাথীকে রক্তপাতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। সাথী, অর্থাৎ আলী (রা)। সে বলল, সে কি! তোমার পিতা জীবিত না থাকুক।[১] আবূ আবদুর রহমান বলল, তা আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। হিব্বান বলল, সে কি ? আবূ আবদুর রহমান বলল, যুবায়র, আবূ মারছাদ এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠালেন। আমরা সকলেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা রওয়ায়ে হাজ পর্যন্ত যাবে। আবূ সালামা (র) বলেন, আবূ আওয়ানা (র) অনুরূপই বলেছেন। তথায় একজন মহিলা রয়েছে, যার কাছে হাতিব ইব্ন আবূ বাল্তা'আ (রা)-এর তরফ থেকে (মক্কার) মুশরিকদের কাছে প্রেরিত একখানা চিঠি আছে। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আমাদের ঘোড়ায় চড়ে রওনা

১. এটি একটি আরবী প্রবাদ।

দিলাম। অবশেষে আমরা তাকে ঐ স্থানেই পেলাম, যে স্থানের কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। সে তার উটে চলছে। আবূ বালতা'আ (রা) মক্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে রওনা হওয়া সম্পর্কিত সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। আমরা বললাম, তোমার সাথে যে পত্র রয়েছে তা কোথায় ? সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসালাম এবং তার হাওদায় খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। তখন আমার সঙ্গী দু'জন বলল, তার সাথে তো আমরা কোন পত্র দেখছি না। আমি বললাম, আমরা অবশ্যই জানি যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলেননি। তারপর আলী (রা) এই বলে কসম করে বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার নামে কসম করা হয়! অবশ্যই তোমাকে চিঠি বের করে দিতে হবে। নতুবা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। তখন সে তার চাঁদর বাঁধা কোমরের প্রতি নিবিষ্ট হল এবং (সেখান থেকে) পত্রটি বের করে দিল। তারা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে হাতিব! এ কাজে তোমাকে কিসে প্রবৃত্ত করেছে ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখব না। আসল কথা হচ্ছে, আমি চাচ্ছিলাম যে, কাওমের (মক্কাবাসী) প্রতি আমার কিছুটা অনুগ্রহসূচক কাজ হোক যার বদৌলতে আমার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষা পায়। আপনার সাথীদের প্রত্যেকেরই সেখানে স্বগোত্রীয় এমন লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কোন মন্তব্য করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয় ? তুমি কি করে জানবে ? আল্লাহ্ তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে ফেলেছি। এ কথা শুনে উমর (রা)-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন, خاخ বিশুদ্ধতম। তবে আবূ আওয়ানা (র) অনুরূপ حاج– বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী) (র)] বলেছেন خاخ বিকৃতি। আর এটি একটি স্থান। হুশায়ম (র) خاخ বলেছেন।

كِتَابُ الْاِكْرَاهِ

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِكْرَاهِ

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ اَلاٰيَةَ . وَقَالَ : اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً وَهِىَ تَقِيَّةٌ ، وَقَالَ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِى اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجَرُوْا فِيْهَا اِلَى قَوْلِهِ عَفُوًّا غَفُوْرًا وَقَالَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اِلَى قَوْلِهِ نَصِيْرًا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَذَرَ اللّٰهُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَمْتَنِعُوْنَ مِنْ تَرْكِ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا اُمِرَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوْصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَىْءٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرُ وَالشَّعْبِىُّ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তবে তার জন্য নয় (যাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে) বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত। আর যে সত্য প্রত্যাখ্যানে হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ ঃ ১০৬)। আল্লাহ্ বলেন ঃ তবে যদি তোমরা তাদের নিকট হতে কোন ভয়ের আশংকা কর আর تقية....... একই অর্থ (৩ ঃ ২৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ যারা নিজেদের উপর জুল্ম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে। তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে আল্লাহ্র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না ?..... আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল পর্যন্ত (৪ ঃ ৯৭-৯৯)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য ? যারা বলে..... সহায় পর্যন্ত। (৪ ঃ ৭৫)

আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ অসহায়দেরকে ক্ষমার্হ বলে চিহ্নিত করেছেন। যারা আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি এমনই অসহায় হয় যে, সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না, যার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। হাসান (র) বলেন ঃ তকিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত। ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যাকে জালিমরা বাধ্য করার দরুন সে তালাক প্রদান করে ফেলে তা কিছুই নয়। ইব্ন উমর (রা), ইব্ন যুবায়র (রা) শা'বী (র) এবং হাসান (র)-ও এ মত পোষণ করেন। আর নবী ﷺ বলেছেন ঃ সকল কাজই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত

٦٤٧١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلاَلٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اُسَامَةَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِّى يُوْسُفَ-

৬৪৭১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতে দোয়া করতেন। হে আল্লাহ্! আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবী'আ, সালামা ইব্ন হিশাম, ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! অসহায় মু'মিনদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর তোমার পাঞ্জা কঠোর করে নাও এবং তাদের ওপর ইউসুফের দুর্ভিক্ষের বছরসমূহের ন্যায় বছর চাপিয়ে দাও।

٢٩٠٧ بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

২৯০৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুফরী কবূল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়

٦٤٧٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الاِيْمَانِ ، اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ ، وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ-

৬৪৭২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব তায়েফী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা। ৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করে।

٦٤٧٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُنِى وَاِنَّ عُمَرَ مُوْثِقِى عَلَى الْاِسْلاَمِ وَلَوِ انْفَضَّ اُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْفَضَّ -

৬৪৭৩ সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান (র)...... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি মনে করি উমর (রা)-এর কঠোরতা আমাকে ইসলামের উপর অনড় করে দিয়েছে। তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যা করেছ তাতে যদি উহুদ পাহাড় ফেটে যেত তা হলে তা সঙ্গতই হত।

٦٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ اَلاَّ تَدْعُوْلَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَاْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهُ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৬৪৭৪ মুসাদ্দাদ (র)...... খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে কোন বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, (আমাদের জন্য কি) সাহায্য কামনা করবেন না ? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না ? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য যমীনে গর্ত করা হত। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দু'টুক্‌রা করে ফেলা হত। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড্ডি খসানো হত। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহ্‌র কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সান'আ থেকে হায্‌রামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে কিন্তু তোমরা তো তাড়াহুড়া করছ।

٢٩٠٨ بَابُ فِى بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِى الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

২৯০৮. অনুচ্ছেদ ঃ জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো

٦٤٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذٰلِكَ أُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّى أُرِيْدُ اَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৬৪৭৫ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা ইহুদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং বায়তুল-মিদ্‌রাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এটাই আমি চাই। তারপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার তা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর বললেন ঃ তোমরা জেনে রেখো যে, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

٢٩٠٩ بَابُ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ قَالَ اللّٰهُ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الْاٰيَةَ

২৯০৯. অনুচ্ছেদ ঃ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা দাসীগণকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। ...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ ঃ ৩৩)

٦٤٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا -

৬৪৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (রা)...... খান্‌সা বিন্‌ত খিযাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে তার পিতা (অনুমতি ব্যতীত) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। কিন্তু এ বিয়ে তার পছন্দ হল না। তাই সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তার এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দিলেন।

٦٤٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اَبِى عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يُسْتَامَرُ النِّسَاءُ فِى اَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَامَرُ فَتَسْتَحِىْ فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا اِذْنُهَا -

৬৪৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলাদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন ঃ তার নীরবতাই তার অনুমতি।

٢٩١٠. بَابُ اِذَا اُكْرِهَ حَتّٰى وَهَبَ عَبْدًا اَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَاِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فِيْهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذٰلِكَ اِنْ دَبَّرَهُ

২৯১০. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না। কেউ কেউ অনুরূপ রায় পোষণ করেন। অপর দিকে তার মতে ক্রেতা যদি এতে কিছু মানত করে তাহলে তা কার্যকর হবে। অনুরূপ তাকে যদি মুদাব্বর বানিয়ে নেয় তাহলে তা কার্যকর হবে

٦٤٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ –

৬৪৭৮ আবূ নু'মান (র) ...... জাবিব (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী ব্যক্তি তার এক গোলাম মুদাব্বর বানিয়ে দেয়। অথচ তার এ ছাড়া অন্য কোন মাল ছিল না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ কে আমার কাছ থেকে এ গোলাম ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। রাবী বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঐ গোলামটি কিব্‌তী গোলাম ছিল এবং (ক্রয়ের) প্রথম বছরই মারা যায়।

٢٩١١ بَابُ مِنَ الْاِكْرَاهِ كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ

২৯১১. অনুচ্ছেদ ঃ 'ইকরাহ্‌' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কুরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিন্ন

٦٤٧٩ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِىُّ وَحَدَّثَنِى عَطَاءٌ اَبُوْ الْحَسَنِ السُّوَائِىُّ وَلَا اَظُنُّهُ اِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا اَلْاٰيَةَ قَالَ كَانُوْا اِذَامَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَاِنْ شَاؤُا زَوَّجَهَا ، وَاِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوِّجْهَا ، فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى ذٰلِكَ –

৬৫২৩ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٦٥٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا لاَتَضُرُّهُ ، وَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيَتَرَاٰاٰى بِى-

৬৫২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ও খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যে কেউ এমন কিছু দেখবে, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুক ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٦٥٢٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاٰى الْحَقَّ ، تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ-

৬৫২৫ খালিদ ইব্ন খালিয়্যি (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিকই দেখে। ইউনুস ও ইব্ন আখীয্ যুহরী (র) যুবায়দীর অনুসরণ করেছেন।

٦٥٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاٰى الْحَقَّ ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِىْ-

৬৫২৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٢٩٣٩ بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ ، رَوَاهُ سَمُرَةُ

২৯৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালীন স্বপ্ন। সামুরা (রা) এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٦٥٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُعْطِيْتُ

مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ اِذْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ حَتّٰى وُضِعَتْ فِىْ يَدِى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَقِلُوْنَهَا-

৬৫২৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মিকদাম ইজলী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থপূর্ণ বাক্য দান করা হয়েছে। এবং আমাকে প্রভাব সঞ্চারী প্রকৃতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। কোন এক রাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম। ইত্যবসরে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে এনে আমার হাতে রাখা হলো। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেছেন। আর তোমরা উক্ত ভাণ্ডারসমূহ হস্তান্তর করে চলছ।

٦٥٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِىْ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا يَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلٰى رَجُلَيْنِ اَوْعَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ اِذَا اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ-

৬৫২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাতে আমাকে কা'বার কাছে স্বপ্ন দেখানো হল। তখন আমি গৌর বর্ণের সুন্দর এক পুরুষকে দেখলাম। তার মাথায় অতি চমৎকার লম্বা লম্বা চুল ছিল, যেগুলো আঁচড়িয়ে রেখেছে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। তিনি দু'ব্যক্তির ওপর অথবা বলেছেন, দু'ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর করে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? বলা হল ঃ মাসীহ্ ইব্‌ন মরিয়ম। এরপর অপর এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। সে ছিল কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, ডান চোখ কানা, চোখটি যেন (পানির ওপর) ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল মাসীহ্ দাজ্জাল।

٦٥٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اُرِيْتُ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ * وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ * وَقَالَ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَوْ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

وَقَالَ شُعَيْبُ وَاسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ مَعْمَرٌ لاَ يُسْنِدُهُ حَتّٰى كَانَ بَعْدُ-

৬৫২৯ ইয়াহ্ইয়া (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি। এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইব্ন কাসীর, ইব্ন আখীয যুহরী ও সুফ্য়ান ইব্ন হুসায়ন (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইউনুস (র) এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র).....ইব্ন আব্বাস অথবা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন শুআয়ব, ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। মা'মার (র) প্রথমে এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে করতেন।

٢٩٤٠. بَابُ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ-

২৯৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা। ইব্ন আউন (র) ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিনের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের মত

٦٤٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اسْحٰقُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِي الْاُوْلٰى ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ-

৬৫৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই উম্মে হারাম বিনত মিলহান (রা)-এর ঘরে যেতেন। আর সে ছিল উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তার কাছে এলেন। সে তাঁকে খানা খাওয়াল। তারপর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হেসে হেসে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত সাগরের মধ্যে জাহাজের ওপর আরোহণ করে বাদশাহ্‌র সিংহাসনে অথবা বাদশাহ্‌দের মত তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট। ইসহাক রাবী সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর আবার তিনি মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হেসে হেসে জেগে উঠলেন। আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত আমার একদল উম্মতকে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় এ দল সম্পর্কেও বললেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এ দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম দলভুক্ত। উম্মে হারাম (রা) মু'আবিয়া ইব্‌ন সুফিয়ান (রা)-এর আমলে সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে পেরিয়ে আসার সময় আপন সাওয়ারী থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যান।

٢٩٣١ بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ

২৯৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের স্বপ্ন

٦٥٣١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوْا الْمُهَاجِرِيْنَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِيْ أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِيْ أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللّٰهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا هُوَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِيْ، فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَا أُزَكِّيْ بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا-

৬৫৩১ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)..... খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল আলা নাম্নী জনৈকা আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে জানান যে, আনসারগণ লটারির মাধ্যমে মুহাজিরগণকে ভাগ করে নিয়েছিল। আমাদের ভাগে আসলেন উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)। আমরা তাকে আমাদের ঘরের মেহমান বানিয়ে নিলাম। এরপর তিনি এমন এক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন যে, সে ব্যথায় তার মৃত্যু হল। মারা যাবার পর তাঁকে গোসল দেওয়া হল। তাঁর কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরানো হল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার

ওপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক, হে আবূ সাইব! আমার সাক্ষ্য তোমার বেলায় এটাই যে আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! তাহলে কাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর ব্যাপার তো হল, তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র কসম! তার জন্য আমি কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আগামীতে কখনো কারো বিশুদ্ধতার প্রত্যয়ন করব না।

٦٥٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا ، وَقَالَ مَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَاَحْزَنَنِيْ فَنِمْتُ ، فَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِيْ ، فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ–

৬৫৩২ আবুল ইয়ামান (র)......... যুহরী (র) থেকে এ হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি জানি না, তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আমি এতে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা তার আমল।

٢٩٤٢ بَابُ اَلْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

২৯৪২. অনুচ্ছেদ ঃ খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন যেন তার বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়

٦٥٣٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمُ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ–

৬৫৩৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়, তখন সে যেন তার বামদিকে থু থু ফেলে এবং এ স্বপ্ন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি সাধন করবে না।

٢٩٤٣ بَابُ اللَّبَنِ

২৯৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে দুধ দেখা

٦٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لاَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ اَظَافِيْرِىْ ، ثُمَّ اُعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৩৪ আবদান (র).......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা হাযির করা হল, আমি তা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তারপর অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বললেন ঃ ইল্‌ম।

٢٩٤٤ بَابُ اِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِىْ اَطْرَافِهِ اَوْ اَظَافِيْرِهِ-

২৯৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়

٦٥٣٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لاَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ اَطْرَافِىْ فَاَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৩৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হল। আমি তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পান করলাম। এমনকি তৃপ্তির চিহ্ন আমার চতুর্দিক দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। অতঃপর অবশিষ্টাংশ উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। তাঁর আশেপাশের লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করছেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন ঃ ইল্‌ম।

٢٩٤٥ بَابُ الْقَمِيْصِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে জামা দেখা

٦٥٣٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا

مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ ، وَمَرَّ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا مَا اَوَّلْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ-

৬৫৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)......... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। একদল লোককে স্বপ্নে দেখলাম, তাদেরকে আমার কাছে আনা হচ্ছে। আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত, আর কারো কারো তার নিচ পর্যন্ত। উমর ইব্‌ন খাত্তাব আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তার গায়ে যে জামা ছিল তা মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ দীন।

٢٩٤٦ بَابُ جَرِّ الْقَمِيْصِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৬ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা

٦٥٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجْتَرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ-

৬৫৩৭ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)......... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি একদা নিদ্রিত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার কাছে একদল লোক পেশ করা হল, আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত। আর কারো কারো এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে এমতাবস্থায় আমার কাছে পেশ করা হলো যে, সে তার গায়ের জামা হেঁচড়িয়ে চলছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন ঃ দীন।

٢٩٤٧ بَابُ الْخُضَرِ فِى الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

২৯৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা

٦٥٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا مَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ اِنَّمَا رَاَيْتُ كَاَنَّمَا عَمُوْدٌ وُضِعَ فِىْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيْهَا وَفِىْ رَاْسِهَا عُرْوَةٌ

وَفِىْ اَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ ، وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيْفُ ، فَقِيْلَ ارْقَهْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُوْتُ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-

৬৫৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র)....... কায়স ইব্ন উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মজলিসে ছিলাম। যেখানে সাদ ইব্ন মালিক (রা) এবং ইব্ন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। লোকেরা বলল, ঐ লোকটি জান্নাতবাসীদের একজন। আমি তাঁকে বললাম, লোকেরা এরূপ এরূপ বলছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তাদের জন্য শোভা পায় না যে, তারা এমন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে, যে বিষয় সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেন একটা স্তম্ভ একটি সবুজ বাগিচায় রাখা হয়েছে এবং সেটা যেথায় স্থাপন করা হয়েছে তার শিরোভাগে একটি রশি ছিল। আর নিচের দিকে ছিল একজন খাদেম। 'মিনসাফ' অর্থ খাদেম। বলা হল, এ স্তম্ভ বেয়ে উপরে আরোহণ কর। আমি উপরের দিকে আরোহণ করতে করতে রশিটি ধরে ফেললাম। এরপর এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ মযবূত রশি ধারণকারী অবস্থায় মারা যাবে।

٢٩٤٨ بَابُ كَشْفِ الْمَرْاَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন

٦٥٣٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اِذَا رَجُلٌ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ فَاَكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ-

৬৫৩৯ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাকে আমায় দু'বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে এবং বলছে ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তার নিকাব উন্মোচন করে দেখতে পাই যে ঐ মহিলাটি তুমিই এবং আমি বলছি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা হলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

٢٩٤٩ بَابُ الْحَرِيْرِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা

٦٥٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَاَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هُوَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ

اللّٰهِ يُمْضِهِ ، ثُمَّ أُرِيْتُكِ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ–

৬৫৪০ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাকে (আয়েশাকে) শাদী করার পূর্বেই দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফেরেশ্তা তোমাকে রেশমী এক টুক্‌রা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন করুন। যখন সে নিকার উন্মোচন করল তখন আমি দেখতে পেলাম যে, উক্ত মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম, এটা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। এরপর আবার আমাকে দেখানো হল যে, ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুক্‌রা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি (তার নিকাব) উন্মোচন করুন। সে তা উন্মোচন করলে আমি দেখতে পাই যে, উক্ত মহিলা তুমিই। তখন আমি বললাম ঃ এটা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

٢٩٥٠ بَابُ الْمَفَاتِيْحِ فِى الْيَدِ

২৯৫০. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা

٦٥٤١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّبَلَغَنِىْ اَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ الْاُمُوْرَ الْكَثِيْرَةَ الَّتِىْ كَانَتْ تُكْتَبُ فِى الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِى الْاَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْاَمْرَيْنِ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ–

৬৫৪১ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভীতি উদ্রেককারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারসমূহের চাবি পেশ করে আমার সামনে রাখা হল। (আবূ আবদুল্লাহ্) মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী'-এর অর্থ হল, আল্লাহ্‌র অনেক বিষয় যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা হত — একটি অথবা দু'টি বিষয়ে সন্নিবেশিত করে দেন। অথবা এর অর্থ অনুরূপ কিছু।

٢٩٥١ بَابُ التَّعْلِيْقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

২৯৫১ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা

٦٥٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِى خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَاَيْتُ كَاَنِّىْ فِى رَوْضَةٍ وَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُوْدٌ فِى اَعْلَى الْعَمُوْدِ عُرْوَةٌ ، فَقِيْلَ لِى اَرْقَهُ، قُلْتُ لاَ اَسْتَطِيْعُ، فَاَتَانِى وَصِيْفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِى فَرَقِيْتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَاَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْاِسْلاَمِ ، وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى لاَتَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ-

৬৫৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও খলীফা (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি একটি বাগিচায় আছি। বাগিচার মাঝখানে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের শিরোভাগে একটি হাতল। তখন আমাকে বলা হল, উপরের দিকে উঠ। আমি বললাম, পারছি না। তখন আমার কাছে একজন খাদেম আসল এবং আমার কাপড় গুটিয়ে দিল। আমি উপরের দিকে উঠতে উঠতে হাতলটি ধরে ফেললাম। হাতলটি ধরে থাকা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। অতঃপর এ স্বপ্ন নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ ঐ বাগিচা ইসলামের বাগিচা, ঐ স্তম্ভ ইসলামের স্তম্ভ, আর ঐ হাতল হল মযবুত হাতল। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

٢٩٥٢ بَابُ عَمُوْدُ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

২৯৫২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখা

٢٩٥٣ بَابُ الْاِسْتَبْرَقُ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা

٦٥٤٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ فِى يَدِى سَرَقَةً مِنْ حَرِيْرٍ لاَ اَهْوِى بِهَا اِلَى مَكَانٍ فِى الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ بِى اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ اَوْ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ-

৬৫৪৩ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই, আমার হাতে যেন রেশমী এক টুক্‌রা কাপড়। জান্নাতের যে স্থানেই তা আমি নিক্ষেপ করি তা আমাকে সে স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ স্বপ্ন আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অথবা বললেন ঃ আবদুল্লাহ্ তো একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

٢٩٥٤ بَابُ الْقَيْدِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৪ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে বন্ধন দেখা

٦٥٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَاِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَقُوْلُ هٰذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى اَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلَّ فِى النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُوْنُسُ وَهِشَامٌ وَاَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِى الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ عَوْفٍ اَبْيَنُ وَقَالَ يُوْنُسُ لاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْقَيْدِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ تَكُوْنُ الْاَغْلاَلُ اِلاَّ فِى الْاَعْنَاقِ-

৬৫৪৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুয়তের কোন কিছুই অবাস্তব হতে পারে না। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি এরূপ বলছি। তিনি বলেন, এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্ন তিন প্রকার, মনের কল্পনা, শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র তরফ হতে সুসংবাদ। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। বরং উঠে যেন (নফল) সালাত আদায় করে নেয়। রাবী বলেন, স্বপ্নে শৃংখল দেখা অপছন্দনীয় মনে করা হত এবং পায়ে বেড়ি দেখাকে তারা পছন্দ করতেন। বলা হত, পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা হলো দীনের ওপর অবিচল থাকা। কাতাদা, ইউনুস, হিশাম ও আবূ হিলাল (র) — আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ এসবকে হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (পক্ষান্তরে) আউদের বর্ণনা কৃত হাদীস সুস্পষ্ট। ইউনুস (র) বলেছেন, আমি বন্ধনের ব্যাখ্যাকে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকেই মনে করি। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, শৃংখল গলদেশেই বাঁধা হয়।

٢٩٥٥ بَابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা

٦٥٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ الْعَلاَءِ وَهِىَ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فِى السُّكْنٰى حَيْثُ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنٰى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى تُوُفِّىَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِى اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبُ فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ، قَالَ وَمَا يُدْرِيْكِ ؟ قُلْتُ لاَ اَدْرِى وَاللّٰهِ ، قَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ ، اِنِّى لاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللّٰهِ ،وَاللّٰهِ مَا اَدْرِى وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِى وَلاَ بِكُمْ قَالَتْ اُمُّ الْعَلاَءِ فَوَاللّٰهِ لا اُزَكِّى اَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ فِى النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِى فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِى لَهُ-

৬৫৪৫ আবদান (র) .... তাদেরই এক মহিলা উম্মুল আলা (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন — থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুহাজিরদের বাসস্থান নিরূপণের জন্য আনসারগণ লটারী দিলেন, তখন আমাদের ঘরে বসবাসের জন্য উসমান ইব্ন মাযউন (রা) আমাদের ভাগে পড়েন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি। অবশেষে তিনি মারা যান। এরপর আমরা তাকে তার কাপড় দিয়েই কাফন পরিয়ে দেই। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আবূ সাইব! তোমার ওপর আল্লাহ্র রহমত হোক। তোমার বেলায় আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তা কি করে জানলে? আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না। তিনি বললেন ঃ তার তো মৃত্যু হয়ে গেছে, আমি তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আর কখনও কারো শুদ্ধচিত্ততা প্রত্যয়ন করব না। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি স্বপ্নে উসমান (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তাঁর 'আমল' তার জন্য জারি থাকবে।

٦٩٥٦ بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتّٰى يَرْوَى النَّاسُ ، رَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

২৯৫৬ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নযোগে কূপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যায়। নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কীয় হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন

٦٥٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَا اِذْ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ الدَّلْوَ ، فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ ، وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ

اَبِى بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِى يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرْيَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৬৫৪৬ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন কাসীর (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমি একটি কূপের পাশে বসে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করছি। ইত্যবসরে আমার কাছে আবূ বকর ও উমর আসল। আবূ বকর বালতিটি হাতে নিয়ে এক বা দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর আবূ বকরের হাত থেকে উমর তা গ্রহণ করল। তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মঠ দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

٢٩٥٧ بَابُ نَزْعِ الذَّنُوْبِ وَالذَّنُوْبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

২৯৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা

٦٥٤٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِى اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَاَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرْيَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৬৫৪৭ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ...... সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি লোকদেরকে সমবেত হতে দেখলাম। তখন আবূ বকর দাঁড়িয়ে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করল। আর তার উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবনুল খাত্তাব দাঁড়াল। আর তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি লোকদের মধ্যে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মঠ কাউকে দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলি নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

٦٥٤٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدٌ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِى عَلٰى قَلِيْبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِى قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৬৫৪৮ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি কূপের পাশে রয়েছি। আর এর নিকট একটি বালতি রয়েছে। আমি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করলাম — যতখানি আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল। এরপর বালতিটি ইব্ন আবূ কুহাফা গ্রহণ করেন। তিনি কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করেন। তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। তারপর বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। তখন তা উমর ইব্নুল খাত্তাব গ্রহণ করল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উত্তোলন করতে দেখিনি। অবশেষে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

٢٩٥٨ بَابُ الْاِسْتِرَاحَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা

٦٥٤٩ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ اَنِّى عَلٰى حَوْضٍ اَسْقِى النَّاسَ فَاَتَانِى اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِى لِيُرِيْحَنِى فَنَزَعَ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُلَهُ فَاَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَاَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتّٰى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ-

৬৫৪৯ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি হাউযের কাছ থেকে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছি। তখন আমার কাছে আবূ বকর আসল। আমাকে বিশ্রাম দেওয়ার নিমিত্ত আমার হাত থেকে সে বালতিটি নিয়ে গেল এবং দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইব্নুল খাত্তাব এসে তার কাছ থেকে তা নিয়ে নিল এবং পানি উত্তোলন করতে থাকল। অবশেষে লোকেরা (পরিতৃপ্ত হয়ে) ফিরে গেল, অথচ হাউযের পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

٢٩٥٩ بَابُ الْقَصْرِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা

٦٥٥٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ ، رَاَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ ، فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّا اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، قُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اَعَلَيْكَ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ-

৬৫৫০ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি এক সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। তাই আমি ফিরে এলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এ কথা শুনে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! হে আল্লাহ্র রাসূল (আপনার উপরেও কি) আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

٦٥٥١ حَدَّثَنِى عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَا مَنَعَنِى اَنْ اَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ الاَّ مَا اَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ وَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ-

৬৫৫১ আমর ইব্ন আলী (র)......... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি আমাকে একটা স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? তারা বলল, কুরাইশের জনৈক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাত্তাব! এ প্রাসাদে ঢুকতে আমাকে কিছুই বাধা দিচ্ছিল না। কেবল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ, যা আমার জানা ছিল। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

٢٩٦٠. بَابُ الْوَضُوْءِ فِى الْمَنَامِ

২৯৬০. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ওযূ করতে দেখা

٦٥٥٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ، قَالُوْا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِاَبِى وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ-

৬৫৫২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম এবং (দেখতে পেলাম) যে একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযূ করছে। আমি বললাম ঃ এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে আমি ফিরে এলাম। তা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব?

٢٩٤١ بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৬১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা

٦٥٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِى اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبِطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَاْسُهُ مَاءً ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ-

৬৫৫৩ আবুল ইয়ামান (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। তখন আমি আমাকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ রত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন সময় সোজা চুল বিশিষ্ট একজন পুরুষকে দু'জন পুরুষের মাঝখানে দেখলাম, যার মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তারা বলল, ইব্ন মারিয়াম। এরপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। এ সময় একজন লাল বর্ণের মোটাসোটা, কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট, ডানচোখ কানা ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চোখটি যেন ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? তারা বলল, এ হচ্ছে দাজ্জাল। তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হল ইব্ন কাতান। আর ইব্ন কাতান হল বনূ মুস্তালিক গোত্রের খুযাআ বংশের একজন লোক।

٢٩٦٢ . بَابُ اِذَا اَعْطٰى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِى النَّوْمِ

২৯৬২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া

٦٥٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّى لَاَرَى الرِّىَّ يَجْرِى ، ثُمَّ اَعْطَيْتُ عُمَرَ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمُ-

৬৫৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম, দুধের একটা পেয়ালা আমাকে দেওয়া হল। তা থেকে আমি (এত বেশি) পান করলাম যে, আমাতে তৃপ্তির চিহ্ন প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর (অবশিষ্টাংশ) উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি প্রদান করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন ঃ ইল্ম।

٢٩٦٣ بَابُ الْاَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِى الْمَنَامِ

২৯৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা

٦٥٥٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُصُّوْنَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَاَنَا غُلاَمٌ حَدِيْثُ السِّنِّ وَبَيْتِى الْمَسْجِدُ قَبْلَ اَنْ اَنْكِحَ ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَاَيْتَ مِثْلَ مَايَرَى هٰؤُلاَءِ ، فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِىَّ خَيْرًا فَاَرِنِى رُؤْيَا ، فَبَيْنَمَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَنِى مَلَكَانِ فِى يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُقْبِلاَنِ بِى وَاَنَا بَيْنَهُمَا اَدْعُوْ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ اُرَانِى لَقِيَنِى مَلَكٌ فِى يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ اَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ فَانْطَلَقُوْا بِى حَتّٰى وَقَفُوْا بِى جَهَنَّمَ مَطْوِيَّةٌ كَطَىِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُوْنٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَاَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ بِالسَّلاَسِلِ رُؤُسُهُمْ اَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيْهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوْا بِى عَنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ نَافِعٌ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ–

৬৫৫৫ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বেশ কজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে স্বপ্ন দেখতেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ব্যাখ্যা দিতেন যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক। আর বিয়ের আগে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে তুমি তাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখতে। আমি এক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, আমার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত আছে তাহলে আমাকে কোন একটি স্বপ্ন দেখান। আমি ঐ অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) রইলাম। দেখলাম আমার কাছে দু'জন ফেরেশ্তা এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহান্নামের দিকে) অগ্রসর হচ্ছেন। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখান হল যে, একজন ফেরেশ্তা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। সে আমাকে বলল, তোমার

অবশ্যই কোন ভয় নেই। তুমি খুবই ভাল লোক, যদি বেশি করে সালাত আদায় করতে। তারা আমাকে নিয়ে চলল, অবশেষে তারা আমাকে জাহান্নামের (তীরে এনে) দাঁড় করাল, (যা দেখতে) কূপের ন্যায় গোলাকার। আর কূপের ন্যায় এরও রয়েছে অনেক শিং। আর দু'শিং-এর মাঝখানে একজন ফেরেশ্‌তা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহান্নামে) শিকল পরিহিত দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের কতক ব্যক্তিকে তথায় আমি চিনে ফেললাম। অতঃপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আবদুল্লাহ্ তো সৎকর্মপরায়ণ লোক। নাফি' (র) বলেন, এরপর থেকে তিনি সর্বদা বেশি করে (নফল) সালাত আদায় করতেন।

٢٩٦٤ بَابُ الاَخْذِ عَلَى الْيَمِيْنِ فِى النَّوْمِ

২৯৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ডান দিক গ্রহণ করতে দেখা

٦٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ مَنْ رَاَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لِى عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاَرِنِى مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ مَلَكَيْنِ اَتَيَانِى فَانْطَلَقَا بِى فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِى لَنْ تُرَاعَ اِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِى اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَاَخَذَا بِى ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ اَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ-

৬৫৫৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি মসজিদেই রাত্রি যাপন করতাম। আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত তারা তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্! যদি তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে আমাকে কোন স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি নিদ্রা গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে দু'জন ফেরেশতা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে চলল, এরপর তাদের সাথে অপর একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ ঘটল। সে আমাকে বলল, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। তুমি তো একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক। এরপর তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল, এটা যেন কূপের ন্যায় গোলাকার নির্মিত। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক রয়েছে। এদের কতককে আমি চিনতে পারলাম। এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে চলল। যখন সকাল হল, আমি হাফসা (রা)-এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলাম। পরে হাফসা (রা) বললেন যে, তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা

করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোক। (তিনি আরও বলেছেন) যদি সে রাতে বেশি করে সালাত আদায় করত। যুহরী (র) বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) (রা) রাতে বেশি করে সালাত আদায় করতে লাগলেন

٢٩٦٥ بَابُ الْقَدَحِ فِى النَّوْمِ

২৯৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে পেয়ালা দেখা

٦٥٥٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৫৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম, আমার কাছে দুধের একটা পিয়ালা আনা হল। আমি তা থেকে পান করলাম। এরপর আমার অবশিষ্টাংশ উমর ইব্ন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এর ব্যাখ্যা কি প্রদান করেছেন। তিনি বললেন ঃ ..... ইল্ম।

٢٩٦٦ بَابُ اِذَا طَارَ الشَّىْءُ فِى الْمَنَامِ

২৯৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা

٦٥٥٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُرِيْتُ اَنَّهُ وُضِعَ فِى يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَ فَاُذِنَ لِى فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِىُّ الَّذِى قَتَلَهُ فَيْرُوْزُ بِالْيَمَنِ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلِمَةُ-

৬৫৫৮ সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সকল স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে দেখানো হলো যে আমার হাত দু'টিতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়েছে। আমি সে দু'টি কেটে ফেললাম এবং অপছন্দ করলাম। অতঃপর আমাকে অনুমতি প্রদান করা হল, আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম, ফলে উভয়টি উড়ে গেল। আমি চুড়ি দু'টির এ ব্যাখ্যা

প্রদান করলাম যে, দু'জন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার বের হবে। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, এদের একজন হল, আল আন্‌সী যাকে ইয়ামানে ফায়রূয (রা) কতল করেছেন। আর অপরজন হল মুসায়লিমা।

٢٩٦٧ بَابٌ اِذَا رَاى بَقَرًا تُنْحَرُ

২৯৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে গরু যবেহ হতে দেখা

٦٥٥٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِى اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِى اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

৬৫৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি মক্কা থেকে এমন এক স্থানের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, সেই স্থানটি 'ইয়ামামা' অথবা 'হাজার' হবে। অথচ সে স্থানটি হল মদীনা তথা ইয়াসরিব। আর আমি (স্বপ্নে) সেখানে একটি গরু দেখলাম। আল্লাহ্‌র কসম! এটা কল্যাণকরই। গরুর ব্যাখ্যা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাত প্রাপ্ত) মু'মিনগণ। আর কল্যাণের ব্যাখ্যা হল এটাই, যে কল্যাণ আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন এবং সত্যের বিনিময় যা আল্লাহ্ বদর যুদ্ধের পর আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

٢٩٦٨ بَابُ النَّفْخِ فِى الْمَنَامِ

২৯৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ফুঁ দেওয়া

٦٥٦٠ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنُ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اِذْ اُوْتِيْتُ خَزَائِنَ الْاَرْضِ ، فَوُضِعَ فِى يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَىَّ وَاَهَمَّانِى فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذَيْنَ اَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ-

৬৫৬০ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হানযালী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমাকে ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারসমূহ দেওয়া হয়েছে। আর আমার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়, যা আমার কাছে কষ্টকর মনে হল। আর আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তখন আমাকে নির্দেশ করা হল, যেন আমি চুড়ি দু'টিতে ফুঁ দেই। তাই আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলাম (চুড়ি দু'টি উড়ে গেল)। আমি চুড়ি দু'টির ব্যাখ্যা

এভাবে দিলাম যে, (নবুয়তের) দু'জন মিথ্যা দাবিদার রয়েছে, যাদের মাঝখানে আমি আছি। সানআর বাসিন্দা ও ইয়ামামার বাসিন্দা।

٢٩٦٩ بَابٌ اِذَا رَاى اِنَّهُ اَخْرَجَ الشَّىْءَ مِنْ كُوْرَةٍ فَاسْكَنَهُ مَوْضِعًا اُخَرَ

২৯৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে

٦٥٦١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ كَاَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ فَتَاَوَّلْتُ اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلَيْهَا-

৬৫৬১ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যেন এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ নামক স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এটিকে জুহ্ফা বলা হয়। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

٢٩٧٠ بَابُ الْمَرْاَةِ السَّوْدَاءِ

২৯৭০. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা

٦٥٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى رُؤْيَا النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَدِيْنَةِ رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ فَاَوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ-

৬৫৬২ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি দেখেছি এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়েছে। অবশেষে মাহইয়াআ নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী মাহইয়াআ তথা জুহ্ফা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হল।

٢٩٧١ بَابُ الْمَرْاَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

২৯৭১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে এলোমেলো চুলবিশিষ্ট মহিলা দেখা

٦٥٦٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ امْرَاَةً

سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ فَاَوَّلْتُ اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلَيْهَا-

৬৫৬৩ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র).......... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ তথা জুহ্‌ফা নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ দিলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

٢٩٢٧ بَابُ اِذَا رَاىَ اَنَّهُ هَزَّ سَيْفًا فِى الْمَنَامِ

২৯৭২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা

٦٥٦٤ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى رُؤْيَا اِنِّى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَّزْتُهُ اُخْرَى، فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

৬৫৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম একটা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। আর এর মধ্যভাগ ভেঙ্গে গেল। এর ব্যাখ্যা হল বিপদ, যা উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদের ভাগ্যে ঘটেছে। পুনরায় আমি তরবারীটি নাড়লাম। এতে তরবারীটি পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে সুন্দর অবস্থায় ফিরে এল। এর ব্যাখ্যা হল আল্লাহ্‌র দেওয়া বিজয় ও মু'মিনদের ঐক্য।

٢٩٧٣ بَابُ مَنْ كَذَبَ فِى حُلُمِهِ

২৯৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল

٦٥٦٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلْ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ اَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِى اُذُنِهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنَا اَيُّوْبَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِى رُوْيَاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ اَبِى هَاشِمٍ الرَّمَّانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنِ اسْتَمَعَ-

৬৫৬৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি। তাকে দু'টি যবের দানায় গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না। যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল। অথচ তারা এটা পছন্দ করে না অথবা বলেছেন—অথচ তারা তার থেকে পলায়নপর। কিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে কেউ কোন প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। সুফয়ান বলেছেন, আইউব এই হাদীসটি আমাদেরকে মওসুল রূপে বর্ণনা করেছেন।

কুতায়বা (র) বলেন, আবূ আওয়ানা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন মিথ্যা বর্ণনা করে ......।

শু'বা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে কেউ ছবি আঁকে ...... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে .... যে কেউ কান লাগায় ....।

٦٥٦٦ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ–

৬৫৬৬ ইসহাক (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে ...... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে .... যে কেউ ছবি আঁকবে..... অবশিষ্ট হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন.......। হিশাম (র) ইকরামা থেকে ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে খালিদ এর অনুসরণ করেছেন।

٦٥٦٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا.

৬৫৬৭ আলী ইব্‌ন মুসলিম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখার (দাবি করা) যা চক্ষুদ্বয় দেখতে পায়নি।

٢٩٧٤ بَابٌ اِذَا رَاَى مَا يَكْرَهُ فَلاَ يُخْبِرْ بِهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا

২৯৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা

٦٥٦٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِى حَتّٰى سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ وَاَنَا كُنْتُ رَاَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِى حَتّٰى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ ، فَاِذَا رَاَى اَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ اِلاَّ مَنْ يُحِبُّ ، وَاِذَا رَاَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ

بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلاَثًا وَلا يُحَدِّثُ بِهَا اَحَدًا فَانَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

৬৫৬৮ সাঈদ ইব্ন রাবী (র) ...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবূ কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন এমন ব্যক্তির কাছেই বলবে, যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায় এবং তিনবার থু থু ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

٦٥٦٩ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا رَاَى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَانَّهَا مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَاِذَا رَاَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لاَحَدٍ فَانَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

৬৫৬৯ ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহ্র শোকর আদায় করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, মনে করবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

٢٩٧٥ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لاَوَّلِ عَابِرٍ اِذَا لَمْ يُصِبْ

২৯৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা

٦٥٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّي رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ فَاَرَاكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَ بِهِ ، ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَ بِهِ

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِى أَنْتَ وَاللّٰهِ لَتَدَعُنِى فَاعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اعْبُرْ قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ ، وَأَمَّا الَّذِى يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطِفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللّٰهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْبِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْبِهِ فَأَخْبِرْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِى أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا ، قَالَ فَوَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِّى بِالَّذِى أَخْطَأْتُ ، قَالَ لَا تُقْسِمْ-

৬৫৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ বেশি পরিমাণ আবার কেউ কম পরিমাণ। আর দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল ও এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেক জন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহ্র কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ দিবেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর। আবূ বকর (রা) বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন যার সুমিষ্টতা ঝরছে। কুরআন থেকে কেউ বেশি আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হচ্ছে ঐ হক (মহাসত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ্ আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে আরোহণ করবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহ্র রাসূল। আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল ? নবী ﷺ বললেন ঃ কিছু তো ঠিক বলেছ। আর কিছু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন ঃ কসম দিও না।

٢٩٧٦ بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

২৯৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া

٦٥٧١ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ اَبُوْهِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوفُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْرَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلُ لاِصْحَابِهِ هَلْ رَاَى اَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُصَّ وَاَنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ اِنَّهُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِى وَاِنَّهُمَا قَالاَ لِى انْطَلِقْ، وَاِنِّى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِى بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهِ فَيَثْلَغُ رَاْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتَّبِعُ الْحَجَرُ فَيَاخُذُهُ فَلاَيَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ ؟ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ وَاِذَا هُوَ يَاْتِى اَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ اِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ اِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ اِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ اَبُوْرَجَاءٍ فَيَشُقُّ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى، قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ؟ قَالَ قَالا لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ قَالَ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فَاِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَاَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَاِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَاِذَا هُمْ يَاْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاِذَا اَتَاهُمْ ذٰلِكَ اَللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ قَالا لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَاِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَاِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَاِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَاْتِى ذٰلِكَ الَّذِى قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ اَلْحِجَارَةُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَلَهُ فَاهُ فَاَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْاٰةِ كَاَكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْاٰةً وَاِذَا عِنْدَهُ نَارٌ لَهُ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا

هٰذَا ؟ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ، وَاِذَا بَيْنَ ظَهْرَىِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لا اَكَادُ اَرَى رَاْسَهُ طَوْلاً فِى السَّمَاءِ، وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَاَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هذَا مَا هؤُلاءِ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَ رَوْضَةً قَطُّ اَعْظَمَ مِنْهَا وَلا اَحْسَنَ قَالَ قَالاَ لِى ارْقَ فِيْهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبَنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَاَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ، قَالَ قَالاَ لَهُمُ اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِى ذٰلِكَ النَّهَرِ ، قَالَ وَاِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِى كَاَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِى الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِى اَحْسَنِ صُوْرَةٍ ، قَالَ قَالاَ لِى هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَ فَسَمَا بَصَرِى صُعُدًا فَاِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالاَ لِى هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا ذَرَانِى فَاَدْخُلَهُ قَالاَ اَمَّا اْلاٰنَ فَلاَ وَاَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَمَا هٰذَا الَّذِى رَاَيْتُ ؟ قَالَ قَالاَ لِى اَمَا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، اَمَّا الرَّجُلُ اْلاَوَّلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَاْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ، وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ اِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ اِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ اِلَى قَفَاهُ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ اْلاٰفَاقَ ، وَاَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَاِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِى وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَاِنَّهُ اٰكِلُ الرِّبَا ، وَاَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْاٰةِ الَّذِى عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَاِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِى فِى الرَّوْضَةِ فَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَاَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ-

৬৫৭১ মুয়াম্মাল ইব্ন হিশাম আবূ হিশাম (র) ...... সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহ্র ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন ঃ গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা পূর্বের ন্যায় পুনরায় ভাল হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদ্বয়কে) বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ (র) বলেন, আবূ রাজা (র) কোন কোন সময় 'ইয়ুশারশিরু' শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুক্কু' শব্দ বলতেন। এরপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপরদিকের সাথেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের ন্যায় আচরণ করে। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং চুলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন ,চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছে, যে নিজের নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ লোকটি কে? তারা বলল, চলুন, চলুন। আমরা

চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুষ্পার্শ্বে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর ওপরে চড়ুন। আমরা ওপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপনীত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্রী ছিল। যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী মনে হয়। তিনি বলেন, সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মত সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ কুশ্রীতা দূর হয়ে গিয়েছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় একটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্য এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোন মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা হল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর। আর ঐ কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর সে এর চতুষ্পার্শ্বে দৌড়াচ্ছিল, সে হল জাহান্নামের দারোগা, মালিক ফেরেশ্‌তা। আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহীম (আ)। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিত্‌রাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। আর ঐসব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুশ্রী। তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিত্‌না অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিত্না অধ্যায়

٢٩٧٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّٰهِ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

২৯৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা সেই ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপতিত হবে না। এবং যা নবী ﷺ ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করতেন

٦٥٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَتْ اَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا عَلَى حَوْضِي اَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُوْنِي فَاَقُوْلُ اُمَّتِي فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى قَالَ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلَى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ-

৬৫৭২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার হাউযের পাশে আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সম্মুখ থেকে কতিপয় লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার পথ ছেড়ে) পিছনে চলে গিয়েছিল। (বর্ণনাকারী) ইব্ন আবূ মুলায়কা বলেন ঃ হে আল্লাহ্! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিত্নায় পতিত হওয়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٦٥٧٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ اِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى اِذَا اَهْوَيْتُ لِاُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوْا دُوْنِي فَاَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَصْحَابِي يَقُوْلُ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ-

৬৫৭৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি হাউযে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন না।

٦٥٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ فَسَمِعَنِى النُّعْمَانُ بْنُ اَبِى عَيَّاشٍ وَاَنَا اُحَدِّثُهُمْ هٰذَا فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتُ سَهْلاً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ عَلَى اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيْدُ فِيْهِ قَالَ اِنَّهُمْ مِنِّى فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا بَدَّلُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى-

৬৫৭৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউযের পাড়ে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউয থেকে পান করবে সে কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি (আমার উম্মত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

আবূ হাযিম (র) বলেন, আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এমতাবস্থায় নু'মান ইব্‌ন আবূ আয়াস আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সাহ্ল থেকে হাদীসটি অনুরূপ শুনেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে এ হাদীসে অতিরিক্ত বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তখন বলবেন ঃ এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত নন যে, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।

٢٩٧٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ سَتَرَوْنَ بَعْدِى اُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ-

২৯৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না হাউযের পাড়ে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

٦٥٧٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا ، قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ حَقَّكُمْ-

৬৫৭৫ মুসাদ্দাদ (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তাহলে আমাদের জন্য কি হুকুম করছেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে।

٦٥٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ رِجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৫৭৬ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর ন্যায়।

٦٥٧٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ اَبِىْ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৫৭৭ আবূ নু'মান (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন এতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মরবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর ন্যায়।

٦٥٧٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيْضٌ قُلْنَا اَصْلَحَكَ اللّٰهُ حَدَّثَنَا بِحَدِيْثٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَعَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَبَايَعْنَا فَقَالَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ مَنْشَطِنَا

وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَثَرَةً عَلَيْنَا وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ -

৬৫৭৮ ইসমাঈল (র) ...... জুনাদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম। এরপর তিনি (উবাদা) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শোনা ও মানার উপর বায়আত করলাম। আরও (বায়আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফ্‌রী দেখ, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তবে ভিন্ন কথা।

٦٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِىْ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ -

৬৫৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আরআরা (র)......... উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অমুক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, অথচ আমাকে নিযুক্ত করলেন না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা আমার পর অগ্রাধিকারের প্রবণতা দেখবে। সে সময় তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে মিলিত হও।

٢٩٧٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ هَلاَكُ اُمَّتِىْ عَلَى يَدَى اُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ

২৯৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে

٦٥٨٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَدِّى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ هَلَكَةُ اُمَّتِىْ عَلَى اَيْدِىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ بَنِىْ فُلاَنٍ وَبَنِىْ فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ ، فَكُنْتُ اَخْرُجُ مَعَ جَدِّى اِلَى بَنِىْ مَرْوَانَ حِيْنَ مُلِّكُوْا بِالشَّامِ فَاِذَا رَاٰهُمْ غِلْمَانًا اَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسٰى هٰؤُلاَءِ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنْهُمْ ؟ قُلْنَا اَنْتَ اَعْلَمُ -

৬৫৮০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে মদীনায় নবী করীম ﷺ -এর মসজিদে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে মারওয়ানও ছিল। এ সময় আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি 'আস্‌-সাদিকুল্‌ মাস্‌দুক' ﷺ (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত)-কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বলল, এ সকল বালকের প্রতি আল্লাহ্‌র 'লা'নত' বর্ষিত হউক। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহলে বলতে সক্ষম।

আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে তাদের সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অল্প বয়স্ক বালক দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভাল বোঝেন।

٢٩٨٠. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

২৯৮০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আরবরা অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে হালাক হয়ে যাবে

٦٥٨١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ اَوْ مِائَةً ، قِيْلَ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ -

৬৫৮১ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে নিদ্রা থেকে জাগলেন এবং বলতে লাগলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াজূজ-মা'জূজের (প্রতিরোধ) প্রাচীর আজ এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। সুফিয়ান নব্বই কিংবা একশতের রেখায় আঙ্গুল রেখে গিঁট বানিয়ে পরিমাণটুকু দেখালেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে নেককার লোকও থাকবে? নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।

٦٥٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى ؟ قَالُوْا لاَ ، قَالَ فَاِنِّيْ لاَرٰى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ -

৬৫৮২ আবূ নু'আয়ম (র) ও মাহমূদ (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মদীনার টিলাসমূহের একটির উপর উঠে বললেন ঃ আমি যা দেখি তোমরা কি তা

দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবা-ই-কিরাম বললেন, না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিত্না বৃষ্টিধারার মতো নিপতিত হচ্ছে।

٢٩٨١ بَابُ ظُهُوْرُ الْفِتَنِ

২৯৮১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্নার প্রকাশ

٦٥٨٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّمُ هُوَ ، قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، وَقَالَ شُعَيْبُ وَيُوْنُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ اَخِىْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৫৮৩ আইয়্যাস ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে, আর আমলহ্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ফিত্নার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ (حرج) ব্যাপকতর হবে। সাহাবা-ই-কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা (حرج) কি? নবী ﷺ বললেন ঃ হত্যা, হত্যা। শু'আয়ব, ইউনুস, লাইস এবং যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٦٥٨٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لَاَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلِ ، وَيَرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلِ-

৬৫৮৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) ...... শাকিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ও আবূ মূসা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় 'হারজ্' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ্' হল (মানুষ) হত্যা।

٦٥٨٥ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ جَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاَبُوْ مُوْسٰى فَتَحَدَّثَا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةَ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ ، وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلِ

৬৫৮৫ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স্ (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখন হারজ ব্যাপকতর হবে। 'হারজ' হলো হত্যা।

٦٥٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ اِنِّىْ لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ ، وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ-

৬৫৮৬ কুতায়বা (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আর হাবশী ভাষায় হারজ অর্থ (মানুষ) হত্যা।

٦٥٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ اَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُوْلُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيْهَا الْجَهْلُ ، قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى : وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ ، وَقَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ الْاَشْعَرِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ تَعْلَمُ الْاَيَّامَ الَّتِىْ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَيَّامِ الْهَرْجِ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ لِلسَّاعَةِ وَهُمْ اَحْيَاءٌ-

৬৫৮৭ মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তার ব্যাপারে আমার ধারণা, তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যার যুগ শুরু হবে। তখন ইল্‌ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আবূ মূসা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় 'হারজ' অর্থ (মানুষ) হত্যা। আবূ আওয়ানা তাঁর বর্ণনাসূত্রে আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নবী ﷺ যে যুগকে 'হারজ'-এর যুগ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সে যুগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি? এর উত্তরে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত যাদের জীবদ্দশায় কায়েম হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

٢٩٨٢ بَابٌ لاَ يَاْتِى زَمَانٌ اِلاَّ الَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

২৯৮২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে

٦٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَايُلْقُوْنَ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لاَيَاْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلاَ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ -

৬৫৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... যুবায়র ইব্‌ন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস্ ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে মানুষ যে নির্যাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়ার

পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতিবাহিত হবে না, যার পরবর্তী যুগ তার চেয়েও নিকৃষ্টতর নয়। তিনি বলেন, এ কথাটি আমি তোমাদের নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি।

٦٥٨٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَمَاذَ اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ، يُرِيْدُ اَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ–

৬৫৮৯ আবুল ইয়ামান (র) ও ইসমাঈল (র)......... নবী-পত্নী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক রাতে নবী ﷺ ভীত অবস্থায় নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'আলা কতই না খাযানা নাযিল করেছেন আর কতই না ফিত্না অবতীর্ণ হয়েছে। কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে, যেন তারা নামায আদায় করে। এ বলে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরও বললেন ঃ দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে বিবস্ত্রা থাকবে।

٢٩٨٣ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا –

২৯৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

٦٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا–

৬৫৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٦٥٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا –

৬৫৯১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (রা) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٦٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ–

৬৫৯২ মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।

٦٥٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا اَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ، قَالَ نَعَمْ-

৬৫৯৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ মুহাম্মদ! আপনি কি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে কতক তীর নিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তীরের লৌহ ফলাগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٦٥٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ بِاَسْهُمٍ قَدْ اَبْدَى نُصُوْلَهَا فَاُمِرَ اَنْ يَاْخُذَ بِنُصُوْلِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا-

৬৫৯৪ আবূ নু'মান (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি কতক তীর নিয়ে মসজিদে এলো। সেগুলোর ফলা খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন সে তার তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে আঘাত না লাগে।

٦٥٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا اَوْ فِى سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ لَيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اِلاَّ يُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَىْءٍ-

৬৫৯৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে যায়, তাহলে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ তাহলে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে সে তীর কোন মুসলমানের গায়ে লেগে না যায়।

٢٩٨٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

২৯৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফ্‌রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না

٦٥٩٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ–

৬৫৯৬ উমর ইব্‌ন হাফস (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী (জঘন্য পাপ) আর কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফ্‌রী।

٦٥٩٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ–

৬৫৯৭ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (রা)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফ্‌রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ اُخَرَ هُوَ اَفْضَلُ فِى نَفْسِى مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَ تَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ، اَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ وَاَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ فَكَانَ كَذٰلِكَ ، فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِىُّ حِيْنَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ اَشْرِفُوْا عَلٰى اَبِى بَكْرَةَ فَقَالُوْا هٰذَا اَبُوْ بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثَتْنِى اُمِّى عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوْا عَلَىَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ بَهَشْتُ يَعْنِى رَمَيْتُ–

৬৫৯৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি জান না আজ কোন্ দিন? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (বর্ণনাকারী বলেন) এতে আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি অন্য কোন নামে এ দিনটির নামকরণ করবেন। এরপর তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ এটি কি ইয়াওমুন নাহ্‌র (কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। এরপর তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ নগর? এটি

'হারম নগর' (সংরক্ষিত নগর) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন নিঃসন্দেহ তোমাদের এ নগরে, এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য যেরূপ হারাম, তোমাদের (একের) রক্ত, সম্পদ, ইয্যত ও চামড়া অপরের জন্য তেমনি হারাম। শোন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর তিনি বললেন) উপস্থিত ব্যক্তি যেন (আমার বাণী) অনুপস্থিতের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা অনেক প্রচারক এমন ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌঁছাবে যারা তার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। বস্তুত ব্যাপারটি তাই। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

যে দিন জারিয়্যাহ্ ইব্ন কুদামা কর্তৃক আলা ইব্ন হাযরামীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, সেদিন জারিয়্যাহ্ তার বাহিনীকে বলেছিল, আবূ বাকরার খবর নাও। তারা বলেছিল এই তো আবূ বাকরা (রা) আপনাকে দেখছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমার মা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকরা (রা) বলেছেন। (সেদিন) যদি তারা আমার গৃহে প্রবেশ করত, তাহলে আমি তাদেরকে একটি বাঁশের লাঠি নিক্ষেপ (প্রতিহত) করতাম না। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত بَهَشْتُ শব্দের অর্থ رميت অর্থাৎ আমি নিক্ষেপ করেছি।

٦٥٩٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَرْتَدُّوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৫৯৯ আহ্মাদ ইব্ন ইশ্কাব (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٦٦٠٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَدِّهِ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تُرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৬০০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).......... জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ লোকদেরকে নীরব হতে বল। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

٢٩٨٥ بَابُ قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

২৯৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ ফিত্না ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে

٦٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَحَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا اَوْمَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ-

৬৬০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র)......আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই অনেক ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তির চাইতে উত্তম। পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিত্‌নার দিকে তাকাবে ফিত্‌না তাকে পেয়ে বসবে। তখন কেউ যদি কোন আশ্রয়স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন তথায় আত্মরক্ষা করে।

٦٦٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْمَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ-

৬৬০২ আবুল ইয়ামান (র)......আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই ফিত্‌না দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় ভাল (ফিত্‌নামুক্ত) থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি সে ফিত্‌নার দিকে তাকাবে, ফিত্‌না তাকে পেয়ে বসবে। সুতরাং তখন কেউ যদি (কোথাও) কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা আত্মরক্ষার ঠিকানা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

٢٩٨٦ بَابٌ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

২৯৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে

٦٦٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِي الْفِتْنَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنِي اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ ؟ قُلْتُ اُرِيْدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، قِيْلَ هٰذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ ، فَقَالَا اِنَّمَا رَوَى هٰذَا الْحَسَنُ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ-

৬৬০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র)...... হাসান বস্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিত্না কবলিত রজনীতে (অর্থাৎ জঙ্গে জামাল কিংবা জঙ্গে সিফ্ফীনে) আমি হাতিয়ার নিয়ে বের হলাম। হঠাৎ আবূ বাকরা (রা) আমার সামনে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচাত ভাইয়ের সাহায্যার্থে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখী হয়, তাহলে উভয়েই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হত্যাকারী তো জাহান্নামী। কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ ? তিনি বললেন, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ বলেন, আমি এ হাদীসটি আইউব ও ইউনুস ইব্ন আবদুল্লাহ্র কাছে পেশ করলাম। আমি চাচ্ছিলাম তাঁরা এ হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করবেন। তাঁরা বললেন, এ হাদীসটি হাসাান বসরী (র) আহ্নাফ ইব্ন কায়সের মধ্যস্থতায় আবূ বাকরা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٦٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهٰذَا ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَيُوْنُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ۔

৬৬০৪ সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুআম্মাল (র)....... আবূ বাক্রা (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মা'মার আইউব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। বাক্কার ইব্ন আবদুল আযীয স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় আবূ বাকরা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং গুন্দার ও আবূ বাকরা (রা)-র বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান সাওরী (র) মানসূর থেকে (পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করার সময়) মারফূ' রূপে উল্লেখ করেননি।

٢٩٨٧ بَابُ كَيْفَ الْاَمْرُ اِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

২৯৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন জমাআত (মুসলমানরা সংঘবদ্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে

٦٦٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْاَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مُخَافَةَ اَنْ يُدْرِكَنِى ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيْهِ دَخَنٌ ، قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْىٍ

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِى اِنْ اَدْرَكَنِى ذٰلِكَ ؟ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ ، قُلْتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ اِمَامٌ ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ–

৬৬০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম এর ধূম্রাচ্ছন্নতাটা কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ এক জামাআত আমার তরীকা ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের প্রতি আহ্‌বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্‌বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন ঃ মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামাআত ও ইমাম না থাকে ? তিনি বললেন ঃ তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে সম্ভব হলে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

٢٩٨٨ بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

২৯৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ফিত্‌নাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে

٦٦٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلٰى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِىْ اَشَدَّ النَّهْىِ ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَاتِى السَّهْمُ فَيُرْمٰى فَيُصِيْبُ اَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ اَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ–

৬৬০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও লাইস (র)...... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার মদীনাবাসীদের উপর একটি যোদ্ধাদল প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত হল। আমার নামও সে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরপর ইক্‌রামা (র)-র সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) অবগত করেছেন যে, মুসলিমদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে ছিল। এতে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুকাবিলায় মুশরিকদের দল ভারী করছিল। তখন কোন তীর আসত যা নিক্ষিপ্ত হত এবং তাদের কাউকে আঘাত করে এটি তাকে হত্যা করত। অথবা কেউ তাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে...... (৪ ঃ ৯৭)।

٢٩٨٩ بَابُ اِذَا بَقِيَ فِيْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

২৯৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে

٦٦٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَاَيْتُ اَحَدُهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلاَ يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ ، وَلَقَدْ اَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَلاَ اُبَالِيْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ اِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا-

৬৬০৭ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)......... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (বাস্তবায়িত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন ঃ আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেওয়া হবে, তখন ফোসকার ন্যায় তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোস্‌কা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা

করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযায়ফা (রা) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সাথে লেনদেন করছি এ-সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে তার দীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খৃস্টান হয়, তাহলে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না।

٢٩٩. بَابُ التَّعَرُّبِ فِى الْفِتْنَةِ

২৯৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার সময় বেদুঈন সুলভ জীবনযাপন করা বাঞ্ছনীয়

٦٦٠٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقَالَ يَا ابْنَ الاَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِىْ فِى الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ اِلَى الرَّبْذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَاَةً وَوَلَدَتْ لَهُ اَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتّٰى قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِلَيَالِىْ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ -

৬৬০৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার হাজ্জাজ আমার কাছে এলেন। তখন সে তাঁকে বলল, হে ইব্ন আক্ওয়া! আপনি সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন না কি-যে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন? তিনি বললেন, না। বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, যখন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) নিহত হলেন, তখন সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) 'রাবাযা'য় চলে যান এবং সেখানে তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করেন। সে মহিলার ঘরে তাঁর কয়েকজন সন্তান জন্মলাভ করে। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি মদীনায় আগমন করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসবাসরত ছিলেন।

٦٦٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ-

৬৬০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).........আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে ছাগল।

ফিত্‌না থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়নের জন্য তারা এগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বারিপাতের স্থানসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

٢٩٩١ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

২৯৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٦٦١٠. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى اَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ ، فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَاْسُهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَاَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ اِذَا لاَحَى يُدْعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً ، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَوْءِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَاَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَاَيْتُهُمَا دُوْنَ الْحَائِطِ ، قَالَ قَتَادَةُ يُذْكَرُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَاْسَهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ وَقَالَ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ اَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ وَمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ-

৬৬১০ মুআয ইব্‌ন ফাযালা (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা নবী ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করত। এমন কি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন নবী ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা (আজ) আমাকে যাই প্রশ্ন করবে, আমি তারই উত্তর প্রদান করব। আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম প্রত্যেকেই আপন বস্ত্রে মাথা গুঁজে কাঁদছে। তখন এমন এক ব্যক্তি পারস্পরিক বাকবিতণ্ডার সময় যাকে অন্য এক ব্যক্তির (যে প্রকৃতপক্ষে তার পিতা নয়) সন্তান বলে সম্বোধন করা হত উঠে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ হুযাফা তোমার পিতা। এরপর উমর (রা) সম্মুখে এলেন আর বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহ্‌কে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে পরিতুষ্ট। ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ আজকের মত এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু আমি ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও

জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি সে দুটোকে এ দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাতাদা বলেন, উপরে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলে উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হলো ঃ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। (৫ ঃ ১০১)

আব্বাস নারসী (র)......আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ সূত্রে আনাস (রা) كل رجل لاف راسه فى ثوبه يبكى -এর স্থলে كل رجل راسه فى ثوبه يبكى (প্রত্যেক ব্যক্তি তার মাথায় কাপড় দিয়ে অচ্ছাদিত করে কাঁদছিল) বলে উল্লেখ করেছেন। এবং تعوذ بالله من سوء الفتن -এর স্থলে عائذا بالله من سوء الفتن অথবা اعوذ بالله من سوء الفتن উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, খালীফা (র)...... আনাস (রা)-এর বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে তিনি – عائذا بالله من شر الفتن বলেছেন।

٢٩٩٢ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

২৯৯২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ফিতনা পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে

٦٦١١ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَامَ اِلٰى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا ، اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ اَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ-

৬৬১১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি (নবী ﷺ) মিম্বরের পাশে দণ্ডায়মান হয়ে বলেছেন ঃ ফিত্না এ দিকে, ফিত্না সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। কিংবা বলেছিলেন ঃ সূর্যের মাথা উদিত হয়।

٦٦١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُ : اَلاَ اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ-

৬৬১২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....... ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিত্না সে দিকে যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

٦٦١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِى نَجْدِنَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ-

৬৬১৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)......... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও । তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নজদেও। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ সেখানে তো কেবল ভূমিকম্প আর ফিত্‌না। আর তথা হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

٦٦١٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا اَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيْثًا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرَنَا اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِى الْفِتْنَةِ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ ، فَقَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا الْفِتْنَةُ تَكِلَتْكَ اُمُّكَ اِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَكَانَ الدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ-

৬৬১৪ ইসহাক আল্ ওয়াসেতী (র).... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা আশা করছিলাম যে, তিনি আমাদের একটি উত্তম হাদীস বর্ণনা করবেন। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! ফিত্‌নার সময় যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তাবত ফিত্‌নার অবসান ঘটে। তখন তিনি বললেন, তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক। ফিত্‌না কাকে বলে জান কি ? মুহাম্মদ ﷺ তো যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। কেননা, তাদের শিরকের মধ্যে থাকাটাই মূলত ফিত্‌না। কিন্তু তা তোমাদের রাজ্য নিয়ে লড়াইর মতো ছিল না।

٢٩٩٣ بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يَتَمَثَّلُوْا بِهٰذِهِ الاَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ

اَلْحَرْبُ اَوَّلُ مَا تَكُوْنُ فَتِيَّةً تَسْعٰى بِزِيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُوْلٍ

حَتّٰى اِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوْزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيْلٍ

شَمْطَاءَ تُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ مَكْرُوْهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيْلِ

২৯৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিত্না তরঙ্গায়িত হবে। ইব্ন উয়ায়না (র) খালফ্ ইব্ন হাওশাব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকেরা নিম্নোক্ত কবিতার দ্বারা ফিত্নার উপমা পেশ করতে পছন্দ করতেন। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা যুবতীর মত, যে তার রূপ-লাবণ্য নিয়ে অপরিণামদর্শীর উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করে। কিন্তু যখন যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তার ফুল্কিগুলো হয় পূর্ণ যৌবনা, তখন সে বৃদ্ধা বিধবার ন্যায় পালিয়ে যায়, যার চুল অধিকাংশই সাদা হয়ে গেছে, রঙ হয়ে গেছে ফিকে ও পরিবর্তিত, যার ঘ্রাণ নিতে ও চুমু খেতে ঘৃণা লাগে।

٦٦١٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ عُمَرَ اِذْ قَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هٰذَا اَسْأَلُكَ وَلٰكِنِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ اَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ اِذًا لاَ يُغْلَقَ اَبَدًا قُلْتُ اَجَلْ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ ، وَذٰلِكَ اَنَّا حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ ؟ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ–

৬৬১৫ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র).... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, এক সময় আমরা উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে ? হুযায়ফা (রা) বললেন, (নবী ﷺ বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ফিত্নায় নিপতিত হয় নামায, সাদাকা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মোচন করে দেয়। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি এবং সে ফিত্নার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হুযায়ফা (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ফিত্নায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, সে ফিত্না ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযায়ফা বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেরূপ আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা আমি তাকে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যা ভ্রান্তিমুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমর (রা) (নিজেই)।

٦٦١٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا اِلٰى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ لِحَاجَةٍ وَخَرَجْتُ فِىْ اَثَرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلٰى بَابِهِ وَقُلْتُ لَاَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِىْ ، فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَضٰى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلٰى قُفِّ الْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاذِنَ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اُسْتَاذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اِسْتَاْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَامْتَلَاَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اسْتَاذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيْبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتّٰى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلٰى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ اَتَمَنّٰى اَخَالِىْ وَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يَاْتِىَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَاَوَّلْتُ ذٰلِكَ قُبُوْرَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَاهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ–

৬৬১৬ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র)....... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ প্রয়োজনবশত মদীনার (দেয়াল ঘেরা) বাগানসমূহের কোন একটি বাগানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর পিছনে গেলাম। তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, আমি এর দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে বললাম, অদ্য আমি নবী ﷺ-এর প্রহরীর কাজ আঞ্জাম দিব। অবশ্য তিনি আমাকে এর নির্দেশ দেননি। নবী ﷺ ভিতরে গেলেন এবং স্বীয় প্রয়োজন সেরে নিলেন। এরপর একটি কূপের পোস্তার উপর বসে পড়লেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে নিয়ে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা) এসে তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আবূ বকর (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দাও। আবূ বক্‌র (রা) প্রবেশ করলেন এবং নবী ﷺ-এর ডান পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনিও হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমর (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি। (অনুমতি প্রার্থনা করলে) নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং

জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি এসে নবী ﷺ-এর বাম দিকে বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে কূপের পোস্তা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সেখানে বসার আর কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না। এরপর উসমান (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষো করুন, যতক্ষণ আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে না আসি। নবী ﷺ বলেন ঃ তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে বিপদাক্রান্ত হওয়াসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বসার কোন স্থান পেলেন না। ফলতঃ তিনি বিপরীত দিকে এসে তাঁদের মুখোমুখী হয়ে কুয়ার পাড়ে বসে গেলেন এবং হাঁটুদ্বয়ের নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কুয়ার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আমার অপর এক ভাই-এর (আগমন) কামনা করছিলাম এবং আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করছিলাম যেন সে (এ মুহূর্তে) আগমন করে। ইব্‌ন মুসাইয়্যাব বলেন, আমি এ ঘটনার মর্মার্থ এভাবে গ্রহণ করেছি যে, তা হল তাঁদের তিনজনের কবরের নমুনা যা এখানে একসঙ্গে হয়েছে। আর উসমান (রা)-র ভিন্ন স্থানে।

٦٦١٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لاُسَامَةَ اَلاَ تُكَلِّمُ هٰذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ لَكَ بَابًا اَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا اَنَا بِالَّذِىْ اَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ اَمِيْرًا عَلَى رَجُلَيْنِ اَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيْفُ بِهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلاَنُ اَلَسْتَ كُنْتَ تَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَيَقُوْلُ اِنِّىْ كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اَفْعَلُهُ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَفْعَلُهُ–

৬৬১৭ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র).... আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না ? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে বলেছি, তবে এমন পন্থায় নয় যে, আমি তোমার জন্য একটি দ্বার (ফিতনার) উন্মোচিত করব যাতে আমিই হব এর প্রথম উন্মোচনকারী এবং আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোন লোক দুই ব্যক্তির আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তার সম্পর্কে বলব, আপনি উত্তম। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে (কিয়ামতের দিন) এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে গাধা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে যেমন গম পিষা হয়, সেরূপ পিষে ফেলা হবে। দোযখবাসীরা তার পাশে এসে সমবেত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তুমিই কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না ? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমি ভাল কাজের আদেশ করতাম, তবে আমি নিজে তা করতাম না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, তবে আমি নিজেই তা করতাম।

٢٩٨٨ بَابٌ

২৯৭৭ অনুচ্ছেদ

٦٦١٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ اَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوْا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً–

৬৬১৮ উসমান ইব্ন হায়সাম (র)........ আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন। (সে কথাটি হল) নবী ﷺ-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিস্‌রার কন্যাকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন ঃ সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।

٦٦١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْيَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ الْاَسَدِىُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ اِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِىٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوْفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِىْ اَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارٌ اَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا اِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُوْلُ اِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ اِلَى الْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ اِيَّاهُ تُطِيْعُوْنَ اَمْ هِىَ–

৬৬১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).... আবূ মারিয়াম আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালহা, যুবায়র ও আয়েশা (রা) যখন বস্‌রার দিকে গমন করলেন, তখন আলী (রা) আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও হাসান ইব্ন আলী (রা) -কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা আমাদের কুফায় আগমন করলেন এবং (মসজিদের) মিম্বরে উপবেশন করলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) মিম্বরের সর্বোচ্চ ধাপে উপবিষ্ট ছিলেন, আর আম্মার (রা) হাসান (রা)-এর নিচের ধাপে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা এসে তাঁর নিকট সমবেত হলাম। এ সময় আমি শোনলাম, আম্মার (রা) বলছেন, আয়েশা (রা) বস্‌রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের (আমাদের) নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা স্পষ্ট করে জেনে নেওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি তাঁরই আনুগত্য কর, না তাঁর [অর্থাৎ আয়েশা (রা)-র] আনুগত্য কর।

٦٦٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيْرَهَا وَقَالَ اِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيْتُمْ–

৬৬২০ আবূ নু'আয়ম (র)......... আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মার (রা) কূফার (মসজিদের) মিম্বরে দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি আয়েশা (রা)-ও তাঁর সফরের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর তিনি বললেন, তিনি (আয়েশা রা) ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তাঁকে নিয়ে ভীষণ পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছ।

٦٦٢١ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ دَخَلَ اَبُوْ مُوْسَى وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ اِلَى اَهْلِ الْكُوْفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاَ مَا رَاَيْنَاكَ اَتَيْتَ اَمْرًا اَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ اِسْرَاعِكَ فِىْ هٰذَا الاَمْرِ مُنْذُ اَسْلَمْتَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ مَا رَاَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسْلَمْتُمَا اَمْرًا اَكْرَهَ عِنْدِىْ مِنْ اِبْطَائِكُمَا عَنْ هٰذَا الاَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً رَاحُوْا اِلَى الْمَسْجِدِ-

৬৬২১ বাদাল ইব্‌ন মুহাব্বার (র).... আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) যখন আম্মার (রা)-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান জানাতে কূফাবাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন আবূ মূসা ও আবূ মাসউদ (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমাদের জানামতে বর্তমান বিষয়ে (যুদ্ধের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে) দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করার চেয়ে অপছন্দনীয় কোন কাজ করতে আমরা তোমাকে দেখিনি। তখন আম্মার (রা) বললেন, যখন থেকে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমি আপনাদের কোন কাজ দেখিনি যা আমার কাছে অপছন্দনীয় বিবেচিত হয়েছে বর্তমানের এ কাজে দেরী করা ব্যতীত। তখন আবূ মাসউদ (রা) তাদের দু'জনকেই একজোড়া করে পোশাক পরিধান করিয়ে দিলেন। এরপর সকলেই (কূফা) মসজিদের দিকে রওনা হলেন।

٦٦٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ مُوْسٰى وَعَمَّارٍ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ مَامِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ اِلاَّ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيْهِ غَيْرَكَ وَمَا رَاَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِىَّ ﷺ اَعْيَبَ عِنْدِىْ مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ يَا اَبَا مَسْعُوْدٍ وَمَا رَاَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هٰذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِىَّ ﷺ اَعْيَبَ عِنْدِىْ مِنْ اِبْطَائِكُمَا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ مُوْسِرًا يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ فَاَعْطَى اِحْدَاهُمَا اَبَا مُوْسٰى وَالْاُخْرٰى عَمَّارًا وَقَالَ رُوْحَا فِيْهِ اِلَى الْجُمُعَةِ-

৬৬২২ আবদান (র)..... শাকীক ইব্‌ন সালমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মাসউদ (রা), আবূ মূসা (রা) ও আম্মার (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবূ মাসউদ (রা) বললেন, তুমি ব্যতীত তোমার সঙ্গীদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু বলতে না পারি। তবে নবী ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার চাইতে আমার দৃষ্টিতে দূষণীয়

কোন কাজ তোমার কাছ থেকে দেখিনি। তখন আম্মার (রা) বললেন, হে আবূ মাসউদ! নবী ﷺ -এর সাথে তোমাদের সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে গড়িমসি করার চাইতে আমার দৃষ্টিতে অধিক দূষণীয় কোন কাজ তোমার থেকে এবং তোমার এ সঙ্গী থেকে দেখিনি। আবূ মাসউদ (রা) ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (তার চাকরকে) বললেন, হে বৎস! দু'জোড়া পোশাক নিয়ে এস। এরপর তিনি তার একটি আবূ মূসা (রা)-কে ও অপরটি আম্মার (রা)-কে দিলেন এবং বললেন, এগুলো পরিধান করে জুম'আর নামাযে যাও।

٢٩٩٥ بَابٌ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

২৯৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আযাব নাযিল করেন

٦٦٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى اَعْمَالِهِمْ-

৬৬২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাওমের উপর আযাব নাযিল করেন তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সেই আযাব নিপতিত হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উঠানো হবে।

٢٩٩٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ এর উক্তি ঃ অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার। আর সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন

٦٦٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ اَبُوْ مُوْسٰى وَلَقِيْتُهُ بِالْكُوْفَةِ جَاءَ اِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ اَدْخِلْنِىْ عَلَى عِيْسٰى فَاَعِظَهُ فَكَاَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ اَرَى كَتِيْبَةً لَا تُوَلِّى حَتّٰى تُدْبِرَ اُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُوْلُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

৬৬২৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ হাসান বস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে মুআবিয়া (রা)-র মুকাবিলায় রওনা হলেন, তখন আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি এরূপ এক সেনাবাহিনী দেখছি, যারা বিপক্ষকে না ফিরিয়ে পিছু হবে না। মুআবিয়া (রা) বললেন, তাহলে মুসলমানদের সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধান কে করবে? আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) বললেন, আমি। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) বললেন, আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করব এবং তাকে সন্ধির কথা বলব। হাসান বস্‌রী (র) বলেন, আমি আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান (রা) আসলেন। তিনি (নবী ﷺ তাঁকে দেখে) বললেন: আমার এ পৌত্র সরদার আর সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন।

٦٦٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلٰى اُسَامَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُو وَقَدْ رَاَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ اَرْسَلَنِي اُسَامَةُ اِلٰى عَلِيٍّ وَقَالَ اِنَّهُ يَسْاَلُكَ الْاٰنَ فَيَقُوْلُ مَاخَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُوْلُ لَكَ لَوْ كُنْتُ فِيْ شِدْقِ الْاَسَدِ لَا حْبَبْتُ اَنْ اَكُوْنَ مَعَكَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ هٰذَا اَمْرٌ لَمْ اَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ شَيْئًا فَذَهَبْتُ اِلٰى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَاَوْقَرُوْا لِيْ رَاحِلَتِيْ-

৬৬২৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)....উসামা (রা) -এর গোলাম হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা) আমাকে আলী (রা)-এর কাছে পাঠালেন। আর তিনি বলে দিলেন যে, সেখানে যাওয়ার পরই (আলী (রা)) তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমার সঙ্গীকে (আমার সহযোগিতা থেকে) কিসে পিছনে (বিরত) রেখেছে? তুমি তাঁকে বলবে, তিনি আপনার কাছে এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি সিংহের মুখে পতিত হন, তবুও আমি আপনার সঙ্গে সেখানে থাকাকে ভাল মনে করব। তবে এ বিষয়টি (অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ) আমি ভাল মনে করছি না। (হারমালা বলেন) তিনি (আলী (রা)) আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি হাসান, হুসাইন ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁরা আমার বাহন (মাল দিয়ে) বোঝাই করে দিলেন।

٢٩٩٧ بَابُ اِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ: যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে

٦٦٢٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هٰذَا الرَّجُلَ عَلٰى بَيْعِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّيْ لَا اَعْلَمُ غَدْرًا اَعْظَمَ مِنْ اَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلٰى بَيْعِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَانِّى لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ اِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ-

৬৬২৬ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনার লোকেরা ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (রা)-র বায়আত ভঙ্গ করল, তখন ইব্ন উমর (রা) তাঁর বিশেষ ভক্তবৃন্দ ও সন্তানদের সমবেত করলেন এবং বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে ঝাণ্ডা (পতাকা) উত্তোলন করা হবে। আর আমরা এ লোকটির (ইয়াযীদের) প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করেছি। বস্তুত কোন একজন লোকের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের চেয়ে বড় কোন বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে আমি জানি না। আমি যেন কারো সম্পর্কে ইয়াযীদের বায়আত ভঙ্গ করেছে, কিংবা সে আনুগত্য করছে না জানতে না পাই। অন্যথায় তার ও আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

٦٦٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ اَبِى اِلَى اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِىْ دَارِهِ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا اِلَيْهِ فَاَنْشَا اَبِى يَسْتَطْعِمُهُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةَ اَلاَ تَرٰى مَاوَقَعَ فِيْهِ النَّاسُ فَاَوَّلُ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ اِنِّىْ اَحْتَسَبْتُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلٰى اَحْيَاءِ قُرَيْشٍ اِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ عَلِمْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ اَنْقَذَكُمْ بِالْاِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهٰذِهِ الدُّنْيَا الَّتِىْ اَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ اِنَّ ذَاكَ الَّذِىْ بِالشَّامِ وَاللّٰهِ اِنْ يُقَاتِلُ اِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا-

৬৬২৭ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ...... আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যিয়াদ ও মারওয়ান যখন সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং ইব্ন যুবায়র (রা) মক্কার শাসনক্ষমতা দখল করে নিলেন, আর ক্বারী নামধারীরা (খারেজীরা) বসরায় ক্ষমতায় চেপে বসল, তখন একদিন আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযা আসলামী (রা)-র উদ্দেশ্যে রওনা করে আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি তাঁর বাঁশের তৈরি কুঠরীর ছায়াতলে বসা ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম। আমার পিতা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদীস শুনতে চাইলেন। পিতা বললেন, হে আবূ বারযা! লোকেরা কি ভীষণ সংকটে পতিত হয়েছে তা কি আপনি লক্ষ্য করছেন না? সর্বপ্রথম যে কথাটি তাঁকে বলতে শোনলাম তা হল, আমি যে কুরাইশের

গোত্রসমূহের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করি, এজন্য আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই সাওয়াবের প্রত্যাশা করি। হে আরববাসীরা! তোমরা যে কিরূপ গোমরাহী, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় ছিলে তা তোমরা জান। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ -এর মাধ্যমে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়েছেন, যা তোমরা দেখছ। আর এ পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। ঐ যে লোকটা সিরিয়ায় (ক্ষমতা দখল করে) আছে, আল্লাহ্র কসম! একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে লড়াই করেনি।

٦٦٢٨ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ اَبِى اَيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّوْنَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُوْنَ-

৬৬২৮ আদাম ইব্ন আবূ ইয়াস (র) ...... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নবী ﷺ-এর যুগের মুনাফিকদের চাইতেও জঘন্য। কেননা, সে যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে।

٦٦٢٩ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ-

৬৬২৯ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক বস্তুত নবী ﷺ -এর যুগে ছিল। আর এখন হল তা ঈমান গ্রহণের পর কুফ্রী।

٢٩٩٨ بَابُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُغْبَطَ اَهْلُ الْقُبُوْرِ

২৯৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না

٦٦٣٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ-

৬৬৩০ ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

٢٩٩٩ بَابُ تَغْيِيْرِ الزَّمَانِ حَتّٰى تُعْبَدَ الْاَوْثَانُ

২৯৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে

٦٦٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ اَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِى الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِى كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ-

৬৬৩১ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ 'যুল্খালাসার' পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। 'যুলখালাসা' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত।

٦٦٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَا-

৬৬৩২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না কাহ্তান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নেবে।

٣٠٠٠ بَابُ خُرُوْجِ النَّارِ . وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ-

৩০০০. অনুচ্ছেদ ঃ আগুন বের হওয়া। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হবে আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে

٦٦٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَنِى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرَى-

৬৬৩৩ আবুল ইয়ামান (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুস্রার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দেবে।

٦٦٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَاخُذْ

مِنْهُ شَيْئًا قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ-

৬৬৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ কিন্দী (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। উক্‌বা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে كنز من ذهب এর স্থলে جبل من ذهب (স্বর্ণের পাহাড়) উল্লেখ আছে।

٣٠٠١ بَابٌ

৩০০১. অনুচ্ছেদ

٦٦٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ يَعْنِى ابْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَأْتِى زَمَانٌ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ اَخُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِاُمِّهِ-

৬৬৩৫ মুসাদ্দাদ (র)...... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যে মানুষ সাদাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করবে। কিন্তু সাদাকা গ্রহণ করে — এমন কাউকে পাবে না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, হারিসা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই।

٦٦٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَحَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَحَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، وَحَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ لِى بِهِ وَحَتّٰى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِى الْبُنْيَانِ وَحَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ ، وَحَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اَجْمَعُوْنَ فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ

قَبْلِ اَوْ كَسَبَتْ فِى اِيْمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيْهِ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلَى فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا-

৬৬৩৬ আবুল ইয়ামান (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইল্‌ম তুলে নেওয়া না হবে। আর ভূমিকম্প অধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতর হবে। হারজ হল হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার সাদাকা কে গ্রহণ করবে— এ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট সে সম্পদ পেশ করবে সে বলবে আমার এ মালের কোনই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং সকল লোক তা দেখবে। এবং সেদিন সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি (৬ ঃ ১৫৮) আর অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরস্পরে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয আস্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন (অতর্কিত) অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোক্‌মা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

٣٠٠٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

৩০০২. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা

٦٦٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِى الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ مَا سَالَ اَحَدٌ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مَا سَاَلْتُهُ وَاَنَّهُ قَالَ لِى مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ اِنَّهُ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ-

৬৬৩৭ মুসাদ্দাদ (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম সেরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন ঃ তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে তা অতি সহজ।

٦٦٣٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ-

৬৬৩৮ মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ দাজ্জালের ডান চক্ষুটি কানা হবে, যেন তা ফোলা আঙুরের ন্যায়।

٦٦٣٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنَ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيْءُ الدَّجَّالُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ تَرْجُفُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ-

৬৬৩৯ সাদ ইব্ন হাফস (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জাল আসবে। অবশেষে মদীনার এক পার্শ্বে অবতরণ করবে। (এ সময় মদীনা) তিনবার প্রকম্পিত হবে। তখন সকল কাফের ও মুনাফিক বের হয়ে তার কাছে চলে আসবে।

٦٦٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِى اَبُوْ بَكْرَةَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৪০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)....... আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ মাসীহ্ দাজ্জালের ভয় থেকে মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দু'জন করে ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত থাকবেন। ইব্ন ইসহাক ...... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বস্‌রায় আগমন করলাম তখন আবূ বাক্‌রা (রা) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٦٤١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ-

৬৬৪১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ বাক্রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মদীনায় মাসীহ্ দাজ্জাল-এর প্রভাব পড়বে না। সে সময় মদীনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে। প্রতি প্রবেশদ্বারে দু'জন করে ফেরেশ্তা নিয়োজিত থাকবেন।

٦٦٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّى لَاُنْذِرُكُمُوْهُ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنِّى سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ-

৬৬৪২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন। নবী ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে কথা বললেন ঃ তার সম্পর্কে আমি তোমাকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর কাওমকে বলেননি। তা হল যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কানা নন।

٦٦٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطُفُ اَوْ تُهَرَاقُ رَاْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ-

৬৬৪৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙুরের ন্যায়। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইব্ন কাতান, বনী খুযা'আর এক ব্যক্তি।

٦٦٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِى صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ-

৬৬৪৪ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের মাঝে দাজ্জালের ফিত্না থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি।

٦٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدَّجَّالِ أَنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৬৪৫ আবদান (র)...... হুযায়ফা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন ঃ তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। বস্তুত তার আগুনই হবে শীতল পানি, আর তার পানি হবে আগুন। আবূ মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমিও এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٦٤٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ -

৬৬৪৬ সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই যিনি তার উম্মতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে কিন্তু কানা, আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের (كافر) শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠٠٣ بَابٌ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ

৩০০৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করবে না

٦٦٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ -

৬৬৪৭ আবুল ইয়ামান (র) ...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তার মাঝে এও বলেছেন যে, দাজ্জাল আসবে, তবে মদীনার প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মদীনার সংলগ্ন বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান গ্রহণ করবে। এ সময় তার দিকে এক ব্যক্তি গমন করবে। যিনি মানুষের মাঝে উত্তম। কিংবা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখ — আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দেই তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, আল্লাহ্র কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

٦٦٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ-

৬৬৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশ্তা নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

٦٦٤٩ حَدَّثَنِى يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ يَاتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

৬৬৪৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র) .... আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মদীনার দিকে দাজ্জাল আসবে, সে ফেরেশ্তাদেরকে মদীনা পাহারা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর (মদীনার) নিকটস্থ হবে না ইনশা আল্লাহ্।

٣٠٠٤ بَابُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

৩০০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াজূজ ও মা'জূজ

٦٦٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ

لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِأَصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ–

৬৬৫০ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র) ...... যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উদ্বিগ্ন অবস্থায় এরূপ বলতে বলতে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আক্ষেপ আরবের জন্য মন্দ থেকে যা অতি নিকটবর্তী। বৃদ্ধাঙ্গুল ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল গোলাকৃতি করে তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ আজ ইয়াজূজ ও মাজূজের প্রাচীর এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যদি পাপাচার বেড়ে যায়।

٦٦٥١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِيْنَ–

৬৬৫১ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ ইয়াজূজ–মাজূজের প্রাচীরটি এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। রাবী ওহায়ব নব্বই সংখ্যা নির্দেশক গোলাকৃতি তৈরি করে (দেখালেন)।

كِتَابُ الْاَحْكَامِ

আহ্‌কাম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَحْكَامِ

আহ্‌কাম অধ্যায়

٣٠٠٥ بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

৩০০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪ ঃ ৫৯)

٦٦٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ، وَمَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِى فَقَدْ اَطَاعَنِى ، وَمَنْ عَصَى اَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِى-

৬৬৫২ আবদান (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্‌রই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

٦٦٥٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْاِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

৬৬৫৩ ইসমাঈল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে

٣٠٠٦ بَابُ الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

৩০০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আমীর কুরাইশদের থেকে হবে

٦٦٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَاَثْنى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَانَّهُ بَلَغَنِى اَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُوْنَ اَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُوْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُوْلٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَالاَمَانِيَّ الَّتِى تُضِلُّ اَهْلَهَا فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا الاَمْرَ فِى قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا اَقَامُوْا الدِّيْنَ. تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ-

৬৬৫৪ আবুল ইয়ামান (র) ...... মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা কুরাইশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুআবিয়া (রা)-র নিকট ছিলেন। তখন মুআবিয়া (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহ্‌তান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ্ হবেন। এ শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, তারপর তিনি বললেন, যা হোক! আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই এবং যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত নেই। এরাই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তোমরা এ সকল মনগড়া কথা থেকে যা স্বয়ং বক্তাকেই পথভ্রষ্ট করে সতর্ক থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (খিলাফতের) এ বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা দীনের উপর কায়েম থাকবে। যে কেউ তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই অধোমুখে নিপতিত করবেন। নুআয়ম (র) ...... মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে শুআয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٦٥٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ هٰذَا الاَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمْ اثْنَانِ-

৬৬৫৫ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (খিলাফতের) এই বিষয়টি সর্বদাই কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তাদের থেকে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

٣٠٠٧ بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ ، لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

৩০০৭. অনুচ্ছেদঃ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী (৫ ঃ ৪৭)

٦٦٥٦ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَّ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَاٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

৬৬৫৬ শিহাব ইব্‌ন আব্বাদ (র)........ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'ধরনের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। একজন হলো এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অপরজন হল, যাকে আল্লাহ্ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান) দান করেছেন, সে তার দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٣٠٠٨ بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْاِمَامِ مَالَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

৩০০৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা, যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়

٦٦٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

৬৬৫৭ মুসাদ্দাদ (র).......... আনাস্ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর।

٦٦٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ اِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৬৫৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ তার আমীর (ক্ষমতাসীন) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে কেউ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মরবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।

٦٦٥٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ،

৬৬৫৯ মুসাদ্দাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।

٦٦٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى ، قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ-

৬৬৬০ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র)........ আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন ঃ নবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী ﷺ এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন ঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এর থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে।

٣٠٠٩ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

৩০০৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেন

٦٦٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَانَّكَ اِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا ، وَاِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ-

৬৬৬১ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা! তুমি নেতৃত্বের সাওয়াল করো না। কারণ চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। আর যদি সাওয়াল ছাড়া তা তোমাকে দেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোন বিষয়ের কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে কর, তাহলে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দিও এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।

٣٠١٠ بَابُ مَنْ سَأَلَ الْاِمَارَةَ وُكِلَ اِلَيْهَا

৩০১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়

٦٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا ، وَاِنْ أُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ-

৬৬৬২ আবূ মামার (র)........ আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে এ ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে। আর কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটি করে ফেল আর তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দিও।

٣٠١١ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْاِمَارَةِ

৩০১১. অনুচ্ছেদ ঃ নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়

٦٦٦٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ–

৬৬৬৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র)......আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধাদানকারিণী (এটা) (অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুগ্ধদানের ন্যায় তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুধ ছাড়ানোর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা)-র ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٦٦٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ اَنَا لاَ نُوَلِّى هٰذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ–

৬৬৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) ... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন ঃ যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ পোষণ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।

٣٠١٢ بَابُ مَنِ اسْتُرْعِىَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

৩০১২. অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা

٦٦٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ–

৬৬৬৫ আবূ নু'আয়ম (র).... হাসান বস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ (র) মাকিল ইব্‌ন ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও পাবে না।

٦٦٦٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِىُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ اَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُوْدُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

৬৬৬৬ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... হাসান বস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাকিল ইব্‌ন ইয়াসারের কাছে তার শুশ্রূষায় আসলাম। এ সময় উবায়দুল্লাহ্ প্রবেশ করল। তখন মাকিল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

٣٠١٣ بَابُ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ

৩০১৩ অনুচ্ছেদ ঃ যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহ্‌ও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন

٦٦٦٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ طَرِيْفٍ اَبِى تَمِيْمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَاَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوْا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشْقُقِ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوْا اَوْصِنَا، فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الاِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يَأْكُلَ اِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ اَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ قَالَ قُلْتُ لاَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مَنْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جُنْدَبُ قَالَ نَعَمْ جُنْدَبٌ-

৬৬৬৭ ইসহাক ওয়াসেতী (র).... তারীফ আবূ তামীমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান (র), জুনদাব (রা) ও তাঁর সাথীদের কাছে ছিলাম। তখন তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন কথা শুনেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যারা মানুষকে শোনাবার জন্য কোন কাজ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার এ কথা শুনিয়ে দেবেন। আর যারা অন্যের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন। তাঁরা পুনরায় বলল, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের দেহের যে অংশ প্রথম দুর্গন্ধময় হবে, তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে একমাত্র পবিত্র (হালাল) খাদ্য ছাড়া আর কিছু সে আহার করবে না, সে যেন তাই করতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে। (ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ফেরাবরী) বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহ্ (রা) (ইমাম বুখারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি- এ কথা কি জুন্‌দাব বলেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুনদাবই।

٣٠١٤ بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِى الطَّرِيْقِ ، وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِى الطَّرِيْقِ ، وَقَضَى الشَّعْبِىُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ

৩০১৪. অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাত্ওয়া দেওয়া। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামার (র) রাস্তায় বিচার কার্য করেছেন। শাবী (র) তাঁর ঘরের দরজায় বিচার কার্য করেছেন

٦٦٦٨ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيْنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا فَكَانَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيْرَ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّى اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ-

৬৬৬৮ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও নবী ﷺ উভয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক মসজিদের আঙ্গিনায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কখন হবে? নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? এতে লোকটি যেন কিছুটা লজ্জিত হল। তারপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রোযা, নামায, সাদাকা খুব একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে।

٣٠١٥ بَابُ مَا ذُكِرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

৩০১৫. অনুচ্ছেদ ঃ উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ-এর কোন দারোয়ান ছিল না

٦٦٦٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لاِمْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِهِ تَعْرِفِيْنَ فُلاَنَةَ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهِىَ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ ،فَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِى ، فَقَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّى فَاِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيْبَتِى قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَتْ اِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ اَوَّلِ صَدْمَةٍ-

৬৬৬৯ ইস্হাক্ ইব্ন মানসূর (র)..... সাবিত বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে তাঁর পরিবারের একজন মহিলাকে এ মর্মে বলতে শুনেছি যে, তুমি কি অমুক মহিলাকে চেন? সে বলল, হ্যাঁ। আনাস (রা) বললেন, একবার নবী ﷺ তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি

কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তখন সে বলল, আমার কাছ থেকে সরে যাও, কেননা, তুমি আমার মুসীবত থেকে মুক্ত। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। এ সময় অপর লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তো তাঁকে চিনতে পারিনি। লোকটি বলল, ইনিই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। তিনি বললেন, পরে সে (স্ত্রীলোকটি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরজায় আসল। তবে দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী ﷺ বললেন ঃ প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

٣٠١٤ بَابُ الْحَاكِمُ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُوْنَ الاِمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ

৩০১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন

٦٦٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الاَمِيْرِ-

৬৬৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ যুহলী (র.) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইব্‌ন সা'দ নবী ﷺ -এর সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।

٦٦٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ وَاتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ ح وَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَجُلاً اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، فَاَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ اَبِى مُوْسٰى ، فَقَالَ مَا لِهٰذَا ؟ قَالَ اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى اَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ-

৬৬৭১ মুসাদ্দাদ (র) .... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে (গভর্নর করে) পাঠালেন এবং তার পশ্চাতে মু'আয (রা) ﷺ -কেও পাঠালেন। অন্য সনদে পরবর্তী অংশটুকু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইয়হুদী ধর্ম অবলম্বন করে। তার কাছে মু'আয ইব্‌ন যাবাল (রা) এলেন। তখন সে লোকটি আবূ মূসা (রা) -এর কাছে ছিল। তিনি [মু'আয (র) জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর ইহুদী হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, একে হত্যা না করে আমি বসব না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান (এটাই)।

٣٠١٧ بَابُ هَلْ يَقْضِى الْحَاكِمُ اَوْ يُفْتِى وَهُوَ غَضْبَانُ

৩০১৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফ্তী ফাত্ওয়া দিতে পারবেন কি

٦٦٧٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبُوْ بَكْرَةَ اِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لاَ تَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ–

৬৬৭২ আদাম (র.) .... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বাকরা (রা) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্থানে অবস্থানরত ছিলেন যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।

٦٦٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مُبَارَكَ قَالَ اَخْبَرَنِى اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى وَاللّٰهِ لاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا قَالَ فَمَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَطُّ اَشَدَّ غَضَبًا فِى مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ–

৬৬৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ...... আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাতে উপস্থিত হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কোন ওয়াযে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।

٦٦٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى يَعْقُوْبَ الْكِرْمَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنَّ بَدَالَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِىُّ–

৬৬৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়াকূব কিরমানী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর (রা) এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন। এরপর তিনি বলেন ঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে আটকিয়ে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী না হয় এবং পুনরায় পবিত্র না হয়। এরপরও যদি তার তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন তখন (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দেয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (রা) বলেন, যুহ্রী-ই মুহাম্মদ।

٣٠١٨ بَابُ مَنْ رَاى قَاضِىَ اَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِى اَمْرِ النَّاسِ اِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُوْنَ وَالتُّهَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِهِنْدٍ خُذِى مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَذٰلِكَ اِذَا كَانَ اَمْرٌ مَشْهُوْرٌ–

৩০১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে। যেমন নবী ﷺ হিন্দা বিন্ত উত্বাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামী আবূ সুফিয়ানের সম্পদ থেকে) এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর এটা হবে তখন, যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ

٦٦٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٍ مِنْ اَنْ اُطْعِمَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ لَهَا لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمِيْهِمْ مِنْ مَعْرُوْفٍ–

৬৬৭৫ আবুল ইয়ামান........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্দা বিন্ত উত্বা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! যমীনের বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার নিকট এরূপ হয়েছে যে, এমন কোন পরিবার যমীনের বুকে নেই, যে পরিবার আপনার পরিবারের চাইতে বেশি উত্তম ও সম্মানিত। তারপর হিন্দা (রা) বলল, আবূ সুফিয়ান (রা) একজন ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমাদের সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবীজী ﷺ তখন বললেন ঃ না, তোমার জন্য তাদেরকে খাওয়ানো কোন দোষের হবে না, যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়।

٣٠١٩ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوْمِ وَمَا يَجُوْزُ مِنْ ذٰلِكَ وَمَا يَضِيْقُ عَلَيْهِ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ اِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِى اِلَى الْقَاضِى وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ

جَائِزٌ اِلاَّ فِى الْحُدُوْدِ ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لاَنَّ هٰذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَاِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ اَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ وَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ اِلَى عَامِلِهِ فِى الْجَارُوْدِ وَكَتَبَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى سِنٍّ كُسِرَتْ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ كِتَابُ الْقَاضِى اِلَى الْقَاضِى جَائِزٌ اِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِىُّ يُجِيْزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُوْمَ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْقَاضِى ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الثَّقَفِىُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِىَ الْبَصْرَةِ وَاِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَنَسٍ وَبِلاَلَ بْنَ اَبِى بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِىَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيْدَةَ وَعَبَّادَ بْنِ مَنْصُوْرٍ يُجِيْزُوْنَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُوْدِ فَاِنْ قَالَ الَّذِى جِىْءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ اَنَّهُ زُوْرٌ ، قِيْلَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذٰلِكَ وَاَوَّلُ مَنْ سَالَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِى الْبَيِّنَةَ ابْنُ اَبِى لَيْلَى وَسَوَارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحْرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوْسٰى بْنُ اَنَسٍ قَاضِى الْبَصْرَةِ وَاَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ اَنَّ لِى عِنْدَ فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوْفَةِ وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَجَازَهُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَاَبُوْ قِلاَبَةَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتّٰى يُعْلَمَ مَا فِيْهَا لاَنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ فِيْهَا جَوْرًا ، وَقَدْ كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى اَهْلِ خَيْبَرَ اِمَّا اَنْ تَدُوْا صَاحِبَكُمْ ،وَاِمَّا اَنْ تُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِى شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ اَنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَاِلاَ فَلاَّ تَشْهَدْ-

৩০১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে। কোন কোন লোক বলেছেন, 'হদ' (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালককে চিঠি দেওয়া বৈধ। এরপর তিনি বলেছেন, হত্যা যদি ভুলবশত হয় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি বৈধ। কেননা, তাঁর মতে এটি মাল সংক্রান্ত বিষয়। অথচ এটি মাল সংক্রান্ত বিষয় বলে ঐ সময় প্রতীয়মান হবে, যখন হত্যা প্রমাণিত হবে। ভুলবশত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যা একই। উমর (রা) তাঁর কর্মকর্তার নিকট জারুদের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি লিখেছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আজিজ (র) ভেঙ্গে যাওয়া দাঁতের ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলেন। ইব্‌রাহীম (র) বলেন, লেখা ও মোহর যদি চিনতে পারেন, তাহলে বিচারপতির কাছে অন্য বিচারপতির চিঠি লেখা বৈধ। শাবী বিচারপতির পক্ষ থেকে মোহরকৃত চিঠি বৈধ মনে করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল কারীম সাকাফী বলেন, আমি বস্‌রার বিচারপতি আবদুল মালিক ইব্‌ন ইয়ালা, ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া, হাসান, সুমামাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আনাস, বিলাল ইবন আবূ বুরদা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা, আসলামী, আমের ইব্‌ন

আবীদা ও আব্বাদ ইব্‌ন মানসূরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁরা সকলেই সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিচারপতিদের চিঠি বৈধ মনে করতেন। চিঠিতে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত সে যদি একে মিথ্যা বা জাল বলে দাবি করত, তাহলে তাকে বলা হত যাও, এ অভিযোগ থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ কর। সর্বপ্রথম যারা বিচারপতির চিঠির ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করেছেন তারা হলেন, ইব্‌ন আবূ লায়লা এবং সাওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্

আবূ নু'আয়ম (র) আমাদের বলেছেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহ্‌রেয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি বস্‌রার বিচারপতি মূসা ইব্‌ন আনাসের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসলাম। সেখানে আমি তাঁর নিকট এ মর্মে প্রমাণ পেশ করলাম যে, অমুকের নিকট আমার এত এত পাওনা আছে, আর সে কূফায় অবস্থানরত। এ চিঠি নিয়ে আমি কাসেম ইব্‌ন আবদুর রাহমানের কাছে আসলাম, তিনি তা কার্যকর করলেন। হাসান ও আবূ কেলাবা অসিয়্যতনামায় কি লেখা আছে তা না জেনে তার সাক্ষী হওয়াকে মাক্‌রূহ মনে করতেন। কেননা, সে জানে না, হয়ত এতে কারো প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী ﷺ খায়বারবাসীদের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন যে, হয়ত তোমরা তোমাদের সাথীর 'দিয়ত' (রক্তপণ) আদায় কর, না হয় যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পার তাহলে তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তা না হলে সাক্ষ্য দেবে না

٦٦٧٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قَالُوْا اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

৬৬৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন লোকেরা বলল, মোহরকৃত চিঠি না হলে তারা তা পাঠ করে না। তাই নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করলেন। [আনাস (র) বলেন] আমি এখনও যেন এর ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অংকিত ছিল।

٣٠٢٠ بَابُ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ اَخَذَ اللّٰهُ عَلَى الْحُكَّامِ اَنْ لاَ يَتَّبِعُوْا الْهَوٰى ، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ، ثُمَّ قَرَاَ : يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ. وَقَرَاَ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارِ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى قَوْلِهِ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَقَرَأَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ، فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاودَ ، وَلَوْ لاَ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ مِنْ اَمْرِ هٰذَيْنِ لَرَ اَيْتُ اَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوْا فَاِنَّهُ اَثْنٰى عَلٰى هٰذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هٰذَا بِاِجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ خَمْسٌ اِذَا اَخْطَا الْقَاضِىْ مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيْهِ وَصْمَةٌ اَنْ يَكُوْنَ فَهِمًا حَلِيْمًا عَفِيْفًا صَلِيْبًا عَالِمًا سَؤُلاً عَنِ الْعِلْمِ

৩০২০. অনুচ্ছেদ ঃ লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়। হাসান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্র আয়াতকে বিক্রয় না করেন। এরপর তিনি (এর প্রমাণ হিসাবে পড়লেন। ইরশাদ হলো ঃ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে (৩৮ ঃ ২৬)। তিনি আরো পাঠ করলেন, (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবীগণ, যারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তারা ইহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীরা এবং বিজ্ঞানীরা, কারণ তাদের করা হয়েছিল আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক.... আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (৫ ঃ ৪৪) এবং আরো পাঠ করলেন (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; এতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার এবং সুলায়মানকে এ বিষয়ের মিমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান..... (২১ ঃ ৭৮ -৭৯)

(আল্লাহ্ তা'আলা) সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদ (আ)-এর তিরস্কার করেননি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা দু'জনের অবস্থাকেই উল্লেখ না করতেন, তাহলে মনে করা হত যে, বিচারকরা ধ্বংস হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর (সুলায়মানের) ইল্মের প্রশংসা করেছেন এবং (দাউদকে) তাঁর (ভুল) ইজ্তিহাদের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুযাহিম ইব্ন যুফার (র) বলেন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আমাদের বলেছেন যে, পাঁচটি গুণ এমন যে, কাযীর মধ্যে যদি একটিরও অভাব থাকে তা হলে সেটা তার জন্য দোষ বলে গণ্য হবে। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও জ্ঞানী, জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু

٣٠٢١ بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ اَجْرًا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِىُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَاَكَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ

৩০২১. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা। বিচারপতি শুরায়হ্ (র) বিচার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, (ইয়াতীমের) তত্ত্বাবধানকারী সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিকের সমপরিমাণ খেতে পারবেন। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) (রাষ্ট্রীয় ভাতা) ভোগ করেছেন

٦٦٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِى مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ مَا تُرِيْدُ اِلَى ذٰلِكَ قُلْتُ اِنَّ لِىْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِىْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ عُمَرُ لاَ تَفْعَلْ فَاِنِّىْ كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِىْ اَرَدْتَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ ، فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ حَتّٰى اَعْطَانِىْ مَرَّةً مَالاً ، فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَاِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ حَتّٰى اَعْطَانِىْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاً فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ–

৬৬৭৭ আবুল ইয়ামান (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি একবার তাঁর কাছে আসলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন-আমাকে কি এ মর্মে অবগত করা হয়নি যে তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাক। অথচ যখন তোমাকে এর পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করাকে অপছন্দ কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, কি উদ্দেশ্যে তুমি এরূপ কর। আমি বললাম, আমার বহু ঘোড়া ও গোলাম রয়েছে এবং আমি ভাল অবস্থায় আছি। সুতরাং আমি চাই যে, আমার পারিশ্রমিক মুসলমান জনসাধারণের জন্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হোক। উমর (রা) বললেন, এরূপ করো না। কেননা, আমিও তোমার মত এরূপ ইচ্ছা পোষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। এতে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে এ মালের প্রয়োজন যার বেশি তাকে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ একে গ্রহণ করে মালদার হও এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই মাল সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার প্রত্যাশী

নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো । অন্যথায় তাহলে তার পিছনে নিজেকে নিরত করো না। যুহরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বলেন, তিনি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন। এভাবে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ একে গ্রহণ কর এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই প্রকার মালের যা কিছু তোমার কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তুমি তার প্রত্যাশীও নও এবং প্রার্থীও নও তাহলে তা গ্রহণ কর। তবে যা এভাবে আসবে না তার পিছনে নিজেকে ধাবিত করো না।

٣٠٢٢ بَابُ مَنْ قَضٰى وَلاَعَنَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضٰى مَرْوَانُ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضٰى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيٰى ابْنُ يَعْمَرَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى يَقْضِيَانِ فِى الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

৩০২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন[১] করে। উমর (রা) নবী ﷺ -এর মিম্বরের সন্নিকটে লি'আন করিয়েছেন। মারওয়ান যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর উপর নবী ﷺ -এর মিম্বরের কাছে কসম করার রায় দিয়েছিলেন। শুরায়হ্, শাবী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামার মসজিদে বিচার করেছেন। হাসান ও যুরারাহ্ ইব্ন আওফা (র) মসজিদের বাইরের চত্বরে বিচার করতেন

٦٦٧٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ شَهِدْتُ الْمُتَلاعِنَيْنِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا-

৬৬৭৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)....... সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লি'আনকারীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর।

٦٦٧٩ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ اَخِىْ بَنِىْ سَاعِدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَلاعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ-

৬৬৭৯ ইয়াহ্ইয়া (র).... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বনূ সাঈদার ভ্রাতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আপনার কি রায়? যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? পরে সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি'আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

---

১. স্বামী বা স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করলে শরীয়তসম্মত বিধান মুতাবিক উভয়কে যে কসম করানো হয় তাকে 'লি'আন' বলে।

٣٠٢٣ بَابُ مَنْ حَكَمَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى اِذَا اَتَى عَلَى حَدٍّ اَمَرَ اَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ ، وَقَالَ عُمَرُ اَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ

৩০২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন 'হদ' কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাপ্তকে মসজিদ থেকে বের করে হদ্ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। উমর (রা) বলেন, তোমরা দু'জন একে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাও। আলী (রা) থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

٦٦٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَتَى رَجُلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعًا قَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى رَوَاهُ يُوْنُسُ وَمَعْمَرُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّجْمِ–

৬৬৮০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি নবী ﷺ -কে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যিনা করে ফেলেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে যখন নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি পাগল? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর। ইব্‌ন শিহাব বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারা তাকে জানাযা পড়ার স্থানে নিয়ে রজম করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইউনুস, মা'মার ও ইব্‌ন জুরায়জ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রজম সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٤ بَابُ مَوْعِظَةِ الْاِمَامِ لِلْخُصُوْمِ

৩০২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া

٦٦٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِى عَلَى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ–

৬৬৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র)......... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমিও মানুষ ছাড়া কিছু নই। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে এসে থাক। হয়ত তোমাদের

কেউ অন্যের তুলনার প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অধিক স্পষ্টবাদী। আর আমি তো যেরূপ শুনি সে ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। সুতরাং আমি যদি কারোর জন্য তার অপর কোন ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য যে অংশ নির্ধারিত করলাম তা তো এক টুক্‌রা আগুন মাত্র।

٣٠٢٥ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُوْنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِى وِلاَيَتِهِ الْقَضَاءِ اَوْ قَبْلَ ذٰلِكَ لِلْخَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِى وَسَالَهُ اِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْاَمِيْرَ حَتّٰى اَشْهَدَ لَكَ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً عَلٰى حَدِّ زِنًا اَوْ سَرِقَةٍ وَاَنْتَ اَمِيْرٌ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلاَ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُ اٰيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِىْ ، وَاَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَرْبَعًا بِالزِّنَا فَاَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ حَمَّادُ اِذَا اَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ اَرْبَعًا

৩০২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, চাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে। বিচারক শুরায়হ্‌কে এক ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি শাসকের কাছে যাও, সেখানে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। ইক্‌রামা (র) বলেন যে, উমর (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে বললেন, যদি তুমি শাসক হও, আর তুমি নিজে কোন ব্যক্তিকে হদের কাজ যিনা বা চুরিতে লিপ্ত দেখ (তাহলে তুমি কি করবে?) উত্তরে তিনি বললেন (আপনি শাসক হওয়া সত্ত্বেও) আপনার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলমানের সাক্ষ্যের মতই। তিনি [উমর (রা)] বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। উমর (রা)বলেন, যদি মানুষ এরূপ বলবে বলে আশংকা না হত যে, উমর আল্লাহ্‌র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে আমি নিজ হাতে রজমের আয়াত লিখে দিতাম। মায়েয নবী ﷺ-এর কাছে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন; তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। আর এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী ﷺ উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। হাম্মাদ (র) বলেন, বিচারকের নিকট কেউ একবার স্বীকার করলে তাকে রজম করা হবে। আর হাকাম (র) বলেন, চারবার স্বীকার করতে হবে

٦٦٨٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلٰى قَتِيْلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ ، فَقُمْتُ لاَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلٰى قَتِيْلٍ ، فَلَمْ اَرَ اَحَدًا يَشْهَدُ لِىْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَالِىْ فَذَكَرْتُ اَمْرَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاَحُ هٰذَا الْقَتِيْلِ الَّذِىْ يُذْكُرُ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَلاَّ لاَ تُعْطِهِ اُصَيْبِغَ مِنْ

قُرَيْشٍ وَتَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لاَ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذٰلِكَ فِيْ وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ خَصْمٌ اٰخَرُ بِحَقٍّ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِيَ عَلَيْهِ فِيْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتّٰى يَدْعُوْ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرُهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَاٰهُ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضٰى بِهِ وَمَا كَانَ فِيْ غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ اٰخَرُوْنَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِيَ فِيْ غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُوْنَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلٰكِنَّ فِيْهِ تَعَرُّضَ لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِيْقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُوْنِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هٰذِهِ صَفِيَّةُ–

৬৬৮২ কুতায়বা (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, শত্রুপক্ষের কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে যার সাক্ষী আছে, সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাবে। (রাবী বলেন) আমি আমা কর্তৃক নিহত ব্যক্তির সাক্ষী তালাশ করতে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এমন কাউকে দেখতে পেলাম না, সুতরাং আমি বসে গেলাম। তারপর আমার খেয়াল হল। আমি তার হত্যার বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছে তার হাতিয়ার আমার কাছে রয়েছে। অতএব আপনি তাকে আমার পক্ষ হয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। আবূ বকর (রা) বললেন, কখনো না। আপনি এই পাংশু কুরাইশকে কখনো দিবেন না। আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষে যে আল্লাহর সিংহ (পুরুষ) যুদ্ধ করছে, তাকে আপনি বঞ্চিত করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন এবং তা (হাতিয়ার ইত্যাদি) আমাকে প্রদান করলেন। আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ করলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি মূলধন হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলাম। আবদুল্লাহ্ (র) লাইছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে فعلم رسول الله ﷺ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন) এর স্থলে فقام النبى ﷺ (নবী ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন) বর্ণনা করেছেন। হিজাযের আলেমরা বলেন, শাসক তার জ্ঞানানুসারে বিচার করবে না, চাহে তা দায়িত্বকালে প্রত্যক্ষ করে থাকুক, কিংবা তার পূর্বেই। তাদের কারো কারো মতে যদি বাদী বিবাদীর কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের হক সম্পর্কে বিচার চলাকালে তার সম্মুখেও স্বীকার করে তবুও তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন সাক্ষী ডেকে সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সময় তাদের উপস্থিত না রাখবেন। কোন কোন ইরাকী আলেম বলেন, বিচার চলাকালে যা কিছু শুনবে বা দেখবে সে ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য স্থানে যা কিছু শুনবে বা দেখবে দু'জন সাক্ষী ছাড়া ফায়সালা করতে পারবে না। তাদের অন্যরা বলেন বরং

সে ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবে। কেননা সে তো বিশ্বস্ত। আর সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য তো প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করা। সুতরাং তার জানা (সাক্ষীর) সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তাদের অন্য কেউ বলেন যে, মাল সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারক তার নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য ব্যাপারে নয়। কাসেম (র) বলেন যে, অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া শাসকের নিজের জ্ঞানানুসারে ফায়সালা করা উচিত নয়, যদিও তার জানা অন্যের সাক্ষীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তবুও। এতে মুসলিম জনসাধারণের কাছে নিজেকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদেরকে (মিথ্যা) সন্দেহে ফেলা হয়। কেননা নবী ﷺ সন্দেহ করাকে পছন্দ করতেন না। এজন্যেই তিনি পথচারীকে ডেকে বলে দিয়েছেন ঃ এ হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা।

٦٦٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ صَفِيَّةُ فَقَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ اَبِى عَتِيْقٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৬৮৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).... আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে সাথে হাঁটছিলেন। এমতাবস্থায় দু'জন আনসারী ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ এ হচ্ছে সাফিয়্যা। তাঁরা (অবাক হয়ে) বলল, সুবহানাল্লাহ্ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি?) তিনি বললেন ঃ শয়তান বনী আদমের ধমনীতে বিচরণ করে থাকে। শুআয়ব ...... সাফিয়্যা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٦ بَابُ اَمْرِ الْوَالِى اِذَا وَجَّهَ اَمِيْرَيْنِ اِلٰى مَوْضِعٍ اَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

৩০২৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে

٦٦٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ اَبِى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اِنَّهُ يُصْنَعُ بِاَرْضِنَا الْبِتْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَقَالَ النَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَوَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৬৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পিতা ও মু'আয ইব্‌ন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ আচরণ করো,

কঠোরতা প্রদর্শন করো না, তাদের সুসংবাদ শোনাও, ভীতি প্রদর্শন করো না এবং একে অপরকে মেনে চলো। তখন আবূ মূসা (রা) তাঁকে বললেন, আমাদের দেশে 'বিত্' নামক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা হয় (যা মধুর সিরকা থেকে তৈরি)। উত্তরে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। নাযর, আবূ দাউদ, ইয়াযিদ ইব্‌ন হারুন, ওকী (র)..... সাঈদ-এর দাদা আবূ মূসা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢٧ بَابُ اِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ : وَقَدْ اَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدً لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

৩০২৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসকের দাওয়াত কবূল করা। উসমান (রা) মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা)-র গোলামের দাওয়াত কবূল করেছিলেন

٦٦٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : فُكُّوا الْعَانِىَ ، وَاَجِيْبُوْا الدَّاعِىَ-

৬৬৮৫ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ বন্দীদের মুক্ত কর, আর দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবূল কর।

٣٠٢٨ بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৩০২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা

٦٦٨٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِى اَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ ، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأتِى يَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِى فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ فَيَنْظُرُ اَيُهْدَى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَاْتِى بِشَىْءٍ اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَتَى اِبْطَيْهِ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا وَقَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِىُّ ، وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ اُذْنَاىَ ، وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنِى ، وَسَلُوْا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِى وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِىُّ سَمِعَ اُذُنِى خُوَارٌ صَوْتٌ وَالْجُؤَارُ مِنْ يَجْرَءُوْنَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ-

৬৬৮৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বনী আসাদ গোত্রের ইব্‌ন লুতাবিয়্যা নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন।

সে যখন ফিরে আসল, তখন বলল, এগুলো আপনাদের। আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনার পর নবী ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন ঃ কর্মকর্তার কি হল! আমি তাকে প্রেরণ করি, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার, আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যা কিছুই সে (অবৈধভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি উট হয়, তাহলে তা চিৎকার করবে, যদি গাভী হয় তাহলে তা হাম্বা হাম্বা করবে, অথবা যদি বক্‌রী হয় তাহলে তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। তারপর তিনি উভয় হাত উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্র ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তারপর বললেন, শোন! আমি কি আল্লাহ্‌র হুকুম পৌঁছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে যুহ্‌রী এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে হিশাম তার পিতার সূত্রে আবূ হুমায়দ থেকে বর্ণনা করতে আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, তিনি (আবূ হুমায়দ) বলেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে এবং দু'চোখ তা দেখেছে। যায়িদ ইব্‌ন সাবিতকে জিজ্ঞাসা কর, সেও আমার সাথে শুনেছিল। আমি বললাম, "উভয় কান শুনেছে এবং দু'চোখ তাকে দেখেছে।" যুহ্‌রী এ কথা বলেননি। [বুখারী (র) বলেন] خوار বলা হয় শব্দকে। আর جؤار থেকে يجرءون গরুর আওয়াজের মত চিৎকার করা।

٣٠٢٩ بَابُ اِسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

৩০২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা

٦٦٨٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِمُ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ وَاَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَبُوْ سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ-

৬৬৮৭ উসমান ইব্‌ন সালিহ্ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম (রা) মসজিদে কুবাতে প্রথম সারির মুহাজেরীন ও নবী ﷺ এর সাহাবীদের ইমামতি করতেন। তাদের মাঝে আবূ বকর, উমর, আবূ সালামা, যায়িদ ও আমির ইব্‌ন রাবীআ (রা) ছিলেন।

٣٠٣٠ بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

৩০৩০. অনুচ্ছেদ ঃ লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা

٦٦٨٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَمِّهِ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ اَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ اِنِّي لَا اَدْرِي مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا

عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، فَرَجَعُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا–

৬৬৮৮ ইসমাঈল ইব্ন আবূ ওয়ায়স (র) ...... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযেনের বন্দীদেরকে আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা যখন সর্বসম্মতিতে এসে অনুমতি দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছ, আর কে দাওনি, তা আমি বুঝতে পারিনি। অতএব তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের প্রতিনিধিরা তোমাদের মতামত নিয়ে আমার কাছে আসবে। লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের প্রতিনিধিরা তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানাল যে, লোকেরা খুশী মনে অনুমতি দিয়েছে।

٣٠٣١ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ ، وَاِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ

৩০৩১. অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়

٦٦٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُنَاسٌ لاِبْنِ عُمَرَ اِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا–

৬৬৮৯ আবূ নুআয়ম (র) ...... মুহাম্মদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক ইব্ন উমর (রা)-কে বলল, আমাদের শাসকের নিকট গিয়ে তার এমন কিছু গুণগান করি, যা তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর করি তার চেয়ে ভিন্নতর। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমরা এটাকেই নিফাক মনে করতাম।

٦٦٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ–

৬৬৯০ কুতায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। দ্বীমুখী লোকেরা সবচাইতে নিকৃষ্ট, যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় আবার ওদের কাছে আর এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।

٣٠٣٢ بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

৩০৩২. অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার

٦٦٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَاَحْتَاجُ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ-

৬৬৯১ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা (রা) নবী ﷺ -কে বলল, আবূ সুফিয়ান (রা) বড়ই কৃপণ ব্যক্তি। অতএব (তার অগোচরে) তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার ও সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই পরিমাণ নিতে পার।

٣٠٣٣ بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ فَلاَ يَاخُذْهُ فَاِنَّ قَضَاءَ لِلْحَاكِمِ لاَيُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً

৩০৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না

٦٦٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَوْيَسِى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَأْتِيْنِى الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَاَقْضِى لَهُ بِذٰلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاخُذْهَا اَوْ لِيَتْرُكْهَا-

৬৬৯২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি তাঁর হুজরার দরজায় বাদানুবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট বাদী-বিবাদীরা আসে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বাকপটু থাকে। আমি তার কথায় হয়ত তাকে সত্যবাদী মনে করি। অতএব আমি তার পক্ষে ফায়সালা করি। কিন্তু আমি যদি অপর কোন মুসলমানের হক কারো জন্য ফায়সালা করি, তাহলে সেটা এক খণ্ড আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা তা বর্জন করুক।

٦٦٩٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ

فَقَالَ اِنَّ اَخِى قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِى وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِى كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِى وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِى مِنْهُ لِمَا رَاى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ-

৬৬৯৩ ইসমাঈল (র) .... নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্‌বা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস তাঁর ভাই সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসকে এ মর্মে ওসিয়ত করেন যে, যাম্‌আ-এর বাঁদীর গর্ভজাত সন্তানটি আমার ঔরস থেকে জন্মলাভ করেছে। অতএব তাকে তুমি তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসো। মক্কা বিজয়ের বছর সাদ (রা) তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরলেন এবং বললেন, আমার ভাই এ ছেলের ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইব্‌ন যামআ দাঁড়িয়ে বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। তারপর তারা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। সাদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই এ সম্পর্কে আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন। আবদ ইব্‌ন যামআ বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসেই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবদ ইব্‌ন যামআ! এ তোমারই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সন্তান বিছানার মালিকেরই আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্‌বার সাথে এ ছেলেটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার কারণে, সাওদা বিনত যামআ (রা)-কে বললেন ঃ এর থেকে পর্দা করে চলো। সে জন্য মৃত্যুর পূর্বে সে ছেলে সাওদাকে কোন দিন দেখতে পায়নি।

٣٠٣٤ بَابُ الْحُكْمِ فِى الْبِئْرِ وَنَحْوِهِ

৩০৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার

٦٦٩٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَحْلِفُ اَحَدٌ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ فَجَاءَ الاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِىَّ نَزَلَتْ وَفِى رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِى بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ اِذَنْ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَيْمَانِهِمْ الْاٰيَةَ-

৬৬৯৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। (৩ ঃ ৭৭) যখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা) এলেন এবং বললেন যে এই আয়াতই আমি ও অপর একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি কুয়ার বিষয়ে যার সাথে আমি বিবাদ করেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে কসম করুক। আমি বললাম, সে কসম খাবেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ...... (৩ ঃ ৭৭)।

٣٠٣٥ بَابُ الْقَضَاءُ فِى قَلِيْلِ الْمَالِ كَثِيْرِهِ سَوَاءٌ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ اَلْقَضَاءُ فِى قَلِيْلِ الْمَالِ وَكَثِيْرِهِ سَوَاءٌ

৩০৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই। ইব্‌ন উয়ায়না ইব্‌ন শুবরুমা-এর সূত্রে বলেন যে, অল্প সম্পদ ও অধিক সম্পদের বিচারের বিধান একই

٦٦٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ اَقْضِىَ لَهُ بِذٰلِكَ وَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاخُذْهَا اَوْ لِيَدَعْهَا-

৬৬৯৫ আবুল ইয়ামন (র)..... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর দরজার পাশে ঝগড়ার শোরগোল শুনতে পেলেন। তাই তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি তো একজন মানুষ। বিবদমান ব্যক্তিরা ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসে। হয়ত তাদের কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু। আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। সুতরাং আমি যদি কাউকে অন্য মুসলমানের হকের সাথে ফায়সালা করে দেই তাহলে তা (তার জন্য) একখণ্ড আগুন ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে দিক।

٣٠٣٦ بَابُ بَيْعِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ اَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ-

৩০৩৬. অনুচ্ছেদঃ ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা। নবী ﷺ নুআয়ম ইব্‌ন নাহ্‌হামের পক্ষে বিক্রি করেছেন

٦٦٩٦ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهِ اعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اَرْسَلَ بِثَمَنِهِ اِلَيْهِ-

৬৬৯৬ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তাঁর সাহাবীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন। অথচ তাঁর এ ছাড়া আর কোন মাল ছিল না। নবী ﷺ সে গোলমটিকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

٣٠٣٧ بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ لِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِى الْاُمَرَاءِ

৩০৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়

٦٦٩٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِى اِمَارَتِهِ وَقَالَ اِنْ تَطْعُنُوْا فِى اِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُوْنَ فِى اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ خَلِيْقًا لِلْاِمْرَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ، وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ-

৬৬৯৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি তার নেতৃত্বের সমালোচনা কর, তোমরা ইতিপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম! সে নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল। আর সে ছিল আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর তারপরে এ হল আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়।

٣٠٣٨ بَابُ الاَلَدُّ الْخَصِمُ وَهُوَ الدَّائِمُ فِى الْخُصُوْمَةِ لُدًّا عُوْجًا

৩০৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। عُوْجًا لُدًّا অর্থ বক্রতা

٦٦٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الاَلَدُّ الْخَصِمُ-

৬৬৯৮ মুসাদ্দাদ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।

٣٠٣٩ بَابُ اِذَا قَضٰى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ اَوْ خِلاَفِ اَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

৩০৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইল্‌মের মতামতের উল্টো ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

৬৬৯৯ حَدَّثَنَا مُحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعْثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدًا وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِي جَذِيْمَةَ فَلَمْ يَحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَقَالُوْا صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ وَاَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا اَنْ يَقْتُلَ اَسِيْرَهُ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقْتُلُ اَسِيْرِي وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِي اَسِيْرَهُ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مَرَّتَيْنِ-

৬৬৯৯ মাহমূদ ও নুআয়ম (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে জাযীমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা উত্তমরূপে "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" কথাটি বলতে পারল না। বরং বলল, 'সাবানা' 'সাবানা' (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি)। এরপর খালিদ তাদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করলেন। আর আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দী হাওয়ালা করলেন এবং প্রত্যেককে নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সঙ্গীদের কেউ তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এরপর এ ঘটনা আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার অব্যাহতি কামনা করছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

٣٠٤٠ بَابُ الاِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

৩০৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া

৬৭০০ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَابِلاَلُ اِنْ حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَمْ اٰتِكَ فَمُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ وَاَقَامَ وَاَمَرَ اَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتّٰى قَامَ خَلْفَ اَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيْهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْرُغَ ، فَلَمَّا رَاَى التَّصْفِيْحَ لاَ يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَاَى النَّبِيَّ ﷺ خَلْفَهُ فَاَوْمَا

اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ اَنِ اَمْضِهْ وَاَوْمَا بِيَدِهِ هٰكَذَا وَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللّٰهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَاَى النَّبِىُّ ﷺ ذٰلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اِذْ اَوْمَاتُ اِلَيْكَ لاَ تَكُوْنَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ اَبِى قُحَافَةَ اَنْ يَؤُمَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَالَ لِلْقَوْمِ اِذَا اَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَالْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ هٰذَا الْحَرْفُ غَيْرِ حَمَّا دُيَا بِلاَلُ فَقَاَابَابَكْرٍ رَابَكُمْ-

৬৭০০ আবূ নুমান (র) ......সাহ্ল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রে (আত্মঘাতী) সংঘর্ষ ছিল। নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি যুহরের নামায আদায় করার পর তাদের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য আসলেন। (আসার সময়) তিনি বিলালকে বললেন ঃ যদি নামাযের সময় হয়ে যায় আর আমি এসে না পৌঁছি, তাহলে আবূ বকরকে বলবে, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে। যখন আসরের সময় হল, বিলাল (রা) আযান দিলেন। অতঃপর ইকামত দিয়ে আবূ বকরকে নামায আদায় করতে বললেন। আবূ বকর (রা) সামনে গেলেন। আবূ বকর (রা)-এর নামাযরত অবস্থায়ই নবী ﷺ এলেন এবং মানুষকে ফাঁক করে আবূ বকরের পিছনে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ আবূ বকরের সংলগ্ন কাতার পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। রাবী বলেন, লোকেরা হাততালি দিল। তিনি আরও বলেন যে, আবূ বকর (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তখন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদিক-সেদিক তাকাতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে তাঁর পিছনে দেখতে পেলেন। নবী ﷺ হাতের ইশারায় তাকে নামায পূর্ণ করতে বললেন এবং যেভাবে আছেন সে ভাবেই থাকতে বললেন। আবূ বকর (রা) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নবী ﷺ-এর নির্দেশের উপর আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। এরপর পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ এ অবস্থা দেখে সামনে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। যখন নামায শেষ হল, তখন তিনি আবূ বকরকে বললেন ঃ আমি যখন তোমাকে ইশারা করলাম, তখন তোমায় কি জিনিস বাধা দিল যে, তুমি নামায পূর্ণ করলে না। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর ইমামত করার দুঃসাহস ইব্ন আবূ কুহাফার কখনই নেই। এরপর তিনি লোকদের বললেন ঃ নামাযে তোমাদের কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে আর নারীরা হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায দেবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, يَا بِلاَلُ مَرَّ اَبَابَكْرٍ বাক্যটি হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কোন রাবী বলেনি।

٣٠٤١ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ اَنْ يَكُوْنَ اَمِيْنًا عَاقِلاً

৩০৪১. অনুচ্ছেদ ঃ লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়

٦٧٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبُوْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ لِمَقْتَلِ اَهْلِ الْيَمَامَةِ

وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِى فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ ، وَاِنِّى اَخْشٰى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ فِى الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْاٰنٌ كَثِيْرٌ ، وَاِنِّى اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِى فِى ذٰلِكَ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ ، وَرَاَيْتُ فِى ذٰلِكَ الَّذِى رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ وَاَجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِاَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا كَلَّفَنِى مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُحِثُّ مُرَاجَعَتِى حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَرَاَيْتُ فِى ذٰلِكَ الَّذِى رَاَيَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِى اٰخِرِ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اِلَى اٰخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ اَوْ اَبِى خُزَيْمَةَ فَاَلْحَقْتُهَا فِى سُوْرَتِهَا ، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِى بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اللِّخَافُ يَعْنِى الْخَزَفَ-

৬৭০১ আবূ সাবিত মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) ...... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বকর (রা) আমার নিকট লোক পাঠালেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের কারণে তখন তাঁর কাছে উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু সংখ্যক হাফিয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, আরো অনেক স্থানে যদি কুরআনের হাফিযগণ এরূপ ব্যাপক হারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আমি বললাম, কি করে আমি এমন কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেননি। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটা ভাল কাজ। উমর (রা) আমাকে এ ব্যাপারে বারবার বলছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। যে বিষয়ে তিনি উমর (রা)-এর অন্তরেও প্রশান্তি দান করেছিলেন এবং আমিও এ বিষয়ে একমত পোষণ করলাম যা উমর (রা) মত পোষণ করেছিলেন। যায়িদ (রা) বলেন যে, এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং কুরআনকে তুমি অনুসন্ধান কর এবং

তা একত্রিত কর। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! কুরআন সংগ্রহ করে একত্রিত করার আদেশ না দিয়ে যদি আমাকে একটি পাহাড়কে সরিয়ে নেওয়ার গুরুভার অর্পণ করতো, তাও আমার জন্য ভারী মনে হত না। আমি বললাম, কি করে আপনারা এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেননি। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এটি একটি ভাল কাজ। আমার পক্ষ থেকে এ কথা বারবার উত্থাপিত হতে থাকল। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন, যে বিষয়ে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর অন্তরে প্রশান্তি দান করেছিলেন। এবং তাঁরা যা ভাল মনে করলেন আমিও তা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুক্রা, শ্বেত পাথর ও মানুষের অন্তঃকরণ থেকে আমি কুরআনকে একত্রিত করলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ ......لقد جاءكم رسول من انفسكم তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছেন ...... (৯ ঃ ১২৮) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অংশটুকু খুযায়মা কিংবা আবূ খুযায়মার কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সাথে সংযোজন করলাম। কুরআনের এই সংকলিত সহীফাগুলো আবূ বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ওফাত দিলেন। পরে উমরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা হাফসা বিন্ত উমর (রা)-এর কাছে ছিল। মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত اَللَّخَفُ অর্থ হল চাঁড়া।

٣٠٤٢ بَابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ اِلَى عُمَّالِهِ ، وَالْقَاضِى اِلَى اُمَنَائِهِ-

৩০৪২. অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি

٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى لَيْلٰى وَحَدَّثَنِى اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى لَيْلٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِى فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ ، قَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللّٰهِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَاَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ ، وَاِمَّا اَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ بِهِ ، فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ ، قَالَ اَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ ، قَالُوْا لَيْسَ بِمُسْلِمِيْنَ ، فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتِ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ-

৬৭০২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র) ......সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও তাঁর গোত্রের কতিপয় বড় বড় ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল ও মুহাইয়াসা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে খায়বারে আসেন। একদা মুহাইয়াসা জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ্ নিহত হয়েছে এবং তার লাশ একটি গর্তে অথবা কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি ইহুদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর তিনি তার গোত্রের নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরে তিনি, তার বড় ভাই হুওয়াইয়াসা এবং আবদুর রহমান ইব্ন সাহল আসলেন। মুহাইয়াসা যিনি খায়বারে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এ ঘটনা বলার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বড়কে কথা বলতে দাও, বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণকে। তখন হুওয়াইয়াসা প্রথমে ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর কথা বললেন, মুহাইয়াসা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হয়ত তারা তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন। জবাবে তাদের পক্ষ থেকে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুওয়াইয়াসা, মুহাইয়াসা ও আবদুর রহমানকে বললেন, তোমরা কি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হতে পারবে। তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা কি তোমাদের সামনে কসম করবে? তাঁরা বলল, এরা তো মুসলিম নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে একশ' উট রক্তপণ হিসাবে আদায় করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত উটগুলোকে ঘরে প্রবেশ করানো হল। সাহল বলেন, একটি উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

٣٠٤٣ بَابٌ هَلْ يَجُوْزُ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِى الْاُمُوْرِ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?

٦٧٠٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اَنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ ، فَقَالُوْا لِى عَلٰى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ، ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا اِنَّمَا عَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا–

৬৭০৩ আদাম (র) ...... আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে বিচার করুন।

তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে ফায়সালা করুন। তারপর বেদুঈন বলল যে, আমার ছেলে এই লোকটির এখানে মজুর হিসাবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যার দণ্ড) করা হবে। আমি একশ' বক্‌রী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (এ শুনে) নবী ﷺ বললেন ঃ আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও এবং তাকে রজম কর। অতঃপর উনায়স সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল।

٣٠٤٤ بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوْزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُوْدِ حَتّٰى كَتَبْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ كُتُبَهُ وَاَقْرَاْتُهُ كُتُبَهُمْ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِىٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُوْلُ هٰذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَاطِبٍ ، فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِى صَنَعَ بِهَا وَقَالَ اَبُوْ جَمْرَةَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ-

৩০৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা? খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (র)...... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইহুদীদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যার ফলে আমি নবী ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাঁর চিঠিপত্র লিখতাম এবং তারা কোন চিঠিপত্র তাঁর কাছে লিখলে তা তাকে পাঠ করে শোনাতাম। উমর (রা) বললেন, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন আলী, আবদুর রহমান ও উসমান (রা)। এই স্ত্রীলোকটি কি বলছে? আবদুর রহমান ইব্‌ন হাতিব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি তার এক সঙ্গী সম্পর্কে আপনার নিকট অভিযোগ করছে যে, সে তার সাথে অপকর্ম করেছে। আবূ জামরা বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক প্রশাসকের জন্য দু'জন করে দোভাষী থাকা অত্যাবশ্যকীয়

٦٧٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِى رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ اِنِّى سَائِلٌ هٰذَا ، فَاِنْ كَذَبَنِى فَكَذِّبُوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ اِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ-

৬৭০৪ আবূল ইয়ামান (র) ...... আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের কাফেলা নিয়ে অবস্থানকালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর সম্রাট তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল যে, আমি এ লোকটিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তারপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। পরে হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, একে বলে দাও যে, সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি (মুহাম্মদ ﷺ শীঘ্রই আমার পদতলের ভূমিরও মালিক হবেন।

٣٠٤٥ بَابُ مُحَاسَبَةِ الْاِمَامِ عُمَّالَهُ

৩০৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া

٦٧٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ التَّبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا الَّذِى لَكُمْ ، وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِى بَيْتِ اَبِيْكَ وَبَيْتِ اُمِّكَ حَتّٰى تَاْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ ، فَاِنِّى اسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى اُمُوْرٍ مِمَّا وَلاَّنِى اللّٰهُ فَيَاْتِى اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ هٰذَا الَّذِى لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ ، فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ وَبَيْتِ اُمِّهِ حَتّٰى تَاْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَوَاللّٰهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ جَاءَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلاَ فَلاَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللّٰهَ رَجُلٌ بِبَعِيْرٍ لَهُ رُغَاءٌ ، اَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ ، اَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ-

৬৭০৫ মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইব্ন লুতাবিয়্যাকে বনী সুলায়ম-এর সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জবাবদিহি করলেন, তখন সে বলল, এই অংশ আপনাদের আর এগুলো হাদিয়ার মাল যা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলে না, যাতে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসে? এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তন্মধ্য হতে কিছু কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে বলে এই অংশ আপনাদের, আর এই অংশ হাদিয়া যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া

তার কাছে আসে? আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। অন্যথায় সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চিৎকার করতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বক্‌রী নিয়ে আসবে, যে বক্‌রী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি হস্তদ্বয় উপরের দিকে এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমি তার বগলের উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের নিকট) পৌঁছিয়েছি।

٣٠٤٦ بَابُ بِطَانَةِ الْاِمَامِ وَاَهْلِ مَشُوْرَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلَاءُ

৩০৪৬ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা। بطانة শব্দটি دخلاء-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ যিনি একান্তে বসে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথোপকথন করেন এবং তাঁর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন এবং তিনিও গোপন কথা তাকে বলেন ও বিশ্বাস করেন)

٦٧٠٦ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ بِهٰذَا ، وَعَنِ ابْنِ اَبِى عَتِيْقٍ وَمُوْسٰى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ ، وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ اَبِى حُسَيْنٍ وَسَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَوْلَهُ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ-

৬৭০৬ আস্‌বাগ (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকেই নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং যাকেই খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে (একান্ত) গুপ্তচর থাকে। একজন গুপ্তচর তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তাকে তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর একজন গুপ্তচর তাকে মন্দ কাজের পরামর্শ দেয় এবং তৎপ্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং মাসুম ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা রক্ষা করেন। সুলায়মান ইব্‌ন শিহাব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং ইব্‌ন আবূ আতীক ও মূসার সূত্রে ইব্‌ন শিহাব থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাছাড়া শুআয়ব (র)-ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আওযায়ী ও মুআবিয়া ইব্‌ন সাল্লাম (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হুসাইন ও সাঈদ ইব্‌ন যিয়াদ (র)-ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ জাফর (র) আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

٣٠٤٧ بَابٌ كَيْفَ يُبَايِعُ الْاِمَامُ النَّاسُ

৩০৪৭ অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন

٦٧٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَاَنْ لاَ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ ، وَاَنْ نَقُوْمَ اَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

৬৭০৭ ইসমাঈল (র)...... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম যে, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাঁর আনুগত্য করব। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। যেখানেই থাকি না কেন সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকব কিংবা বলেছিলেন সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্‌র পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দার ভয় করব না।

٦٧٠٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِى غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَاَجَابُوْا :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا-

৬৭০৮ আমর ইব্‌ন আলী (র).......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আমরণ জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে।

٦٧٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتَ-

৬৭০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন ঃ যা তোমার সাধ্যের মধ্যে।

٦٧١٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ اَنِّى اُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَنَّ بَنِىَّ قَدْ اَقَرُّوْا بِمِثْلِ ذٰلِكَ-

৬৭১০ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন আবদুল মালিকের খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পত্র লিখলেন যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আদর্শ অনুসারে আল্লাহ্‌র বান্দা, আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা যথাসাধ্য শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি। আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

٦٧١١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِى فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

৬৭১১ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে।

٦٧١٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَاِنَّ بَنِىَّ قَدْ اَقَرُّوْا بِذٰلِكَ-

৬৭১২ আমর ইব্‌ন আলী (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা আবদুল মালিকের কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তার কাছে চিঠি লিখলেন। আল্লাহ্‌র বান্দা, আবদুল মালিক, আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি, আমি আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি আর আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

٦٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ-

৬৭১৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ...... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদায়বিয়ার দিন আপনারা কোন্ বিষয়ে নবী ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

٦٧١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوْا فَتَشَاوَرُوْا ، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لَسْتُ بِالَّذِى اُنَافِسُكُمْ عَلَى هٰذَا الْاَمْرِ وَلٰكِنَّكُمْ اِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوْا ذٰلِكَ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى مَا اَرٰى اَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ اُولٰئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَاُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشَاوِرُوْنَهُ تِلْكَ اللَّيَالِىَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِى اَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ . قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتّٰى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ اُرَاكَ نَائِمًا ، فَوَاللّٰهِ مَا اكْتَحَلْتُ هٰذِهِ الثَّلٰثَ بِكَثِيْرِ نَوْمٍ اِنْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِى فَقَالَ اُدْعُ لِى عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِىٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَخْشٰى مِنْ عَلِىٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِى عُثْمَانَ فَنَاجَاهُ حَتّٰى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ اُولٰئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَاَرْسَلَ اِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ، وَاَرْسَلَ اِلَى اُمَرَاءِ الْاَجْنَادِ وَكَانُوْا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْ تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَلِىُّ عَلَى اِنِّى قَدْ نَظَرْتُ فِى اَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ اَرَهُمْ يَعْدِلُوْنَ بِعُثْمَانَ فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيْلاً ، فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَاُمَرَاءُ الْاَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُوْنَ -

৬৭১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) ...... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন ব্যক্তি নই যে এ ব্যাপারে প্রত্যাশা করব। তবে আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের উপর অর্পণ করলেন, যখন তাঁরা এ বিষয়টি আবদুর রহমানের

উপর অর্পণ করলেন, তখন সকল লোক আবদুর রহমানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি একজন লোককেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সাথে পরামর্শ করতে থাকল। অবশেষে সেই রাত আসল, যে রাতের শেষে আমরা উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলাম। মিসওয়ার (রা) বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খটখটালেন। ফলে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে দেখছি ঘুমাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম! আমি এ তিন রাতের মাঝে খুব একটা ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়র ও সাদকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনি। তিনি তাঁদের দু'জনের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত চুপিচুপি পরামর্শ করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন। আর আবদুর রহমান (রা) আলী (রা) থেকে কিছু (বিরোধিতার) আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, উসমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সাথে চুপিচুপি আলাপ করলেন। ফজরের সময় মুআযযিন তাদের উভয়কে পৃথক করল অর্থাৎ আযান পর্যন্ত আলাপ করলেন, লোকদেরকে যখন ফজরের নামায পড়িয়ে দেয়া হলো এবং সেই দলটি মিম্বরের কাছে একত্রিত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং প্রত্যেক সেনা প্রধানকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমরের সাথে গত হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে সমবেত হল, তখন আবদুর রহমান (রা) ভাষণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, হে আলী! আমি জনমত পরীক্ষা করেছি, তারা উসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। সুতরাং তুমি তোমার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করো না। তখন তিনি [আলী ও উসমান (রা)-কে সম্বোধন করে] বললেন, আমি আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় ও তাঁর পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শানুযায়ী আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছি। তারপর আবদুর রহমান (রা) তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর মুহাজির, আনসার, সেনাপ্রধান এবং সাধারণ মুসলমান তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

٣٠٤٨ بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

৩০৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দু'বার বায়আত গ্রহণ করে

٦٧١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِىَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِى يَا سَلَمَةُ اَلاَ تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَايَعْتُ فِى الْاَوَّلِ قَالَ وَفِى الثَّانِى-

৬৭১৫ আবূ আসিম (র)...... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়'আত (বায়'আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো প্রথমবার বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর।

٣٠٤٩ بَابُ بَيْعَةِ الْاَعْرَابِ

৩০৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বেদুঈনদের বায়আত গ্রহণ

٦٧١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا-

৬৭১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। তারপর সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তাঁর কাছে আসল। তিনি পুনরায় অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তার কাছে এসে বলল, আমার বায়'আত ফেরত নিন। তিনি আবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সে বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা (কামাবের) হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٣٠٥٠ بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيْرِ

৩০৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের বায়'আত গ্রহণ

٦٧١٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ اَهْلِهِ-

৬৭১৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার মা যয়নাব বিনত হুমায়দ (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একে বায়'আত করুন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ সে তো ছোট এবং তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) তার পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বক্রী কুরবানী করতেন।

٣٠٥١ بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

৩০৫১. অনুচ্ছেদ ঃ কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অতঃপর তা প্রত্যাহার করা

٦٧١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِيَّ

وَعْك بِالْمَدِيْنَةِ فَأَتَى الأَعْرَابِيّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ هُ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَاَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتُنْصِعُ طَيِّبُهَا

৬৮১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রা) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মদীনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বেদুঈন বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা হল কামারের হাঁপরের ন্যায়, যে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٣٠٥٢ بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِلدُّنْيَا

৩০৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা

٦٧١٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مَايُرِيْدُ وَفَى لَهُ وَاِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَاَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا-

৬৭১৯ আবদান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (এক) সে ব্যক্তি, যে রাস্তার পার্শ্বে অতিরিক্ত পানির অধিকারী কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) সে লোক যে কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ্) যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাহলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে। (তিন) সে ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে যেয়ে এরূপ কসম খায় যে, আল্লাহ্র শপথ! এটা এত টাকা দাম হয়েছে। ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। অথচ সে দ্রব্যের এত দাম দেওয়া হয়নি।

٣٠٥٣ بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

৩০৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ। এ বিষয়টি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে

٦٧٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَايِعُوْنِي عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِي مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِكَ-

৬৭২০ আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র) ...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়‘আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না; তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে এরূপ মিথ্যা অপবাদ দেবে না, যা তোমাদেরই গড়া আর শরীয়ত সম্মত কাজে আমার নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে। আর যারা এর কোন একটি করবে এবং দুনিয়ায় এ কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তাহলে এটা তার কাফ্ফারা (পাপ মোচন) হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে আর আল্লাহ্ তা গোপন করে রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিবেন। এরপর আমরা এর উপর বায়‘আত গ্রহণ করলাম।

٦٧٢١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لاَ تُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَاَةٍ اِلاَّ امْرَاَةً يَمْلِكُهَا-

৬৭২১ মাহমুদ (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না"— এই আয়াত পাঠ করে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে বায়‘আত নিতেন। তিনি আরও বলেন, বৈধ অধিকার প্রাপ্ত মহিলা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাত অন্য কোন স্ত্রী লোকের হাত স্পর্শ করেনি।

٦٧٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيَّ اَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَاَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ اَسْعَدَتْنِي وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ اِلاَّ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ اَوِ ابْنَةُ اَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ-

৬৭২২ মুসাদ্দাদ (র) ...... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার সামনে পাঠ করলেন ঃ স্ত্রীলোকেরা যেন আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে। এবং তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক তার হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল, অমুক স্ত্রীলোক একবার আমার সাথে বিলাপে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং আমি তার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বললেন না। স্ত্রীলোকটি চলে গেল এবং পরে এসে বায়'আত গ্রহণ করল। তবে তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম, উম্মুল আলা, আর মুআয (রা)-এর স্ত্রী আবূ সাবরা-এর কন্যা, কিংবা বলেছিলেন, আবূ সাবরা-এর কন্যা ও মুআয-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

٣٠٥٤ بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ اَلاٰيَةَ

৩০৫৪. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বায়আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও আল্লাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে ...... (৪৮ ঃ ১০)

٦٧٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَايِعْنِى عَلَى الْاِسْلاَمِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِى فَاَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتُنْصَعُ طَيِّبَهَا-

৬৭২৩ আবূ নুআয়ম (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমার বায়'আত নিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের উপর তার বায়'আত নিলেন। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। যখন সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা কামারের হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٣٠٥٥ بَابُ الْاِسْتِخْلاَفِ

৩০৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ খলীফা বানানো

٦٧٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ

كَانَ وَاَنَا حَىٌّ فَاسْتَغْفِرُ لَكِ وَاَدْعُوْلَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةَ وَاثُكْلِيَاهُ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِى وَلَوْ كَانَ ذَالِكَ لَظَلَلْتَ اٰخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ اَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَوْ اَرَدْتُّ اَنْ اُرْسِلَ اِلَى اَبِى بَكْرٍ وَابْنِهِ فَاَعْهَدَ اَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ثُمَّ قُلْتُ يَاْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَاْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ-

৬৭২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ...... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) একদিন বললেন, হায়! আমার মাথা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার জীবদ্দশায় যদি তা ঘটে, তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। আয়েশা (রা) বললেন, হায় সর্বনাশ! আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, যদি এমনটি হয়, তাহলে আপনি সেদিনের শেষে অপর কোন স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ আমি বলছি আক্ষেপ আমার মাথা ব্যথা। অথচ আমি সংকল্প করেছি কিংবা রাবী বলেছেন, ইচ্ছা করেছি যে, আবূ বকর ও তাঁর পুত্রের কাছে লোক পাঠাব এবং (তাঁর খিলাফতের) অসিয়্যাত করে যাব, যাতে এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে না পারে। কিংবা কোন প্রত্যাশী এ ব্যাপারে কোনরূপ প্রত্যাশা করতে না পারে। (কিন্তু ভেবে চিন্তে) পরে বললাম (আবূ বকরের পরিবর্তে অন্য কারো খলীফা হওয়ার বিষয়টি) আল্লাহ্ তা অস্বীকার করবেন এবং মু'মিনরাও তা প্রত্যাখ্যান করবে। কিংবা বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মু'মিনরা তা অস্বীকার করবে।

٦٧٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ اَلاَ تَسْتَخْلِفُ قَالَ اِنْ اَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنْ اَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ اَنِّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَ لِى وَلاَ عَلَىَّ لاَ اَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا-

৬৭২৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-কে বলা হল, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন ঃ যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবূ বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।

৬৭২৬ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذٰلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَشَهَّدَ وَاَبُوْ بَكْرٍ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَعِيْشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَدْبُرَنَا يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَهُمْ فَاِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ نُوْرًا تَهْتَدُوْنَ بِهِ هَدَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ وَاِنَّهُ اَوْلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِاُمُوْرِكُمْ، فَقُوْمُوْا فَبَايِعُوْهُ ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ لِاَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّٰى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً–

৬৭২৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন- যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরদিন মিম্বরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি ভাষণ শুরু করলেন, তখন আবূ বকর (রা) কোন কথা না বলে চুপ রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তো আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তিকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ ﷺ যদিও ইন্তিকাল করেছেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখেছেন, যার দ্বারা তোমরা হেদায়াত পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে (এ নূর দিয়ে) হেদায়াত করেছিলেন। আর আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। অবশ্য এক জামাআত ইতিপূর্বে বনী সাঈদা গোত্রের ছায়ানীড়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বায়'আত হয়েছিল মিম্বরের উপর। যুহরী (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সেদিন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবূ বকর (রা)-কে বলছেন, মিম্বরে আরোহণ করুন। তিনি বারবার এ কথা বলতে বলতে অবশেষে আবূ বকর (রা) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে লোকেরা সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করল।

৬৭২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَاَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ ، كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ ، قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَاْتِي اَبَا بَكْرٍ–

৬৭২৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... যুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে আসল এবং কোন এক ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ তাকে পুনরায় আসার নির্দেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পুনরায় এসে যদি আপনাকে না পাই? স্ত্রীলোকটি এ বলে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) ইন্তিকালের কথা বোঝাতে চাইছিল। তিনি বললেন : যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবূ বকরের কাছে আসবে।

٦٧٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرٍ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ تَتَّبِعُوْنَ اَذْنَابَ الْاِبِلِ حَتّٰى يُرِىَ اللّٰهُ خَلِيْفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اَمْرًا يَعْذِرُوْنَكُمْ بِهِ–

৬৭২৮ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বুযাখা প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, যতদিন না আল্লাহ্ নবী ﷺ-এর খলীফা ও মুহাজিরীনদের এমন একটা পথ দেখিয়ে দেন যাতে তারা তোমাদের ওযর গ্রহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা উটের লেজের পিছনেই লেগে থাকবে (অর্থাৎ যাযাবর জীবন যাপন করবে)।

٣٠٥٦ بَابٌ

৩০৫৬. অনুচ্ছেদ

٦٧٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ اِثْنَا عَشَرَ اَمِيْرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ اَسْمَعْهَا فَقَالَ اَبِى اِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ–

৬৭২৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাশ গোত্র থেকে হবে।

٣٠٥٧ بَابُ اِخْرَاجِ الْخُصُوْمِ وَاَهْلِ الرِّيْبِ مِنَ الْبُيُوْتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ ، وَقَدْ اَخْرَجَ عُمَرُ اُخْتَ اَبِى بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ

৩০৫৭. অনুচ্ছেদ : বিবদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া। উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর বোনকে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার কারণে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন

٦٧٣٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ يُتَحَطَّبُ ، ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مَرْمَاتَيْنِ

حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ يُوْنُسَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مَرْمَاةٍ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحَمِّ مِثْلُ مَنْسَاةٍ وَمَيْضَاةٍ الْمِيمِ مَخْفُوْضَةً-

৬৭৩০ ইসমাঈল (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। তারপর নামাযের আযান দেওয়ার জন্য হুকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামত করাতে বলি। এরপর আমি জামায়াতে আসে নাই সেসব লোকদের কাছে যাই। আর তাদেরসহ তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি মাংসল হাড় কিংবা দু'টি বক্‌রীর ক্ষুর পাবে তাহলে তারা এশার জামাআতে অবশ্যই হাযির হত। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ...... আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, مرماة অর্থ বকরীর ক্ষুরের মধ্যবর্তী গোশত। ছন্দগতভাবে منساة ميضاة এর ন্যায়। مرماة এর মীম বর্ণটি যেরযুক্ত।

٣٠٥٨ بَابٌ هَلْ لِلْاِمَامِ اَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِيْنَ وَاَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

৩০৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা?

٦٧٣١ حَدَّثَنِى يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا-

৬৭৩১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা), কা'ব (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সন্তানদের থেকে তিনি তাঁকে (কা'ব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর থাথে যোগদান না করে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে অবস্থান করলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করেছেন বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানিয়ে দিলেন।

كِتَابُ التَّمَنِّى

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّمَنِّى

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

٣٠٥٩ بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّمَنِّى وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

৩০৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আকাঙক্ষা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন

٦٧٣٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا بَعْدِى وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ، ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ، ثُمَّ اُقْتَلُ-

৬৭৩২ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু লোক আমার সঙ্গে শরীক না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়াটা অপছন্দ না করত, আর সবাইকে বাহন (যুদ্ধ সরঞ্জাম) সরবরাহ করতে আমি অক্ষম না হতাম, তাহলে আমি কোন যুদ্ধ থেকেই পিছনে থাকতাম না। আমার বড়ই কামনা হয় যে, আমাকে আল্লাহ্র পথে শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়।

٦٧٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَدِدْتُ اَنِّى لاَُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ، ثُمَّ اُقْتَلُ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُهُنَّ ثَلاَثًا اَشْهَدُ لِلّٰهِ-

৬৭৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি কামনা করি যেন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহীদ

করা হয়। আবার জীবিত করা হয় আবার শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٣٠٦٠ بَابُ تَمَنِّى الْخَيْرِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كَانَ لِى أُحُدٌ ذَهَبًا

৩০৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী ﷺ-এর বাণী ঃ যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হত

٦٧٣٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِى اُحُدٌ ذَهَبًا لَاَحْبَبْتُ اَنْ لاَ يَاتِىَ ثَلاَثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِيْنَارٌ لَيْسَ شَىْءٌ اُرْصِدُهُ فِى دَيْنٍ عَلَىَّ اَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ-

৬৭৩৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি ওহুদ (পাহাড়) পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে, তিন রাতও এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত না হোক যে ঋ[illegible] আদায় করার জন্য ব্যতীত একটি দীনারও আমার কাছে থাকুক যা গ্রহণ করার মত লোক পাই।

٣٠٦١ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ

৩০৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম

٦٧٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِيْنَ حَلُّوْا-

৬৭৩৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র).........আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার এ ব্যাপারে যদি আমি পূর্বে জানতাম যা পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে আনতাম না এবং লোকেরা যখন হালাল হয়েছে, তখন আমিও (ইহরাম) ছেড়ে হালাল হয়ে যেতাম।

٦٧٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ قَدِمْنَا مَكَّةَ لاَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَاَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ اِلاَّ مَنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ اَحَدٍ مِنَّا هَدْىٌ غَيْرَ النَّبِىِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ الْهَدْىُ ، فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ

اِلَى مِنَى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ اَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لَحَلَلْتُ ، قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنَا هٰذِهِ خَاصَّةً ؟ قَالَ لاَ بَلْ لاَبَدٍ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّى حَتّٰى تَطْهُرَ ، فَلَمَّا نَزَلُوْا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ اَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِى ذِى الْحَجَّةِ بَعْدَ اَيَّامِ الْحَجِّ-

৬৭৩৬ হাসান ইব্‌ন উমর (র)......... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলাম। তারপর যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম। তখন নবী ﷺ আমাদের বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে আদেশ দিলেন এবং এটাকে উমরা বানাতে ও ইহ্‌রাম খুলে হালাল হতে বললেন। তবে যাদের সাথে হাদী ছিল তাদের এ হুকুম দেননি। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া আমাদের আর কারো সাথে হাদী ছিল না। এ সময় আলী (রা) ইয়ামান থেকে আসলেন। তাঁর সাথে হাদী ছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছি। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন, আমরা মিনার দিকে যাচ্ছি। অথচ আমাদের কারো কারো পুরুষাঙ্গ বীর্য টপকাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি আমার এ বিষয়ে যদি পূর্বে জানতাম যা আমি পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী সঙ্গে আনতাম না। আর আমার সঙ্গে যদি হাদী না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। রাবী বলেন, পরে নবী ﷺ জামরা-ই-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা) সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি শুধু আমাদের জন্যই? তিনি বললেন ঃ না, বরং এটা চিরদিনের জন্য। জাবির (রা) বলেন, আয়েশা (রা) ঋতুমতী অবস্থায় মক্কায় পৌঁছেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জের যাবতীয় কাজকর্ম যথারীতি করে যাও, তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করো না এবং নামায আদায় করো না। তারা যখন বুতহা নামক স্থানে অবতরণ করলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনারা একটি হজ্জ ও একটি উমরা নিয়ে ফিরলেন। আর আমি কি শুধুমাত্র একটি হজ্জ নিয়ে ফিরব? জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁকে তানঈমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে আয়েশা (রা) যিলহজ্জ মাসে হজ্জের দিনগুলোর পরে একটি উমরা আদায় করেন।

٣٠٦٢ بَابُ قَوْلِهِ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

৩০৬২. অনুচ্ছেদ ঃ (নবী ﷺ)-এর বাণী ঃ যদি এরূপ এরূপ হত

٦٧٣٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَرِقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ ؟ قَالَ مَنْ هٰذَا قِيلَ سَعْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلاَلٌ : اَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً-بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৬৭৩৭ খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত নবী ﷺ জাগ্রত রইলেন। পরে তিনি বললেন ঃ যদি আমার সাহাবীদের কোন এক নেক ব্যক্তি আজ রাত আমার পাহারাদারী করত! হঠাৎ আমরা অস্ত্রের আওয়ায শুনতে পেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এ কে? বলা হল, এ হচ্ছে সা'দ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পাহারাদারীর জন্য এসেছি। তখন নবী ﷺ ঘুমালেন, এমন কি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনতে পেলাম। আয়েশা (রা) বলেন, বিলাল (রা) আবৃত্তি করেছিল- হায়! আমার উপলব্ধি, আমি কি উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব, যখন আমার পাশে হবে জালীল ও ইয্‌খির ঘাস। পরে আমি নবী ﷺ -কে এ খবর পৌঁছিয়ে ছিলাম।

٣٠٦٣ بَابَ تَمَنِّى الْقُرْاٰنِ وَالْعِلْمِ

৩০৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইল্‌ম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা

٦٧٣٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسُدَ اِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ مِنْ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ هٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ-

৬৭৩৮ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। একটি হল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন দান করেছেন। সে তা দিবারাত্রি তিলাওয়াত করে। (শ্রোতাদের) কেউ বলল, একে যা দান করা হয়েছে, যদি আমাকেও তা দান করা হত, তবে সে যেরূপ করছে, আমিও সেরূপ করতাম। অপরটি হল, এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করেছেন, সে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ করে। (তা দেখে) কেউ বলল, যদি তাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা আমাকে প্রদান করা হত, তাহলে সে যা করে আমিও তা করতাম।

٣٠٦٤ بَابَ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّى وَقَوْلِ اللّٰهِ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلاٰيَةَ

৩০৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না ..... (৪ ঃ ৩২)

٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَوْلاَ اَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ-

৬৭৩৯ হাসান ইব্‌ন রাবী (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে, তোমরা মৃত্যুর কামনা করো না, তাহলে অবশ্যই আমি কামনা করতাম।

٦٧٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْاَرَتِّ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ-

৬৭৪০ মুহাম্মদ (র) ...... কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ (রা) এর শুশ্রুষায় গেলাম। তিনি সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে মউতের জন্য দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই এর দোয়া করতাম।

٦٧٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ عُبَيْدٍ اسْمُهُ سَعْدُبْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ-

৬৭৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, (কামনাকারী) সে যদি সৎকর্মশীল হয় তবে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে সৎকর্ম বৃদ্ধি করবে। কিংবা সে পাপাচারী হবে, তাহলে হয়ত সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র) বলেন, আবূ উবায়দ-এর নাম হচ্ছে সা'দ ইব্‌ন উবায়দ আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আয্‌হার এর আযাদকৃত গোলাম।

٣٠٦٥ بَابَ قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا

৩০৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কারোর উক্তি ঃ যদি আল্লাহ্ না করতেন তাহলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না

٦٧٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُوْلُ : لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ، اِنَّ الْاُوْلٰى وَرُبَمَا قَالَ الْمَلاَءُ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوا فِتْنَةً اَبَيْنَا اَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ–

৬৭৪২ আবদান (র)...... বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ আমাদের সাথে মাটি উঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, তাঁর পেটের শুভ্রতাকে মাটি আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। তিনি পড়ছিলেন ঃ

(হে আল্লাহ্!) যদি আপনি না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না এবং আমরা সাদাকা করতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। অতএব আপনি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। নিঃসন্দেহে প্রথম দলটি আমাদের উপর যুলুম করেছে; কখনো বলতেন, নিঃসন্দেহে একদল লোক আমাদের উপর যুলুম করেছে, যখন তারা কোনরূপ ফিত্‌নার ইচ্ছা করে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। 'প্রত্যাখ্যান করি'-এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

٢٠٦٦ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّى لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَرَوَاهُ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ –

৩০৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে আরাজ (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٧٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى اَوْفٰى فَقَرَاْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ–

৬৭৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ নাযর সালিম (রা) যিনি উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম এবং তার কাতিব (সচিব) ছিলেন, বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) একট চিঠি লিখলেন, আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়া কামনা করো না বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শান্তি কামনা কর।

٢٠٦٧ بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ اللَّوِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : لَوْ اَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً

৩০৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ لو 'যদি' শব্দটি বলা কতখানি বৈধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত (১১ ঃ ৮০)

٦٧٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ اَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَاَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ-

৬৭৪৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) দু'জন লি'আনকারীর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ বললেন, এ কি সেই স্ত্রীলোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যদি বিনা প্রমাণে কোন স্ত্রীলোককে রজম করতাম? তিনি বললেন, না, সে স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।

٦٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ اعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ يَقُوْلُ : لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، اَوْ عَلَى النَّاسِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا عَلَى اُمَّتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هٰذِهِ السَّاعَةَ-وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذِهِ الصَّلاَةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَمَّا عَمْرُو فَقَالَ رَاْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ ، قَالَ عَمْرُو لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ-

৬৭৪৫ আলী (র) ...... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর এশার নামায বিলম্ব হল। তখন উমর (রা) বেরিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নামায। (এদিকে) মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছে। তিনি বলছিলেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য, কিংবা বলেছিলেন, লোকের জন্য সুফিয়ানও বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের এ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতাম। ইব্ন জুরায়জ আতার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই নামায বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর মাথার পার্শ্ব থেকে পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আসলে এটাই সময়। এরপর বললেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম......। আমর এ হাদীসটি আতা থেকে বর্ণনা করেন, সে সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নাম নেই। তবে আমর বলেছেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। আর ইব্ন জুরায়জ বলেন, তিনি তাঁর এক

পার্শ্ব থেকে পানি মুছছিলেন। আবার আমরের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম। আর ইব্ন জুরায়জ বলেন, এটাই সময়। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম......। তবে ইবরাহীম ইব্ন মুনযির ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٦٧٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ–

৬৭৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٦٧٤٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَّبِىُّ ﷺ اٰخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ اُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَّبِىَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ اِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّى اَظَلُّ يُطْعِمُنِى رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِ. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ –

৬৭৪৭ আইয়াস ইব্ন ওয়ালীদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একটি) মাসের শেষাংশে নবী ﷺ বিরতিহীন রোযা রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে রোযা পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন রোযা রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করায় এবং পান করায়। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে হুমায়দ-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٧٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ اَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِ ، فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ–

৬৭৪৮ আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি বিরতিহীন রোযা রাখছেন? তিনি

বললেন ঃ তোমাদের কে আছ আমার মতো? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান ও পান করান। কিন্তু তারা যখন বিরত থাকতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তাদেরসহ একদিন, তারপর আর একদিন রোযা রাখলেন। তারপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ যদি চাঁদ আরো দেরীতে উদিত হত, তাহলে আমিও তোমাদের (রোযা) বাড়াতাম। তিনি যেন তাদেরকে শাসাচ্ছিলেন।

٦٧٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَمَالَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ ؟ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُا لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اَدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اَلْصِقَ بَابَهُ فِى الْاَرْضِ-

৬৭৪৯ মুসাদ্দাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কা'বার বাইরের দেওয়াল (যাকে হাতীমে কা'বা বলা হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কি কা'বা ঘরের অংশ ছিল? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা এ অংশকে (কা'বা) ঘরের ভিতরে শামিল করল না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার গোত্রের খরচে অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি বললাম ঃ এর দরজাটা এত উচ্চে স্থাপিত হল কেন? তিনি বললেন ঃ এটা তোমার গোত্র এজন্য করেছিল, যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে দেবে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা প্রদান করবে। তবে যদি তোমার গোত্র সদ্য জাহেলিয়াত মুক্ত না হত, এরপর তাদের অন্তর বিগড়িয়ে যাওয়ার ভয় না হত তাহলে আমি বহির্ভূত দেওয়ালকে কা'বা ঘরের মাঝে শামিল করে দিতাম এবং এর দরজাকে মাটির বরাবরে মিলিয়ে দিতাম।

٦٧٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَ الْاَنْصَارِ-

৬৭৫০ আবুল ইয়ামান (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে গমন করত আর আনসাররা যদি অন্য উপত্যকা দিয়ে কিংবা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই গমন করতাম।

٦٧٥١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. تَابَعَهُ اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشِّعْبِ-

৬৭৫১ মূসা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি কোন এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করতাম। আবূ তাইয়াহ্ (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস 'উপত্যকার' কথা উল্লেখ করে আব্বাদ ইব্‌ন তামীম-এর অনুসরণ করেছেন।

كِتَابُ أَخْبَارِ الْآحَادِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ أَخْبَارِ الْاَحَادِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

٣٠٦٨ بَابُ مَا جَاءَ فِى اِجَازَةِ خَبَرُ الْوَاحِدِ الصَّدُوْقِ فِى الْاَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْاَحْكَامِ وَقَوْلِ اللّٰهِ : فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ، وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ : وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ، فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِىْ مَعْنٰى الْاٰيَةِ وَقَوْلِهِ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَاِنْ سَهَا اَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ اِلَى السُّنَّةِ–

৩০৬৩ অনুচ্ছেদ ঃ সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোযা, ফরয ও অন্যান্য আহ্‌কামের বিষয় গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (৯ ঃ ১২২)

طائفة শব্দটি এক ব্যক্তিকেও বলা যায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে..... (৪৯ ঃ ৯) অতএব যদি দুই ব্যক্তি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তবে তা এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর....... (৪৯ ঃ ৬)। নবী ﷺ কিরূপে তাঁর আমীরদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজনকে পাঠাতেন- যেন তাদের কেউ ভুল করলে তাকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়

٦٧٥٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَقِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا

اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا اِلَى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْلاَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِى اُصَلِّىْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ–

৬৭৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)........ মালিক ইব্‌ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আমাদের সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করতে পারলেন যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি। আমরা তাকে অবগত করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান কর, আর তাদেরকে (দীন) শিক্ষা দিও। আর তাদের নির্দেশ দিও। তিনি (মালিক) কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, যা আমি স্মরণ রেখেছি বা রাখতে পারিনি।।(নবী ﷺ আরো বলেছিলেন) তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখছ সেভাবে নামায আদায় কর। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন যেন তোমাদের কোন একজন তোমাদের উদ্দেশ্যে আযান দেয়, আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

٦٧٥٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا ، وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّيْهِ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا ، وَمَدَّ يَحْيٰى اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ–

৬৭৫৩ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে স্বীয় সাহ্‌রী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা, সে আযান দিয়ে থাকে, কিংবা বলেছিলেন ঘোষণা দিয়ে থাকে, তোমাদের যারা নামাযে নিরত ছিলে তারা যেন নামায থেকে বিরত হয় এবং যারা ঘুমিয়েছিলে তারা যেন জাগ্রত হয়। এরূপ হলে ফজর হয় না- এই বলে ইয়াহ্‌ইয়া উভয় হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করলেন (অর্থাৎ আলো আকাশের দিকে দীর্ঘ হলে) বরং এরূপ হলে ফজর হয়, এ বলে ইয়াহ্‌ইয়া তার দুই তর্জনীকে ডানে-বামে প্রসারিত করলেন অর্থাৎ ভোরের আলো পূর্বাকাশে উত্তরে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লে)।

٦٧٥٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىْ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ–

৬৭৫৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকে, অতএব তোমরা পানাহার করতে পার যতক্ষণ না ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) আযান দেয়।

٦٧٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ–

৬৭৫৫ হাফস ইব্‌ন উমর (র)........আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়তে পাঁচ রাকাত আদায় করলেন। তাকে বলা হল, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। তখন তিনি সালাম শেষে দুটো সিজ্‌দা (সিজ্‌দায়ে সাহু) দিলেন।

٦٧٥٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ–

৬৭৫৬ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই রাকাত আদায় করেই নামায শেষ করে দিলেন। তখন যুল ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, নামায কি সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন। তিনি বললেন ঃ যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের সিজ্‌দার ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ করে সিজ্‌দা করলেন এবং মাথা উঠালেন, তারপর আবার তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সিজ্‌দা করলেন ও মাথা উঠালেন।

٦٧٥٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ–

৬৭৫৭ ইসমাঈল (র)......... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কু'বার মসজিদে ফজরের নামাযে নিরত ছিলেন, এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বলল, (গত) রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কা'বাকে কিব্‌লা বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, তারপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

٦٧٥٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ، صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ ، اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ

شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ فِىْ صَلَاةِ الْعَصْرِ–

৬৭৫৮ ইয়াহ্ইয়া (র)......... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি। সুতরাং তোমাকে এমন কিব্লার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।" (২ ঃ ১৪৪) তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁর সাথে এক ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আনসারীদের এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করে এসেছে আর কিব্লা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা দিক পরিবর্তন করলেন। এ সময় তাঁরা আসরের নামাযে রুকূ' অবস্থায় ছিলেন।

٦٧٥٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىَّ وَاَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَهُوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اَنَسُ قُمْ اِلٰى هٰذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا ، قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِاَسْفَلِهِ حَتّٰى انْكَسَرَتْ–

৬৭৫৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা আনসারী, আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ ও উবাই ইব্ন কা'বকে আধাপাকা খেজুরের তৈরি শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, নিঃসন্দেহে শরাব হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি গিয়ে এ মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেল। আনাস (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের ঘটি দিয়ে তার তলায় আঘাত করলাম আর তা ভেঙ্গে গেল।

٦٧٦٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِاَهْلِ نَجْرَانَ لَاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلًا اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ–

৬৭৬০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এমন একজন লোক পাঠাব, যিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। নবী ﷺ-এর সাহাবীরা এর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। পরে তিনি আবূ উবায়দাকে পাঠালেন।

٦٧٦١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৬৭৬১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে আর এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হল আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্ (রা)।

٦٧٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ اَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَهُ وَاَتَانِىْ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৬৭৬২ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)...... উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন আমি তার কাছে উপস্থিত থাকতাম। তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এখানে যা কিছু ঘটত তা আমি তাকে বর্ণনা করতাম। আর যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর তিনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে যা কিছু ঘটত তিনি এসে তা আমাকে বর্ণনা করতেন।

٦٧٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَاَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا فَقَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ لاَ طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

৬৭৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (আমীর) অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে বললেন, তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতিপয় লোক (আমীরের আনুগত্যের মানসে) তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। এ সময় অন্যরা বলল, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণ করে) আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চেয়েছি। পরে তারা এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি যাঁরা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র বৈধ কাজে।

٦٧٦٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَخْبَرَاهُ

اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ لِيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِيْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَلَى ابْنِيْ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَلَى امْرَاَتِهِ الرَّجْمَ وَاِنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوْهَا، وَاَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسُ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا—

৬৭৬৪ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) বর্ণনা করেন যে, দু'ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট একটি মুকাদ্দামা দায়ের করল। তবে আবুল ইয়ামান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, তিনি (আবূ হুরায়রা রা) বলেছেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুসারে আমার (বিচারের) ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তার ফায়সালা করে দিন। এবং (অনুগ্রহ করে) আমাকে বলার অনুমতি দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এ লোকটির বাড়িতে মজুর ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে উক্ত عسيفا শব্দটি শ্রমিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে ছেলে এ লোকের স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। কতিপয় লোক আমাকে বলল যে, আমার ছেলের উপর 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)-এর বিধান কার্যকর হবে। তখন আমি আমার ছেলের মুক্তিপণ হিসাবে (সেই মহিলাকে) একশ বক্‌রী ও একটি দাসী দেই। এরপর আমি আলেমদের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁর স্ত্রীর উপর 'রজম'-এর হুকুম অবধারিত। আর আমার ছেলের জন্য রয়েছে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে ফায়সালা করব। বক্‌রী ও বাঁদী ফিরিয়ে নাও, আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম কার্যকর হবে। এরপর তিনি আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, হে উনায়স! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রজম' করো। উনায়স সেই স্ত্রীলোকটির নিকট গেলেন, সে স্বীকার করল, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

٣٠٦٩ بَابُ بَعْثَ النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيْرَ طَلِيْعَةً وَحْدَهُ

৩০৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ একা যুবায়র (রা)-কে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন

٦٧٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلٰثًا فَقَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرُ وَقَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ اَيُّوْبُ يَا اَبَا بَكْرٍ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَاِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ اَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فِى ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَتَتَابَعَ بَيْنَ اَحَادِيْثَ سَمِعْتَ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ الثَّوْرِىَّ يَقُوْلُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا اَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ-

৬৭৬৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ লোকদেরকে আহবান জানালেন। যুবায়র (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার আহবান জানালেন। এবারও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালেন। এবারেও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনবার এরূপ হওয়ার পর তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে, আর যুবায়র হল আমার হাওয়ারী।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির থেকে হিফয করেছি। একবার আইউব তাকে বললেন, হে আবূ বকর (রা), আপনি জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। কেননা, লোকদের নিকট জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খুবই পছন্দনীয়। তখন তিনি সে মজলিসে বললেন, আমি জাবির (রা) থেকে শুনেছি। এ বলে তিনি ধারাবহিক অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন, যেগুলো আমিও জাবির (রা) থেকে শুনছি। আমি সুফিয়ানকে বললাম যে, সাওরী বলেছেন যে, সেটা ছিল বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন। তিনি বললেন, তুমি যেমন আমার কাছে বসা, ঠিক তেমনি কাছে বসে আমি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হিফ্য করেছি যে, সেটি ছিল খন্দকের দিন। সুফিয়ান বলেন, এটা একই দিন। তারপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন।

٣٠٧٠ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَاِذَا اَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ-

৩০৬৫ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ত'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়।..... (২৪ ঃ ২৭) যদি একজন তাকে অনুমতি দেয় তাহলে প্রবেশ করা বৈধ

٦٧٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا فَاَمَرَنِىْ بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ -

৬৭৬৬ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)....... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারাদারী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এক লোক এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের খোশখবরী দাও। তিনি ছিলেন আবূ বকর (রা)। তারপর উমর (রা) আসলেন। তিনি বললেন ঃ তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও। তারপর উসমান (রা) আসলেন। তিনি বললেন ঃ তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও।

٦٧٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلاَمٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدُ عَلٰى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَذِنَ لِىْ –

৬৭৬৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)...... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দ্বিতল কক্ষে অবস্থানরত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কৃষ্ণকায় গোলামটি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো। আমি তাকে বললাম, তুমি বল এই উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এসেছে। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

٣٠٧١ بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الْاُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ دَحْيَةَ الْكَلْبِىُّ بِكِتَابِهِ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى قَيْصَرَ–

৩০৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ আমীর ও দূতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ দাহ্ইয়া কালবী (রা)-কে তাঁর চিঠি দিয়ে বস্‌রার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন সে তা (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়

٦٧٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى ، فَلَمَّا قَرَاَهُ كِسْرٰى مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ–

৬৭৬৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (রা)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পারস্য সম্রাট) কিস্‌রার নিকট তাঁর চিঠি পাঠালেন। তিনি দূতকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন এ চিঠি নিয়ে বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়। আর বাহরাইনের শাসনকর্তা যেন তা (সম্রাট) কায়সারের

নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কায়সার এ চিঠি পাঠ করার পর তা টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলল। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমার ধারণা ইব্‌ন মুসাইয়্যেব বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের প্রতি বদ্ দোয়া করেছিলেন, যেন তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণরূপে টুক্‌রা টুক্‌রা করে দেন।

٦٧٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ اَذِّنْ فِىْ قَوْمِكَ اَوْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ۔

৬৭৬৯ মুসাদ্দাদ (র)...... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশুরার দিন আসলাম কবীলার এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তোমার গোত্রে ঘোষণা কর, কিংবা বলেছিলেন ঃ লোকের মাঝে ঘোষণা কর যে, যারা আহার করে ফেলেছে তারা যেন অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে, আর যারা আহার করেনি তারা যেন রোযা পালন করে।

٣٠٧٢ بَابُ وِصَاةِ النَّبِىِّ ﷺ وُفُوْدَ الْعَرَبِ اَنْ يُبَلِّغُوْا مَنْ وَرَاءَهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৩০৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের প্রতি নবী ﷺ এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌঁছিয়ে দেয়। এ বিষয়টি মালিক ইব্‌ন হুওয়ারিস থেকে বর্ণিত

٦٧٧٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِىْ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَقَالَ لِىْ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ الْوَفْدُ ؟ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَاَلُوْا عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ وَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَظُنُّ فِيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، وَتُؤْتُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ اَحْفَظُوْهُنَّ وَاَبْلِغُوْهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ۔

৬৭৭০ আলী ইব্‌ন জাদ (র) ও ইসহাক (র)....... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে তার খাটে বসাতেন। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসল। তিনি বললেন ঃ এ কোন প্রতিনিধিদল? তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ গোত্র ও তার প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ, যারা অপমানিত হয়নি এবং লজ্জিতও হয়নি। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ও আমাদের মাঝে মুদার গোত্রের কাফেররা (প্রতিবন্ধক) রয়েছে। সুতরাং আমাদের এমন নির্দেশ দিন, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পরবর্তীদেরকেও অবহিত করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাদের চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন এবং চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় তাতে রোযার কথাও ছিল। আর গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান কর এবং তিনি তাদের দুব্বা (লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র), হান্তাম (মাটির সবুজ রঙের পাত্র), মুযাফ্ফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ), নাকীর (কাঠের খোদাই করা পাত্র) থেকে নিষেধ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় 'নাকীর'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এবং তিনি তাদের বললেন, এ কথাগুলো ভাল করে মনে রেখ এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও।

٣٠٧٣ بَابُ خَبَرِ الْمَرْاَةِ الْوَاحِدَةِ

৩০৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর

٦٧٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِىُّ اَرَاَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنُ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ اَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ اَسْمَعْهُ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَاْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَاَةٌ مِنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَاَمْسَكُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا اَوْ اَطْعِمُوْا فَاِنَّهُ حَلَالٌ اَوْ قَالَ لَا بَاْسَ بِهِ شَكَّ فِيْهِ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِىْ-

৬৭৭১ মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)...... তাওবা আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী আমাকে বললেন, নবী ﷺ থেকে হাসান (রা) বর্ণিত হাদীসের (সংখ্যাধিক্যের) বিষয়টি কি দেখতে পাচ্ছেন না? অথচ আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে দুই বছর কিংবা দেড় বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু তাঁকে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি সমবেত ছিলেন, তাদের মাঝে সা'দও ছিলেন, তারা গোশ্ত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের কেউ তাদের ডেকে বললেন যে, এটা গুঁই সাপের গোশ্ত। তারা (আহার থেকে) বিরত রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন ঃ এটা (খেতে) কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।

كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ

কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ

কুরআন ও সুন্নাহ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

٣٠٧٤ بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

৩০৭৪ অনুচ্ছেদ ঃ কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

٦٧٧٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا لاَ تَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لاَ عَلَمَ اَىُّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا–

৬৭৭২ হুমায়দী (র) ...... তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াতঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম" (৫ ঃ ৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু'আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান (র) মিসআর (র) থেকে, মিস্আর কায়স থেকে, কায়স (র) তারিক থেকে শুনেছেন।

٦٧٧٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ حِيْنَ بَايَعَ الْمُسْلِمُوْنَ اَبَا بَكْرٍ وَاسْتَوٰى عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشَهَّدَ قَبْلَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ

الَّذِىْ عِنْدَهُ عَلَى الَّذِى عِنْدَكُمْ ، وَهٰذَا الْكِتَابُ الَّذِىْ هَدَى اللّٰهُ بِهِ رَسُوْلَكُمْ فَخُذُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا مَا هَدَى اللّٰهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৬৭৭৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, দ্বিতীয় দিবসে যখন মুসলিমরা আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; উমর (রা)-কে আবূ বকর (রা)-এর পূর্বে হামদ ও ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে তিনি (আনাস) শুনেছেন। তিনি বললেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা ছিল তার চেয়ে তার নিকট যা আছে সেটাকেই পছন্দ করেছেন। আর এই সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রাসূল ﷺ -কে হেদায়েত করেছেন। সুতরাং একে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে যে হেদায়েত দান করেছিলেন তোমরাও সেই হেদায়েত লাভ করবে।

٦٧٧٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِى النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ-

৬৭৭৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)........ ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (তাঁর দেহের সাথে) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্! একে কিতাবের জ্ঞান দান কর।

٦٧٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا اَنَّ اَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُغْنِيْكُمْ اَوْ نَعَشَكُمْ بِالْاِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ -

৬৭৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) .... আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ -এর দ্বারা অমুখাপেক্ষী করেছেন। কিংবা বলেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন।

٦٧٧٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَاُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ-

৬৭৭৬ ইসমাঈল (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের বায়আত গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাতের ভিত্তিতে আমার সাধ্যানুসারে (আপনার নির্দেশ) শোনা ও মানার অঙ্গীকার করছি।

٣٠٧٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

৩০৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি

٦٧٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَاءِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدِىَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَلْغَثُوْنَهَا اَوْ تَرْغَثُوْنَهَا اَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا-

৬৭৭৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইন্তিকাল করে গেছেন। আর তোমরা তা ব্যবহার করছ কিংবা বলেছিলেন তোমরা তা থেকে উপকৃত হচ্ছ কিংবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বলেছিলেন।

٦٧٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلاَّ اُعْطِىَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنَ اَوْ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِى اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اِنِّىْ اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৭৭৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীকেই কোন-না-কোন বিশেষ নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। যার অনুরূপ তাঁর উপর ঈমান আনা হয়েছে, কিংবা লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, সে হল ওহী, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাদের তুলনায় সর্বাধিক হবে।

٣٠٧٦ بَابُ الْاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ، قَالَ اَيِمَّةً نَقْتَدِىْ بِمَنْ قَبْلَنَا ، وَيَقْتَدِىْ بِنَا مِنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ ثَلاَثٌ اُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِىْ وَلِاِخْوَانِىْ هٰذِهِ السُّنَّةُ اَنْ يَتَعَلَّمُوْهَا وَيَسْاَلُوْا عَنْهَا وَالْقُرْاٰنُ اَنْ يَتَفَهَّمُوْهُ وَيَسْاَلُوْا عَنْهُ وَيَدْعُوا النَّاسَ اِلاَّ مِنْ خَيْرٍ-

৩০৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সুন্নাতের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর (২৫ ঃ ৭৪)। জনৈক বর্ণনাকারী বলেছেন, এরূপ ইমাম যে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করব, আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করবে। ইব্‌ন

আউন বলেন, তিনটি জিনিস আমি আমার নিজের জন্য ও আমার ভাইদের জন্য পছন্দ করি। (তার একটি হল) এই সুন্নাত, যা শিখবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। (দ্বিতীয়টি হল) কুরআন যা তারা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এবং কল্যাণ ব্যতীত লোকদের থেকে পৃথক থাকবে (অর্থাৎ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে)

٦٧٧٩ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلَى شَيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ اِلَيَّ عُمَرُ فِيْ مَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ ، قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ ، قَالَ هُمَا الْمَرْاٰنِ يَقْتَدَى بِهِمَا-

৬৭৭৯ আমর ইব্ন আব্বাস (রা) ...... আবূ ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই মসজিদে শায়বার (র) কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি যেরূপ (আমার কাছে) বসে আছ, উমর (রা) অনুরূপভাবে এ জায়গায় বসা ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করছি যে, এতে সোনা ও রূপার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখব না বরং সবকিছু মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে দিব। আমি বললাম, আপনার জন্য এটা করা ঠিক হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার সঙ্গীদ্বয় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)) এটা করেননি। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন অনুসরণ করার মত ব্যক্তিই ছিলেন।

٦٧٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَاَلْتُ الْاَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَقَرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ-

৬৭৮০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমানত আসমান থেকে মানুষের অন্তর্মূলে অবগামী হয়েছে, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষ তা পাঠ করেছে এবং সুন্নাত শিক্ষা করেছে।

٦٧٨١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمَدَانِيُّ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ ، وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَاِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لاَتٍ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ-

৬৭৮১ আদাম ইব্ন আবূ ইয়াস (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহ্র কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল

কুসংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না (৬ ঃ ১৩৪)।

٦٧٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَ قْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৭৮২ মুসাদ্দাদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। (এ সময়) তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব।

٦٧٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبٰى ، قَالُوْا وَمَنْ اَبٰى ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبٰى-

৬৭৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন ঃ যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।

٦٧٨٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مِيْنَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلاً ، فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ ، وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَادُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ، فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ ، وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ، فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوْا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ -

৬৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবাদা (র) ...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশ্‌তা নবী ﷺ -এর কাছে আগমন করলেন। তিনি তখন ঘুমন্ত ছিলেন। একজন ফেরেশ্‌তা বললেন, তিনি (নবী ﷺ) নিদ্রিত। অপর একজন বললেন, চক্ষু নিদ্রিত বটে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উপমা আছে। সুতরাং তাঁর উপমাটি তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বলল- তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত তবে অন্তরাত্মা জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উপমা হল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, তারা গৃহে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ লাভ করল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা গৃহেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উপমাটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত, তবে অন্তরাত্মা জাগ্রত। তখন তারা বললেন, গৃহটি হল জান্নাত, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ﷺ। যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড। কুতায়বা- জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন" এই বাক্যটি বলছেন।

٦٧٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا-

৬৭৮৫ আবূ নুআয়ম (র) ...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হেদায়েত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে।

٦٧٨٦ حَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَابَعَثَنِى اللّٰهُ بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اِنِّى رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّى اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهٖ فَادْلَجُوْا وَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِى فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِى وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ-

৬৭৮৬ আবূ কুরায়ব (র) .... আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার ও আমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা হল এমন যে, এক ব্যক্তি কোন এক

সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে কাওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কাওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম ভাগে তারা সে স্থান ছেড়ে রওনা হল এবং একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের থেকে আর একদল লোক তার কথা অবিশ্বাস করল, ফলে তারা নিজেদের আবাসস্থলেই রয়ে গেল। প্রভাতে শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করল, তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং তাদেরকে নির্মূল করে দিল। এটাই হল তাদের উপমা, যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার নাফরমানী করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

٦٧٨٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لاَبِى بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى كَذَا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ وَقَالَ لِى ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنَاقًا وَهُوَ اَصَحُّ وَعَقَالاً هٰهُنَا لاَ يَجُوْزُ وَعَقَالاًفِى حَدِيْثِ الشَّعْبِىِّ مُرْسَلَ وَكَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ عَقَالاً وَرَوَاهُ النَّاسُ عُنَاقًا-

৬৭৮৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করলেন। আর তাঁর পরে আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হলো এবং আরবের যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল। তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মানুষের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে ফেলল, সে তার জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করে ফেলল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহ্র কাছে হবে। আবূ বকর (রা) বললেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল সম্পদের হক (অবশ্য পালনীয় বিধান)। আল্লাহ্র শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যা আদায় করত, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের সিনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্তই সঠিক। (ইমাম বুখারী (র) বলেন) ইব্ন বুকায়র ও

আবদুল্লাহ্ (র) লায়ছ-এর সূত্রে উকায়ল থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে لو منعونى كذا *(যদি তারা এই* পরিমাণ দিতে অস্বীকার করে)-এর স্থলে لو منعونى عناقا (যদি তারা একটি ছোট উটের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে) উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধতম। আর এটিকে লোকেরা عناقا বর্ণনা করেছেন। عز وجل বস্তুত এ স্থানে عقالا পড়াটা বৈধ নয়। আর عقالا শব্দটি শা'বী-এর হাদীসে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কুতায়বা (র) عقالا বলেছেন।

٦٧٨٨ حَدَّثَنِي اِسْمٰعِيلُ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ ابْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَتَسْتَاْذِنَ لِى عَلَيْهِ ، قَالَ سَاَسْتَاْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَاْذَنَ لِعُيَيْنَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ بِاَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ خُذِ الْعَفْوَ ، وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ، وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ، فَوَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ -

৬৭৮৮ ইসমাঈল (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বাদর (র) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়স ইব্ন হিস্ন-এর নিকট এলেন। উমর (রা) যাদের নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইব্ন কায়স (র) ছিলেন তাদেরই একজন। যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ কারী (আলিম) ব্যক্তিরাই উমর (রা)-এর মজলিসের সভাসদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়ায়না তার ভাতিজাকে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার কি আমীরের নিকট এতটুকু প্রভাব আছে যে আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে? সে বলল, আমি আপনার ব্যাপারে তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি (হুর) উয়ায়নার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপর যখন উয়ায়না (রা) উমর (রা)-এর নিকট গেলেন, তখন সে বলল, হে ইব্ন খাত্তাব! আপনি আমাদের (প্রচুর পরিমাণে) মাল দিচ্ছেন না, আবার ইনসাফের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে ফায়সালাও করছেন না। তখন উমর (রা) রাগান্বিত হলেন, এমন কি তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ -কে বলেছেন ঃ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (৭ ঃ ১৯৯)। এ লোকটি নিঃসন্দেহে একজন মূর্খ। আল্লাহ্‌র শপথ! উমর (রা)-এর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি মোটেও তা লংঘন করলেন না। বস্তুত তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের বড়ই অনুগত ছিলেন।

٦٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ ؟ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، فَقُلْتُ اٰيَةٌ ؟ قَالَتْ بِرَاْسِهَا اَىْ نَعَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْئٍ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ وَقَدْ رَاَيْتُهُ فِى مَقَامِى هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُسْلِمُ لاَ اَدْرِى اَىُّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا ، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا اَنَّكَ مُوْقِنٌ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِى اَىُّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ، فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ-

৬৭৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ...... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণের সময় আমি আয়েশা (রা)-র নিকট এলাম। লোকেরা তখন (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল এবং তিনিও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হল? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি মাথা দুলিয়ে হাঁ বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নামায শেষ করলেন, তখন (প্রথমে) তিনি আল্লাহ্র হামদ্ ও ছানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখিনি তার সবকিছুই আজকের এই স্থানে দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হবে, যা প্রায় দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়ই (কঠিন) হবে। তবে যারা মু'মিন হবে, অথবা (বলেছিলেন) মুসলিম হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা) 'মু'মিন' বলেছিলেন, না 'মুসলিম' বলেছিলেন তা আমার স্বরণ নেই। তারা বলবে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং ঈমান এনেছি। তখন তাকে বলা হবে, তুমি আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানি তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলে। আর যারা মুনাফিক হবে অথবা (বলেছিলেন) সন্দেহকারী হবে, বর্ণনাকারী বলেন, আসমা 'মুনাফিক' বলেছিলেন না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তারা বলবে, আমি কিছুই জানি না, আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।

٦٧٩٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَعُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ ، وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ-

৬৭৯০ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর।

٣٠٧٧ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَالاَ يَعْنِيهِ ، وَقَوْلُهُ لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

৩০৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ ঃ ১০১)

٦٧٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ-

৬৭৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুক্‌রী (র)......আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না। কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গেছে।

٦٧٩٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ-

৬৭৯২ ইসহাক (র) .... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি কামরা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে কয়েক রাত নামায আদায় করলেন। এতে লোকেরা তাঁর সঙ্গে সমবেত হত। তারপর এক রাতে তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল না এবং তারা মনে করল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাঁকার দিতে শুরু করল, যেন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমাদের নিত্য দিনের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয করে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়

তাহলে তোমরা তা কায়েম করবে না। অতএব হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করো। কেননা, ফরয নামায ছাড়া একজন লোকের সবচেয়ে উত্তম নামায হল যা সে তার ঘরে আদায় করে।

٦٧٩٣ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا اَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُوْنِى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِى قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِى فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ-

৬৭৯৩ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) .... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যা তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু লোকেরা যখন তাঁকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করল, তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ আমাকে প্রশ্ন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হল হুযাফা। এরপর আর একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করছি।

٦٧٩٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَىَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، وَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنَّهُ كَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ ، وَوَاْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتٍ -قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ كَانُوْا يَقْتُلُوْنَ بَنَاتَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَحَرَّمَ اللّٰهُ ذٰلِكَ-

৬৭৯৪ মূসা (র) ...... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর কাতিব (কেরানী) ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-র নিকট এ মর্মে লিখে পাঠালেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছ তা আমাকে লিখে পাঠাও। তিনি বলেন, তিনি তাকে লিখলেন যে, আল্লাহ্র নবী ﷺ প্রতি নামাযের

পর বলতেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য কেবলমাত্র তাঁরই, আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান করবে তাকে ঠেকাবার মত কেউ নেই, আর তুমি যে বিষয়ে বাধা প্রদান করবে তা দেওয়ার মত কেউ নেই। ধন-প্রাচুর্য তোমার দরবারে প্রাচুর্যধারীদের কোনই উপকারে আসবে না। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, নবী ﷺ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ অনর্থক বিনষ্ট করা থেকে নিষেধ করতেন। আর তিনি মায়েদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা ও প্রাপকের প্রাপ্য দিতে হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং আদায়ের ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া থেকে নিষেধ করতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, তারা (কাফের) জাহিলিয়াতের যুগে স্বীয়-কন্যাদেরকে হত্যা করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা হারাম করে দেন।

٦٧٩٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ-

৬৭৯৫ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর কাছে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের কৃত্রিমতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

٦٧٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِى مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْاَلَ عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْاَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لاَ تَسْاَلُوْنِى عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ اَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادُمْتُ فِى مَقَامِىْ هٰذَا قَالَ اَنَسٌ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَاَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِى قَالَ اَنَسٌ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَيْنَ مَدْخَلِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّارُ، فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِى سَلُوْنِى قَالَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِى عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ-

৬৭৯৬ আবুল ইয়ামান (র) ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। দ্বিপ্রহরের পর নবী ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং যুহরের নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি

মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর তিনি বললেন ঃ কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভাল মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে, আমি তা তোমাদের অবহিত করব। আনাস (রা) বলেন, এতে লোকেরা খুব কাঁদতে থাকল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব বলতে থাকলেন। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আনাস (রা) বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আশ্রয়স্থল কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হুযাফা। আনাস (রা) বলেন, তারপর তিনি বার বার বলতে থাকলেন ঃ তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ উত্তম! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এইমাত্র আমি যখন নামাযে ছিলাম তখন এই দেয়ালের প্রস্থে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর দেখিনি।

٦٧٩٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مِنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلَانٌ ، وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ الْآيَةَ-

৬৭৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা অমুক। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ হে মু'মিনরা! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে ...... (৫ ঃ ১০১)।

٦٧٩٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ-

৬৭৯৮ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র).......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ্) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করলেন?

৬৭৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ لاَ يُسْمِعُكُمْ مَاتَكْرَهُوْنَ فَقَامُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَتَاَخَّرْتُ عَنْهُ حَتّٰى صَعِدَ الْوَحْىُ ثُمَّ قَالَ وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ-

৬৭৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মায়মূন (র) ...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে মদীনার এক শস্যক্ষেত্রে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় ইহুদীদের একটি দলের নিকট দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বলল, তাকে রূহ্ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আর কেউ বলল তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না, এতে তোমাদের অপছন্দনীয় উত্তর শুনতে হতে পারে। তারপর তারা তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদের রূহ্ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে একটু পিছু সরে দাঁড়ালাম। ওহী অবতরণ শেষ হল। তারপর তিনি বললেন ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশ........' (১৭ ঃ ৮৫)।

٣٠٧٨ بَابُ الْاِقْتِدَاءِ بِاَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কাজকর্মের অনুসরণ

৬৮০০ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ اِنِّي لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ-

৬৮০০ আবূ নুআয়ম (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিল। এরপর (একদিন) নবী ﷺ বললেন ঃ আমি অবশ্য স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলাম- তারপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আর কোন দিনই তা পরিধান করব না। ফলে লোকেরা তাদের আংটিগুলো ছুড়ে ফেলে দিল।

٣٠٧٩ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِى الدِّيْنِ وَالْبِدَعِ لِقَوْلِهِ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ

৩০৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদ্‌আত অপছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ হে কিতাবীরা! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না ...... (৪ ঃ ১৭১)

٦٨٠١ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوَاصِلُوْا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَيْنِ اَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَاَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ-

৬৮০১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করো না। সাহাবীরা বললেন, আপনি তো (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মতো নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। কিন্তু তাঁরা লাগাতার রোযা পালন করা থেকে বিরত হলো না। ফলে তাদের সঙ্গে নবী ﷺ ও দুইদিন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছিলেন) দুই রাত লাগাতার রোযা পালন করেন। এরপর তাঁরা (ঈদের) চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যদি চাঁদ (আরও কয়েক দিন) দেরী করে উদিত হত, তাহলে আমিও (লাগাতার রোযা পালন করে) তোমাদের রোযার সময়কে দীর্ঘায়িত করতাম, যেন তিনি তাঁদের কাজকে পছন্দ করলেন না।

٦٨٠٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىٌّ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ اٰجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَاُ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ وَمَا فِى هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَسْنَانُ الْاِبِلِ وَاِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ اِلَى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَاِذَا فِيْهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَاِذَا فِيْهَا مَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً-

৬৮০২ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ...... ইব্‌রাহীম তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আলী (রা) পাকা ইটে নির্মিত একটি মিম্বরে আরোহণ করে আমাদের

উদ্দেশ্যে খুত্‌বা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ছাড়া অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। তারপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলমানের নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লানত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবূল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।

٦٨٠٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيْهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّى لاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً-

৬৮০৩ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিজে একটি কাজ করলেন এবং তাতে তিনি অবকাশ দিলেন। তবে কিছু লোক এর থেকে বিরত রইল। নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর বললেন ঃ লোকদের কি হল যে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আমি নিজে করি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের থেকে অধিক জানি এবং আমি তাদের তুলনায় আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি।

٦٨٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ اَنْ يَهْلِكَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَفْدُ بَنِى تَمِيْمٍ اَشَارَ اَحَدُهُمَا بِالاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ اَخِىْ بَنِىْ مُجَاشِعٍ وَاَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ اِنَّمَا اَرَدْتَ خِلاَفِىْ فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ اِلٰى قَوْلِهِ عَظِيْمٌ وَقَالَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ

وَلَمْ يَذْكُرْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْهِ يَعْنِي اَبَا بَكْرٍ اِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ بِحَدِيْثٍ حَدَّثَهُ كَاَخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ–

৬৮০৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ...... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন অতি ভাল লোক ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। বনী তামীমের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তাদের একজন [উমর (রা)] আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী নামে বনী মুজাশে গোত্রের ভ্রাতা জনৈক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, অপরজন [আবূ বকর (রা)] অন্য আর একজনের প্রতি ইশারা করলেন। এতে আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা করিনি। নবী ﷺ-এর সামনে তাঁদের দু'জনেরই আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যায়। ফলে (নিম্নোক্ত আয়াতটি) নাযিল হয় ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না...... (৪৯ ঃ ২)। ইব্ন আবূ মুলায়কা বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, এরপরে উমর (রা) যখন নবী ﷺ-এর সাথে কোন কথা বলতেন, তখন গোপন বিষয়ের আলাপকারীর ন্যায় চুপে চুপে বলতেন, এমন কি তা শোনা যেত না, যতক্ষণ নবী ﷺ তার থেকে পুনরায় জিজ্ঞাসা না করতেন। এ হাদীসের রাবী ইব্ন যুবায়র তাঁর পিতা অর্থাৎ নানা আবূ বকর (রা) থেকে উল্লেখ করেননি।

٦٨٠٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ ، قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِي اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا–

৬৮০৫ ইসমাঈল (র)..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন ঃ তোমরা আবূ বকরকে বল, লোকদের নিয়ে যেন সালাত আদায় করে নেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম যে, আবূ বকর (রা) যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারণে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আবূ বকরকে বল, যেন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাফসা (রা)-কে বললাম, তুমি বল যে, আবূ বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকদের তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন। তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা) তাই করলেন। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তো ইউসুফ (আ)-এর (বিভ্রান্তকারিণী) মহিলাদের ন্যায়। আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে কখনই ভাল কিছু পাওয়ার মত নই।

٦٨٠٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرُ اِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اَهْلِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ اَتَقْتُلُوْنَهُ بِهِ سَلْ لِى يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَ فَرَجَعَ عَاصِمُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرُ وَاللّٰهِ لاَتِيَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيكُمْ قُرْاٰنًا فَدَعَا مَا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَاْمُرْهُ النَّبِىُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِى الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَحْمَرَ قَصِيْرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ كَذَبَ ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اسْحَمَ اَعْيَنَ ذَا اِلْيَتَيْنِ فَلاَ اَحْسِبُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْاَمْرِ الْمَكْرُوْهِ-

৬৮০৬ আদাম (র)...... সাহল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উওয়ায়মির (রা) আসিম ইব্ন আদীর কাছে এসে বলল, আচ্ছা বলুন তো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে পায় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এর জন্য (কিসাস হিসাবে) আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? হে আসিম! আপনি আমার জন্য এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নবী ﷺ এহেন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে অপছন্দ করলেন এবং দূষণীয় মনে করলেন। আসিম (রা) ফিরে এসে তাকে জানাল যে, নবী ﷺ বিষয়টিকে খারাপ মনে করেছেন। উওয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজেই নবী ﷺ-এর নিকট যাব। তারপর তিনি আসলেন। আসিম (রা) চলে যাওয়ার পরেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি তাদের দু'জনকেই (সে ও তার স্ত্রী) ডাকলেন। তারা উপস্থিত হল এবং 'লি'আন' করল। তারপর উওয়ায়মির (রা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি তাকে আটকিয়ে রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি, এ বলে তিনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করলেন। অবশ্য নবী ﷺ তাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে বলেননি। পরে 'লি'আন'কারীদের মাঝে (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার) এ প্রথাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। নবী ﷺ (মহিলাটি সম্পর্কে) বললেন ঃ একে লক্ষ্য রেখ, যদি সে খাটো ওয়াহারার (এক জাতীয় পোকা) ন্যায় লালচে সন্তান প্রসব করে, তাহলে আমি মনে করব উওয়ায়মির মিথ্যাই বলেছে। আর যদি সে কাল চোখবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিতম্বধারী সন্তান প্রসব করে, তাহলে মনে করব উওয়ায়মির তার সম্পর্কে সত্যই বলেছে। পরে সে অবাঞ্ছিত সন্তানই প্রসব করে।

٦٨٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ اَوْسِ النَّصْرِىُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِى ذِكْرًا مِنْ ذٰلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَاُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِى عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا قَالَ هَلْ لَكَ فِى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَاَذِنَ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ ، فَقَالَ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ ؟ قَالَا نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ فَاِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِى هٰذَا الْمَالِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ اللّٰهُ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ الْاٰيَةَ ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَاْثَرَهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ ، فَعَمِلَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ ؟ قَالَا نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمَا حِيْنَئِذٍ وَاَقْبَلَ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيْهَا كَذَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاَمْرُ كُمَا جَمِيْعٌ ، جِئْتَنِىْ تَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ ، وَاَتَانِىْ هٰذَا يَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُمَا اِلَيْكُمَا حَتّٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا

عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَقَهُ تَعْمَلاَنِ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا ، وَاِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِى فِيْهَا ، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا بِذٰلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ، اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، فَاَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَالَّذِى بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِى فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَىَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهَا-

৬৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইব্ন আওস নাযরী (র) আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইব্ন মুতঈম এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। পরে আমি মালিকের নিকট যাই এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন, উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। এমন সময় তাঁর দ্বাররক্ষক ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, যুবাইর এবং সা'দ (রা) আসতে চাচ্ছেন। আপনার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বাররক্ষক (পুনরায় এসে) বলল, আলী এবং আব্বাসের ব্যাপারে আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি তাদের উভয়কে অনুমতি দিলেন। আব্বাস (রা) এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও সীমালংঘনকারীর মাঝে ফায়সালা করে দিন। এবং তারা পরস্পরে গালমন্দ করলেন। তখন দলটি বললেন উসমান ও তাঁর সঙ্গীরা, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে একজনকে অপরজন থেকে শান্তি দিন। উমর (রা) বললেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যার হুকুমে আসমান ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, আপনারা কি এ কথা জানেন? যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন : আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়। এ কথা দ্বারা নবী ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। (আগত) দলের সকলেই বললেন, হ্যাঁ তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের দু'জনকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পদের একাংশ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, অপর কারো জন্য দেওয়া হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি.....(৫৯ : ৬)। সুতরাং এ সম্পদ একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারপর আল্লাহ্র কসম! তিনি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে নিজের জন্য তা সঞ্চিত করে রাখেননি, কিংবা এককভাবে আপনাদেরকেও দিয়ে দেননি। বরং তিনি আপনাদের সকলকেই তা থেকে প্রদান করেছেন এবং সকলের মাঝে

বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে। নবী ﷺ এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের বছরের খরচ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহ্‌র মাল যে পথে ব্যয় হয় সে পথে ব্যয়ের জন্য রেখে দিতেন। নবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ করতেন। আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে অবগত আছেন? সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা) -কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে জানেন? তারা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত। অতএব তিনি সে সম্পদ অধিগ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাতে এ সম্পদ খরচ করতেন তিনিও হুবহু সেভাবেই খরচ করতেন। আপনারা তখন ছিলেন। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা দু'জন তখনও মনে করতেন যে আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে এরূপ ছিলেন। আল্লাহ্ জানেন তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও হক্কের অনুসারী ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-কেও ওফাত দিলেন। তখন আমি বললাম, এখন আমি আবূ বকর ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং দু'বছর আমি তা আমার তত্ত্বাবধানে রাখলাম এবং আবূ বকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা যে খাতে ব্যয় করতেন, আমিও অনুরূপ করতে লাগলাম। তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে এলেন। আপনাদের দু'জনের একই কথা ছিল, দাবিও ছিল অভিন্ন। আপনি এসেছিলেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে নিজের অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে, আর ইনি (আলী) এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে। আমি বললাম, যদি আপনারা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি, তবে এ শর্তে যে, আপনারা আল্লাহ্‌র নামে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবেন যে, এ সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) যে ভাবে ব্যয় করতেন এবং আমি এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর যেভাবে তা ব্যয় করেছি, আপনারাও অনুরূপভাবে ব্যয় করবেন। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ফলে আমি তা আপনাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি ! আমি কি সেই শর্তের উপর এদের কাছে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? সকলেই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি ঐ শর্তে আপনাদেরকে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? তাঁরা দু'জন বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনারা কি আমার কাছ থেকে এর ভিন্ন কোন মিমাংসা পেতে চান? সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, কিয়ামতের পূর্বে আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন মিমাংসা করব না। যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধানে অক্ষম হন, তাহলে তা আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের দু'জনের স্থলে আমি একাই এর তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

٣٠٨. بَابُ اِثْمِ مَنْ اَوَى مُحْدِثًا ، رَوَاهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৩০৮০. অনুচ্ছেদ ঃ বিদআত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ। আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন

٦٨٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قُلْتُ لاَنَسٍ اَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا اِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا

مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، قَالَ عَاصِمٌ فَاَخْبَرَنِى مُوْسٰى بْنُ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا-

৬৮০৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ কি মদীনাকে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ এলাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদ্‌আত সৃষ্টি করবে। তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশ্‌তা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লানত। আসিম বলেন, আমাকে মূসা ইব্‌ন আনাস বলেছেন, বর্ণনাকারী –اواوى محدثا কিংবা বিদ্‌আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় বলেছেন।

٣٠٨١ بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ وَقَوْلُ اللّٰهِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

৩০৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না....(১৭ ঃ ৩৬)।

٦٨٠٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ اَنْ اَعْطَاكُمُوْهُ انْتِزَاعًا ، وَلٰكِنْ يَنْتَزِعُهُ عَنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقٰى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِى انْطَلِقْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَاسْتَثْبِتْ لِى مِنْهُ الَّذِى حَدَّثَنِى عَنْهُ فَجِئْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَحَدَّثَنِى بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِى فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو-

৬৮০৯ সাঈদ ইব্‌ন তালীদ (র) ...... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) আমাদের এ দিক দিয়ে হজ্জে যাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে ইল্‌ম দান করেছেন, তা হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না বরং ইল্‌মের বাহক উলামায়ে কিরামকে তাদের ইলম্‌সহ ক্রমশ তুলে নেবেন। তখন শুধুমাত্র মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফাত্‌ওয়া চাওয়া হবে। তারা মনগড়া ফাত্‌ওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বললাম। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) পুনরায় হজ্জ করতে এলেন। তখন আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, হে ভাগ্নে! তুমি আবদুল্লাহ্‌র কাছে যাও এবং তার থেকে যে হাদীসটি তুমি আমাকে বর্ণনা

করেছিলে, তার সত্যাসত্য পুনরায় তাঁর নিকট থেকে যাচাই করে আস। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ঠিক সে রূপই বর্ণনা করলেন, যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। আমি আয়েশা (রা)-র কাছে ফিরে এসে এ কথা জানালাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) ঠিকই স্মরণ রেখেছে।

৬৮১০. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ اَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوْفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا اِلَى اَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلَى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِّيْنَ وَبِئْسَتْ صِفُّوْنَ- قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اِتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ يَقُوْلُ مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يُفْتِى-

৬৮১০ আবদান (র)....... আমাস (র) বলেন। আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা ইব্ন ইসমাঈল... সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) বলেন, হে লোকেরা! দীনের ব্যাপারে তোমাদের মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না। কেননা আবূ জান্দাল দিবসে (হুদায়বিয়ার দিবসে) আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম। যে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য আমরা যখনই তরবারী কাঁধে ধারণ করেছি, তখনই তরবারী আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পথ সুগম করে দিয়েছে। বর্তমান বিষয়টি স্বতন্ত্র। রাবী বলেন, আবূ ওয়ায়েল (রা) বলেছেন, আমি সিফ্ফীনের যুদ্ধে শরীক ছিলাম; বড়ই মন্দ ছিল সিফ্ফীনের লড়াই।

٣٠٨٢ بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ اَوْلَمْ يُجِبْ حَتّٰى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَاْىٍ وَلاَ بِقِيَاسٍ ، لِقَوْلِهِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الرُّوْحِ فَسَكَتَ حَتّٰى نَزَلَتْ

৩০৮২. অনুচ্ছেদ ঃ ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ঃ আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন তার দ্বারা (ফয়সালা করুন)। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ ছিলেন

٦٨١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِي وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَا شِيَانِ فَاَتَانِي وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ اَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقْضِي فِي مَالِي ، كَيْفَ اَصْنَعُ فِي مَالِي ، قَالَ فَمَا اَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ-

৬৮১১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)........ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা দুজনেই হেঁটে এসেছিলেন। তাঁরা যখন আমার কাছে আসলেন, তখন আমি বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ওযূ করলেন এবং ওযূর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। ফলে আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! বর্ণনাকারী সুফিয়ান কোন কোন সময় বলতেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করব? আমার সম্পদগুলো কি করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না, অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

٣٠٨٣ بَابُ تَعْلِيْمِ النَّبِيِّ ﷺ اُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ لَيْسَ بِرَاْيٍ وَلَا تَمْثِيْلٍ

৩০৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উম্মতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ্‌ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয়

٦٨١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ اَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاتِيْكَ فِيْهِ ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَاَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَاَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً اِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَاَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ-

৬৮১২ মুসাদ্দাদ (র)......... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ্‌ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা অমুক অমুক দিন

অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা সমবেত হলেন এবং নবী ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি পরপর দুইবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নবী ﷺ বললেনঃ দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।

٣٠٨٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন। আর তাঁরা হলেন আহলে ইল্ম (দীনি ইল্মে বিশেষজ্ঞ)

٦٨١٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَاْتِيَهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ۔

৬৮১৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র)......... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত আসা পর্যন্ত আমার উম্মতের এক জামাআত সর্বদাই বিজয়ী থাকবে। আর তাঁরা হলেন (সেই দল যারা প্রতিপক্ষের উপর) প্রভাবশালী।

٦٨١٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللّٰهُ وَلَنْ يَزَالَ اَمْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اَوْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

৬৮১৪ ইসমাঈল (র)...... মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইলমের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ্ তা প্রদান করে থাকেন। এ উম্মতের কর্মকাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকবে।

٣٠٨٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

৩০৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে..... (৬ ঃ ৬৫)

٦٨١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ هَاتَانِ اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ-

৬৮১৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর এই আয়াত ঃ বল, তিনি সক্ষম তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে.... নাযিল হল, তখন তিনি বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে (এহেন আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি (তারপর যখন নাযিল হল) অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে। তখনও তিনি বললেন ঃ (হে আল্লাহ্!) আমি আপনার নিকট (এহেন আযার থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর যখন অবতীর্ণ হল ঃ অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তখন তিনি বললেন ঃ এ দুটি অপেক্ষাকৃত নরম অথবা বলেছেন ঃ সহজ।

٣٠٨٦ بَابُ مَنْ شَبَّهَ اَصْلاً مَعْلُوْمًا بِاَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ حُكْمَهَا لِيُفْهَمَ السَّائِلَ

৩০৮৬ অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট হুকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা

٦٨١٦ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّى اَنْكَرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ، قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ ؟ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَاَنّٰى تُرَى ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِى الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ-

৬৮১৬ আসবাগ ইব্‌ন ফারজ (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে) অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর কি রঙ? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো মিশ্রিত রঙের অনেকগুলোই আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ রং কি করে এল বলে তুমি মনে কর? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে (অর্থাৎ পূর্বপুরুষের কারো বর্ণ কালো ছিল বলে এ সন্তান কালো হয়েছে) এবং তিনি এ সন্তানকে অস্বীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।

৬৮১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَاقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ-

৬৮১৭ মুসাদ্দাদ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। মনে কর যদি তার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন ঃ অতএব তার উপর যে মানত রয়েছে তা তুমি আদায় করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক হক্দার, তাঁর মানত পূর্ণ করার।

٣٠٨٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقَضَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، وَمَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ-

৩০৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজ্তিহাদ করা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম........ (৫ ঃ ৪৫)। যারা হিক্মতের সাথে বিচার করে ও হেক্মতের তালীম দেন এবং মনগড়া কোন ফায়সালা করেন না, (এরূপ হিক্মতের অধিকারী ব্যক্তির) নবী ﷺ প্রশংসা করেছেন। খলীফাদের সাথে পরামর্শ করা এবং বিচারকদের আহলে ইল্মদের কাছে জিজ্ঞাসা করা

৬৮১৮ حَدَّثَنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

৬৮১৮ শিহাব ইব্ন আব্বাদ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'রকম লোক ছাড়া কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিক্মাত (শরয়ী বিচক্ষণতা) দান করেছেন, আর সে এর আলোকে বিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

৬৮১৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ مَا هُوَ ؟ قُلْتُ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيْئَنِى بِالْمَخْرَجِ فِيْمَا قُلْتَ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِى اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ ، تَابَعَهُ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ-

৬৮১৯ মুহাম্মদ (র)......... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মহিলাদের গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ তার পেটে আঘাত করা হয়, যার ফলে সন্তানের গর্ভপাত ঘটে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছ? আমি বললাম, আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি শুনেছ? আমি বললাম, নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে আমি বলতে শুনেছি যে, এ কারণে গুর্‌রা অর্থাৎ একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করতে হবে। এ শুনে তিনি বললেন, তুমি যে হাদীস বর্ণনা করেছ এর প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেও না। তারপর আমি বের হলাম এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-কে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম, সে আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, তিনিও নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, এতে গুর্‌রা অর্থাৎ একটি গোলাম কিংবা বাঁদী প্রদান করতে হবে। ইব্‌ন আবূ যিনাদ........ মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

৩০৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে

٦٨٢٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ اُمَّتِى بِاَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ ، فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ اِلاَّ اُولٰئِكَ-

৬৮২০ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্বযুগীয়দের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন ঃ লোকদের মধ্যে আর কারা? এরাই তো!

٦٨٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الصَّنْعَانِىُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ -

৬৮২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন ঃ আর কারা?

٣٠٨٩ بَابُ اِثْمِ مَنْ دَعَا اِلَى ضَلاَ لَةٍ ، اَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللّٰهِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

৩০৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ গোমরাহীর দিকে আহবান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে...... (১৬ ঃ ২৫)

٦٨٢٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لاَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ اَوَّلاً-

৬৮২২ হুমায়দী (র) ......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের হিস্যা আদাম (আ)-এর প্রথম (হত্যাকারী) পুত্রের উপরও বর্তাবে। রাবী সুফিয়ান من دمها তার রক্তপাত ঘটানোর অপরাধ তার উপরেও বর্তাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি প্রবর্তন করে।

٣٠٩٠ بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

৩০৯০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যেসব বিষয়ে হারামাঈন মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ এর নামাযের স্থান, মিম্বর ও কবর সম্পর্কে

٦٨٢٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلَمِىِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِىَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ

بَيْعَتِى فَابَى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيْبُهَا-

৬৮২৩ ইসমাঈল (র)......... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। এরপর সে মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হল। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পুনরায় সে এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর সে আবার এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। এবারও নবী ﷺ অস্বীকৃতি জানালে বেদুঈন বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ মদীনা হয়েছে কামারের হাঁপরের মত। সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

٦٨٢٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِمِنًى لَوْ شَهِدْتَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ اِنَّ فُلاَنًا يَقُوْلُ لَوْ مَاتَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَبَايَعْنَا فُلاَنًا قَالَ عُمَرُ لاَقُوْمَنَّ الْعَشِيَّةَ فَاُحَذِّرُ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَغْصِبُوْهُمْ ، قُلْتُ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَيَغْلِبُوْنَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَاَخَافُ اَلاَّ يُنْزِلُوْهَا عَلَى وَجْهِهَا فَيُطَيِّرُ بِهَا كُلُّ مُطَيِّرٍ فَاَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَيَحْفَظُوْا مَقَالَتَكَ وَيُنْزِلُوْهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَقُوْمَنَّ بِهِ فِى اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اٰيَةُ الرَّجْمِ-

৬৮২৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে পবিত্র কুরআনের তালীম দিতাম। উমর (রা) যখন জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করতে আসলেন, তখন আবদুর রহমান (রা) মিনায় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আজ আমীরুল মু'মিনীনদের নিকট থাকলে দেখতে পেতে যে, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, জনৈক ব্যক্তি বলেছে, যদি আমীরুল মু'মিনীন মারা যেতেন, তাহলে আমরা অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত নিতে পারতাম। উমর (রা) বললেন, আজ বিকেলে দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে সতর্ক করব, যারা মুসলমানদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি বললাম, আপনি এটি করবেন না। কেননা, এখন হজ্জের মৌসুম। এখন সাধারণ লোকের উপস্থিতির সময়। তারা আপনার মজলিসকে ঘিরে ফেলবে। আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা আপনার বক্তব্য

যথাযথভাবে অনুধাবন করবে না। রদ-বদল করে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বরং এখন আপনি হিজরত ও সুন্নাতের আবাসগৃহ মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। এরপর একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের নিকট আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তাঁরা আপনার বক্তব্য সংরক্ষণ করবে এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মদীনায় পৌঁছলে সবচেয়ে আগে এটি করব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা মদীনায় উপস্থিত হলাম। তখন উমর (রা) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে 'রজ্‌ম' (তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)-এর আয়াতও রয়েছে।

٦٨٢٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِى هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ بَخْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِى الْكَتَّانِ لَقَدْ رَاَيْتُنِى وَاِنِّى لاَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا فَيَجِى الْجَائِى فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِى وَيُرَى اَنِّى مَجْنُوْنٌ وَمَا بِى مِنْ جُنُوْنٍ مَابِى اِلاَّ الْجُوْعُ-

৬৮২৫ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি লাল রঙের দু'টি কাতান পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বাহঃ! বাহঃ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমি এমন অবস্থায়ও ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিম্বর ও আয়েশা (রা)-এর হুজ্‌রার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক আসত, তার স্বীয় পা আমার গর্দানে রাখত, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার কিঞ্চিতও পাগলামী ছিল না। একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনটি হত।

٦٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَاَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءِ يُشِرْنَ اِلَى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ-

৬৮২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি নবী ﷺ-এর সাথে কোন ঈদে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর দরবারে আমার বিশেষ একটা অবস্থান না থাকত তবে এত অল্প বয়সে তাঁর সাথে যোগদানের সুযোগ পেতাম না। নবী ﷺ কাসীর ইব্‌ন সালতের বাড়ির নিকটস্থ স্থানের পতাকার কাছে তশরীফ আনলেন। এরপর ঈদের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ভাষণ প্রদান করলেন। রাবী আযান এবং ইকামত-এর উল্লেখ করেননি। নবী ﷺ শ্রোতাদেরকে সাদাকা আদায়ের হুকুম করলেন। নারীরা

স্বীয় কান ও গলার (অলংকার) দিকে ইঙ্গিত করলে নবী ﷺ বিলাল (রা) -কে (তাদের কাছে যাওয়ার জন্য) নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) (তাদের নিকট থেকে অলংকারাদি নিয়ে) নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এলেন।

٦٨٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا-

৬৮২৭ আবূ নুআয়ম (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুবার মসজিদে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে আসতেন।

٦٨٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اُدْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي وَلاَ تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَانِّي اَكْرَهُ اَنْ اُزَكّٰى وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ ائْذَنِي لِي اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ فَقَالَتْ اَيْ وَاللّٰهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَرْسَلَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُوْثِرُهُمْ بِاَحَدٍ اَبَدًا-

৬৮২৮ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গিনী (উম্মাহাতুল মু'মিনীন)-দের সাথে দাফন করবে। আমাকে নবী ﷺ -এর সাথে হুজরায় দাফন করবে না। কেননা তাতে আমাকে প্রাধান্য দেয়া হবে, আমি তা পছন্দ করি না। বর্ণনাকারী হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন, আমাকে আমার দুই সঙ্গী তথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম! বর্ণনাকারী আরো বলেন, আয়েশা (রা) -এর নিকট যখনই সাহাবাদের কেউ এই অনুমতির জন্য কাউকে পাঠাতেন, তখনি তিনি বলতেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁদের সঙ্গে কাউকে প্রাধান্য দেব না।

٦٨٢٩ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِي اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَنَاْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ زَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي اَرْبَعَةُ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلاَثَةٌ-

৬৮২৯ আইউব ইব্‌ন সুলায়মান (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের নামায আদায় করতেন । অতঃপর আমরা 'আওয়ালী' (মদীনার পার্শ্বে উচ্চ টিলাবিশিষ্ট স্থান) যেতাম। তখন সূর্য উপরে থাকত। বর্ণনাকারী লায়স (র) ইউনুস (র) হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, 'আওয়ালী' মদীনা হতে চার অথবা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

٦٨٣٠ حَدَّثَنِى عَمْرُوْ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدُ-

৬৮৩০ আমর ইব্ন যুরারা (র)....... সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগের সা' তোমাদের বর্তমানের এক মুদ ও এক মুদের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর ছিল। অবশ্য (পরবর্তীকালে) তা বৃদ্ধি পেয়েছে। (উক্ত হাদীসটি) কাসিম ইব্ন মালিক (র) যুআয়দ (র) থেকে শুনেছেন।

٦٨٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِى صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِى اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ-

৬৮৩১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসালামা (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই বলে দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! মদীনাবাসীদের পরিমাপে বরকত দান করুন, বরকত দান করুন তাদের সা' এবং মুদে।

٦٨٣٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ-

৬৮৩২ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইহুদীগণ নবী ﷺ -এর খিদমতে এক ব্যভিচারী পুরুষ এবং এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে নিয়ে উপস্থিত হল। তখন তিনি তাদের উভয়কে শাস্তি দানের হুকুম দিলে মসজিদে নববীর জানাযা রাখার নিকটবর্তী স্থানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করে মারা হয়।

٦٨٣٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّى اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا، تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اُحُدٍ-

৬৮৩৩ ইসমাঈল (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা (পথিমধ্যে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও এই পাহাড়কে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামের মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর আমি এই মদীনার দু'টি প্রস্তরময় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সেই মর্যাদা প্রদান করছি। উহুদের বিষয়ে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনায় সাহাল (রাবী) আনাস (রা) -এর অনুসরণ করেছেন।

٦٨٣٤ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ-

৬৮৩৪ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র)....... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে নববীর কিব্‌লার দিকের প্রাচীর ও মিম্বরের মধ্যে মাত্র একটি বকরী যাতায়াতের স্থান ছিল।

٦٨٣٥ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِىّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى-

৬৮৩৫ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার গৃহ ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্‌তের বাগানগুলোর থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাওযের উপর।

٦٨٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَابَقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأُرْسِلَتِ الَّتِى اُضْمِرَتْ مِنْهَا وَاَمَدُهَا الْحَفْيَاءُ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ اَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ-

৬৮৩৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। তীব্র গমনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার স্থান ছিল হাফয়া হতে সানীয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত। আর প্রশিক্ষণবিহীনগুলোর স্থান ছিল সানীয়্যাতুল বিদা হতে বনী যুরায়ক–এর মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ্‌ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٦٨٣٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَابْنُ اِدْرِيْسَ وَابْنُ اَبِى غَنِيَّةَ عَنْ اَبِى حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৮৩৭ ইসহাক (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে (খুতবা দিতে) শুনেছি।

٦٨٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ سَمِعَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ خَطِيْبًا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৮৩৮ আবুল ইয়ামান (র) .... সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতে শুনেছি।

٦٨٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ اَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يُوْضَعُ لِى وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيْهِ جَمِيْعًا-

৬৮৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোসল করার জন্য এই পাত্রটি রাখা হত। আমরা সকলে এর থেকে গোসল করতাম।

٦٨٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَالُ عَنْ اَنَسٍ حَالَفَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْاَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِى دَارِى الَّتِى بِالْمَدِيْنَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ-

৬৮৪০ মুসাদ্দাদ (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আনসার ও মুহাজিরদেরকে আমার মদীনার বাড়িতে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং বনী সুলায়মের গোত্রের জন্য বদদোয়া করার নিমিত্ত এক মাস কাল যাবত তিনি (ফজরের নামাযে) কুনূত (নাযিলা) পড়েছেন।

٦٨٤١ حَدَّثَنِى اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِى انْطَلَقِ اِلَى الْمَنْزِلِ فَاَسْقِيَكَ فِى قَدَحٍ شَرِبَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتُصَلِّى فِى مَسْجِدٍ صَلَّى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَاَسْقَانِى سَوِيْقًا وَاَطْعَمَنِى تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِى مَسْجِدِهِ-

৬৮৪১ আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে বললেন, চলুন ঘরে যাই। আমি আপনাকে এমন একটি পাত্রে পান করাবো, যেটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করেছেন। আপনি ঐ নামাযের জায়গাটিতে নামায আদায় করতে পারবেন, যেখানে নবী ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। এরপর আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে ছাতুর শরবত পান করালেন এবং খেজুর খাওয়ালেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামায আদায়ের স্থানটিতে নামায আদায় করে নিলাম।

٦٨٤٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ اَنْ صَلِّ فِى هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ-

৬৮৪২ সাঈদ ইব্‌ন রাবী' (র)....... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেনঃ আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে এক রাতে আমার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে একজন আগন্তুক

(ফেরেশ্‌তা) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, এই বরকতময় প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন- উমরা ও হজ্জের নিয়ত করছি। এদিকে হারূন ইব্‌ন ইসমাঈল (র) বলেন, আলী (রা) আমার কাছে হজ্জের সাথে 'উমরার নিয়ত করুন' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ النَّبِىُّ ﷺ قَرْنًا لاَهْلِ نَجْدٍ ، وَالْجُحْفَةَ لاَهْلِ الشَّامِ ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، قَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَبَلَغَنِى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ لاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وَذَكَرَ الْعِرَاقُ ، فَقَالَ لَمْ تَكُنْ عِرَاقُ يَوْمَئِذٍ-

৬৮৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন নজদবাসীদের জন্য কারনকে, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফাকে এবং মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফাকে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি এগুলো (স্বয়ং) নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমার কাছে আরো সংবাদ পৌঁছেছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম এবং ইরাকের কথা উল্লেখ করা হলে ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, তখন তো ইরাক ছিল না।

٦٨٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اُرِىَ وَهُوَ فِى مُعَرَّسِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ-

৬৮৪৪ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুবারাক (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে অবস্থানকালে তাকে বলা হলো আপনি একটি বরকতময় স্থানে রয়েছেন।

٣٠٩١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

৩০৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ (হে আমার হাবীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়

٦٨٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٍ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ-

৬৮৪৫ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে ফজরের নামাযের শেষে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে শুনেছেন, ربنا ولك الحمد الخ (হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি

অমুক অমুক ব্যক্তির প্রতি লানত করুন। এরপর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন ঃ (হে নবী) চূড়ান্তভাবে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার হাতে নেই। আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেবেন, নয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা সীমালংঘনকারী।

٣٠٩٢ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً، وَقَوْلِهِ وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ الْاٰيَةَ

৩০৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয় (১৮ ঃ ৫৪)। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না ... (২৯ ঃ ৪৬)

٦٨٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اَلاَ تُصَلُّوْنَ قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنْفُسَنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهُ ذَالِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مَا اَتَاكَ لَيْلاً فَهُوَ طَارِقٌ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ، وَالثَّاقِبُ الْمُضِىءُ يُقَالُ اَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوْقِدِ-

৬৮৪৬ আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)......... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এবং রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নামায আদায় করেছ কি? আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জীবন তো আল্লাহ্র কুদরতের হাতে। তিনি আমাদেরকে যখন (নামাযের জন্য ঘুম থেকে) জাগিয়ে দিতে চান, জাগিয়ে দেন। আলী (রা)-এর এ কথা বলার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেলেন, আলীর কথার কোন প্রতিউত্তর তিনি আর দিলেন না। আলী (রা) বলেন, আমি শুনতে পেলাম, তিনি চলে যাচ্ছেন, আর উরুতে হাত মেরে মেরে বললেন ঃ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, তোমার কাছে রাতে যে আগন্তুক আসে তাকে 'তারিক' বা নৈশ অতিথি বলে। 'তারিক' একটি নক্ষত্রকেও বলা হয়। আর 'ছাকিব' অর্থ হল জ্যোতিষ্মান। এইজন্যই আগুন যে জ্বালায় তাকে লক্ষ্য করে সাধারণত বলা হয়ে থাকে, তুমি আগুন জ্বালিয়ে তোল।

٦٨٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ اُرِيْدُ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا

الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَاَنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهٖ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَالاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ-

৬৮৪৭ কুতায়বা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌঁছলাম। তারপর নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবূল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবূল কর এবং শান্তিতে থাক। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

٣٠٩٣ بَابُ قَوْلِهٖ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَمَا اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (২ ঃ ১৪৩) নবী ﷺ জামাআতকে আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জামাআত বলতে আলেমদের জামাআতকেই বলা হয়েছে

٦٨٤٨ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُجَاءُ بِنُوْحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَارَبِّ ، فَتُسْئَلُ اُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُوْنَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ، قَالَ عَدْلاً لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا . وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا-

৬৮৪৮ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নূহ্ (আ)-কে (আল্লাহ্‌র সমীপে) হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি (দীনের দাওয়াত) পৌঁছে দিয়েছ? তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ। হে আমার পরওয়ারদিগার। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে নূহ্ (দাওয়াত) পৌঁছিয়েছে কি? তারা সবাই বলে উঠবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শকই (নবী ও রাসূল) আসেনি। তখন নূহ্ (আ)-কে বলা হবে, তোমার (দাবির পক্ষে) কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণই (আমার সাক্ষী)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদেরকে তখন নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা [নূহ্ (আ)-এর পক্ষে] সাক্ষ্য দেবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করলেন ঃ এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত নির্ধারণ করেছেন। (وسط অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ) তাহলে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারবে আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। জাফর ইব্‌ন আউন (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٤ بَابَ اِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ اَوِ الْحَاكِمُ فَاَخْطَا خِلاَفَ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُوْدٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ–

৩০৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্‌তিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রাহ্য হবে। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যার আমি নির্দেশ করিনি তা অগ্রাহ্য

٦٨٤٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيَّ وَاَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَخَا بَنِي عَدِيِّ الْاَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ اَوْ بِيْعُوْا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيْزَانُ–

৬৮৪৯ ইসমাঈল (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী আদী আনসারী গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করল উন্নতমানের খেজুর নিয়ে। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এত উন্নতমানের হয়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! সব খেজুরই এমন নয়। আমরা দুই সা' মন্দ খেজুরের বিনিময়ে এরূপ এক সা' ভাল খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এমনটি করো না। বরং সমানে সমানে ক্রয়-বিক্রয় করো। কিংবা এগুলো বিক্রয় করে এর মূল্য দ্বারা সেগুলো খরিদ করো। যেসব জিনিস ওযন করে কেনাবেচা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও এই আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য।

٣٠٩٥ بَابُ اَجْرِ الْحَاكِمِ اِذَا اجْتَهَدَ فَاَصَابَ اَوْ اَخْطَاءَ

৩০৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে

٦٨٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدُ الْمَقْرِى الْمَكِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَا فَلَهُ اَجْرٌ ، قَالَ فَحَدَّثْتُ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৬৮৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)....... আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোন বিচারক ইজ্‌তিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার। রাবী বলেন, আমি হাদীসটি আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযিম (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ...... আবূ সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٦ بَابُ الْحُجَّةِ عَلٰى مَنْ قَالَ اِنَّ اَحْكَامَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيْبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِىِّ ﷺ وَاُمُوْرِ الْاِسْلَامِ-

৩০৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রমাণ তাদের উক্তির বিরুদ্ধে, যারা বলে নবী ﷺ -এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল। কোন কোন সাহাবী নবী ﷺ -এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা যে স্বাভাবিক ছিল যদ্দরুন তাঁদের জন্য ইসলামের বিধিবিধান থেকে লাওয়াকিফ থাকাও স্বাভাবিক ছিল এর প্রমাণ

٦٨٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ اَبُوْ مُوْسٰى عَلٰى عُمَرَ فَكَاَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوْا لَهُ ، فَدُعِىَ لَهُ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَأْتِنِىْ عَلٰى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ اَوْ لَاَفْعَلَنَّ بِكَ فَانْطَلَقَ اِلٰى مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالُوْا لَا يَشْهَدُ اِلَّا اَصْغَرُنَا فَقَامَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هٰذَا مِنْ اَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ اَلْهَانِىْ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ-

৬৮৫১ মুসাদ্দাদ (র)......উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) উমর (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আবূ মূসা (রা) তাঁকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত ভেবে ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর (রা) বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স-এর আওয়ায শুনিনি? তাকে এখানে আসার অনুমতি দাও। এরপর তাঁকে ডেকে আনা হলে উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিনিস আপনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করল? আবূ মূসা (রা) বললেন, আমাদেরকে এরূপই করার নির্দেশ দেয়া হত। উমর (রা) বললেন, আপনার উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন, অন্যথায় আপনার সাথে মোকাবেলা করব। এরপর তিনি আনসারদের এক মজলিসে চলে গেলেন। তারা বলে উঠল, আমাদের বালকরাই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে এরূপ করারই নির্দেশ দেওয়া হত। এরপর উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ -এর এমন আদেশটি আমার অজানা রয়ে গেল। বাজারের বেচাকেনার ব্যস্ততা আমাকে এ কথা জানা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

٦٨٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

৬৮৫২ আলী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করছে। আল্লাহ্র কাছে একদিন আমাদেরকে হাযির হতে হবে। আমি ছিলাম একজন মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের বেচাকেনা লিপ্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার কাছ থেকে শ্রুত বাণী কোন দিন ভুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে হক্কের সাথে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।

٣٠٩٧ بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ

৩০৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়

٦٨٥٣ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ ، قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّٰهِ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَالِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِىُّ ﷺ -

৬৮৫৩ হাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ (র).......মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, ইব্ন সায়িদ অবশ্যই (একটা) দাজ্জাল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উমর (রা)-কে নবী ﷺ -এর উপস্থিতিতে কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন নবী ﷺ এ কথা অস্বীকার করেননি।

٣٠٩٨ بَابُ الْاَحْكَامِ الَّتِى تُعْرَفُ بِالدَّلاَئِلِ ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلاَلَةِ وَتَفْسِيْرُهَا ، وَقَدْ اَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْرَ الْخَيْلِ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ ، فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ وَاُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِىِّ ﷺ الضَّبُّ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِاَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ-

৩০৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। দলীল-প্রমাণাদির অর্থ ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায়? নবী ﷺ ঘোড়া ইত্যাদির হুকুম বলে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে গাধার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ইশারা করেন ঃ কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে (৯৯ ঃ ৭)। নবী ﷺ-কে 'দব্ব' (গুঁইসাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি এটি খাই না, তবে হারামও বলি না। নবী ﷺ-এর দস্তরখানে 'দব্ব' খাওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমাণ করেছেন যে, 'দব্ব' হারাম নয়

٦٨٥٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِىَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِىَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِىَ عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ ، وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ-

৬৮৫৪ ইসমাঈল (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোড়া ব্যবহারের দিক দিয়ে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার লোকের জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, আর এক প্রকার লোকের জন্য তা গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়ার অবলম্বন এবং আর এক প্রকার লোকের জন্য তা শাস্তির কারণ। যার জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, সে এমন ব্যক্তি যে ঘোড়াকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখে এবং চারণভূমি বা বাগানে প্রশস্ত রশিতে বেঁধে বিচরণ করতে দেয়। এই রশি যত প্রশস্ত এবং যত দূরত্বে ঘোড়া বিচরণ করতে পারে, সে তত বেশি প্রতিদান পায়। যদি ঘোড়া এ রশি ছিঁড়ে এক চক্কর অথবা দু'টি চক্কর দেয়। তবে ঐ ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মালের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়। ঘোড়া যদি কোন নদী বা নালায় গিয়ে পানি পান করে ফেলে অথচ মালিক পানি পান করানোর নিয়ত করেনি। এগুলো খুবই নেক কাজ। এর জন্য এ ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্বনির্ভরতা বজায় রাখার জন্য; এর সাথে সাথে ঘোড়ার ঘাড় ও পিঠে বর্তানো আল্লাহ্র হকসমূহও আদায় করতেও সে ভুলে যায় না। এ ক্ষেত্রে ঘোড়া তার জন্য শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষে, তার জন্য এই ঘোড়া শাস্তির কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল গাধা সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে আমার প্রতি ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত ছাড়া আল্লাহ্ আর কিছু নাযিল করেননি। (তা হলো এই) যে অণু পরিমাণ ভাল কাজও করবে, সে তাও দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

٦٨٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيِّ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُمِّيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ، قَالَ تَأْخُذِيْنَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْنَ بِهَا ، قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِيْ قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّأُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِيْنَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِيْ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَذَبْتُهَا اِلَىَّ فَعَلَّمْتُهَا-

৬৮৫৫ ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন উকবা (র)......... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, হায়েয থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) কিভাবে করতে হয়? তিনি বললেন ঃ তুমি সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা কাপড় হাতে নেবে। তারপর এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। মহিলা বলে উঠল, আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে

নেবে। মহিলা আবার বলে উঠল, এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? এরপর মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলাম।

৬৮৫৬ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بَشَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سَمْنًا وَاَقِطًا وَضَبًّا فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِىُّ ﷺ فَاُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا اُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَتِهِ وَلاَ اَمَرَ بِاَكْلِهِنَّ-

৬৮৫৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইব্‌ন হাযনের কন্যা উম্মে হুফায়দ (রা) নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে ঘি, পনির এবং কতগুলো দব্ব (গুঁইসাপ) হাদিয়া পাঠালেন। নবী ﷺ এগুলো চেয়ে নিলেন এবং এগুলো তাঁর দস্তরখানে বসে খাওয়া হল। নবী ﷺ নিজে এগুলো ঘৃণার কারণে খেতে অপছন্দ করলেন। যদি এগুলো হারাম হত, তবে তাঁর দস্তরখানে তা খাওয়া যেত না এবং তিনিও এগুলো খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

৬৮৫৭ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَاَنَّهُ اُتِىَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ طَبَقًا فِيْهِ خُضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلٰى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا وَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ ، قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَاَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلاَ اَدْرِىْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِىِّ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ-

৬৮৫৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ কাঁচা খায়, সে ব্যক্তি যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। আর সে যেন তার ঘরে বসে থাকে। এরপর তাঁর খেদমতে একটি পাত্র আনা হল। বর্ণনাকারী ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা) বলেন, অর্থাৎ শাক-সব্জির একটি বড় পাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পাত্রে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার শাক-সব্জি সম্পর্কে অবগত করা হল। তিনি তা জনৈক সাহাবীকে খেতে দিতে বললেন যিনি তার সাথে উপস্থিত রয়েছেন। এরপর তিনি যখন অনুভব করলেন, সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন ঃ খাও। কারণ আমি যাঁর সাথে গোপনে কথোপকথন করি, তুমি তাঁর সাথে তা কর না। ইব্‌ন উফায়র (র)...... ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র)

থেকে طَبَقًا فِيْهِ خَضِرَاتٌ -এর স্থলে بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ (শাক-সব্জির একটি হাড়ি) বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে লায়স ও আবূ সাফওয়ান (র) ইউনুস (র) থেকে হাঁড়ির ঘটনা উল্লেখ করেননি। এটি কি হাদীস বর্ণিত না যুহ্‌রী (র)-এর উক্তি এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

٦٨٥٨ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى وَعَمِّى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِى شَئٍْ فَاَمَرَهَا بِاَمْرٍ فَقَالَتْ اَرَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ اَجِدْكَ ، قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَاْتِى اَبَا بَكْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ زَادَ لَنَا الْحُمَيْدِىُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ ، كَاَنَّهَا تَعْنِى الْمَوْتَ -

৬৮৫৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)........ জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল এবং তাঁর সাথে কিছু বিষয়ে কথাবার্তা বলল। নবী ﷺ তাঁকে কোন এক বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এরপর মহিলা আবেদন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে যখন পাব না তখন কি করব? তিনি উত্তর দিলেন ঃ যখন আমাকে পাবে না, তখন আসবে আবূ বকর (রা)-এর কাছে।

আবূ আবদুল্লাহ্ [(ইমাম বুখারী (র)] বলেন, বর্ণনাকারী হুমায়দী (র) ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে আরো অতিরিক্ত বলেছেন, মহিলাটি সম্ভবত সেই আবেদন দ্বারা নবী ﷺ -এর ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

٣٠٩٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تَسْاَلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَئٍْ وَقَالَ اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الْاَحْبَارِ فَقَالَ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْدَقِ هٰؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِيْنَ الَّذِيْنَ يُحَدِّثُوْنَ عَنِ الْكِتَابِ وَاِنْ كُنَّا مَعَ ذٰلِكَ لِنَبْلُوَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ

৩০৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না।
আবুল ইয়ামান (র) বলেন, শুয়াইব (র), ইমাম যুহরী (র) হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় বসবাসরত কুরায়শ বংশীয় কতিপয় লোককে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছেন। তখন কা'ব আহবারের কথা এসে যায়। মু'আবিয়া (রা) বললেন, যারা পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে তিনি অধিকতর সত্যবাদী, যদিও বর্ণিত বিষয়সমূহ ভিত্তিহীন।

٦٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ

الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الاسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الاٰيَةَ-

৬৮৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের সামনে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। (এই প্রেক্ষিতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আহলে কিতাবকে তোমরা সত্যবাদী মনে করো না এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও ভেবো না। তোমরা বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি .... শেষ পর্যন্ত।

٦٨٦٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَئٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثُ تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَغَيَّرُوْهُ وَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ، اَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْاَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ-

৬৮৬০ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূল ﷺ -এর উপর সদ্য নাযিল হয়েছে, তা তোমরা পড়ছ। যা পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল। এই কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তা আল্লাহ্‌র কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে (কিতাব ও সুন্নাহ্‌র) ইল্‌ম রয়েছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করছে না? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখিনি কখনো তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে।

٣١٠٠. بَابٌ نَهْىِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ التَّحْرِيْمِ اِلاَّ مَا يُعْرَفُ اِبَاحَتُهُ ، وَكَذٰلِكَ اَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِيْنَ اَحَلُّوْا اَصِيْبُوْا مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ، وَقَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا-

৩১০০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ্ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত। অনুরূপ তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীল দ্বারা তা মুবাহ্ হওয়া প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যেমন নবী ﷺ -এর বাণী ঃ যখন তোমরা হালাল (ইহ্‌রাম

থেকে) হয়ে যাও, নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। জাবির (রা) বলেন, এ কাজ তাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। বরং তাদের জন্য (স্ত্রী ব্যবহার) হালাল করা হয়েছে। উম্মে আতীয়্যা (রা) বলেছেন, আমাদেরকে (মহিলাদের) জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়

٦٨٦١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ اُنَاسٍ مَعْهُ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَحِلَّ وَقَالَ اَحِلُّوْا وَاَصِيْبُوْا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّا نَقُوْلُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ خَمْسٍ اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ اِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِىْ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَذْىَ قَالَ وَيَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا اَوْ حَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ اِنِّىْ اَتْقَاكُمُ اللّٰهُ وَاَصْدَقُكُمْ وَاَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْىِ لَحَلَلْتُ كَمَا تَ حِلُّوْنَ فَحِلُّوْا فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا-

৬৮৬১ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাকর (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সাথে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। এর সাথে উমরার নিয়ত ছিল না। বর্ণনকারী আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মক্কায়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন নবী ﷺ আমাদেরকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[1] তিনি বললেন ঃ তোমরা ইহ্‌রাম খুলে ফেল এবং স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও। (রাবী) আতা (র) বর্ণনা করেন, জাবির (রা) বলেছেন, (স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা) তিনি তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবাহ্ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবগত হন যে, আমরা বলাবলি করছি আমাদের ও আরাফার দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহ্‌রাম খুলে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌঁছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে মযী ঝরতে থাকবে। আতা বলেন, জাবির (রা) এ কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি বেশি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সাথে যদি কুরবানীর পশু না থাকত,

১. নবী ﷺ -এর সাথে হজ্জ আদায় করার বছর সাহাবীগণের মধ্যে যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদেরকে তিনি তা উমরায় পরিণত করে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা শুধু ঐ বছরের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

আমিও তোমাদের মত ইহ্রাম খুলে ফেলতাম। সুতরাং তোমরা ইহ্রাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। অতএব আমরা ইহ্রাম খুলে ফেললাম। নবী ﷺ-এর নির্দেশ শোনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।

٦٨٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَزَنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كِرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً-

৬৮৬২ আবূ মা'মার (র)......: আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মাগরিবের নামাযের পূর্বে তোমরা নামায আদায় করবে। তবে তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা সে তা আদায় করতে পারে। লোকেরা (সাহাবীগণ) এটাকে সুন্নাত বলে ধরে নিক — এটা তিনি পছন্দ করলেন না।

٣١٠١ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِخْتِلَافِ

৩১০১. অনুচ্ছেদ ঃ মতবিরোধ অপছন্দনীয়

٦٨٦٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَلَّامًا-

৬৮৬৩ ইসহাক (র)...... জুনদাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যাবত এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তা থেকে উঠে যাও। আবূ আব্দুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, আবদুর রহমান (র) সাল্লাম থেকে (উক্ত হাদীসটি) শুনেছেন (সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

٦٨٦٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَارُوْنَ الْاَعْوَرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৮৬৪ ইসহাক (র.)........জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন বিরাগ মনা হয়ে যাও, তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও। ইয়াযিদ ইব্ন হারুন (র) জুনদাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٦٨٦٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ ، وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَّا اَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُوْمُوْا عَنِّيْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ–

৬৮৬৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)…. ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল। রাবী বলেন, ঘরের মধ্যে তখন বহু লোক ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমরা লেখার সামগ্রী নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব এমন জিনিস, যা দ্বারা তার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উমর (রা) মন্তব্য করলেন, নবী ﷺ খুবই কষ্টে রয়েছেন। তোমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছেই, আল্লাহ্‌র এই কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময় গৃহে অবস্থানকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, লেখার সামগ্রী তোমরা নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের জন্য লিখে দেবেন এমন জিনিস যা দ্বারা তাঁর পরে তোমরা পথহারা হবে না। আবার কারো কারো বক্তব্য ছিল উমর (রা)-এর কথারই অনুরূপ। যখন নবী ﷺ-এর সামনে তাদের কথা কাটাকাটি এবং মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।

বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, সমস্ত জটিলতার মূল উৎস ছিল তা-ই, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর লেখার মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ তা ছিল তাদের মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি।

٣١٠٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ وَاَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنَ ، لِقَوْلِهِ : فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِذَا عَزَمَ الرَّسُوْلُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ اَلتَّقَدُّمُ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ يَوْمَ اُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوْجِ فَرَاَوْا لَهُ الْخُرُوْجَ فَلَمَّا لَبِسَ لَاْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوْا اَقِمْ فَلَمْ يَمِلْ اِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَاْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَاُسَامَةَ فِيْمَا رَمٰى بِهِ اَهْلُ الْاِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَجَلَدَ الرَّامِيْنَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلٰى تَنَازُعِهِمْ ، وَلٰكِنْ حَكَمَ بِمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ ، وَكَانَتِ الْاَئِمَّةُ بَعْدَ

النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَشِيْرُوْنَ الْأُمَنَاءَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْأُمُوْرِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوْا بِأَسْهَلِهَا فَاِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ اَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدُّوْهُ اِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَاَى اَبُوْ بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى مَشُوْرَةٍ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاَرَادُوا تَبْدِيْلَ الدِّيْنَ وَاَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَشُوْرَةِ عُمَرَ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شَبَابًا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ –

৩১০২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (৪২ ঃ ৩৮) এবং পরামর্শ করো তাঁদের সাথে (দীনী) কর্মের ব্যাপারে। পরামর্শ হলো স্থির সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে। যেমন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এরপর যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প হও, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হন, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মতের পরিপন্থী অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন অধিকার থাকে না। ওহুদের যুদ্ধের দিনে নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে এ পরামর্শ করেন যে, যুদ্ধ কি মদীনায় অবস্থান করেই চালাবেন, না বাইরে গিয়ে? সাহাবাগণ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে রায় দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন এবং যখন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, মদীনায়ই অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি দৃঢ়সংকল্প হওয়ার পর তাঁদের এই মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন ঃ কোন নবীর সামরিক পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা খুলে ফেলা সমীচীন নয়। তিনি আলী (রা) ও উসামা (রা)-এর সাথে আয়েশার উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাদের কথা তিনি শোনেন। এরপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মিথ্যা অপবাদকারীদেরকে তিনি বেত্রাঘাত করেন। তাঁদের পরস্পর মতান্তরের দিকে লক্ষ্য না করে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারেই সিদ্ধান্ত নেন। নবী ﷺ -এর পরে ইমামগণ মুবাহ্ বিষয়াদিতে বিশ্বস্ত আলেমদের কাছে পরামর্শ চাইতেন, যেন তুলনামূলক সহজ পথ তারা গ্রহণ করতে পারেন। হাঁ, যদি কিতাব কিংবা সুন্নাহ্‌তে আলোচ্য বিষয়ে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যেত, তখন তারা নবী ﷺ -এর কথারই অনুসরণ করতেন, অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। (নবী ﷺ-এর অনুসরণেই) যাকাত যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আবূ বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উমর (রা) তখন বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি,

যতক্ষণ না তারা বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। তারা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হকের ব্যাপার ভিন্নতর। আর সে ব্যাপারে তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র উপর। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই করব, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুসংহত বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। পরিশেষে উমর (রা) তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে (কারো সাথে) পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভবন করেননি। কেননা, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইসলাম-এর নির্দেশাবলী পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। উমর (রা)-এর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চাই তারা বয়োবৃদ্ধ হোন কিংবা যুবক। আল্লাহ্র কিতাবের (সিদ্ধান্তের) প্রতি উমর (রা) ছিলেন অধিক অবহিত

٦٨٦٦ حَدَّثَنَا الْاُوَيْسِيُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَاقَالُوْا قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْاَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيْرُ هُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهِ ، فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ بِالَّذِىْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهِ ، وَاَمَّا عَلِىٌّ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرُ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ ، فَقَالَ هَلْ رَاَيْتَ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكَ ؟ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَمْرًا اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ فَتَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِىْ فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ

৬৮৬৬ আল উওয়ায়সী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মিথ্যা অপবাদকারীরা তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন (যিনার) অপবাদ রটিয়েছিল। তিনি বলেন, ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উসামা ইব্ন যায়িদের কাছে কিছু পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডাকলেন। এবং তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে পৃথক করে দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা) নবী ﷺ-এর পরিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর যা জানা ছিল তা উল্লেখ করলেন। আর আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনার জন্য তো কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেননি। মহিলা তো তিনি ব্যতীত আরও অনেক আছেন। আপনি বাঁদীটির কাছে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য যা, তাই বলবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সন্দেহের কিছু অবলোকন করেছ? তিনি বললেন, আমি

এ ছাড়া আর অধিক কিছুই জানি না যে, আয়েশা (রা) হচ্ছে অল্পবয়স্কা মেয়ে। তিনি নিজের ঘরের আটা পিষে ঘুমিয়ে পড়েন, এমতাবস্থায় বক্রী এসে তা খেয়ে ফেলে। এরপর নবী ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি আমার পরিবারের অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার প্রতিকার করতে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ আছ কি? আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না এবং তিনি আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার কথা বর্ণনা করলেন।

٦٨٦٧ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا اُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْاَمْرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَأْذَنُ لِىْ اَنْ اَنْطَلِقَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَذِنَ لَهَا فَاَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامُ ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ-

৬৮৬৭ আবূ উসামা ও মুহাম্মদ ইব্ন হারব (র)............ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের (সামনে) খুত্বা দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ যারা আমার স্ত্রীর অপবাদ রটিয়ে ফিরছে, তাদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। আমি আমার পরিবারের কারো মধ্যে কোন প্রকার অশ্লীলতা বিন্দুমাত্র অনুভব করিনি।

উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশাকে সেই অপবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আমার পরিজনের (বাবা-মার) কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তখন নবী ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁর সাথে একজন গোলামও পাঠালেন। জনৈক আনসারী বললেন, তুমিই পবিত্র হে আল্লাহ্। এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এটা ভিত্তিহীন ঘৃণ্য মিথ্যা অপবাদ। তোমারই পবিত্রতা হে আল্লাহ্!

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْوَ التَّوْحِيْدِ

জাহ্‌মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ التَّوْحِيْدِ

জাহ্‌মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

٣٠٩٧ بَابُ مَا جَاءَ فِىْ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ أُمَّتَهُ اِلَى تَوْحِيْدِ اللّٰهِ تَبَارَكَتْ اَسْمَائُهِ وَتَعَالٰى جَدِّهِ-

৩০৯৭ অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উম্মতকে নবী ﷺ-এর দাওয়াত

٦٨٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىِّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ مُعَاذَ بْنُ جَبَلٍ نَحْوَ اَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَى اَنْ يُّوَحِّدُوا اللّٰهَ فَاِذَا عَرَفُوْا ذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا صَلُّوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فَقِيْرِهِمْ فَاِذَا اَقَرُّوْا بِذٰلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ-

৬৮৬৮ আবূ আসিম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আসওয়াদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম আবূ মা'বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন নবী ﷺ মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান (বাসীদের) উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন,

তুমি আহলে কিতাবদের একটি কাওমের কাছে চলেছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে— তারা যেন আল্লাহ্র একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। তারা তা স্বীকার করার পর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা নামায আদায় করবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি যাকাত ফরয করেছেন। তা (এই যাকাত) তাদেরই ধনশালীদের থেকে গ্রহণ করা হবে। আবার তাদের ফকীরদেরকে তা (বন্টন করে) দেওয়া হবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের থেকে (যাকাত) গ্রহণ কর। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তমাংশ গ্রহণ থেকে সংযমী হবে।

৬৮৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ وَالْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْاَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، اَتَدْرِىْ مَاحَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ-

৬৮৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হে মুআয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন ঃ বান্দা আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। (নবী ﷺ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন) আল্লাহ্র উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ তা হচ্ছে বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান না করা।

৬৮৭০ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ، زَادَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَخِىْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৮৭০ ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার 'ইখ্লাস' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ ব্যাপারটি উল্লেখ করল; সে ব্যক্তিটি যেন সূরা ইখ্লাসের (মহত্তকে) কম করে দেখছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন ঃ যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এই সূরাটি মর্যাদার দিক দিয়ে অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। ইস্মাঈল ইব্ন জাফর কাতাদা ইব্ন আল-নুমান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে (কিছুটা) বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করেছেন।

٦٨٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ ابْنِ اَبِى هِلَالٍ اَنَّ اَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ فِى حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِى صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ-

৬৮৭১ মুহাম্মদ (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে জিহাদে পাঠালেন। নামাযে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন ইখ্‌লাস সূরাটি দিয়ে নামায শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী ﷺ-এর খেদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর কেনই বা সে এই কাজটি করেছে? এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এই সূরাটিতে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ পাক তাঁকে ভালবাসেন।

٣١٠٣ بَابُ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

৩১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহবান কর বা রাহমান নামে আহবান কর। তোমরা যেই নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তাঁর (১৭ ঃ ১১০)

٦٨٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَاَبِى ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ-

৬৮৭২ মুহাম্মদ (র) .... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া দেখান না, যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না।

٦٨٧٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوْهُ اِلَى ابْنِهَا فِى الْمَوْتِ، فَقَالَ ارْجِعْ فَاَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَعَادَتِ الرَّسُوْلَ اَنَّهَا اَقْسَمَتْ لَتَاتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدُفِعَ الصَّبِىُّ اِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَاَنَّهَا فِى شَنٍّ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ

اللّٰه قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ ، وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ-

৬৮৭৩ আবূ নুমান (র) ....উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ -এর কোন এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। নবী ﷺ সংবাদবাহককে বলে দিলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ যা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে রেখেছেন সবেরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে গিয়ে সবর করতে এবং প্রতিদানের আশা রাখতে বল। নবী ﷺ-এর কন্যা পুনরায় সংবাদ বাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, আপনাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি কসম দিয়ে বলেছেন। এরপর নবী ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে সাদ ইব্ন উবাদা (রা), মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-ও দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর শিশুটিকে নবী ﷺ-এর কাছে দেওয়া হল। তখন শিশুটির শ্বাস এমনভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যেন তা একটি মশ্কে রয়েছে। তখন নবী ﷺ -এর চোখ সিক্ত হয়ে গেল। সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (এটা কি?) তিনি বললেন ঃ এটিই রহম— দয়ামায়া, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু আল্লাহ্ তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

٣١٠٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

৩১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (৫১ ঃ ৫৮)

٦٨٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ-

৬৮৭৪ আবদান (র) .... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর, সে ব্যাপারে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এর পরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

٣١٠٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا ، وَاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَاَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ، اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ يَحْيٰى اَلظَّاهِرُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا-

৩১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (৭২ ঃ ২৬)। (মহান আল্লাহ্র বাণী) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছে রয়েছে।

(৩১ ঃ ৩৪)। তা তিনি জেনে শুনে অবতীর্ণ করেছেন (৪ ঃ ১৬৬)। কোন নারী তার গর্ভে কি ধারণ করবে এবং কখন তা প্রসব করবে তা তাঁর জানা আছে। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত। আবূ আবদুল্লাহ্ [(বুখারী (র)] বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশমান, আবার তিনি জ্ঞানের আলোকে সবকিছুতেই পরিলুপ্ত

٦٨٧٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ، لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَافِىْ غَدٍ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَاْتِى الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَتَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ اللّٰهُ-

৬৮৭৫ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন্ ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

٦٨٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ -

৬৮৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

٣١٠٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ-

৩১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক

٦٨٧٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ،

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ –

৬৮৭৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর পেছনে নামায আদায় করতাম। তখন আমরা বলতাম, আল্লাহ্‌র উপর সালাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তো নিজেই সালাম। হাঁ, তোমরা বল, ... التحيات لله। অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

٢٠١٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ مَلِكِ النَّاسِ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ

৩১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মানুষের অধিপতি (১১৪ ঃ ২) এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٨٧٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ . وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ –

৬৮৭৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন ঃ আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? শুআয়ব, যুবায়দী, ইব্‌ন মুসাফির, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র), ইমাম যুহরী (র) আবূ সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ ، وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَقُوْلُ جَهَنَّمُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهَا، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ، وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعِزَّتِكَ لاَ غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ

৩১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫৯ ঃ ২৪)। (তারা যা আরোপ করে তা থেকে) পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, ইযযতের অধিকারী প্রতিপালক। ইয্যত তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলেরই। (৬৩ ঃ ৮)

কেউ যদি আল্লাহ্র ইয্যত ও সিফাতের হলফ করে (তার হুকুম কি হবে)? আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যতের কসম, যথেষ্ট হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি অবস্থান করবে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যখানে। তখন সে (আর্তনাদ করে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেহারাখানি জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে (একটু জান্নাতের দিকে করে) দিন। আপনার ইয্যতের কসম। আপনার কাছে এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। আবূ সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা (ঐ ব্যক্তিকে) বলবেন, তোমাকে তা প্রদান করা হল এবং এর সাথে আরো দশগুণ অধিক দেওয়া হল। নবী আইউব (আ) দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনার ইয্যতের কসম! আমি আপনার বরকতের সুষমা থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করি না

৬৮৭৯ حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

৬৮৭৯ আবূ মা'মার (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ কথা বলে দোয়া করতেন ঃ আমি আপনার ইয্যতের আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আর আপনার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জ্বিন ও মানুষ সবই মরণশীল।

৬৮৮০ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِى النَّارِ، وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَعَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَهِىَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَيَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ -

৬৮৮০ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ...... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। খালীফা ও মুতামির (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? আর শেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে রাখবেন। তখন এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্থির হতে থাকবে। আর বলবে আপনার ইয্যত ও করমের

কসম! যথেষ্ট হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ সেই শূন্য জায়গার জন্য নতুন করে কিছু মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং এদের জন্য জান্নাতের সেই শূন্যস্থানে বসতি স্থাপন করে দেবেন।

٣٠١١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

৩০১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি

৬৮৮১ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا فِيْهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةِ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ، وَمَا اَخَّرْتُ، وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ ، اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ لِىْ غَيْرُكَ-

৬৮৮১ কাবীসা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলায় এ বলে দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর সুনিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই যথার্থ। আপনার প্রতিশ্রুতিই যথাযথ। যথাযথ আপনার মুলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করেছি। ফিরে এসেছি আপনারই সমীপে। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি। (হক ও বাতিলের ফায়সালা) আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন আমার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ্, আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নেই।

৬৮৮২ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا وَقَالَ اَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ -

৬৮৮২ সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... সুফিয়ান (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আপনিই সত্য এবং আপনার বাণীই যথার্থ।

٣١١١ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ تَمِيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا

৩১১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (৫৮ ঃ ১), আমাশ তামীম, উরওয়া (র), আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র, যার শ্রবণশক্তি শব্দরাজিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এরই পরে আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ -এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হে রাসূল! আল্লাহ্ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে। (৫৮ ঃ ১)

٦٨٨٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِى مُوْسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَانَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا ثُمَّ اَتَى عَلَىَّ وَاَنَا اَقُوْلُ فِى نَفْسِى لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ، فَقَالَ لِى يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ فَانَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ بِهِ-

৬৮৮৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু সদয় হও। কেননা, তোমরা ডাকছ না বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে। বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং ঘনিষ্ঠতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ পড়ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স! পড় لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ কেননা এটি জান্নাতের খাযিনাসমূহের একটি। অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই বাক্যটির দিকে পথ প্রদর্শন করব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খাযিনা)?

٦٨٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِى صَلاَتِى قَالَ قُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

৬৮৮৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার নামাযে দোয়া করতে পারি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি বল, ... اللهم انى ظلمت نفسى। হে আল্লাহ্! আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।

٦٨٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ نَادَانِى قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ.

৬৮৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের উক্তি শুনেছেন এবং তারা আপনার সাথে যে প্রতিউত্তর করেছে তাও তিনি শুনেছেন।

٣١١٢ بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

৩১১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনি বলে দিন, তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী

٦٨٨٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلَمِىُّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِى فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ قَالَ اَوْ فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ شَرٌّلِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ-

৬৮৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সকল কাজে এভাবে ইস্‌তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নেয়। তারপর এ বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমি আপনারই ইল্‌মের সাহায্যে মঙ্গল তলব করছি। আর আপনারই কুদরতের সাহায্যে আমি শক্তি অন্বেষণ করছি। আর আপনারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই শক্তি রাখেন, আমি কোন শক্তি রাখি না। আপনিই সব কিছু জানেন, আমি কিছুই জানি না। গায়বী বিষয়াদির বিশেষজ্ঞ একমাত্র আপনি। এরপর নামায আদায়কারী মনে মনে স্বীয় উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজটি আমার জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই স্থানে বলেছেন ঃ আমার

দীন-দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণবহ, তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে নিন এবং তা সুগম করে দিন, আর আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনি জানেন যে, এটি আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে অথবা আমার তাৎক্ষণিক ও আপেক্ষিক ব্যাপারে অমঙ্গলজনক, তবে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন। আর নির্ধারণ করুন আমার জন্য যা হয় কল্যাণকর এবং সেটিতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

٣١١٣ بَابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ

৩১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী। আল্লাহ্র বাণী ঃ আমিও তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নগুলোতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব

٦٨٨٧ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ–

৬৮৮৭ সাঈদ ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় কসম করতেন এই বলে (নাসূচক বিষয়ে) না। তাঁর কসম, যিনি অন্তরসমূহ পরিবর্তন করে দেন।

٣١١٤ بَابٌ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةُ اِسْمٍ اِلاَّ وَاحِدًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُو الْجَلاَلِ الْعَظْمَةِ الْبَرُّ اللَّطِيْفُ–

৩১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার একশত থেকে এক কম (নিরানব্বইটি) নাম রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذو الجلال -এর অর্থ মহানত্বের অধিকারী, البر -এর অর্থ দয়ালু

٦٨٨٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، اَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ–

৬৮৮৮ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশতটি) নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহ মুখস্থ করে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। احصيناه -এর অর্থ حفظناه অর্থাৎ আমরা একে মুখস্থ করলাম।

٣١١٥ بَابُ السُّؤَالُ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ وَالْاِسْتِعَاذَةُ بِهَا–

৩১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া

٦٨٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ

بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرْ لَهَا ، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. تَابَعَهْ يَحْيَى وَبِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، وَزَادَ زُهَيْرُ وَاَبُو ضَمْرَةَ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬৮৮৯ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কেউ (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) শয্যায় গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাব। তুমি যদি আমার জীবনটুকু আটকিয়ে রাখ; তাহলে তাকে মাফ করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তা হলে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে যেভাবে হিফাযত কর, সেভাবে তার হিফাযত করবে। এই হাদীসেরই অনুকরণে ইয়াহ্ইয়া ও বিশ্‌র ইব্‌ন মুফাদ্দাল (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহায়র, আবূ যামরা, ইসমাঈল ইব্‌ন যাকারিয়া (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আজলান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٨٩٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِىِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَ مَااَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

৬৮৯০ মুসলিম (র).......... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আপন শয্যায় যেতেন, তখন এই বলে দোয়া করতেন — হে আল্লাহ্! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুম) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

٦٨٩١ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِاسْمِكَ نَمُوْتُ وَنَحْيَا فَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

৬৮৯১ সাদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে যখন তাঁর শয্যায় যেতেন তখন বলতেন ঃ আমরা তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জীবিত হচ্ছি (নিদ্রায় যাচ্ছি, নিদ্রা

থেকে জাগ্রত হচ্ছি এবং তিনি যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

٦٨٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْتِىَ اَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا-

৬৮৯২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে এবং সে বলে আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে শয়তান থেকে পৃথক রাখুন। এবং আপনি আমাদের যে রিযিক দান করেন তা থেকে শয়তানকে পৃথক রাখুন এবং উভয়ের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না।

٦٨٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ قُلْتُ اُرْسِلُ كِلَابِى الْمُعَلَّمَةَ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَاَمْسَكْنَ فَكُلْ وَاِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ-

৬৮৯৩ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর (শিকারের জন্য) ছেড়ে দেই। নবী ﷺ বললেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে দেবে এবং যদি সে কোন শিকার ধরে আনে, তাহলে তা খেতে পার। আর যদি ধারাল তীর নিক্ষেপ কর এবং এতে যদি শিকারের দেহ ফেড়ে দেয়, তবে তা খেতে পার।

٦٨٩٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هُنَا اَقْوَامًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَاْتُوْنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِى يَذْكُرُوْنَ عَلَيْهَا اسْمَ اللّٰهِ اَمْ لَا قَالَ اُذْكُرُوا اَنْتُمْ اَسْمَ اللّٰهِ وَكُلُوا . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ وَاُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ-

৬৮৯৪ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এখানে এমন কতিপয় কাওম আছে, যারা সদ্য শির্‌ক বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশ্‌ত নিয়ে আসে। সেগুলো যবাই করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে কিনা তা

আমরা জানি না। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা খাবে। এই হাদীস বর্ণনায় আবূ খালিদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, দায়াওয়ার্দী এবং উসামা ইব্‌ন হাফ্‌স।

٦٨٩٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ-

৬৮৯৫ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে এবং তাকবীর বলে দু'ইটি ভেড়া কুরবানী করেছেন।

٦٨٩٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ-

৬৮৯৬ হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র)........ জুনদাব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন নবী ﷺ এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ নামায আদায় করলেন। এরপর খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন ঃ সালাত আদায় করার পূর্বে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবাই করেছে, সে যেন এর স্থলে আরেকটি কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) যবাই করেনি সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যবাই করে।

٦٨٩٧ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَحْلِفُوا بِاَبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ-

৬৮৯৭ আবূ নুআঈম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। কারো কসম করতে হলে সে যেন আল্লাহ্‌র নামেই কসম করে।

٣١١٤ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوْتِ وَاَسَامِي اللّٰهِ ، وَقَالَ خُبَيْبٌ وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الاِلٰهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ-

৩১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা। খুবায়ব (রা) বলেছিলেন, وذلك فى ذات الاله (এবং ওটি আল্লাহ্‌র সত্তার স্বার্থে) আর তিনি মূল সত্তাকে তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে বলেছিলেন

٦٨٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ اَبِي سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةً مِنْهُمْ خُبَيْبُ الاَنْصَارِيُّ فَاَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ

مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ قَالَ خُبَيْبُ شِعْرُ
مَا أُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا-عَلَى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ
وَذٰلِكَ فِى ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَا يُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ
فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَاَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ اُصِيْبُوا -

৬৮৯৮ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দশজন সাহাবীর একটি দল পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়ব আনসারী (রা)-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আয়ায আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিসের কন্যা তাকে জানিয়েছে, যখন খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করার জন্য তারা সবাই একত্রিত হল, তখন খুবায়ব (রা) পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার থেকে একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। আর যখন তারা খুবায়বকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন খুবায়ব আনসারী (রা) কবিতা আবৃত্তি করে বললেন ঃ "মুসলমান হওয়ার কারণেই যখন আমাকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন এতে আমার কোন আফসোস নেই। যে পার্শ্বেই ঢলে পড়ি না কেন, আল্লাহ্‌র জন্যই আমার এ মরণ। একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার স্বার্থে আমার এ জীবন দান। যদি তিনি চান তবে আমার কর্তিত অঙ্গরাজির প্রতিটি টুক্‌রায় তিনি বরকত দেবেন।" এরপর হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। তাঁদের সে মসীবতের খবরটি নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

٣١١٧ بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ : وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ، وَقَوْلُهُ : تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ

৩১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন (৩ ঃ ২৮)। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই (৫ ঃ ১১৬)

٦٨٩٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ-

৬৮৯৯ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক ভালবাসে।

٦٩٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ-

৬৯০০ আবদান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন মাখলূক সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে লিখছেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর সংরক্ষিত আছে, "আমার গযবের উপর আমার রহমতের প্রাধান্য রয়েছে।"

٦٩٠١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ ، وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ ، فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ ، وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلاَءٍ ، ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا ، وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً-

৬৯০১ উমার ইব্‌ন হাফ্‌স (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেইরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দুই বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

٣١١٨ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ

৩১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল (২৮ ঃ ৮৮)

٦٩٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا اَيْسَرُ-

৬৯০২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি যখন নাযিল হল ঃ "হে নবী আপনি বলে দিন তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করতে তিনিই সক্ষম (৬ ঃ ৬৫)। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ্ তখন বললেন ঃ "কিংবা তোমাদের পদতল থেকে"; তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এটি তুলনামূলক সহজ।

٣١١٩ بَابُ قَوْلِهِ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ، تُغَذّٰى ، وَقَوْلُهُ : تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا

৩১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও (২০ ঃ ৩৯)। মহান আল্লাহর বাণী ঃ যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে (৫৪ ঃ ১৪)

٦٩٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْفٰى عَلَيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ ، وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى عَيْنِهِ ، وَاِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ –

৬৯০৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। অবশ্যই আল্লাহ্ অন্ধ নন। এর সাথে সাথে নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ তো কানা। তার চোখটি যেন আংগুরের ন্যায় ভাসা ভাসা।

٦٩٠٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ اَنْذَرَ قَوْمَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ–

৬৯০৪ হাফ্স ইব্ন উমার (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন *ঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর কাওমকে কানা মিথ্যুকটি সম্পর্কে সাবধান করেননি।* এই মিথ্যুকটি তো কানা (দাজ্জাল)। আর তোমাদের প্রতিপালক তো অন্ধ নন। তার (দাজ্জালের) দু'চোখের মাঝখানে কাফের (শব্দ) লেখা থাকবে।

٣١٢٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ–

৩১২০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা (৫৯ ঃ ২৪)

٦٩٠٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ فِىْ غَزْوَةِ بَنِىْ الْمُصْطَلِقِ اَنَّهُمْ اَصَابُوْا سَبَايَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَسْتَمْتِعُوْا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسَاَلُوا النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا–

৬৯০৫ ইসহাক (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনী মুসতালিক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মুজাহিদগণ যুদ্ধে কতিপয় বন্দিনী লাভ করলেন। এরপর তাঁরা এদেরকে ভোগ করতে

চাইলেন। আবার তারা যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাও পোষণ করছিলেন। তাই তারা নবী ﷺ -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ এতে তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত জীবন সৃষ্টি করবেন, তা সবই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুজাহিদ (র) কাযআ (র)-এর মধ্যস্থতায় আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যত জীবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা সৃষ্টি করবেন।

٣١٢١ بَابُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ

৩১২১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।

٦٩٠٦ حَدَّثَنِى مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ اِشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا ، فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكَ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ ، وَلٰكِنْ ائْتُوْا نُوْحًا ، فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ ، وَلٰكِنْ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِىْ اَصَابَهَا ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا ، فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوْحَهُ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا اعَبْدً غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَاْتُوْنِىْ فَانْطَلِقُ فَاَسْتَاذِنُ عَلٰى رَبِّىْ وَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّىْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِىْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ اَرْجِعُ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى، ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّىْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَرْجِعُ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ ، قَالَ

النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ، وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ، وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً–

৬৯০৬ মুআয ইব্‌ন ফাদালা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন, তখন তারা উক্তি করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোন সুপারিশ যদি নিয়ে যেতাম; তাহলে তিনি আমাদেরকে এই স্থানটি থেকে বের করে শান্তি প্রদান করতেন। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম (আ)! আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ দিয়ে সিজ্‌দা করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এই স্থানটি থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি প্রদান করেন। আদম (আ) তখন বলবেন, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নই। এবং আদম (আ) তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং নূহ্ (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্‌র প্রথম রাসূল। যাঁকে তিনি যমীনবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (এ কথা শুনে) তারা নূহ্ (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তিনি তাঁর কৃত ত্রুটির কথা স্মরণ করে বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহ্‌র খলীল (বন্ধু) ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে চলে আসবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় কৃত ত্রুটিসমূহের কথা উল্লেখ পূর্বক বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ করেছিলেন। তারা তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। মূসা (আ)-ও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি স্বীয় কৃত ত্রুটির কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রাসূল, কালেমা ও রূহ্। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা, যাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে। আমি আমার প্রতিপালককে যখন দেখতে পাব, তখনই আমি তাঁর সামনে সিজদায় পড়বো। আল্লাহ্ তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে সেভাবে রাখার রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। (যা বলার) বলুন। শোনা হবে। (যা চাওয়ার) চান, দেয়া হবে। (যা সুপারিশ করার) করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজির দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর আমি শাফা'আত করব। আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে আসব। যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পাব তখন তাঁর জন্য সিজ্‌দায় পড়বো। আল্লাহ্‌র মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে এভাবে রাখতে চাইবেন রেখে দেবেন।

তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। এবং সুপারিশ কবর। তখনো আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি আবার ফিরে আসব। আমি এবারও আমার প্রতিপালককে দেখামাত্র সিজ্‌দায় পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দ্বারা প্রশংসা করে শাফাআত করব। তখনও একটা সীমা বাতলানো থাকবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলব, হে প্রতিপালক! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে কুরআন আটক করে রেখে দিয়েছে। এবং যাদের উপর স্থায়ীভাবে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে, অথচ তার হৃদয়ে একটি যবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি গমের ওযন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা হবে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মাত্র কল্যাণ (ঈমান) আছে।

٦٩٠٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدُ اللّٰهِ مَلْئُ لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَقَالَ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرَى الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ-

৬৯০৭ আবুল ইয়ামান (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র হাত পরিপূর্ণ, রাত দিন খরচ করলেও তাতে ঘাটতি আসে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? আসমান যমীন পয়দা করার পর থেকে তিনি যে কত খরচ করেছেন, এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর হাতে যা আছে, তাতে কিঞ্চিতও কমেনি। এবং নবী ﷺ বলেছেন ঃ তখন তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থান করছিল। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে পাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান।

٦٩٠٨ حَدَّثَنِىْ مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبِضُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمٰوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ. وَقَالَ عُمَرُ ابْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا وَرَوَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ-

৬৯০৮ মুকাদ্দাম ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীটা তাঁর মুঠোতে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। সাঈদ (র) মালিক (র) থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। উমর ইব্ন হামযা (র) সালিম (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে তাঁর মুঠোয় নিয়ে নেবেন।

٦٩٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ يَهُوْدِيًّا جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّموَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ-قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَزَادَ فِيْهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا لَهُ-

৬৯০৯ মুসাদ্দাদ (র)......... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইহুদী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে আসমানগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক পর্যন্ত দীপ্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ বলেন, এই বর্ণনায় একটু সংযোজন করেছেন, ফুদায়ল ইব্ন আয়ায........ আবিদা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার সমর্থনে হেসে দিলেন।

٦٩١٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَرَاَيْتَ النَّبِىَّ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَا وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ-

৬৯১০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র)........ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাবদের থেকে জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আবুল কাসিম! (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, গাছ ও কাদামাটিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং বাকি সৃষ্টিরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে ওঠলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ আর তারা আল্লাহ্ পাকের মহানত্বের যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি।

٣١٢٢ بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ شَخْصَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ

৩১২২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়

٦٩١١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَاَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللّٰهِ لاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ وَمِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ ، وَلاَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لاَشَخْصَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ-

৬৯১১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এই উক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহ্‌র চাইতে বেশি পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এইজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মস্তুতি আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশি কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

٣١٢٣ بَابُ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ وَسَمَّى اللّٰهُ نَفْسَهُ شَيْئًا ، وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ ، وَقَالَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ

৩১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? বল, আল্লাহ্। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে 'শাইউন' (বস্তু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার নবী ﷺ কুরআনকে বস্তু

আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এটি আল্লাহ্‌র গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল

৬৯১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِرَجُلٍ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا-

৬৯১২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....... সাহাল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে (সাহাবী) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক সূরা অমুক সূরা। তিনি সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করেছিলেন।

٣١٢٤ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَقَالَ اَبُوْ الْعَالِيَةِ : اِسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ اِرْتَفَعَ فَسَوّٰهُنَّ خَلَقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَا عَلَى الْعَرْشِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْمَجِيْدُ الْكَرِيْمُ ، وَالْوَدُوْدُ الْحَبِيْبُ ، يُقَالُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، كَاَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَاجِدٍ وَمَحْمُوْدٌ مِنْ حَمِدٍ.

৩১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক। আবুল আলীয়া (র) বলেন, **استوى الى السماء** -এর মর্মার্থ হচ্ছে আসমানকে উড্ডীন করেছেন। **فسوهن** -এর মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি আসমানরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, **استوى على العرش**-এর মর্মার্থ হল, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, **مجيد** অর্থ সম্মানিত, **الودود** অর্থ প্রিয়। বলা হয়ে থাকে, **حميد مجيد** মূলত প্রশংসনীয় ও পবিত্র। বস্তুত এটি **ماجد** থেকে **فعيل** -এর ওযনে এসেছে। আর **محمود** (প্রশংসনীয়) এসেছে **حمد** থেকে।

৬৯১৩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اَقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ ، وَلِنَسْاَلَكَ عَنْ اَوَّلِ هٰذَا الْاَمْرِ مَا كَانَ ، قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ، وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ ثُمَّ اَتَانِىْ رَجُلٌ فَقَالَ يَاعِمْرَانُ اَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ اَطْلُبُهَا فَاِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُوْنَهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ اَقُمْ-

৬৯১৩ আবদান (র) .... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে বনূ তামীম-এর কাওমটি এল। নবী ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে বনূ তামীম। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। প্রতিউত্তরে তারা বলল, আপনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ যখন প্রদান করেছেন, তাহলে কিছু দান করুন। এ সময় ইয়ামানবাসী কতিপয় লোক নবী ﷺ -এর সেখানে উপস্থিত হল। নবী ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ হে ইয়ামানবাসী! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। বনূ তামীম তা গ্রহণ করল না। তারা বলে উঠল, আমরা গ্রহণ করলাম শুভ সংবাদ। যেহেতু আমরা আপনার কাছে এসেছি দীনী জ্ঞান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, এ দুনিয়া সৃষ্টির আগে কি ছিল? নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তখন ছিলেন, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ তখন পানির ওপর ছিল। এরপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন। এবং লাওহে মাফফূযে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন। রাবী বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উষ্ট্রী পালিয়ে গিয়েছে, তার খবর লও। আমি উষ্ট্রীর সন্ধানে চললাম। দেখলাম, উষ্ট্রী মরীচিকার আড়ালে আছে। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি! আমার মন চাচ্ছিল উষ্ট্রী চলে যায় যাক তবুও আমি মজলিস ছেড়ে যেন না উঠি।

٦٩١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ يَمِيْنَ اللّٰهِ لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَانَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِىْ يَمِيْنِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْفَيْضُ اَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ–

৬৯১৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ, রাত দিনের খরচেও তা কমে না। তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিনি কত খরচ করে চলেছেন, তবুও তাঁর ডান হাতের কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছে। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে দেওয়া এবং নেওয়া। তা তিনি উঠান ও নামান।

٦٩١٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُوْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ وَاَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ، قَالَ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ زَوَّجَكُنَّ اَهَالِيْكُنَّ وَزَوَّجَنِى اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتُخْفِى فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فِىْ شَاْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ–

৬৯১৫ আহ্‌মদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা) অভিযোগ নিয়ে আসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে

তোমার কাছে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোন জিনিস গোপনই করতেন, তাহলে এই আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যায়নাব রা) অপরাপর নবী সহধর্মিণীর কাছে এই বলে গৌরব করতেন যে, তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে তোমাদের পরিবার-পরিজন, আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাবিত (রা) বলেছেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ (হে নবী) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করতেন আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি লোকদের ভয় করছিলেন। এই আয়াতটি যায়নাব ও যায়িদ ইব্ন হারিসা। (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

٦٩١٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ فِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَاَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَنْكَحَنِىْ فِى السَّمَاءِ-

৬৯১৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-কে কেন্দ্র করে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। নবী ﷺ যায়নাবের সাথে তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা হিসাবে সেদিন রুটি ও গোশ্ত আহার করিয়েছিলেন। সহধর্মিণীদের উপর যায়নাব (রা) গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আসমানে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

٦٩١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ-

৬৯১৭ আবুল ইয়ামান (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন সকল মাখলূক পয়দা করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপর তাঁরই কাছে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।"

٦٩١٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، فَاِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذٰلِكَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ-

৬৯১৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে, আল্লাহ্ তাঁর ব্যাপারে এ দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে অবস্থান করুক। সাহাবীগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বিষয়টি আমরা লোকদের জানিয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ অবশ্যই, জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই যখন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে, তখন ফিরদাওস জান্নাত চাইবে। কেননা, সেটি হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহ্‌র) আরশটি এরই ওপর অবস্থিত। এই ফিরদাওস থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে।

٦٩١٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِيْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِي السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي السُّجُوْدِ وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ قَرَأَ : ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا فِيْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ-

৬৯১৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাফর (র.)......... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন সেখানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন ঃ হে আবূ যর! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবূ যর (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজ্‌দার জন্য। তারপর সিজ্‌দার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে হুকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিলাওয়াত করলেন, "এটিই তার অবস্থান স্থল" আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরআত অনুযায়ী।

٦٩٢٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ وَاَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ-

৬৯২০ মূসা (র)......... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তাই আমি কুরআনের বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। পরিশেষে

সূরা তাওবার শেষাংশ একমাত্র আবূ খুযায়মা আন্‌সারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। (আর তা হচ্ছে) لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে সূরা বারাআতের শেষ পর্যন্ত।

٦٩٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا ، وَقَالَ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ-

৬৯২১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)......... ইউনুস (র) থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ও আবূ খুযায়মা আনসারীর কাছে এ আয়াত পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

٦٩٢٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

৬৯২২ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (রা)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃখ যাতনার সময় নবী ﷺ দোয়া করতেন এই বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, তিনি আরশ আযীমের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি।

٦٩٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ. وَقَالَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ-

৬৯২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। (যখন আমার হুঁশ ফিরে আসবে) তখন আমি মূসা (আ)-কে আরশের একটি পায়া ধরে দণ্ডায়মান দেখতে পাব। বর্ণনাকারী মাজিশুন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাজল ও আবূ সালামার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সবচাইতে আগে পুনরুত্থিত হব। তখন মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশ ধরে আছেন।

٣١٢٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَقَالَ اَبُوْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِاَخِيْهِ اِعْلَمْ لِىْ

عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهُ يَاتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ، يَقُوْلُ ذِى الْمَعَارِجِ الْمَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ اِلَى اللّٰهِ

৩১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। (৭০ ঃ ৪)। এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে (৩৫ ঃ ১০)। আবূ জামরা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির খবর শুনে আবূ যর (রা) তাঁর ভাইকে বললেন, আমার জন্য ঐ ব্যক্তির অবস্থাটি অবহিত হয়ে নাও, যিনি ধারণা করেছেন যে, আসমান থেকে তাঁর কাছে খবর আসে। মুজাহিদ (র) বলেছেন, নেক কাজ পবিত্র কথাকে ঊর্ধ্বগামী করে। ذى المعارج -এর ব্যাপারে বলা হয় — ঐ সকল ফেরেশ্‌তা যারা আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

٦٩٢٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ يَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ-

৬৯২৪ ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফজরের নামাযে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে অধিক জ্ঞাত; কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তারা তখন উত্তর দেবে, আমরা ওদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথম গিয়েও আমরা ওদেরকে নামাযে পেয়েছিলাম।

খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবূল করেন। আর পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহ্‌র দিকে কোন কিছু অগ্রগমন করতে পারে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন-পালন ও দেখাশোনা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালনপালন করতে থাক। পরিশেষে তা পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে। ওয়ারকা

(র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পবিত্র জিনিস ছাড়া কোন কিছুই গমন করতে পারে না।

٦٩٢٥ حَدَّثَنِى عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ-

৬৯২৫ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুঃখ-যাতনার সময় নবী ﷺ এই বলে দোয়া করতেন ঃ মহান ও ধৈর্যশীল আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আসমানসমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই।

٦٩٢٦ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ أَوْ أَبِى نُعْمٍ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ. وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَعَثَ عَلِىٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِى مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِىِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِى كِلاَبٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِىِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِى نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ ﷺ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنُنِى عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِى فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِىَّ ﷺ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ-

৬৯২৬ কবীসা (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সমীপে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠানো হলে তিনি চারজনকে বন্টন করে দেন। ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র)...... আবূ সাঈদ

খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠিয়েছিলেন। নবী ﷺ বনূ মুজাশি গোত্রের আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইব্‌ন হিসন ইব্‌ন বদ্‌র ফাযারী, আলকামা ইব্‌ন উলাছা আমিরী ও বনূ কিলাবের একজন এবং বনূ নাবহান গোত্রের যায়িদ আল খায়ল তাঁদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন। এই কারণে কুরাইশ ও আনসারীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, নবী ﷺ নাজদবাসী সরদারদেরকে দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে বিমুখ করছেন। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি। তখন কোটরাগত চোখ, উঁচু কপাল, অধিক দাড়ি, উচ্চ চোয়াল ও মুণ্ডানো মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নবী ﷺ বললেন ঃ আমিই যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে তাঁর অনুগত হবে আর কে? আর এজন্যই তিনি আমাকে পৃথিবীর লোকের উপর আমানতদার নির্ধারণ করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। এমন সময় দলের মধ্য থেকে একটা লোক, সম্ভবত তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা), সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। সে লোকটি চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে, তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। মূর্তিপূজারীদেরকে তারা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই, তাহলে আদ জাতির হত্যার মত তাদেরকে হত্যা করব।

٦٩٢٧ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ اَرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ، قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ-

৬৯২৭ আইয়াশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)........ আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।" তিনি বলেছেন ঃ সূর্যের নির্দিষ্ট গন্তব্য হল আরশের নিচে।

٣١٢٦ بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ : وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ-

৩১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে

٦٩٢٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا-

৬৯২৮ আমর ইব্‌ন আওন (র)......... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অবশ্যই অচিরেই

তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমরা এটি দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব, যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করতে যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর।

٦٩٢٩ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ الْيَرْبُوْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا–

৬৯২৯ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র)....... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।

٦٩٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ–

৬৯৩০ আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)....... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা পূর্ণিমার রাতে নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এই চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না।

٦٩٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ ، وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا شَافِعُوْهَا ، اَوْ مُنَافِقُوْهَا شَاكَّ اِبْرَاهِيْمُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ ، وَيُضْرَبُ

الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ ، فَاَكُوْنُ اَنَا وَاُمَّتِىْ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْرُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَاَيْتُمُ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِىَ بِعِلْمِهِ وَالْمُوْبَقُ ، بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ اَوِ الْمُجَازَى اَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ يَتَجَلَّى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِمَّنْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ فِى النَّارِ بِاَثَرِ السُّجُوْدِ تَاْكُلُ النَّارُ ابْنُ اٰدَمَ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ تَحْتَهُ ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا ، فَيَدْعُو اللّٰهَ بِمَا شَاءَ اَنْ يَدْعُوْهُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ هَلْ عَسَيْتَ اَنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَنِىْ غَيْرَهُ ، فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَاِذَا اَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ ، وَرَاٰهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَىُّ رَبِّ قَدِّمْنِىْ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَنْ لاَ تَسْاَلَنِىْ غَيْرَ الَّذِىْ اُعْطِيْتَ اَبَدًا وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ ، فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ ، يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يَقُوْلَ هَلْ عَسَيْتَ اَنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ ، وَيُعْطِىْ مَا شَاءَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّمُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ؛ فَاِذَا قَامَ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَاَى مَا فِيْهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُوْرِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَنْ لاَ تَسْاَلَ غَيْرَ مَا اُعْطِيْتَكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ ، فَيَقُوْلُ اَىُّ رَبِّ لاَ اَكُوْنَنَّ اَشْقٰى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَضْحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاِذَا ضَحِكَ

اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللّٰهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَسَالَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتّٰى اِنَّ اللّٰهَ لَيُذْكِرُهُ وَيَقُوْلُ وَكَذَا وَكَذَا حَتّٰى انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا حَتّٰى اِذَا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّٰهَ قَالَ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ اِلاَّ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ اَشْهَدُ اَنِّىْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذٰلِكَ الرَّجُلُ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ-

৬৯৩১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আবার বললেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা অনুরূপ আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ লোকদেরকে সমবেত করে বলবেন, যে যার ইবাদত করছিলে সে যেন তার অনুসরণ করে। তারপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা চাঁদের অনুসরণ করবে। আর যারা তাগুতদের পূজা করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মত। এদের মধ্যে এদের সুপারিশকারীরাও থাকবে অথবা রাবী বলেছেন, মুনাফিকরাও থাকবে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্রাহীম (র) সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তাদের কাছে এসে বলবেন ঃ আমিই তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের রব আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের রব যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তারপর আল্লাহ্ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন, যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হাঁ, আপনিই আমাদের রব। তারপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর দোযখের উপর পুল কায়েম করা হবে। যারা পুল অতিক্রম করবে, আমি এবং আমার উম্মত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব। সেদিন একমাত্র রাসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলগণেরও আবেদন হবে শুধু আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম (আয় আল্লাহ্! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন)। এবং জাহান্নামে সাদান-এর কাঁটার মত আঁকড়া থাকবে। তোমরা দেখেছ কি সাদান-এর কাঁটা? সাহাবাগণ বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জাহান্নামের যে কাঁটাগুলো এ সাদান-এর কাঁটার মত। হ্যাঁ, তবে সেগুলো যে কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। ওসব কাঁটা মানুষকে তাদের কর্ম অনুপাতে বিদ্ধ করবে। কতিপয় মানুষ থাকবে ঈমানদার, তারা তাদের আমলের কারণে নিরাপদ থাকবে। আর কেউ কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংস হবে। কাউকে নিক্ষেপ করা হবে, আর কাউকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কিংবা

অনুরূপ কিছু রাবী বলেছেন। তারপর (মহান আল্লাহ্) প্রকাশমান হবেন। তিনি বান্দাদের বিচারকার্য সমাপন করে যখন আপন রহমতে কিছু সংখ্যক দোযখবাসীকে বের করতে চইবেন, তখন তিনি তাদের মধ্যকার শির্‌ক-মুক্তদেরকে দোযখ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেবেন। তারাই হচ্ছে ওসব বান্দা যাদের উপর আল্লাহ্ রহমত করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। সিজ্‌দার চিহ্ন দ্বারা তাদের ফেরেশ্‌তাগণ চিনতে পারবেন। সিজদার চিহ্নগুলো ছাড়া সেসব আদম সন্তানের সারা দেহ জাহান্নামের আগুন ভস্মীভূত করে দেবে। সিজ্‌দার চিহ্নসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া আল্লাহ্ জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে আগুনে বিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর ঢালা হবে সঞ্জীবনীর পানি। এর ফলে নিম্নদেশ থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠবে, প্লাবনে ভাসমান বীজ মাটি থেকে যেভাবে গজিয়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপন করবেন। এদের মধ্য থেকে একজন অবশিষ্ট রয়ে যাবে, যে জাহান্নামের দিকে মুখ করে থাকবে। জাহান্নামীদের মধ্যে এই হচ্ছে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমার চেহারাটা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, জাহান্নামের (দুর্গন্ধময়) হাওয়া আমাকে অস্থির করে তুলছে এবং এর শিখা আমাকে জ্বালাচ্ছে। তখন সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার প্রার্থনীয় জিনিস যদি তোমাকে প্রদান করা হয়, তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? তখন সে বলবে, না, তোমার ইয্‌যতের কসম করে বলছি, তা ছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। তখন সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। ফলে আল্লাহ্ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে এবং জান্নাতকে দেখবে, সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী যতক্ষণ চুপ থাকার চুপ থেকে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দাও। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, তুমি কি বহু প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুই তুমি কখনো চাইবে না। সর্বনাশ তোমার, হে আদম সন্তান! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, আচ্ছা, এটি যদি তোমাকে দেওয়া হয়, আর কিছু তো চাইবে না? সে বলবে, তোমার ইয্‌যতের কসম! সেটি ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দেবে আর আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে দাঁড়াবে, তখন তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে এর মধ্যকার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। তখন সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী নীরব থেকে, পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুর প্রার্থনা করবে না? সর্বনাশ তোমার! হে বনী আদম! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমার সৃষ্টিরাজির মধ্যে নিকৃষ্টতর হতে চাই না। তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ এতে হেসে দেবেন। আল্লাহ্ তার অবস্থার প্রেক্ষিতে হেসে তাকে নির্দেশ দেবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ এবার তুমি চাও। সে তখন রবের কাছে যাচ্ঞা করবে এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। পরিশেষে আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা, ওটা চাও। এতে তার আরযূ-আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে ওগুলো দেয়া হল, সাথে সাথে সে পরিমাণ আরো দেয়া হল।

আতা ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) যখন হাদীসটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই বর্ণিত হাদীসের কোথাও প্রতিবাদ করলেন না। বর্ণনার শেষাংশে এসে আবূ হুরায়রা (রা) যখন বর্ণনা করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আরো তার সমপরিমাণ তার সাথে দেওয়া হল" তখন আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) প্রতিবাদ করে বললেন, হে আবূ হুরায়রা (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো বলেছেন ঃ তার সাথে আরো দশগুণ। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সংরক্ষণ করেছি এভাবে—ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আর এর সাথে আরো এক গুণ দেওয়া হলো। আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে এভাবে সংরক্ষণ করেছি — ও সবই তোমাকে দেওয়া হলো, এর সাথে তোমাকে দেওয়া হলো আরো দশ গুণ। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি।

٦٩٣٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ اِذَا كَانَتْ صَحْوًا ؟ قُلْنَا لاَ ، قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ كَمَا تَضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهَا، ثُمَّ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ اِلَى مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ اَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ ، وَاَصْحَابُ الاَوْثَانِ مَعَ اَوْثَانِهِمْ ، وَاَصْحَابُ كُلِّ اٰلِهَةٍ مَعَ اٰلِهَتِهِمْ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَاَنَّهَا سَرَابٌ ، فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ ؟ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرِبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارٰى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرِبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْفَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يُجْلِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فَيَقُوْلُوْنَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ اَحْوَجُ مِنَّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِىْ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَاِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَاْتِيْهِمُ الْجَبَّارُ فِى صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِى رَاَوْهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا وَلاَ يُكَلِّمُهُ اِلاَّ الاَنْبِيَاءُ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اٰيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ السَّاقُ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا

وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ ، قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟
قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلاَلِيْبُ وَحَسَكَةٌ مُفَاطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَةٌ تَكُوْنُ
بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَاجَاوِيْدِ
الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ مَكْدُوْشٌ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَمُرَّ اٰخِرُهُمْ
يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِىْ مُنَاشَدَةً فِى الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ
لِلْجَبَّارِ ، وَاِذَا رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِىْ اِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ
مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهِ
مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ ، وَيُحَرِّمُ اللّٰهُ صُوْرَهُمْ عَلَى النَّارِ بَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ
فِى النَّارِ اِلَى قَدَمَةِ وَاِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ ، فَيَقُوْلُ
اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ
يَعُوْدُوْنَ ، فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ
فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ، وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِىْ فَاقْرَؤُا : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ، فَيَقُوْلُ
الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِىْ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ اَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوْا
فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهَرٍ بِاَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُوْنَ فِىْ حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ
الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَاَيْتُمُوْهَا اِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَاِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا
كَانَ اِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ كَانَ اَبْيَضَ فَيُخْرَجُوْنَ
كَاَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِىْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلاَءِ
عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ
مَارَاَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ-وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهِمُّوْا
بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلَى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ
اَنْتَ اٰدَمُ اَبُوْ النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ
اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ تَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ

هُنَاكُمْ ، قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِى اَصَابَ اَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِىَ عَنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِى اَصَابَ سُوَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلَكِنِ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ ، وَلَكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اَتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًا قَالَ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِى اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ ، وَلُكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهُ ، قَالَ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلُكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاتُوْنِى فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى ، فَيَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَ ، قَالَ فَارْفَعُ رَاْسِى فَاُثْنِى عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ اَيْضًا يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى ، ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ ، قَالَ فَارْفَعُ رَاْسِى ، فَاُثْنِى عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحَدُّلِى حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثَمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى ، ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ فَارْفَراسِى ، فَاُثْنِى عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا فَاَخْرُخ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قَالَ قَتَادَةَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأدْخِلُهُمُ الْجَنَّه حَتَّى مَا يَبْقَى فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْد ، قَالَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْاٰيَةَ : عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ، قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِى وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ –

৬৯৩২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঃ সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারীরা। নেক্কার ও গুনাহ্গার সবাই। এবং আহ্লে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়র (আ)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও নেই এবং নেই তাঁর কোন সন্তান। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারীগণ। তাদের নেক্কার ও গুনাহ্গার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য। নবী ﷺ বলেন ঃ এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন — আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজ্দায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজ্দা করেছিল। তবে তারা সিজ্দার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজ্দা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর। সাহাবীগণ আরয করলেন, সে পুলটি কি ধরনের হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন ঃ দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো, কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো।

তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোন রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের

ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশি কঠোর নও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহ্‌র এ বাণীটি পড় ঃ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ ঃ ৪০)। তারপর নবী ﷺ, ফেরেশ্‌তা ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশ্‌তের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় বীজ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেয়া হবে ঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরো সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন কুদরতের হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের নিমিত্ত আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী ﷺ বলেন ঃ এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ্ (আ)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার

ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের সুহৃদ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তব-পরিপন্থী ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সবাই তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তারা সবাই তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের ভুল তিনি মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদার পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, মুহাম্মদ, মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজ্‌দায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজ্‌দায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে

জান্নাতে প্রবেশ করাব। পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আনাস (রা) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ ঃ ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এটিই।

٦٩٣٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ اصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ-

৬৯৩৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের কাছে (লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মুলাকাত পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। আমি হাওযের (কাউসারের) কাছেই থাকব।

٦٩٣٤ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ خَصَمْتُ وَبِكَ حَكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ- قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ قَيَّامُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ اَلْقَيُّوْمُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ ، وَقَرَأَ عُمَرُ الْقَيَّامُ ، وَكِلَاهُمَا مَدْحٌ-

৬৯৩৪ সাবিত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তখন বলতেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্! সব প্রশংসা একমাত্র আপনারই, আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর আপনিই। আপনি হক, আপনার বাণী হক, আপনার ওয়াদা হক, আপনার সাক্ষাৎ হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক এবং কিয়ামত হক। ইয়া আল্লাহ্! আপনারই উদ্দেশ্যে আমি

ইসলাম কবূল করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তাই আপনি আমার পূর্বের ও পরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত তা সবই মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। বর্ণনাকারী তাঊস (র) থেকে কায়স ইব্‌ন সাদ (র) এবং আবূ যুবায়র (র) قيم -এর স্থলে قيام বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন قيوم সবকিছুর পরিচালককে বলা হয়ে থাকে। উমর (রা) قيام পড়েছেন। মূলত শব্দ উভয়টিই প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

٦٩٣٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِى الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ-

৬৯৩৫ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র)..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক আলাপ করবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝখানে কোন দোভাষী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পর্দাও থাকবে না।

٦٩٣٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءَ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ-

৬৯৩৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).....কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সব কিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদ্‌নে তাদের ও তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মধ্যে তাঁর চেহারার গর্বের চাদর ছাড়া আর কোন কিছু অন্তরায় থাকবে না।

٦٩٣٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ اَبِى رَاشِدٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ الْاٰيَةَ-

৬৯৩৭ হুমায়দী (র)........ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর

বাণীর সমর্থনে আল্লাহ্র কিতাবের আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না....... (৩ ঃ ৭৭)।

৬৯৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا اَكْثَرُ مِمَّا اُعْطِىَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ الْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِى كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ-

৬৯৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিন প্রকারের মানুষ, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। যে ব্যক্তি তার দ্রব্যের উপর এই মিথ্যা কসম করে যে, একে এখন যে মূল্যে দেওয়া হলো এর চেয়ে অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাচ্ছিল। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে। (৩) এক ব্যক্তি সে, যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ আমি আমার মেহেরবানী থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব, যেমনি তুমি যা তোমার হাতের অর্জিত নয় তা থেকে বিমুখ করতে।

৬৯৩৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِاسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِى بَلَدِكُمْ هذَا، فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اَلاَ

لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ اِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ–

৬৯৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)......... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনকার অবস্থায় যামানা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বারটি মাসে এক বছর হয়। তন্মধ্যে চারটি মাস (বিশেষভাবে) মর্যাদাসম্পন্ন। যুলকাদা, যুলহাজ্জা ও মুহাররম — এই তিনটা মাস একাধারে এসে থাকে। আর মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এই নামটি পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটি কি যুলহাজ্জা নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ, এটি যুলহাজ্জার মাস। তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন ঃ আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়ত শহরটির নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রেখে দেবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি সেই (পবিত্র) শহরটি নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের এই দিনটি কোন্ দিন? আমরা উত্তর করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন, যার দরুন আমরা ভাবলাম, তিনি সম্ভবত এর নামটা পাল্টিয়েই দেবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। নবী ﷺ তখন বললেন ঃ তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেছেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আবূ বাক্‌রা (রা) 'তোমাদের ইয্‌যত' কথাটিও বর্ণনা করেছিলেন, অর্থাৎ ওসব এ পবিত্র দিনে, এ পবিত্র শহরে, এ পবিত্র মাসটির ন্যায় পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। এবং অতিশীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান, আমার ওফাতের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে একে অপরকে হত্যা করো না। সাবধান! উপস্থিতগণ অনুপস্থিত লোকদের কাছে (কথাগুলো) পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা, হয়ত যার কাছে (রেওয়াত) পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে, যারা (রেওয়াত) প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী ﷺ সত্যিই বলেছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন ঃ আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি? আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি?

٣١٢٧ بَابُ مَاجَاءَ فِى قَوْلِ اللّٰهِ. اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

৩১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী (৭ ঃ ৫৬)

٦٩٤٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْضِى، فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنْ يَاتِيَهَا ، فَاَرْسَلَ اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ ، وَلَهُ مَا اَعْطٰى، وَكُلٌّ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ، فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ ، فَاَقْسَمَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَا

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِىَّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ فِى صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنَّةٌ ، فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ اَتَبْكِى ، فَقَالَ اِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ–

৬৯৪০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ -এর জনৈকা কন্যার এক ছেলের জীবনসায়াহ্নে তাঁর কন্যা নবী ﷺ -কে যাওয়ার জন্য (অনুরোধ করে) একজন লোক পাঠালেন। উত্তরে নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ যা নিয়ে নেন এবং যা দান করেন সবই তাঁরই জন্য। আর প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা করে। তারপর নবী-তনয়া নবী ﷺ -কে পুনরায় যাওয়ার জন্য কসম দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন, আমি, মুআয ইব্ন জাবাল, উবায় ইব্ন কাব, উবাদা ইব্ন সামিতও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালাম। আমরা যখন সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম তখন তারা বাচ্চাটাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দিলেন। অথচ তখন বাচ্চার বুকের মধ্যে এক অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা নবী ﷺ তখন বলেছিলেন ঃ এ তো যেন মশ্কের মত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঁদলেন। তা দেখে সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

٦٩٤١ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اِلٰى رَبِّهِمَا ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مَالَهَا لاَ يَدْخُلُهَا اِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ ، فَقَالَ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِىْ ، وَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، قَالَ فَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ اَحَدًا وَاِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيْهَا فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ثَلاَثًا حَتّٰى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيْهَا فَتَمْتَلِئُ ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطٍ قَطٍ قَطٍ–

৬৯৪১ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাদ ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করল। জান্নাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারটি কি হলো যে তাতে শুধু নিঃস্ব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রবেশ করবে। এদিকে জাহান্নামও অভিযোগ করল অর্থাৎ আপনি শুধুমাত্র অহংকারীদেরকেই আমাতে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ্ জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। আমি যাকে চাইব, তোমাকে দিয়ে শাস্তি পৌঁছাব। তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করবেন না। তিনি জাহান্নামের জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন সৃষ্টি পয়দা করবেন। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহান্নামে আরো

নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিনবার বলবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জাহান্নামের একটি অংশ আরেকটি অংশকে এই উত্তর করবে — যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

٦٩٤٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُصِيْبَنَّ اَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوْبٍ اَصَابُوْهَا عُقُوْبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ- قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৯৪২ হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কতিপয় কাওম তাদের গুনাহর কারণে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের অগ্নিশিখায় পৌঁছবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ করুণার বদৌলতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করা হবে। হাম্মাম (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٨ بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ : اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ

৩১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয় (৩৫ ঃ ৪১)

٦٩٤٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلٰى اِصْبَعٍ، وَالْاَرْضَ عَلٰى اِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْاَنْهَارَ عَلٰى اِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى اِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ بِيَدِهِ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

৬৯৪৩ মূসা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আসমানকে এক আঙ্গুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে একটি আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষলতা ও নদীনালাকে আরেকটি আঙ্গুলের ওপর এবং সকল সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর রেখে দেবেন। এবং নিজ হাতে ইশারা দিয়ে বলবেন, সম্রাট একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন এবং বললেন ঃ তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ ঃ ৯১)

٣١٢٩ بَابُ مَا جَاءَ فِى تَخْلِيْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلاَئِقِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ وَاَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَاَمْرِهِ وَكَلاَمِهِ هُوَ الْخَالِقُ الْمُكَوِّنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَاَمْرِهِ وَتَخْلِيْقِهِ وَتَكْوِيْنِهِ فَهُوَ مَفْعُوْلٌ مَخْلُوْقٌ مُكَوَّنٌ-

৩১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে; এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ। অতএব প্রতিপালক তাঁর গুণাবলি, কাজ, নির্দেশ ও কালামসহ তিনি স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী। তিনি অসৃষ্ট। তাঁর কাজ, নির্দেশ ও সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব দানে যা সম্পাদিত হয়, তাই হলো কর্ম, সৃষ্ট ও অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু

٦٩٤٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا لاَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَى قَوْلِهِ لاُوْلِى الْاَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ-

৬৯৪৪ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে ছিলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামায কিরূপ হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা শেষের কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল, তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন ঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে..... বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পর্যন্ত (৩ ঃ ১৯০)। তারপর তিনি উঠে গিয়ে ওযূ ও মিস্‌ওয়াক করলেন। অতঃপর এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। বিলাল (রা) নামাযের (ফজরের) আযান দিলে তিনি দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে সাহাবাদেরকে ফজরের (দু'রাকাত) নামায পড়িয়ে দিলেন।

٣١٣. بَابٌ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ

৩১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (৩৭ ঃ ১৭১)

٦٩٤٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى -

৬৯৪৫ ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়েছে।"

٦٩٤٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَبْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدُكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يُبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ لاَ يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ، حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا-

৬৯৪৬ আদম (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিনি 'সত্যবাদী' এবং 'সত্যবাদী বলে স্বীকৃত' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো এরূপ বীর্য থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয়। তারপর অনুরূপ সময়ে আলাক হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এই ফেরেশতাকে চারটি জিনিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। যার ফলে ফেরেশতা তার রিযিক, আমল, আয়ু এবং সৌভাগ্য কিংবা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয়। তারপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। এজন্যই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু অগ্রগামী হয়ে যায় যে, তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার ওপর লিখিত তাক্দীর প্রবল হয়ে যায়। তখন সে দোযখীদের আমল করে। পরিশেষে সে দোযখেই প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ দোযখীদের ন্যায় আমল করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাকদীরের লেখনী প্রবল হয়, যদ্দরুন সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে, ফলে জান্নাতেই প্রবেশ করে।

٦٩٤٧ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ هٰذَا كَانَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ -

৬৯৪৭ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..........ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল! আপনি আমাদের সাথে যে পরিমাণ সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে অধিক সাক্ষাৎ করতে কিসে বাধা দেয়? এরই প্রেক্ষিতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পিছনে আছে এবং যা এ দুয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন...... (১৯ ঃ ৬৪)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এটি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশ্নের জবাব।

৬৯৪৮ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ فَسَاَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى الْعَسِيْبِ وَاَنَا خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقَالَ : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ–

৬৯৪৮ ইয়াহ্ইয়া (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মদীনায় একটি কৃষিক্ষেত দিয়ে চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন একটি খেজুরের ডালের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি যখন ইহুদীদের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার কেউ কেউ বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। পরিশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুরের শাখার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে তিনি বললেন ঃ "তোমাকে ওরা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে" (১৭ ঃ ৮৫)। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, বলেছিলাম তোমাদেরকে তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না।

৬৯৪৯ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ –

৬৯৪৯ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়, আর আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কলেমার বিশ্বাসই যদি তাকে বের করে থাকে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নয়তো যে স্থান থেকে সে বের হয়েছিল সাওয়াব কিংবা গনীমতসহ তাকে সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।

৬৯৫০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَاَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

৬৯৫০ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, কেউ লড়াই করছে মর্যাদার জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, কেউ লোক দেখানোর জন্য। এদের কার লড়াইটা আল্লাহ্‌র পথে হচ্ছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে বুলন্দ রাখার জন্য লড়াই করছে, সেটাই আল্লাহ্‌র পথে।

٣١٣١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : اِنَّمَا اَمْرُنَا لِشَيْءٍ

৩১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমার বাণী কোন বিষয়ে...... (২৭ ঃ ৪০)

٦٩٥١ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ مِنْ اُمَّتِى قَوْمٌ ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَاتِيَهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ -

৬৯৫১ শিহাব ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র হুকুম আসা পর্যন্ত অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে সর্বদাই জয়ী থাকবে।

٦٩٥٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ مِنْ اُمَّتِى اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ يَزْعَمُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ-

৬৯৫২ হুমায়দী (র)..... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে একটি দল সব সময় আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে চাইবে কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা এদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে। মালিক ইব্‌ন ইয়ুখামির (র) বলেন, আমি মুআয (রা)কে বলতে শুনেছি, তাঁরা হবে সিরিয়ার অধিবাসী। মুআবিয়া (রা) বলেন, মালিক ইব্‌ন ইয়ুখামির (রা) বলেন, তিনি মুআয (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁরা হবে সিরিয়ার।

٦٩٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى مُسَيْلَمَةَ فِى اَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَاَلْتَنِى هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوْ اَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ-

৬৯৫৩ আবুল ইয়ামান (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একদা মুসায়লামার কাছে একটু অবস্থান করলেন। তখন সে তার সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে ছিল। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি যদি আমার কাছে এ টুকরাটিও চাও, তা হলে আমি তোমাকে তাও তো দিচ্ছি না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তুমি অতিক্রম করতেও পারবে না। আর যদি তুমি ফিরে যাও, তা হলে আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।

٦٩٥٤ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ اِسْمٰعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى بَعْضِ حَرْثٍ اَوْ خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوْهُ اَنْ يَجِيْءَ فِيْهِ بِشَىْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ ، فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحَى اِلَيْهِ ، فَقَالَ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً قَالَ الْاَعْمَشُ هٰكَذَا فِى قِرَاءَتِنَا.

৬৯৫৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় এক কৃষিক্ষেত কিংবা অনাবাদী জায়গা দিয়ে চলছিলাম। নবী ﷺ নিজের সাথে রক্ষিত একটা খেজুরের শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর আমরা একদল ইহুদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তাদের একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার তাদের কেউ কেউ বলল — তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না। হয়তো তিনি এমন জিনিস উপস্থাপন করে দেবেন, যা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় লাগবে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে উঠল, আমরা অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তারপর তাদেরই একজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুল কাসিম! রূহ্ কি? এতে নবী ﷺ নীরব রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, এরপর তিনি (নিম্নোক্ত আয়াত) পড়লেন ঃ "তোমাকে ওরা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে" (১৭ ঃ ৮৫)। আমাশ বললেন, আয়াতে وما اوتوا আমাদের কিরাআতে এমনই বিদ্যমান আছে।

٣١٣٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّىْ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَقَوْلِهِ ، وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَقَوْلِهِ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اِلَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ سَخَّرَ ذَلَّلَ

৩১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় ......শেষ পর্যন্ত (১৮ ঃ ১০৯)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৩১ ঃ ২৭)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন...... মহিমময় প্রতিপালক আল্লাহ্, জগতসমূহের প্রতিপালক। (৭ ঃ ৫৪) سخر অর্থ ذلل অধীন করা।

৬৯৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ-

৬৯৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং তাঁর কলেমার প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তার ঘর থেকে বের করেনি, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ যামিন হয়ে যান। হয়তো বা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নতুবা সে যে সাওয়াব ও গনীমাত হাসিল করেছে, তা সহ তিনি তাকে তার আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তিত করবেন।

٣١١٨ بَابٌ فِى الْمَشِيْئَةِ وَالاِرَادَةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ، اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ، قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ طَالِبٍ ، يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

৩১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও চাওয়া। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (৭৬ ঃ ৩০)। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর (৩ ঃ ২৬)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবেনা, 'আমি তা আগামী কাল করব, আল্লাহ্ ইচ্ছ করলে', এ কথা না বলে (১৮ঃ ২৩-২৪)। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ যাকে চান তাকে সৎপথে আনয়ন করেন। (২৮ ঃ ৫৬)। সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (রা) তাঁর পিতা মুসাইয়্যাব থেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াত আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না (২ ঃ ১৮৫)

٦٩٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ فَاعْزِمُوْا فِىْ بِالدُّعَاءِ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِىْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ-

৬৯৫৬ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, তখন দোয়ায় দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ থাকবে। তোমাদের কেউই এমন কথা কখনো বলা চাই না যে, (হে আল্লাহ্!) তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দান কর। কেননা, আল্লাহ্‌কে বাধ্যকারী এমন কেউ নেই।

٦٩٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ اَلاَ تُصَلُّوْنَ ، قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً-

৬৯৫৭ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)........ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ও রাসূল-তনয়া ফাতিমার কাছে রাতে এসেছেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা নামায আদায় করছ না? আলী বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জীবন অবশ্যই আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওঠাতে চান জাগিয়ে ওঠান। আমি এ কথা বলার পর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে চললেন। আর আমার কথার কোন উত্তর করলেন না। যাওয়ার সময় তাঁকে উরুর ওপর হাত মেরে বলতে শুনেছি, মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বড্ড ঝগড়াটে।

٦٩٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِىءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ تُكَفِّئُهَا فَاِذَا سَكَنَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْاَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ-

৬৯৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানদার শস্যক্ষেতের নরম ডগার মত। জোরে বাতাস এলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে। যখন বাতাস থেমে যায়, তখন আবার স্থির হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দ্বারা এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা

হয়। আর কাফেরের উদাহরণ দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। যদ্দরুন আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন।

৬৯৫৯ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ اُعْطِيَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ اُعْطِيَ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ، ثُمَّ اُعْطِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَقَلُّ عَمَلًا وَاَكْثَرُ اَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ اَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِي اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ-

৬৯৫৯ আল হাকাম ইব্‌ন নাফি‘ (র)..... আবদুল্লাহ্ উব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আগের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকাল আসরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের ধারকগণকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল, তবে দুপুর হলে তাঁরা অপারগ হয়ে পড়ল। এ জন্য তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হলো। অতঃপর ইনজীলের ধারকগণকে ইনজীল প্রদান করা হলো, তারা তদনুযায়ী আমল করল আসরের নামায পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ায় তাদেরকে দেওয়া হলো এক এক কীরাত করে। (সর্বশেষে) তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হলো। ফলে এই কুরআন অনুযায়ী তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। এ জন্য তোমাদেরকে দুই কিরাত দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। তাওরাতের ধারকগণ বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাতো আমলে সর্বাপেক্ষা কম আবার পারিশ্রমিকে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ্ তখন বললেন ঃ তোমাদের পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, সেটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি।

৬৯৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ االلّٰهِ ﷺ فِي رَهْطٍ قَالَ اُبَايِعُكُمْ عَلَى اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْ اوَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْنِي فِي مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُوْرٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ-

৬৯৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের বায়'আত এ শর্তে কবূল করছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানকে কেন্দ্র করে কোন ভিত্তিহীন জিনিস গড়বে না, কোন ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের থেকে যারা ওসব যথাযথ পুরা করবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। আর যারা ওসব নিষিদ্ধ জিনিসের কোনটায় লিপ্ত হয়ে গেলে তাকে যদি সে কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়, তা হলে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা এবং পবিত্রতা। আর যাদের দোষ আল্লাহ্ ঢেকে রাখেন সেটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।

٦٩٦١ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ كَانَ لَهُ سِتُّوْنَ اَمْرَاَةً فَقَالَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلَتَحْمِلْنَ كُلُّ اَمْرَاَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ اِلَّا اَمْرَاَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ-قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ اَمْرَاَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৬৯৬১ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহ্‌র নবী সুলায়মানের ষাটজন স্ত্রী ছিল। একদা সুলায়মান (আ) বললেন, আজ রাতে আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে এক একজন সন্তান প্রসব করবে, যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। অতএব সুলায়মান (রা) তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের থেকে একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সেও প্রসব করলো একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। নবী ﷺ বললেন ঃ যদি সুলায়মান (আ) ইনশা আল্লাহ্ বলতেন, তাহলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে যেতো এবং প্রসব করতো এমন সন্তান যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করত।

٦٩٦٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدُ الْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ ، فَقَالَ لَا بَاسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ طَهُوْرٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا-

৬৯৬২ মুহাম্মদ (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বেদুঈনের কাছে প্রবেশ করলেন তার রোগের খোঁজখবর নিতে। তিনি বললেন ঃ আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা আল্লাহ্ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। বেদুঈন বলল সুস্থতা? না, বরং এটি এমন জ্বর যা একজন প্রবীণ বুড়োকে সিদ্ধ করছে, ফলে তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, তাহলে সেরূপই।

٦٩٦٣ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ حِيْنَ نَامُوْا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِيْنَ شَاءَ فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُا اِلَى اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى-

৬৯৬৩ ইব্‌ন সালাম (র)....... আবূ কাতাদা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁরা নামায থেকে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রূহ্‌কে নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন এবং ওযূ করলেন। এতে সূর্য উদিত হয়ে শ্বেতবর্ণ হয়ে গেল। নবী ﷺ উঠলেন, নামায আদায় করলেন।

٦٩٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَالْاَعْرَجِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَطَمَ الْيَهُوْدِىَّ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِى كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِى عَلَى مُوْسَى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلاَ اَدْرِى اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِى اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ-

৬৯৬৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযাআ ও ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরস্পর গালমন্দ করল। মুসলিম ব্যক্তিটি বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মুহাম্মদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। এরপর ইহুদীটিও বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। এরপরই মুসলিম লোকটি হাত উঠিয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করল। এই প্রেক্ষিতে ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটেছে তা জানাল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, সব মানুষ (শিংগায় ফুৎকারে) বেহুঁশ হয়ে যাবে। তখন সর্বপ্রথম আমি হুঁশ ফিরে পাব। পেয়েই দেখব, মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে আছেন। অতএব আমি জানি না, তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়ে গেলেন, নাকি তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ বেহুঁশ হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন।

٦٩٦٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِى عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةُ يَاْتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

৬৯৬৫ ইসহাক ইব্‌ন আবূ ঈসা (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাজ্জাল মদীনার উদ্দেশ্যে আসবে, তবে সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারারত দেখতে পাবে। সুতরাং দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনার কাছেও আসতে পারবে না ইন্‌শা আল্লাহ্।

٦٩٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَاُرِيْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَخْتَبِى دَعْوَتِى شَفَاعَةً لِاُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৯৬৬ আবুল ইয়ামান (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দোয়া রয়েছে। আমার সে দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা করছি ইন্‌শা আল্লাহ্।

٦٩٦٧ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ ابْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمُ رَاَيْتُنِى عَلَى قَلِيْبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَنْزِعَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِى قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ-

৬৯৬৭ ইয়াসারা ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন জামীল লাখিমী (র)........... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে একটি কূপের কাছে দেখতে পেলাম। তারপর আমি সে কূপ থেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী পানি ওঠালাম। তারপর আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বাক্‌র) তা (হাতে) নিলেন এবং তিনি এক বা দুই বালতি উঠালেন। তার ওঠানোর মধ্যে একটু দুর্বলতা ছিল। তাকে আল্লাহ্ মাফ করুন। তারপর উমর তা (হাতে) নিলেন। তখন তা বিরাট একটি বালতিতে রূপান্তরিত হল। আমি লোকের মধ্যে কোন মহাবীরকেও তার মত পানি তুলতে আর দেখিনি। এমনকি লোকেরা কূপটির পার্শ্বে উটশালা তৈরী করে নিল।

٦٩٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ ، وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ بِمَا شَاءَ-

৬৯৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র).........আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোন ভিক্ষুক কিংবা অভাবী লোক এলে তিনি সাহাবাদের বলতেন, তোমরা তার জন্য সুপারিশ কর, এর প্রতিদান পাবে। আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাই প্রকাশ করে থাকেন, যা তিনি চান।

٦٩٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي اِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي اِنْ شِئْتَ ، اُرْزُقْنِي اِنْ شِئْتَ ، وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ-

৬৯৬৯ ইয়াহ্ইয়া (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এভাবে দোয়া করো না, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও, যদি তুমি চাও। আমার প্রতি রহম কর, যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিক দাও, যদি তুমি চাও। বরঞ্চ দোয়া প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

٦٩٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوْسٰى اَهُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّي تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِي هٰذَا فِي صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِي سَالَ السَّبِيْلَ اِلٰى لَقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُوْلُ بَيْنَا مُوْسٰى فِي مَلاَءٍ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لاَ ، فَاُوْحِيَ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ ، فَسَالَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ مُوْسٰى يَتْبَعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ . فَقَالَ فَتٰى مُوْسٰى لِمُوْسٰى اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ ، قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ-

৬৯৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইব্ন কায়স ইব্ন হিস্ন ফাযারী (রা) মূসা (আ)-এর সঙ্গীটি সম্পর্কে এ ব্যাপারে দ্বিমত করছিলেন যে, তিনি কি খাযির ছিলেন? এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে উবায় ইব্ন কা'ব আনসারী (রা) যাচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, আমি এবং আমার এ বন্ধু মূসা (আ)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। মূসা

(আ) যার সাথে সাক্ষাতের পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একদল লোকের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, মূসা! আপনি কি জানেন, আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন? মূসা (আ) বললেন, না। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ওহী অবতীর্ণ হল যে, হ্যাঁ আছেন, আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের পথ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সেজন্য একটি মাছকে নিদর্শন স্বরূপ ঠিক করলেন এবং তাকে বলা হল, মাছটিকে যখন হারিয়ে ফেলবে, তখন সেদিকে ফিরে যাবে, তবে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। এরই প্রেক্ষিতে মূসা (আ) সাগরে মাছের চিহ্ন ধরে তালাশ করতে থাকলে মূসার সঙ্গী যুবকটি মূসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ ঃ ৬৩)। মূসা (আ) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দু'জনেই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো (১৮ ঃ ৬৫)। তাদের এই দু'জনের ঘটনা যা ঘটলো, আল্লাহ্ তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

٦٩٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يُرِيْدُ الْمُحَصَّبَ-

৬৯৭১ আবুল ইয়ামান ও আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন ঃ আমরা আগমী দিন বনী কিনানা গোত্রের উপত্যকায় অবস্থান করব ইন্শা আল্লাহ্, যে স্থানে কাফেরগণ কুফ্রীর উপর অটল থাকার শপথ নিয়েছিল। তিনি মুহাস্সাবকে উদ্দেশ্য করছিলেন।

٦٩٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ اِنَّا قَافِلُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ نَقْفُلُ وَلَمْ تُفْتَحْ قَالَ فَاغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَاَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَكَاَنَّ ذٰلِكَ اَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ-

৬৯৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).......... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তায়েফবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। তবে তা বিজয় করতে পারলেন না। এইজন্য তিনি বললেন ঃ আমরা ইন্শা আল্লাহ্ ফিরে যাব। মুসলিমগণ বলে উঠল, "আমরা কি ফিরে যাবো? অথচ বিজয় হলো না"। নবী ﷺ বললেন ঃ আগামীকাল ভোরে যুদ্ধ কর। পরদিন তারা যুদ্ধ করল। বহু লোক আহত হল। নবী ﷺ পুনরায় বললেন ঃ আমরা ইন্শা আল্লাহ্ আগামী কাল ভোরে ফিরে যাব। এবারের উক্তিটি যেন মুসলিমগণের কাছে খুবই আনন্দের মনে হল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসলেন।

٣١٣٤ بَابُ قَوْلِهِ : وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ الاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وَقَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ الاَّ بِاِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوْقٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ اَهْلُ السَّمٰوَاتِ شَيْئًا فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوْا اَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ اَنَا الْمَالِكُ اَنَا الدَّيَّانُ–

৩১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন। তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ মহান (৪৩ ঃ ২৩)। আর এখানে এ কথা বলা হয়নি, তোমাদের প্রতিপালক কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (২ ঃ ২৫৫)। বর্ণনাকারী মাসরুক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ওহীর দ্বারা বলেন, তখন আসমানের অধিবাসিগণ কিছু শুনতে পায়। তাদের অন্তর থেকে যখন ভয় দূর করে দেয়া হয়। আর ধ্বনি স্তিমিত হয়ে যায়। তখন তারা উপলব্ধি করে যে, যা ঘটেছে তা অবশ্যই একটা বাস্তব সত্য। তারা পরস্পরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তারা বলে 'হক' বলেছেন জাবির (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, আল্লাহ্ সমস্ত বান্দাকে হাশরে একত্রিত করে এমন আওয়াযে ডাকবেন যে, নিকটবর্তীদের মত দূরবর্তীরাও শুনতে পাবে। আল্লাহ্র ভাষ্য থাকবে আমিই মহা সম্রাট, আমিই প্রতিদানকারী

٦٩٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَاَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٌ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ ، فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِى قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ– قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ بِهٰذَا –قَالَ قَالَ عَلِيٌّ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّ اِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اَنَّهُ قَرَاَ فُزِّعَ قَالَ سُفْيَانُ هٰكَذَا قَرَاَ عَمْرُو فَلاَ اَدْرِى سَمِعَهُ هٰكَذَا اَمْ لاَ قَالَ سُفْيَانُ وَهِىَ قِرَاءَتُنَا–

৬৯৭৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন, ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর হুকুমের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে স্বীয় পাখাসমূহ হেলাতে থাকেন। তাদের পাখা হেলানোর ধ্বনিটা যেন পাথরের উপর শিকলের ঝনঝনির ধ্বনি। বর্ণনাকারী আলী (র) এবং সাফওয়ান ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ যে হুকুম তাদের প্রতি জারি করেন। এরপর ফেরেশ্‌তাদের হৃদয় থেকে যখন ভীতি দূরীভূত করা হয় তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম জারি করেছেন? তাঁরা বলেন, তিনি বলেছেন, হক। তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। বর্ণনাকারী আলী..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ فزع পড়েছেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র) বলেছেন যে, আম্‌র (র)-ও এভাবেই পড়েছেন। তিনি বলছেন, আমার জানা নেই যে, বর্ণনাকারী এরূপ শুনেছেন কি না? তবে আমাদের কিরাআত এরূপই।

٦٩٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ نَبِىٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُ بِهِ-

৬৯৭৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন এক নবী থেকে (মধুময় স্বরে) যেভাবে কুরআন শ্রবণ করেছেন, সেভাবে আর কিছুই তিনি শোনেননি। আবূ হুরায়রা (রা)-এর এক সাথী বলেছে, يتغنى بالقران-এর অর্থ আবূ হুরায়রা (রা) উচ্চরবে কুরআন পড়া বোঝাতেন।

٦٩٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِى بِصَوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَتِكَ بَعْثًا اِلَى النَّارِ-

৬৯৭৫ উমর ইব্‌ন হাফস্ ইব্‌ন গিয়াস (র)......... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

٦٩٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى اِمْرَاَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ-

৬৯৭৬ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার ব্যাপারে আমি এতটুকু ঈর্ষা বোধ করিনি, যতটুকু খাদিজা (রা)-এর ব্যাপারে করেছি। আর তা এ জন্য যে, নবী ﷺ-এর প্রতিপালক তাঁকে হুকুম দিয়েছেন যে, খাদিজা (রা)-কে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ পৌছিয়ে দিন।

٣١٣٥ بَابُ كَلاَمِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيْلَ وَنِدَاءِ اللّٰهِ الْمَلاَئِكَةَ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ اَىْ يُلْقٰى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ اَنْتَ اَىْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ

৩১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ জিব্‌রাঈলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশ্‌তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আহবান। মা'মার (র) বলেন, انك لتلقى القران -এর অর্থ হচ্ছে, তোমার উপর কুরআন নাযিল করা হয়। تلقاه انت -এর অর্থ তুমি কুরআন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যেমন বলা হয়েছে — فتلقى ادم من ربه كلمات আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কয়েকটি বাণী গ্রহণ করলেন

٦٩٧٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلاَنًا فَاُحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِى جِبْرِيْلُ فِى السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى اَهْلِ الْاَرْضِ-

৬৯৭৭ ইসহাক (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্‌রাঈলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্‌রাঈল (আ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবূল করা হয়।

٦٩٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ ، فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ-

৬৯৭৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে ফেরেশ্‌তাগণ আসেন, একদল রাতে এবং একদল দিনে। তাঁরা আবার একত্রিত হন আসরের

নামাযে ও ফজরের নামাযে। তারপর তোমাদের মাঝে যাঁরা রাতে ছিলেন তাঁরা উর্ধ্ব জগতে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সবচাইতে বেশি জানেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি হালে রেখে এসেছ? তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযরত অবস্থায়ই ছিল।

٦٩٧٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَ وَاِنْ زَنٰى ، قَالَ وَاِنْ سَرَقَ وَزَنٰى-

৬৯৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার কাছে জিব্রাঈল (আ) এসে এ সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে যদি কেউ মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, চুরি ও যিনা করলেও কি? নবী ﷺ বললেন : চুরি ও যিনা করলেও।

٣١٣٦ بَابُ قَوْلُهُ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَزَّلُ الاَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالاَرْضِ السَّابِعَةِ

৩১৩৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তা তিনি জেনেশুনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশ্তারা এর সাক্ষী (৪ : ১৬৬)। মুজাহিদ (র) বলেছেন, 'ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ' (৬৫ : ১২) (এর অর্থ) সপ্তম আকাশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যখানে

٦٩٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلاَنُ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ ، فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ فِى لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ اَجْرًا-

৬৯৮০ মুসাদ্দাদ (র)....... বারআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা বলেছেনঃ হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করতে যাবে তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজকে তোমারই কাছে সমর্পণ করছি। আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরাচ্ছি! আমার কর্ম তোমার কাছে সোপর্দ করছি। আমার নির্ভরশীলতা তোমারই প্রতি আশা ও ভয় উভয় অবস্থায়। তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় ও মুক্তির জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ। অনন্তর এ রাত্রিতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে ফিত্রাতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি (জীবিতাবস্থায়) তোমার ভোর হয়, তুমি কল্যাণের অধিকারী হবে।

٦٩٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ ، اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ وَزَلْزِلْهِمْ -زَادَ الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ -

৬৯৮১ কুতায়রা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহযাব দিবসে বলেছেন ঃ কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ্ তুমি দলসমূহকে পরাভূত কর এবং তাদেরকে কম্পিত কর। অতিরিক্ত এক বর্ণনায় হুমায়দী (র).......আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি.....।

٦٩٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ اُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ حَتّٰى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً، اَسْمِعْهُمْ وَلاَ تَجْهَرْ حَتّٰى يَأْخُذُوْا عَنْكَ الْقُرْاٰنَ-

৬৯৮২ মুসাদ্দাদ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ তুমি নামাযে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না..... (১৭ ঃ ১১০)। এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় লুক্কায়িত ছিলেন। সুতরাং যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিক্রা শুনে গালমন্দ করত কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বললেন ঃ (হে নবী) তুমি নামাযে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিক্রা শুনতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনতে না পায়। এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে মত পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।

٣١٣٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلاَمَ اللّٰهِ ، لَقَوْلٌ فَصْلٌ حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللَّعِبِ

৩১২২ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লহ্ তা'আলার বাণীঃ তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায় (৪৮ ঃ ১৫) لقول فصل অর্থাৎ চিরসত্য। وما هو بالهزل -এর অর্থ কুরআন খেল-তামাশার বস্তু নয়।

٦٩٨٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ : يُؤْذِيْنِى ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ-

৬৯৮৩ হুমায়দী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমাকে আদম সন্তান কষ্ট দিয়ে থাকে। কারণ তারা কালকে গালি দেয়। পক্ষান্তরে আমিই দাহর বা কাল। কেননা আমার হাতেই সব বিষয়। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।

٦٩٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ : اَلصَّوْمُ لِى وَاَنَا اَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَاَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ اَجْلِى وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ-

৬৯৮৪ আবূ নুআঈম (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, রোযা আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে। আর রোযা হচ্ছে, ঢাল। রোযা পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফ্‌তার করে, আর এক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। আল্লাহ্‌র কাছে রোযা পালনকারী মুখের গন্ধ মিস্‌কের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

٦٩٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِى فِى ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ ، وَلٰكِنْ لاَ غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ-

৬৯৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ একদা আইউব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন ঃ হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

٦٩٨٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِى فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِى فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَاَغْفِرَ لَهُ-

৬৯৮৬ ইসমাঈল (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। এবং বলেন, আমার কাছে যে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, তাকে আমি মাফ করে দেব।

٦٩٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْا الزِّنَادِ اَنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ-

৬৯৮৭ আবুল ইয়ামান (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারী, তবে কিয়ামতের দিন আমরাই থাকব অগ্রগামী। হাদীসটির এ সনদে আরো আছে যে, আল্লাহ্ বলেন, তুমি খরচ কর, তা হলে আমিও তোমার ওপর খরচ করব।

٦٩٨٨ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ اَتَتْكَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ طَعَامٌ اَوْ اِنَاءٍ اَوْ شَرَابٌ فَاَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ-

৬৯৮৮ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে বললেন, এই তো খাদিজা আপনার জন্য একটি পাত্র ভর্তি খাবার করে নিয়ে এসেছেন। বর্ণনাকারী সন্দেহে বলেছেন, অথবা পাত্র নিয়ে এসেছেন, যাতে পানীয় রয়েছে। আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম বলুন। আর তাঁকে এমন একটি (প্রশস্ত অভ্যন্তর শূন্য) মোতির তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে শোরগোল বা ক্লেশ থাকবে না।

٦٩٨٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ-

৬৯৮৯ মুআয ইব্‌ন আসাদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।

٦٩٩٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاؤُسًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ

خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِي لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ-

৬৯৯০ মাহমূদ (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন তখন এ দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই আসমান ও যমীনের নূর। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীনের একমাত্র পরিচালক। তোমারই সব প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে বিদ্যমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি মহাসত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য আনুগত্য (ইসলাম) স্বীকার করি। তোমারই প্রতি ঈমান আনি। তোমারই ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তোমারই দিকে রুজু করি। তোমারই উদ্দেশ্যে বিতর্ক করি। তোমার কাছেই আমি ফায়সালা চাই। সুতরাং আমার আগের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তুমিই আমার একমাত্র মাবূদ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।

٦٩٩١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ الاَيْلِيّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلٰى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِي بِاَمْرٍ يُتْلٰى وَلٰكِنِّي كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللّٰهُ بِهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالاِفْكِ الْعَشْرَ الاٰيَاتِ-

৬৯৯১ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলার তা বলল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকে হাদীসটির কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহ্ আমার পবিত্রতার সপক্ষে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। তবে আমি আশা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন, যদ্দারা আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। অথচ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা অপবাদ রটনা করেছে..... থেকে দশটি আয়াত (১০ ঃ ২১)।

٦٩٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِذَا اَرَادَ عَبْدِى اَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا ، وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِى فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةٍ-

৬৯৯২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহ্র কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ্ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিহার করে, তাহলে তার পক্ষে একটি নেকী লেখো। এবং যদি বান্দা কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। তারপর যদি তা সম্পাদন করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত লেখো।

٦٩٩٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ فَقَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذٰلِكِ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ-

৬৯৯৩ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তো সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ্ সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি থাম। 'আত্মীয়তার বন্ধন' তখন বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে পানাহ্ প্রার্থনার স্থল এটিই। এতে আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, তুমি এতে রাযী নও কি? যে ব্যক্তি তোমার সাথে সৎভাব রাখবে আমিও তার সাথে সৎভাব রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব। সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে প্রতিপালক! আল্লাহ্ বললেন ঃ তা-ই তোমার জন্য। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) তিলাওয়াত করলেনঃ فهل عسيتم ان توليتم الاية - ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

٦٩٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مُطِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى كَافِرٌ بِى وَمُؤْمِنٌ بِى-

৬৯৯৪ মুসাদ্দাদ (র)......... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময় একবার বৃষ্টি হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌ বলছেন, (এই বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে) আমার বান্দাদের কিছু সংখ্যক আমার সাথে কুফ্‌রী করছে, আর কিছু সংখ্যক ঈমান এনেছে।

٦٩٩٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِى اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ : وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهْتُ لِقَاءَهُ-

৬৯৯৫ ইসমাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

٦٩٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى-

৬৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন ঃ আমার বিষয়ে আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ ব্যবহার করে থাকি।

٦٩٩٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ وَاذْرُوْا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ ، فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ، وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ-

৬৯৯৭ ইস্‌মাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল আমল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাওয়ার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ্‌ সাগরকে হুকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ বললেন ঃ তুমি কেন এরূপ করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٩٩٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبْتُ فَاغْفِرْهُ ، فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ، ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا اَوْ اَذنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اَوْ اَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَابَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَصَبْتُ اَوْ قَالَ اَذْنَبْتُ اُخَرَ فَاغْفِرْهُ لِى فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثَلاَثًا-

৬৯৯৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ্ করল। বর্ণনাকারী اصاب ذنبا না বলে কখনো اذنب ذنبا বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ্ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী اذنبت -এর স্থলে কখনো اصبت বলেছেন।। তাই আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তার প্রতিপালক বললেনঃ আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহ্‌তে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহ اصاب ذنبا কিংবা اذنب ذنبا বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ্ করে বসেছি। এখানে اصبت কিংবা اذنبت বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ তুমি ক্ষমা করে দাও। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এরপর সে বান্দা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহ্‌তে লিপ্ত হয়ে গেল। এখানে اصاب ذنبا কিংবা اذنب ذنبا বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। এখানে اصبت কিংবা اذنبت বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ তিনবার বললেন।

٦٩٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِى مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ اَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِى اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لِبَنِيهِ اَىُّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرَ اَبٍ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ اَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَاِنْ يَقْدِرِ اللّٰهُ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا اِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِى حَتَّى اِذَ

صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِى اَوْ قَالَ فَاسْحَكُوْنِى فَاِذَا كَانَ يَوْمُ رِيْحٍ عَاصِفٍ فَاَذْرُوْنِى فِيْهَا قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ وَرَبِّى فَفَعَلُوْا ثُمَّ اَذْرَوْهُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُنْ فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللّٰهُ اَىْ عَبْدِى مَا حَمَلَكَ عَلَى اَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلاَفَاهُ اَنْ رَحِمَهُ ، وَقَالَ مَرَّةً اُخْرَى فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فِيْهِ اَذْرُوْنِى فِى الْبَحْرِ اَوْ كَمَا حَدَّثَ-

৬৯৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র)........ আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ অতীত যুগের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিলেন তাদের এক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল তখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম পিতা। তখন সে বলল, সে যে আল্লাহ্‌র কাছে কোন প্রকার নেক আমল রেখে যেতে পারেনি। এখানে لم يبتئر কিংবা لم يبتئز বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ (তার উপর) সমর্থ হলে, অবশ্যই তাকে আযাব দিবেন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর যখন আমি কয়লা হয়ে যাব, তখন ছাই করে ফেলবে। বর্ণনাকারী এখানে فاسحقونى কিংবা فاسحكونى বলেছেন। তারপর যেদিন প্রচণ্ড বাতাসের দিন হবে সেদিন বাতাসে ছড়িয়ে দেবে। নবী ﷺ বললেন ঃ পিতা এ বিষয়ে সন্তানদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করল। আমার প্রতিপালকের কসম! সন্তানরা তাই করল। এক প্রচণ্ড বাতাসের দিনে তাকে ছড়িয়ে দিল। তারপর মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন। তুমি অস্তিত্বে এসে যাও। তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। মহান আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বান্দাহ্! তুমি যা করেছ তা কেন করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। নবী ﷺ বলেছেন ঃ এর বিনিময়ে তাকে মাফ করে দিলেন। রাবী আবার অন্য বর্ণনায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ক্ষমা দ্বারাই এর বিনিময় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীস আবূ উসমানের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি হাদীসটি সালমান (রা) থেকে শুনেছি। তবে তিনি এটুকু সংযোগ করেছেন, اذرونى فى البحر - আমাকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, অথবা যেরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন।

৭০০০ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِزْ فَسَّرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ-

৭০০০ মূসা (র)........ মুতামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لم يبتئر বর্ণনা করেছেন। খালীফা (র) মুতামির থেকে لم يبتئز বর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র) এ সবের বিশ্লেষণ করেছেন لم يدخر অর্থাৎ 'সঞ্চয় করেনি' দ্বারা।

٣١٣٨ بَابُ كَلاَمِ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

৩১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহ্‌র কথাবার্তা

٧٠٠١ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ ثُمَّ اَقُوْلُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ اَدْنٰى شَىْءٍ فَقَالَ اَنَسٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৭০০১ ইউসুফ ইব্‌ন রাশিদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ কর, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতের আঙুলগুলো দেখছি।

٧٠٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِىُّ قَالَ اَجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا اِلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ اِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَاِذَا هُوَ فِى قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّى الضُّحٰى فَاسْتَأْذَنَّا فَاَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلٰى فِرَاشِهِ ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لاَ تَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ اَوَّلَ مِنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰؤُلاَءِ اِخْوَانُكَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاؤُكَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَاِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَاِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنِّى فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِى وَيُلْهِمُنِى مَحَامِدَ اَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِى الْاٰنَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِى اُمَّتِى فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ

فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْخَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَانْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدْنٰى اَدْنٰى اَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مَنْ خَرْدَلَهُ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقُ فَاَفْعَلُ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ اَنَسٍ ، قُلْتُ لِبَعْضِ اَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ اَبِي خَلِيْفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَاَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ اَخِيْكَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيْهِ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيْثِ فَانْتَهٰى اِلَى هٰذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيْهِ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلٰى هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيْعٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَلاَ اَدْرِي اَنَسِيَ اَمْ كَرِهَ اَنْ تَتَّكِلُوْا ، قُلْنَا يَا اَبَا سَعِيْدٍ ، فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً مَا ذَكَرْتُهُ اِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيْمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ–

৭০০২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... মাবাদ ইব্‌ন হিলাল আল আনাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বস্‌রার অধিবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে গেলাম। আমাদের সাথে সাবিত (রা)-কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চাশতের নামায আদায়রত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় বসা অবস্থায় আছেন। অতঃপর আমরা সাবিত (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফাআতের হাদীসটি জিজ্ঞাসার পূর্বে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। তখন সাবিত (রা) বললেন, হে আবূ হামযা! এরা বস্‌রাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। তারপর আনাস (রা) বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

পড়বে। তাই তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন ঃ এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র খলীল। তখন তারা ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্‌র রূহ ও বাণী। তারা তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইল্‌হাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজ্‌দায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং সিজ্‌দায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অনু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো। আর সিজ্‌দায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার প্রতিপালক, আমার উম্মত, আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান থাকে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো। আমরা যখন আনাস (রা)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম,তখন আমি আমার সাথীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবূ খলীফার বাড়িতে আত্মগোপনরত হাসান বস্‌রীর কাছে গিয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বস্‌রীর কাছে এসে তাঁকে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আবূ সাঈদ! আমরা আপনারই ভাই আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছ থেকে আপনার কাছে আসলাম। শাফাআত সম্পর্কে তিনি যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেটি বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালাম। এরপর আমরা শেষস্থলে এসে বর্ণনা শেষ করলাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর বেশি আমাদের কাছে বর্ণনা দেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বলে অবশিষ্টটুকু বর্ণনা করতে অপছন্দ করলেন, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি শক্তি সামর্থ্যে ও স্মরণশক্তিতে মজবুত ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবূ

সাঈদ! আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়। আমি তো বর্ণনার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন. তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করব এবং সিজ্দায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। শাফাআত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফাআত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্তের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।

৭০০৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ ، وَاٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا ، فَيَقُوْلُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ رَبِّ الْجَنَّةُ مَلاَئ فَيَقُوْلُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلاَئ فَيَقُوْلُ اِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ–

৭০০৩ মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র).......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ পরিত্রাণ লাভকারী ব্যক্তিটি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ! আল্লাহ্ এভাবে তাকে তিনবার বলবেন। প্রত্যেকবারই সে উত্তর দেবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তোমার জন্য রয়েছে এ পৃথিবীর ন্যায় দশ গুণ।

৭০০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى اِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى اِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ–قَالَ الاَعْمَشِ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ–

৭০০৪ আলী ইব্ন হুজ্র (রা)........ আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্বর বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর

কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো অতীত আমল ছাড়া আর কিছু সে দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নামের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং জাহান্নামকে ভয় কর এক টুক্‌রো খেজুরের বিনিময়ে হলেও। বর্ণনাকারী আমাশ (র) .... খায়সামা (র) থেকে অনুরূপই বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি –وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ“যদি পবিত্র কালেমার বিনিময়েও হয়” কথাটুকু সংযোগ করেছেন।

৭০০৫ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُرَيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرُ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَنَّهُ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْمَاءِ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقِ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّ هُنَّ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَالِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضْحَكُ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلّٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

৭০০৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........ আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, ভূমণ্ডলকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদামাটি এক আঙ্গুলে এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে উঠিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ্, আমিই একমাত্র বাদশাহ্। আমি তখন নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তার উক্তির সত্যতার প্রতি বিস্মিত হয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অতঃপর নবী ﷺ কুরআনের বাণী পড়লেন ঃ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ ঃ ৯১)। وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ ...عَمَّا يُشْرِكُوْنَ– “কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর করায়ত্ত, পবিত্র ও মহান তিনি এরা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে। (৩৯ ঃ ৬৭)

৭০০৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى النَّجْوٰى قَالَ يَدْنُوْا اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ اَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنِّيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ– وَقَالَ اٰدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ –

৭০০৬ মুসাদ্দাদ (র)....... সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্র সাথে বান্দার গোপন আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আপনি কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তার প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি তাঁর ওপর রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ আবারো জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ ? সে তখনো বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব কাজ গোপন রেখেছিলাম। আমি আজকেও তোমার জন্য তা মাফ করে দিলাম। আদম (র)........ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

٣١٣٩ بَابُ قَوْلِهِ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

৩১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণীঃ এবং মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন (৪ ঃ ১৬৪)

٧٠٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ اَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اَصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالاَتِهِ وَكَلاَمِهِ تَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَ عَلَىَّ قَبْلَ اُنْ اَخْلَقَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى-

৭০০৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আদম ও মূসা (আ) বিতর্কে রত হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি সেই আদম, যিনি আপন সন্তানদের জান্নাত হতে বের করে দিলেন। আদম (আ) বললেন, আপনি হচ্ছেন সেই মূসা, যাকে আল্লাহ্ রিসালত দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং যার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিলেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন, আমাকে পয়দা করারও আগে যেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে। তাই আদম (আ) মূসা (আ)-র ওপর বিজয়ী হন।

٧٠٠٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَو اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمُ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَنْتَ ادَمَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ ، وَاسْجَدَ لَكَ الْمَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا ، فَيَقُوْلُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ-

৭০০৮ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সমবেত করা হবে। তখন তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের প্রতিপালকের

কাছে সুপারিশ নিয়ে যেতাম তাহলে তিনি আমাদের এই স্থানটি হতে স্বস্তি দান করতেন। তখন তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে আবেদন জানাবে, আপনি মানবকুলের পিতা আদম। মহান আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপন কুদরতের হাতে। এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাদের দিয়ে আপনাকে সিজ্‌দা করিয়েছেন। আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের স্বস্তি দেন। তখন আদম (আ) তাদের লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তারপর তিনি তাদের কাছে নিজের সে ভুলের কথা উল্লেখ করবেন, যেটিতে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন।

٧٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحىْ اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذٰلِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى اَحْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلاَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيْلُ فَشَقَّ جِبْرِيْلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ اِلَى لَبَّتِهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتّٰى اَنْقٰى جَوْفَهُ ثُمَّ أُتِىَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيْهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا اِيْمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَابِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيْدَهُ يَعْنِى عُرُوْقَ حَلْقِهِ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ اَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيْلُ ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مَعِىَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَاَهْلاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ اَهْلُ السَّمَاءِ لاَ يَعْلَمُ اَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِهِ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى يُعَلِّمَهُمْ فَوَجَدَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اٰدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ اٰدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً بِاِبْنِىْ نِعْمَ الْاِبْنُ اَنْتَ فَاِذَا هُوَ فِى االسَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ ، فَقَالَ مَا هٰذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا النَّيْلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضٰى بِهِ فِى السَّمَاءِ فَاِذَا هُوَ بِنَهَرٍ اٰخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَاِذَا هُوَ مِسْكٌ اَذْفَرُ قَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ قَدْ خَبَّالَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتْ لَهُ الْاُوْلٰى مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ ، قَالُوْا وَمَنْ مَعَكَ

؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالُوْا وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوْا مَرْحَبًا بِهٖ وَاَهْلاً ، ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ اِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فِيْهَا اَنْبِيَاءٍ قَدْ سَمَّاهُمْ فَاَوْعَيْتُ مِنْهُمْ اِدْرِيْسُ فِى الثَّانِيَةِ وَهَارُوْنَ فِى الرَّابِعَةِ وَاٰخَرُ فِى الْخَامِسَةِ لَمْ اَحْفَظْ اِسْمَهُ وَاِبْرَاهِيْمُ فِى السَّادِسَةِ وَمُوْسٰى فِى السَّابِعَةِ بِتَفْضِيْلِ كَلاَمَ اللّٰهِ فَقَالَ مُوْسٰى رَبِّ لَمْ اَظُنَّ اَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ اَحَدٌ ثُمَّ عَلاَ بِهٖ فَوْقَ ذٰلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ اللّٰهُ حَتّٰى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِيْمَا يُوْحَى اللّٰهُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً عَلٰى اُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتّٰى بَلَغَ مُوْسٰى فَاَحْتَبَسَهُ مُوْسٰى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ اِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ اِلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى جِبْرِيْلَ كَاَنَّهُ يَسْتَشِيْرُهُ فِىْ ذٰلِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ جِبْرِيْلُ اَنْ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَعَلاَ بِهٖ اِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تَسْتَطِيْعُ هٰذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مُوْسٰى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوْسٰى اِلَى رَبِّهٖ حَتّٰى صَارَتْ اِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوْسٰى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَوْمِى عَلٰى اَدْنٰى مِنْ هٰذَا فَضَعُفُوْا فَتَرَكُوْهُ فَاُمَّتُكَ اَضْعَفُ اَجْسَادًا وَقُلُوْبًا وَاَبْدَانًا وَاَبْصَارًا وَاَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذٰلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى جِبْرِيْلَ لِيُشِيْرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ اُمَّتِىْ ضُعَفَاءُ اَجْسَادُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ وَاَسْمَاعُهُمْ وَاَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ اِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِى اُمِّ الْكِتَابِ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا فَهِىَ خَمْسُوْنَ فِى اُمِّ الْكِتَابِ وَهِىَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ اِلَى مُوْسٰى كَيْفَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا اَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا قَالَ مُوْسٰى قَدْ وَاللّٰهِ رَاوَدْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَتَرَكُوْهُ ارْجِعْ اِلَى

رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ اَيْضًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُوْسٰى قَدْ وَاللّٰهِ اسْتَحَيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ مِمَّا اَخْتَلَفَ اِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى مَسْجِدِ الْحَرَامِ–

৭০০৯ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক রাতে কা'বার মসজিদ থেকে সফর করানো হয়। বিবরণটি হচ্ছে, নবী ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে ওহী প্রেরণের পূর্বে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশ্‌তার একটা জামাআত আসল। অথচ তখন তিনি মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। এদের প্রথমজন বলল, তিনি কে? মধ্যের জন বলল, তিনি এদের উত্তম ব্যক্তি। সর্বশেষ জন বলল,তা হলে তাদের উত্তম ব্যক্তিকেই নিয়ে চল। সে রাতটির ঘটনা এটুকুই। এ জন্য তিনি আর তাদেরকে দেখেননি। অবশেষে তারা অন্য এক রাতে আগমন করলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ অন্য নবীগণেরও (আ) চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তারা তাঁর সাথে কোন কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের কাছে রাখলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সাথীদের থেকে নবী ﷺ -এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর গলার নিচ হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং তাঁর বক্ষ ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধৌত করেন। সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন করলেন, তারপর সোনার একটি তশ্‌তরী আনা হয়। এবং তাতে ছিল একটি সোনার পাত্র যা পরিপূর্ণ ছিল ঈমান ও হিক্‌মতে। তাঁর বক্ষ ও গলার রগগুলি এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে স্থাপন করে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে আরোহণ করলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসিগণ তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিব্‌রাঈল। তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন)। তাঁর শুভাগমনে আসমানবাসীরা খুবই আনন্দিত। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যমীনে কি যে করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম (আ)-কে পেলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দিন। নবী ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন। আদম (আ) তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। এবং বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র। তুমি আমার কতইনা উত্তম পুত্র। নবী ﷺ দু'টি প্রবহমান নহর দুনিয়ার আসমানে অবলোকন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ নহর দু'টি কোন নহর হে জিব্‌রাঈল! জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, এ দু'টি হলো নীল ও ফুরাতের মূল। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নহর অবলোকন করলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবারজাদের তৈরি একটি প্রাসাদ। নবী ﷺ নহরে হাত মারলেন। তা ছিল অতি উন্নতমানের মিস্‌ক। তিনি বললেন, হে জিবরাঈল! এটি কি? জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, হাউযে কাউসার। যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -কে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গমন করলেন। প্রথম আসমানে অবস্থানরত ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিব্‌রাঈল! তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা বললেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা

বললেন, মারহাবান ওয়া আহ্‌লান। তারপর নবী -কে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গমন করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানে অবস্থানরত ফেরেশ্‌তারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশ্‌তাগণও তাই বললেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গমন করলেন। তাঁরাও তাঁকে পূর্বের ন্যায়ই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তাঁরাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গমন করলেন। সেখানেও ফেরেশ্‌তারা পূর্বের মতই বললেন। সর্বশেষে তিনি নবী -কে নিয়ে সপ্তম আসমানে গমন করলে সেখানেও ফেরেশ্‌তারা তাঁকে পূর্বের ফেরেশ্‌তাদের মতো বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নবীগণ রয়েছেন। নবী তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি সংরক্ষিত করেছি যে, দ্বিতীয় আসমানে ইদ্‌রীস (আ), চতুর্থ আসমানে হারুন (আ), পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবী, যায় নাম আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইব্‌রাহীম (আ) এবং আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের মর্যাদার কারণে মূসা (আ) আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি তো ধারণা করিনি আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবী -কে এত উর্ধ্বে আরোহণ করান হলো, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। অবশেষে তিনি 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহায়' আগমন করলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা ওহীযোগে পাঠানো হলো। তারপর নবী অবতরণ করেন। আর মূসার কাছে পৌঁছলে মূসা (আ) তাঁকে আটকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দিলেন? নবী বললেন, রাত ও দিনে পঞ্চাশ বার নামায আদায়ের। তখন মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত তা আদায়ে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি ফিরে যান, তাহলে আপনার প্রতিপালক আপনার এবং আপনার উম্মতের থেকে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন নবী জিব্‌রাঈলের দিকে এমনভাবে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি এ বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, হ্যাঁ। আপনি চাইলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবী -কে নিয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র কাছে গেলেন। তারপর নবী যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত এটি আদায়ে সক্ষম হবে না। তখন আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে নামালেন। এভাবেই মূসা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের কাছে পাঠাতে থাকলেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা (আ) তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি আমার বনী ইসরাঈল কাওমের কাছে এর চেয়েও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তদুপরি তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত দৈহিক, মানসিক, শারীরিক দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণক্ষমতা সব দিকে আরো দুর্বল। সুতরাং আপনি আবার যান এবং আপনার প্রতিপালক থেকে নির্দেশটি আরো সহজ করে আনুন। প্রতিবারই নবী পরামর্শের জন্য জিব্‌রাঈলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিব্‌রাঈল তাঁকে নিয়ে গমন করলেন। নবী বললেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ নিতান্তই দুর্বল। তাই নির্দেশটি আমাদের থেকে আরো সহজ করে দিন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বললেনঃ মুহাম্মদ! নবী বললেন, আমি আপনার দরবারে হাযির, বারবার হাযির। আল্লাহ্ বললেন, আমার বাণীর কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদের উপর যা ফরয করেছি তা 'উম্মুল কিতাব' তথা লাওহে মাহ্‌ফুযে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি

নেক আমলের দশটি নেকী রয়েছে। উম্মুল কিতাবে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিপিবদ্ধ আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এরপর নবী ﷺ মূসার কাছে প্রত্যাবর্তন করলে মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তখন মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এর চাইতেও সামান্য জিনিসের প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার প্রতিপালকের কাছে আপনি আবার ফিরে যান, যেন তিনি আরো একটু কমিয়ে দেন। এবার নবী ﷺ বললেন, হে মূসা, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে বারবার গিয়েছি। আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সাথে মতান্তর করছি। এরপর মূসা (আ) বললেন, অবতরণ করতে পারেন আল্লাহ্‌র নামে। এ সময় নবী ﷺ জাগ্রত হয়ে দেখলেন, তিনি মসজিদে হারামে আছেন।

٣١٤٠. بَابُ كَلاَمِ الرَّبِّ مَعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ

৩১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ

٧٠١٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضٰى يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا–

৭০১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির, আপনার কাছে হাযির হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবেন, হে প্রতিপালক! এর চাইতে উত্তম বস্তু কোন্‌টি? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নির্ধারিত করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

٧٠١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَاْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَوَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى

وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اَنَّ اَزْرَعَ فَاَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيْرُهُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجِدُ هٰذَا الاَّ قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ فَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৭০১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন তাঁর সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী ﷺ বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্বর ব্যবস্থা করা হবে। এবং বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্তূপীকৃত করা হবে। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে আদম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই! এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন।

٣١٤١ بَابُ ذِكْرُ اللّٰهِ بِالْاَمْرِ وَذِكْرُ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالْاِبْلاَغِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً اِلٰى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، غُمَّةٌ غَمٌّ وَضِيْقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ اقْضُوْا اِلَىَّ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ يُقَالُ اَفْرُقْ فَاقْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ اِنْسَانٌ يَاْتِيَهُ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ اٰمِنٌ حَتّٰى يَاْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ وَحَتّٰى يَبْلُغَ مَامَنَهُ حَيْثُ جَاءَ النَّبَا الْعَظِيْمُ الْقُرْاٰنُ صَوَابًا حَقًّا فِى الدُّنْيَا وَعَمَلٌ بِهِ

৩১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করা। এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তাদেরকে নূহ্-এর বৃত্তান্ত শোনাও, সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমায় উপদেশ দান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ, তা-সহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (১০ ঃ ৭১-৭২)

غُمَّةٌ-এর অর্থ পেরেশানী, সঙ্কট। মুজাহিদ (র) বলেন, اقضوا الى -এর ভাবার্থ হচ্ছে— তোমাদের মনে যা কিছু আছে। আরবীতে বলা হয়, افرق فاقض— তুমি স্পষ্ট করে বল, তবে আমি ফায়সালা দেব। মুজাহিদ (র) বলেন— وان احد من المشركين استجارك -এর ভাবার্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর অথবা কুরআনের বাণী শুনতে চাইলে সে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত নিরাপত্তা ও আশ্রয়প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত। النبا العظيم-এর অর্থ আল-কুরআন, صوابا-এর অর্থ দুনিয়ায় হক (কথা) বলেছে এবং এতে (নেক) আমল করেছে।

٣١٤٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ : وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، وَقَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَذٰلِكَ اِيْمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِى خَلْقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ وَاكْتِسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ اِلاَّ بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ ، لِيَسْاَلَ الصَّادِقِيْنَ الْمُبَلِّغِيْنَ الْمُؤَدِّيْنَ مِنَ الرُّسُلِ وَاِنَّا لَهُ حَافِظُوْنَ عِنْدَنَا وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ بِالْقُرْاٰنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَا الَّذِى اَعْطَيْتَنِى عَمِلْتُ بِمَا فِيْهِ–

৩১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না (২ ঃ ২২)। এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক (২ ঃ ৯)। এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না (২৫ ঃ ৬৮)। তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে। তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (৩৯ ঃ ৬৫, ৬৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইক্‌রিমা (র) বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক করে (১২ ঃ ১০৬)। যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ্! এটিই তাদের বিশ্বাস। অথচ তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছে। বান্দার কর্ম ও অর্জন সবই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন وخلق كل شىء فقدره تقديرا - তিনি সমস্ত কিছু পরিমিত সৃষ্টি করেছেন যথাযথ অনুপাতে (২৫ ঃ ২)।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ফেরেশ্‌তাগণকে প্রেরণ করি না হক ব্যতীত ...... (১৫ ঃ ৮)। এখানে 'হক' শব্দের অর্থ রিসালাত ও আযাব। সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য (৩৩ ঃ ৮)। এখানে صادقين শব্দের অর্থ মানুষের কাছে যেসব রাসূল আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছান। এবং

আমিই এর সংরক্ষক (১৫ ঃ ৯)। আমাদের কাছে রয়েছে এর সংরক্ষণকারিগণ। والذى جاء بالصدق — যারা সত্য এনেছে (৩৯ ঃ ৩৩)। এখানে صدق - এর অর্থ কুরআন, صدق به -এর অর্থ ঈমানদার। কিয়ামতের দিন ঈমানদার বলবে, আপনি আমাকে যা দিয়েছিলেন, আমি সে অনুযায়ী আমল করেছি

৭০১২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ ، قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ ثُمَّ تُزَانِى بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ-

৭০১২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ্ কোন্‌টি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই বড় গুনাহ্। এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে খাবে এই আশংকায় তাকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।

٣١٤٣ بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ

৩১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না (৪১ ঃ ২২)

৭০১৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ اَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِى كَثِيْرٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ ؟ قَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ الْاٰيَةَ

৭০১৩ হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বায়তুল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হলো দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন সাকাফী। তাদের পেট চর্বিতে পরিপূর্ণ ছিলো বটে; তবে তাদের হৃদয়ে নিতান্তই স্বল্প অনুধাবন ক্ষমতা ছিল। এরপর তাদের একজন বলে উঠল, তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমরা যা বলছি আল্লাহ্ কি সবই শুনতে পান? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ শোনেন, যদি আমরা উচ্চস্বরে বলি। আর যদি চুপে চুপে বলি, তবে তা আর শোনেন না। তৃতীয় জন বলল,

যদি তিনি উচ্চস্বরে বললে শোনেন, তা হলে অনুচ্চস্বরে বললেও শুনবেন। এরই প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ঃ তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪১ ঃ ২২)

٣١٤٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ وَقَوْلِ اللّٰهِ : لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ، وَاَنَّ حَدَثَهُ لاَ يَشْبَهُ حَدَثَ الْمَخْلُوْقِيْنَ، لِقَوْلِهِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ اَنْ لاَ تَكَلَّمُوْا فِى الصَّلاَةِ-

৩১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত (৫৫ ঃ ২৯)। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে (২৬ ঃ ৫)। হয়ত আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দেবেন (৬৫ ঃ ১)। তিনি যদি কিছু বলেন, সৃষ্টির কথার মত হয় না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন (৪২ ঃ ১১)। ইব্ন মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা নতুন কিছু আদেশের ইচ্ছা করলে তা করেন। তন্মধ্যে নতুন নির্দেশের মধ্যে এটিও যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলো না।

٧٠١٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ اَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللّٰهِ تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ-

৭০১৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহ্লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাব সম্পর্কে কিভাবে প্রশ্ন করে থাক? অথচ তোমাদের কাছে মহান আল্লাহ্র কিতাব বিদ্যমান রয়েছে — যা অপরাপর আসমানী কিতাবের তুলনায় আল্লাহ্র কাছে বেশি প্রিয়, যা তোমরা (অহরহ) পাঠ করছ, যা পুরো খাঁটি, যেখানে কোন প্রকারের ভেজালের লেশ নেই।

٧٠١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنْ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ اَحْدَثُ الْاَخْبَارِ بِاللّٰهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوْا مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ وَغَيَّرُوْا فَكَتَبُوْا بِاَيْدِيهِمُ الْكُتُبَ قَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِذٰلِكَ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَوْ لاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِى اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ-

৭০১৫ আবুল ইয়ামান (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! তোমরা কি করে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের সে কিতাব যেটি

আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সময়োপযোগী। যা সনাতন ও নির্ভেজাল। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবসমূহকে রদবদল করেছে এবং স্বহস্তে লিখে দাবি করছে এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর দ্বারা তারা তুচ্ছ সুবিধা লুটতে চাচ্ছে। তোমাদের কাছে যে ইল্‌ম বিদ্যমান রয়েছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা দিচ্ছে না? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের কাউকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসা করতে আমি দেখি না।

٣١٤٥ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ اَنَا مَعَ عَبْدِي ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

৩১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না (৭৫ ঃ ১৬)। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী ﷺ এমনটি করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট দু'টো নাড়াচাড়া করে

৭০১৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعَهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ نَقْرَؤُهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَاَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَاَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا اَقْرَاَهُ–

৭০১৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "কুরআনের কারণে আপনার জিহবা নাড়াচাড়া করবেন না", এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলে নবী ﷺ খুবই কষ্টসাধ্য অবস্থার সম্মুখীন হতেন, যে কারণে তিনি ঠোঁট দুটি নাড়াচাড়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য ঠোঁট দু'টি সেভাবে নাড়ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নেড়েছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী সাঈদ (র) বললেন, আমিও ঠোঁট দু'টি তেমনি নেড়ে দেখাচ্ছি, যেমনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) নেড়ে আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়লেন। নবী ﷺ -এর এ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন ঃ তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না, এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই (৭৫ ঃ ১৬, ১৭)।

তিনি বলেন, جمعه -এর অর্থ আপনার বক্ষে তা এভাবে সংরক্ষিত করা, যেন পরে তা পড়তে সক্ষম হন। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর (৭৫ ঃ ১৮)। এর অর্থ হচ্ছে আপনি তা শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন। এরপর আপনি কুরআন পাঠ করবেন সে দায়িত্ব আমাদের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) যখন আসতেন, তিনি তখন একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করতেন। জিব্‌রাইল (আ) চলে গেলে তিনি ঠিক তেমনিভাবে পাঠ করতেন, যেমনি তাঁকে পাঠ করিয়েছেন।

٣١٤٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ :وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهِ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ، يَتَخَافَتُوْنَ يَتَسَارُّوْنَ

৩১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী (৬৭ ঃ ১৩)। (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ ঃ ১৪)। يَتَخَافَتُوْنَ -এর অর্থ يَتَسَارُّوْنَ (চুপে চুপে পড়ে)

٧٠١٧ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلَّى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ اَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً-

৭০১৭ উমর ইব্‌ন যুরারা (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নামাযে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না... (১৭ ঃ ১১০)—এ প্রসঙ্গে বলেন, এ নির্দেশ যখন নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় গোপনে অবস্থান করতেন। অথচ তিনি যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন, কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন। মুশরিক্‌রা এ কুরআন শুনলে কুরআন, কুরআন-এর অবতীর্ণকারী এবং বাহক সবাইকে গালমন্দ করত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে বলে দিলেন, ولا تجهر بصلاتك - আপনার নামাযকে এমন উচ্চস্বরে করবেন না অর্থাৎ আপনার কিরাআতকে। তাহলে মুশরিক্‌রা শুনতে পেয়ে কুরআন সম্পর্কে গালমন্দ করবে। আর এ কুরআন আপনার সাহাবীদের কাছে এত ক্ষীণ রবেও পড়বেন না, যাতে আপনার কিরাআত তারা শুনতে না পায়। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন।

٧٠١٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا فِى الدُّعَاءِ-

৭০১৮ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি "আপনি আপনার নামাযকে উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং ক্ষীণও করবেন না" দোয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৭০১৯ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ-

৭০১৯ ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভাল আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের নয়। আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়া অন্যরা يَجْهَرُ بِهِ 'উচ্চস্বরে কুরআন পড়ে না' কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

৩১৪৭ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَا اللّٰهُ اَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ اٰيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ : وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

৩১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন। সে রাতদিন তা পাঠ করছে। আরেক ব্যক্তি বলে, এ ব্যক্তিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি তা দেওয়া হতো, আমিও সেরূপ করতাম যেরূপ সে করছে। এই প্রক্ষিতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিটির কুরআনের সাথে কায়েম থাকার অর্থ তার কুরআন তিলাওয়াত করা। এবং তিনি বললেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (৩০ ঃ ২২) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন, وافعلوا الخير لعلكم تفلحون — সৎকর্ম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২২ ঃ ৭৭)

৭০২০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسُدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَاٰنَاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِى حَقِّهِ فَيَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلُ مَا اُوْتِىَ عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ-

৭০২০ কুতায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ্ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্র তা তিলাওয়াত করে। অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যেরূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করেছে।

٧٠٢١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا لَمْ اَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيْثِهِ -

৭০২১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... সালিম তার পিতা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র দু'টি বিষয়েই ঈর্ষা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে। আমি সুফয়ান (র)-কে একাধিকবার শুনেছি কিন্তু তাকে الخمر উল্লেখ করতে শুনিনি। অর্থাৎ এটি তার বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর অন্যতম।

٣١٤٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، قَالَ الزُّهْرِىُّ مِنَ اللّٰهِ الرِسَالَةُ وَعَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيْمُ ، وَقَالَ : لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ، وَقَالَ : اُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّىْ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ : اِذَا اَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِىءٍ فَقُلْ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ اَحَدٌ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ بَيَانٌ وَدِلاَلَةٌ كَقَوْلِهِ : ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ هٰذَا حُكْمُ اللّٰهِ لاَرَيْبَ فِيْهِ لاَ شَكَّ تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ يَعْنِى هٰذِهِ اَعْلاَمُ الْقُرْاٰنِ وَمِثْلُهُ : حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يَعْنِى بِكُمْ ، وَقَالَ اَنَسٌ : بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا اِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ اَتُؤْمِنُوْنِى اُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ

৩১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না (৫ ঃ ৬৭)। যুহ্‌রী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হচ্ছে বার্তা প্রেরণ আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দায়িত্ব হলো পৌছানো, আর আমাদের কর্তব্য হলো মেনে নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ রাসূলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য (৭২ ঃ ২৮)। তিনি আরো বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বার্তাসমূহ পৌঁছে দিচ্ছি। কাব ইব্‌ন মালিক (রা) যখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে (তাবূক যুদ্ধে শরীক হওয়া) থেকে পিছনে রয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও (৯ ঃ ১০৫)। আয়েশা (রা) বলেন, কারো ভালো কাজে

তোমাকে আনন্দিত করলে বলো, আমল কর, তোমার এ আমল আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল, সমস্ত মু'মিন দেখবেন। আর তোমাকে কেউ যেন বিচলিত করতে না পারে।

মা'মার (র) বলেন, ذلك الكتاب -এর অর্থ এ কুরআন, هدى للمتقين -এর অর্থ বর্ণনা ও পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্‌র এ বাণীর মত ذلكم حكم الله -এর অর্থ এটি আল্লাহ্‌র হুকুম। لاريب فيه -এর অর্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। تلك ايات الله অর্থাৎ এগুলো কুরআনের নিদর্শন। এর উদাহরণ আল্লাহ্‌রই বাণীঃ যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান করো আর চলতে থাকে সেগুলো তাদের নিয়ে। এখানে بهم -এর অর্থ بكم অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর মামা হারমকে তাঁর গোত্রের কাছে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর কি? আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর বার্তা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তাদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন

٧٠٢٢ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ اَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ-

৭০২২ ফাযল ইব্‌ন ইয়াকূব (র)..... মুগীরা (রা) বলেন। আমাদের নবী ﷺ আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে আমাদের মধ্য থেকে যাকে হত্যা (শহীদ) করা হবে, সে জান্নাতে চলে যাবে।

٧٠٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا ح وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْاٰيَةَ-

৭০২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাকে যে বলবে, নবী ﷺ (ওহীর) কিছু জিনিস গোপন করেছেন। মুহাম্মদ (র) বলেন..... আয়েশা (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে বলে নবী ﷺ ওহীর কোন কিছু গোপন করেছেন, তাকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর (৫ ঃ ৬৭)।

٧٠٢٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ

اللّٰه ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا-

৭০২৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ গুনাহ্‌টি সব চাইতে বড়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বিপরীত কাউকে আহবান করা অথচ তিনিই (আল্লাহ্) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ এর পর তোমার সঙ্গে আহার করবে এই ভয়ে (তোমার) সন্তানকে হত্যা করা। সে বলল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ এরপর তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এরই সমর্থনে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে.....(২৫ ঃ ৬৮)।

٣١٤٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ، وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اُعْطِىَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا ، وَاُعْطِىَ اَهْلُ الاِنْجِيْلِ الاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ ، وَاُعْطِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ اَبُوْ رَزِيْنٍ يَتْلُوْنَهُ يَتَّبِعُوْنَهُ وَيَعْمَلُوْنَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يُتْلٰى يُقْرَأُ ، حَسَنُ التِّلاَوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْاٰنِ ، لاَ يَمَسُّهُ لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ ، وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ اِلاَّ الْمُوْقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلاِسْلاَمَ وَالاِيْمَانَ وَالصَّلٰوةَ عَمَلاً ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِبِلاَلٍ اَخْبِرْنِى بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الاِسْلاَمِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِى اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ اِلاَّ صَلَّيْتُ وَسُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ الجِهَادُ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

৩১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ ঃ ৯৩)। নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারাও সে অনুযায়ী আমল করল। তোমাদেরকে দেওয়া হলো কুরআন, সুতরাং তোমরা এ অনুযায়ী আমল কর।

আবূ রাযীন (র) বলেন, يتلونه-এর অর্থ তাঁর নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে অনুসরণ করা। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, يتلى অর্থ يقرا পাঠ করা হয়। حسن التلاوة অর্থ—

কুরআন সুন্দরভাবে পাঠ করা। لا يمسه-এর অর্থ কুরআনের স্বাদ ও উপকারিতা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যতীত না পাওয়া। কুরআনের উপর সঠিক আস্থা স্থাপনকারী ছাড়া কেউই তা যথাযথভাবে বহন করতে সক্ষম হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল এরা তা বহন করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত! যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬২ ঃ ৫)

নবী ﷺ ইসলাম, ঈমান ও নামাযকে আমল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ ইসলামে থাকা অবস্থায় যেটি দ্বারা তুমি মুক্তির বেশি প্রত্যাশী, আমাকে তুমি সে আমলটি সম্পর্কে অবহিত কর। বিলাল (রা) বললেন, আমার মতে মুক্তির বেশি প্রত্যাশা রাখতে পারি যে আমলটি দ্বারা, তা হচ্ছে আমি যখনই ওযু করেছি, তখন নামায আদায় করেছি। নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো-- কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন, এরপর জিহাদ, এরপর কবূল হওয়া হজ্জ

৭০২৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُوْتِىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ، ثُمَّ أُوْتِىَ أَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ، ثُمَّ أُوْتِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هٰؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا مِنَّا وَأَكْثَرُ خَيْرًا ، قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوْا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِى أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ –

৭০২৫ আবদান (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতীত উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকালের উদাহরণ হচ্ছে, আসরের নামায এবং সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু। তাওরাতধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং তারাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এমনিতে আসরের নামায আদায় করা হল। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তাদেরকেও এক কীরাত করে দেওয়া হল। পরিশেষে তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়। তোমরা তদনুযায়ী আমল করেছ। এমনিতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর তোমাদেরকে দেওয়া হল দু'কীরাত করে। ফলে কিতাবীগণ বলল, এরা তো আমাদের তুলনায় কাজ করল কম, অথচ পারিশ্রমিক পেল বেশি। এতে আল্লাহ্ বললেন, তোমাদের হক থেকে তোমাদের কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? এরা বলবে, না। আল্লাহ্ বললেন ঃ এটিই আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে চাই তাকে প্রদান করে থাকি।

٣١٥٠. بَابُ وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ الصَّلاَةَ عَمَلاً ، وَقَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা নামাযে পাঠ করল না, তার নামায আদায় হল না

٧٠٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْاَسَدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِى عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ-

৭০২৬ সুলায়মান (র) ও আব্বাদ ইব্ন ইয়াকুব আসাদী (র)..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ যথাসময়ে নামায আদায় করা, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।

٣١٥١ بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ضَجُوْرًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا

৩১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ (৭০ ঃ ১৯, ২০, ২১)

٧٠٢٧ - حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ مَالٌ فَاَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَبَلَغَهُ اَنَّهُمْ عَتَبُوْا فَقَالَ اِنِّىْ اُعْطِى الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ الَّذِى اَدَعُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الَّذِى اُعْطِىَ ، اُعْطِىَ اَقْوَامًا لِمَا فِى قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلَى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِى قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَىِّ وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو مَا اُحِبُّ اَنَّ لِى بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ-

৭০২৭ আবূ নুমান (র)....... আম্‌র ইব্ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাল এল। এর থেকে তিনি এক দলকে দিলেন। আর একটি দলকে দিলেন না। অতঃপর তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, যারা পেলো না তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। এতে তিনি বললেনঃ আমি একজনকে দিয়ে আবার আরেক জনকে দেই না। পক্ষান্তরে যাকে আমি দেই না, সে-ই আমার কাছে তুলনামূলক বেশি প্রিয়। এমন

কিছু সম্প্রদায়কে আমি দিয়ে থাকি, যাদের অন্তরে রয়েছে অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব। আর কিছু সম্প্রদায়কে আমি মাল না দিয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ যে স্বচ্ছতা ও কল্যাণ রেখেছেন তার উপর সোপর্দ করি। এদেরই একজন হলেন, আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা)। আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই উক্তিটার বিনিময়ে আমি একপাল লাল বর্ণের উটের মালিক হওয়াও পছন্দ করি না।

٣١٥٢ بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

৩১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা

৭০২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْهَرَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا قَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِىْ مَشْيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً--

৭০২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

৭০২৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا اَوْ بُوْعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ اَبِىْ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ-

৭০২৯ মুসাদ্দাদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এটি একাধিকবার বর্ণনা করেছেন যে, (আল্লাহ্ বলেন)ঃ আমার বান্দা যদি আমার কাছে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার কাছে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। বর্ণনাকারী এখানে باعا কিংবা بوعا বলেছেন। মু'তামির (র) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭০৩০ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ-

৭০৩০ আদম (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ প্রতিটি আমলের কাফ্ফারা রয়েছে, কিন্তু রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই এর প্রতিদান প্রদান করব। রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মিস্‌কের চাইতেও অধিক সুগন্ধময়।

৭০৩১ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِى خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَنْبَغِيَ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ اِلَى اَبِيْهِ-

৭০৩১ হাফস ইব্‌ন উমর ও খালীফা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ কোন বান্দার জন্য এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, সে ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চাইতে উত্তম। এখানে ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

৭০৩২ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى سُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَعَ فِيْهَا قَالَ ثُمَّ قَرَاَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِى قِرَاءَةَ بْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيْعُهُ قَالَ ءَاَ ءَاَ ءَاَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

৭০৩২ আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ সুরায়জ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল আলমুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর উট্‌নীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় সূরা ফাত্‌হ কিংবা সূরা ফাতহের কিছু অংশ পড়তে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তারজীসহ তা পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআবিয়া (র) ইবনুল মুগাফ্ফালের কিরাআত নকল করে পড়ছিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে লোকজন ভিড় জমানোর আশংকা না হত, তবে আমিও তারজী করে ঠিক সেভাবে পাঠ করতাম, যেভাবে ইব্‌নুল মুগাফ্ফাল (রা) নবী ﷺ-এর কিরাআত নকল করে তারজী সহকারে পাঠ করেছিলেন। তারপর আমি মুআবিয়া (রা)-কে বললাম, তাঁর তারজী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আ, আ, আ, তিনবার।

٣١٥٣ بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ تَفْسِيْرِ التَّوْرَاةِ وَكُتُبِ اللّٰهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللّٰهِ : فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سُفْيَانُ بْنُ

حَرْبٍ اَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَاهُ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

৩১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ। কেননা, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ ঃ ৯৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) আমাকে এ খবর দিয়েছেন, হিরাক্লিয়াস তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর পত্রখানা আনার জন্য হুকুম করলেন এবং তা পড়লেন। (তাতে লিপিবদ্ধ ছিল) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম — আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের প্রতি এ পত্র প্রেরিত। তাতে আরও লেখা ছিল **ويا اهل الكتاب تعالوا ... بيننا وبينكم الاية** (হে কিতাবীগণ এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই)

৭০৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ الاٰيَةَ-

৭০৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত হিব্রু ভাষায় পাঠ করত, আর মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় এর ব্যাখা করত। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কিতাবধারীদেরকে তোমরা বিশ্বাস করো না আবার তাদেরকে মিথ্যারোপও করো না। বরং তোমরা আল্লাহর এ বাণীটি امنا بالله وما انزل الينا الاية وما انزل اليكم - (আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি) বল।

৭০৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَاةٍ مِنَ الْيَهُوْدِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُوْدِ مَا تَصْنَعُوْنَ بِهِمَا قَالُوْا نُسَخِّمُ وَجُوْهَهُمَا وَنُخْزِيْهِمَا قَالَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فَجَاؤُا فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَا اَعْوَرُ اقْرَا فَقَرَا حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى مَوْضِعٍ مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَاِذَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَلُوْحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ بَيْنَهُمَا الرَّجْمَ ، وَلٰكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، فَرَاَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ-

৭০৩৪ মুসাদ্দাদ (র)......... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন ইহুদী নারী-পুরুষকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হলো। তারা যিনা করেছিল। এরপর নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা ইহুদীগণ এ যিনাকারী ও যিনাকারিণীদের সাথে কি আচরণ করে থাক? তারা বলল, আমরা এদেরকে (এক পদ্ধতিতে) মুখ কালো ও লাঞ্ছিত করে থাকি। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাওরাত এনে তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তাদেরই খুশিমত এক ব্যক্তিকে ডেকে বলল, হে আওয়ার! তুমি পাঠ কর। সে পাঠ করতে লাগল। পরিশেষে এক স্থানে এসে সে তাতে আপন হাত রেখে দিল। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার হাতটি উঠাও। সে হাত উঠাল। হঠাৎ যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম)-এর আয়াতটি স্পষ্টত দেখা যাচ্ছিল। তিলাওয়াতকারী বলল, হে মুহাম্মদ! এদের (দু'জনের) মধ্যখানে শাস্তি পক্ষান্তরে রজমই, কিন্তু আমরা পরস্পর তা গোপন করছিলাম। নবী ﷺ তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রজমই করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, যিনাকারী পুরুষটিকে মেয়ে লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষার চেষ্টা করতে দেখেছি।

٣١٥٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَزَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ-

৩১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত পূত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।

٧٠٣٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّهُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ -

৭০৩৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ উচ্চস্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি যেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, অন্য কিছুর প্রতি সেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না।

٧٠٣٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ حِيْنَ قَالَ لَهُ اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا وَكُلٌّ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِى وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اَعْلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ يُبَرِّئُنِى وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنَزِّلُ فِى شَاْنِى وَحْيًا يُتْلٰى وَلَشَاْنِى فِى نَفْسِى كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِى بِاَمْرٍ يُتْلٰى ، وَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ كُلَّهَا-

৭০৩৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)....... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র), আয়েশা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে বলেছেন। তাঁকে যখন অপবাদকারিগণ অপবাদ দিয়েছিল। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, বর্ণনাকারীদের এক একজন সে সম্পর্কে আমার কাছে হাদীসের এক এক অংশের বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এর দরুন আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন জানি, আমি নির্দোষ পবিত্র এবং আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করবেন। আল্লাহ্‌র কসম! কিন্তু আমার মর্যাদা আমার কাছে এরূপ উপযুক্ত ছিল না যে, এ ব্যাপারে ওহীই নাযিল করবেন। যা তিলাওয়াত করা হবে আমার মর্যাদা আমার কাছে তার চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা এমন জঘন্য অপবাদ এনেছে .... পূর্ণ দশটি আয়াত।

٧٠٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا اَوْقِرَاءَةً مِنْهُ-

৭০৩৭ আবূ নুআয়ম (র)......বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এশার নামাযে তারা والتين والزيتون পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর স্বর কিংবা তাঁর চেয়ে সুন্দর কিরাআত আর কারো থেকে আমি শুনিনি।

٧٠٣٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَاِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا-

৭০৩৮ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় গোপনে থাকতেন। আর তিনি উচ্চস্বরে (তিলাওয়াত) করতেন। যখন তা মুশরিক্‌রা শুনল, তারা কুরআন ও এর বাহককে গালমন্দ করল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ কে জানিয়ে দিলেন, আপনি আপনার নামাযে কুরআন উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং খুব চুপে চুপেও পড়বেন না।

٧٠٣٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ اِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৭০৩৯ ইসমাঈল (র)........ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সা'সাআ (র)-কে বললেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি, তুমি বক্রীপাল ও ময়দানকে ভালবাস। সুতরাং তুমি যখন বক্রীর পাল কিংবা ময়দানে থাকবে, তখন নামাযের জন্য উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ মুআয্যিনের আযানের স্বর যতদূর পৌঁছবে, ততদূরের জ্বিন, ইনসান, অন্যান্য জিনিস যারাই শুনবে, কিয়ামতের দিন তারা তার সপক্ষে সাক্ষী দেবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٧٠٤٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجَرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ-

৭০৪০ কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক থাকত আমার কোলে অথচ আমি তখন ঋতুমতী অবস্থায় ছিলাম।

٣١٥٥ بَابٌ : فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

৩১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুটু আবৃত্তি কর (৭৩ ঃ ২০)

٧٠٤١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ اَقْرَاَنِيْهَا عَلٰى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ اَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-

৭০৪১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)........... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (র) ও আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল ক্বারী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে (নামাযে) সূরায়ে ফুরকান তিলাওয়াত

করতে শুনেছি। আমি একাগ্রচিত্তে তাঁর তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এমন অনেকগুলো শব্দ তিলাওয়াত করছিলেন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তিলাওয়াত করাননি। এতে আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় ধরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সালাম ফেরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরলাম। তারপর আমি তাঁর চাদর দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আর বললাম, আমি তোমাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তবে তোমার কিরাআতের মত নয়। তারপর আমি তাঁকে টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে চললাম। এরপর আমি বললাম, আমি শুনলাম একে ভিন্ন শব্দ দ্বারা সূরা ফুরকান পাঠ করতে, যা আপনি আমাকে শিখাননি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন ঃ আচ্ছা, তাকে ছেড়ে দাও। তুমি পড়, হে হিশাম! এরপর আমি যেরূপ কিরাআত শুনেছিলাম তিনি সেরূপ কিরাআত পড়লেন। নবী ﷺ বললেন ঃ কুরআন অনুরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তুমি পাঠ কর। আমি সেভাবে পড়লাম যেভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (পাঠ) নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয়, তা সেভাবে তোমরা পাঠ কর।

٣١٥٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ يَذْكُرُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ مُيَسَّرٌ مُهَيًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ هَوَّ نَّا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ-

৩১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (৪৫ ঃ ৩২)। নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়। ميسر অর্থ প্রস্তুতকৃত। মুজাহিদ (র) বলেন, يسرنا القران بلسانك –এর অর্থ আমি কুরআন তিলাওয়াত আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি

٧٠٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنِى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ-

৭০৪২ আবূ মা'মার (র)........ ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমলকারীরা কিসে আমল করছে? তিনি বললেন, যাকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেওয়া হয়।

٧٠٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِىْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ عُوْدًا فَجَعَلَ تَكُتُ فِى الْاَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ كُتِبَ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا الاَّ نَتَّكِلُ ؟ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى اَلْاٰيَةَ-

৭০৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার কোন জানাযায় ছিলেন। তারপর তিনি একটি কাঠের টুকরা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে নির্ধারিত করা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, তা হলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন ঃ তোমরা আমল করতে থাক। প্রত্যেককেই সহজ করে দেয়া হয়। (অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الاية —সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে......।

৩১৫৭ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ، وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ، قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوْبٍ : يَسْطُرُوْنَ يَخُطُّوْنَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَاَصْلُهُ مَا يَلْفِظُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ كَتَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْتُبُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ، يُحَرِّفُوْنَ يَزِيْلُوْنَ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَزِيْلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ وَلٰكِنَّهُمْ يُحَرِّفُوْنَهُ يَتَاوَّلُوْنَهُ عَلٰى غَيْرِ تَأْوِيْلِهِ دِرَاسَتِهِمْ تِلاَوَتُهُمْ وَاعِيَةٌ حَافِظَةٌ وَتَعِيْهَا وَتَحْفَظُهَا وَاُوْحِىَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لاُنْذِرَكُمْ بِهِ يَعْنِىْ اَهْلَ مَكَّةَ وَمَنْ بَلَغَ هٰذَا الْقُرْاٰنِ فَهُوَ لَهُ نَذِيْرٌ ، وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ رَبِّىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِمَا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ اَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ وَهُوَعِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

৩১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (৮৫ ঃ ২১, ২২) শপথ তূর পর্বতের। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে। (৫২ ঃ ১, ২)

কাতাদা (র) বলেন, مسطور অর্থ লিপিবদ্ধ 'يسطرون' অর্থ তারা লিখেছ ام الكتاب অর্থাৎ কিতাবের স্তর ও মূল ما يلفظ অর্থ যা কিছু বলা হয়, তা লিপিবদ্ধ হয়। এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ভালমন্দ সব লিপিবদ্ধ করা হয়। يحرفون-এর অর্থ পরিবর্তন করা। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহ্‌র কোন কিতাবের শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। তবে তারা তাহরীফ তথা অপব্যাখ্যা করতে পারে। دراستهم অর্থ তাদের তিলাওয়াত, واعية অর্থ সংরক্ষণকারী, تعيها অর্থ তা সংরক্ষণ করে। এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি (৬ ঃ ১৯)। অর্থাৎ মক্কাবাসী এবং যাদের কাছে এ কুরআন প্রচারিত হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য সর্তককারী। আমার কাছে খালীফা (র) বলেছেন, মুতামির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর মাখলূকাত সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ

রাখলেন। "আমার গযবের উপর আমার রহমত প্রবল হয়েছে" এটি তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে

৭০৪৪ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

৭০৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ গালিব (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তা হলো "আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রগামী রয়েছে" এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লিপিবদ্ধ আছে।

৩১৫৮ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ، وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِيْنَ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ ، اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بَيَّنَ اللّٰهُ الْخَلْقَ مِنَ الْاَمْرِ لِقَوْلِهِ : اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ الْاِيْمَانَ عَمَلاً ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهِ ، وَقَالَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ، وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَالشَّهَادَةِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً

৩১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও (৩৭ ঃ ৯৬)। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে (৫৪ ঃ ৪৯)। ছবি নির্মাতাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দাও। তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যেন এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁর আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ (৭ ঃ ৫৪)

ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন, আল্লাহ্ খালক্কে আম্‌র থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। কেননা তার বাণী হলো ঃ **الا له الخلق والامر** – জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। নবী ﷺ ঈমানকেও আমল বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ যার (র) ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ **جزاء بما كانوا يعملون** - এটা তাদের কাজেরই প্রতিদান। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের নির্দেশ দিন, যেগুলো মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা, রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এসবকেই তিনি আমলরূপে উল্লেখ করেছেন।

٧٠٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمُ التَّمِيْمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ فَدَعَاهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لاَ اَكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلاُحَدِّثَكَ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلَهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِنَهَبِ اِبِلٍ فَسَالَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَمَرَ بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى ثُمَّ اَنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْنَا تَغْفَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُهُ وَاللّٰهِ لاَ نَفْلَحُ اَبَدًا فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ اَنَا اَحْمِلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا-

৭০৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র)...... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারমের এ গোত্রটির সাথে আশ'আরী গোত্রের গভীর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। এক সময় আমরা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার আনা হল। এতে মুরগীর গোশতও ছিল। এ সময় তাঁর নিকট বনী তায়মুল্লাহ্‌র এক ব্যক্তি ছিল। সে (দেখতে) যেন আযাদকৃত গোলাম (অনারব)। তাকেও আবূ মূসা (রা) খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু জিনিস খেতে দেখেছি, যার ফলে এটি খেতে আমি ঘৃণা করি। এই জন্য কসম করেছি, আমি তা আর খাব না। আবূ মূসা (রা) বললেন, তুমি এদিকে এসো, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব। আমি এক সময় আশ'আরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের বাহন দেব না। আর তোমাদের দেওয়ার মত আমার কাছে বাহন নেই। তারপর নবী ﷺ -এর

কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হলে তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আশ'আরীদের দলটি কোথায়? তারপর তিনি পাঁচটি মোটা তাজা ও উত্তম উট আমাদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এগুলো নিয়ে ফিরার পথে বলতে লাগলাম, আমরা যে কি কর্মটি করলাম! নবী ﷺ কসম করে বললেন, আমাদের বাহন দেবেন না। এবং তাঁর কাছে দেওয়ার মত বাহন নেই। তারপরও তো তিনি আমাদের বাহন দিয়ে দিলেন। হয়ত আমরা তাঁকে তাঁর কসম সম্পর্কে অজ্ঞাত অবস্থায় পেয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনো সফলকাম হবো না। তাই আমরা তাঁর কাছে আবার গেলাম এবং তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের বাহন দেইনি, বরং দিয়েছেন আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন বিষয়ে কসম করি যদি তার বিপরীতে মঙ্গল দেখতে পাই, তবে তা করে নেই এবং (কাফ্‌ফারা দিয়ে) কসম থেকে বের হয়ে আসি।

৭০৪৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ مُضَرَ ، وَاِنَّا لاَ نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِىْ اَشْهُرٍ حُرُمٍ ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اٰمُرُكُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَتُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ لاَ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ-

৭০৪৬ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র)......আবূ জামরা দুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এবং আপনাদের মাঝখানে মুযার গোত্রের মুশরিক্‌দের বসবাস। যদ্দরুন আমরা সম্মানিত মাস (আশহুরে হুরুম) ছাড়া আর কোন সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিন, যা মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমরা যাদের রেখে এসেছি তাদেরও আহবান জানাতে পারব। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার। আর তোমরা জান কি, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। তোমাদের চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, (তা হলো) লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরি পাত্রে, খেজুর গাছের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্রে, আলকাত্‌রা জাতীয় (রাসায়নিক) দ্রব্য দিয়ে প্রলেপ দেওয়া পাত্রে, মাটির সবুজ ঘটিতে তোমরা পান করবে না।

٧٠٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ-

৭০৪৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তখন তাদেরকে হুকুম করা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দাও।

٧٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ-

৭০৪৮ আবূ নুমান (র)..........ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত কর।

٧٠٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَمَّارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً-

৭০৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তা হলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক।

٣١٥٩ بَابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَاَصْوَاتُهُمْ وَتِلاَوَتُهُمْ لاَ يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

৩১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্গার ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না

٧٠٥٠ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةَ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرُ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيْحَ لَهَا-

৭০৫০ হুদবা ইব্ন খালিদ (র)........ আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী ঈমানদারের উদাহরণ উত্‌রুজ্জার (কমলালেবু) মত। এর স্বাদও উত্তম এবং ঘ্রাণও হৃদয়গ্রাহী। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ যেন খেজুর। এটি খেতে স্বাদ বটে, তবে তার কোন সুঘ্রাণ নেই। কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহ্‌গার ব্যক্তিটি সুগন্ধি ঘাসের তুল্য। এর ঘ্রাণ আছে বটে, তবে স্বাদে তিক্ত। আর যে অতি গুনাহ্‌গার হয়ে আবার কুরআনও তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলের মত। এ ফল স্বাদেও তিক্ত এবং এর কোন সুঘ্রাণও নেই।

٧٠٥١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ-

৭০৫১ আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী ﷺ -কে জ্যোতিষদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তারা মূলত কিছুই নয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কখনো কখনো তারা তো এমন কিছু কথাও বলে ফেলে যা সত্য হয়। এতে নবী ﷺ বললেন ঃ এসব কথা সত্য। জ্বিনেরা এসব কথা প্রথম শোনে, (মনে রেখে) পরে এদের দোসরদের কানে মুরগির মত করকর রবে নিক্ষেপ করে দেয়। এরপর এসব জ্যোতিষী সামান্য সত্যের সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়।

٧٠٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لاَيُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَا هُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ-

৭০৫২ আবূ নুমান (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার (ধনুক) থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুণ্ডন।

٣١٦٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَنَّ اَعْمَالَ بَنِى اٰدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوْزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّوْمِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ ، وَاَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

৩১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড (২১ ঃ ৪৭)। আদম সন্তানদের আমল ও কথা পরিমাপ করা হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, রুমীদের (ইটালীয়দের) ভাষায় القسطاس। অর্থ ন্যায় ও ইনসাফ। المقسط। শব্দমূল হল القسط। المقسط-অর্থ ন্যায়পরায়ণ। অপর পক্ষে القاسط-এর অর্থ (কিন্তু) জালিম।

٧٠٥٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ-

৭০৫৩ আহ্মাদ ইব্ন আশকাব (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি কলেমা (বাণী) রয়েছে, যেগুলো দয়াময় আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে খুবই সহজ (আমলের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহান্নাল্লাহিল আযীম'-- আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ্ অতীব পবিত্র।

(تَمَّ صَحِيْحُ الْاِمَامِ الْبُخَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

ইফাবা — ২০০২-২০০৩ — প্র/৮০৭২ (উ) —৩২৫০